Boighar.com

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

ওয়ান্টেড ভয়

রওশন জামিল

সেবা প্রকাশনী

বইঘর

বইঘর

boighar.com

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

[দুই বই একত্রে]

রওশন জামিল

ওয়ান্টেড

বব হেলার পশ্চিমের একটি অতিপরিচিত নাম।
ব্যাংক ডাকাতির সোনা নিয়ে সীমান্তে পালাচ্ছে সে।
অথচ দুরাত আগে লরা হাডসন তার মনে যে-দোলা দিয়ে
গেছে তা-ও নেহাত সামান্য নয়। তাই দোটানায় পড়েছে সে;
মেকসিকোতে নিরাপদ আশ্রয় নেবে, না মেয়েটিকে
অ্যাপাচিদের কবল থেকে উদ্ধার করবে?
ওদিকে আইন ধেয়ে আসছে তাকে ধরার জন্যে…
কি করবে বব?

ভয়

কোম্যাঞ্চি এলাকার ভেতর দিয়ে গরুর পাল
নিয়ে যাচ্ছে সাত জন মানুষ
একে অপরকে ঘৃণা করে ওরা, লোভ লালসা
আর আক্রোশের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী বইঘর

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

[দুটি বই একত্রে]

ওয়ান্টেড

ভয়

রওশন জামিল

www.boighar.com

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

তেতাল্লিশ টাকা

ISBN 984 16-8269-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৬

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

WANTED

BHOY
Two Western Novels
By Raoshan Jamil

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

ওয়ান্টেড ৫–৯৫
ভয় ৯৬–২০৮

ওয়েস্টার্ন

ওয়ান্টেড ও ভয়

রওশন জামিল

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

WEBSITE

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে+আর কতদূর, পাতকী+জ্বলন্ত পাহাড়, রক্তাক্ত খামার+সেই এরফান, মানুষ শিকার+বাঁধন, ভাগ্যচক্র-১+২, রাইডার+অপমৃত্যু, এপিঠ-ওপিঠ+লুটতরাজ, আবার এরফান+ডেথ সিটি, রূপান্তর, ল্যাসোর ফাঁস+বুনো পশ্চিম, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল-১+২, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান+অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল+ভয়াল শটগান, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, হার্ডি স্লোন, ভূমিদস্যু। খোন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। রওশন জামিল: ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়+অতন্দ্র প্রহরী, বাথান-১+২, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, মার্সেনারী, সন্ধান+ছায়াশত্রু, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা+রক্তবসনা, প্রতারক, সুবিচার+খুনে নগরী, অশান্ত মরু। শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ+দখল, প্রহরী+সংঘাত, ঘেরাও+নীল নকশা, অস্থির সীমান্ত+উত্তপ্ত জনপদ, আক্রান্ত শহর+অবরোধ, বৈরী বলয়+অপসারণ, বিপদ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। প্রিন্স রিজভী তৌহিদ: শেষ মার। আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক, ভূমিদস্যু। রকিব হাসান: তৃণভূমি নির্জনবাস। হিফজুর রহমান: শিকারী। জাহিদ হাসান: স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত। আলীম আজিজ: সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। বজলুর রহমান: বাজি। খসরু চৌধুরী: ভুল। আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা। এ.টি.এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ। তাহের শামসুদ্দীন: স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ: মুক্তপুরুষ। কাজী শাহনূর হোসেন: প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু। কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, দস্যু বেনন+সীমান্তে সাবধান, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক, পরবাসী, অধিকার, শক্তপাল্লা। ইফতেখার আমিন: প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। গোলাম মাওলা নঈম: রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসুরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ, দম্ভ, ঘাতক, ঘায়েল, আসামী, অহঙ্কার, দূরের পাহাড়-১, দূরের পাহাড়-২, নরকে, শকুন, দাপট, বিপত্তি। টিপু কিবরিয়া: অশুভ চক্র, হুমকি। মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ: ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়, যমদূত শেখ আবদুল হাকিম: ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। মাসুদ আনোয়ার: আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ, লিপ্সা, অপমান। আবু মাহদী: পাঞ্জার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্। সুস্ময় আচার্য: অপবাদ। সায়েম সোলায়মান: সঙ্কট, অবরুদ্ধ শহর।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

ওয়ান্টেড

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৬

এক

গানসাইট শৈলশ্রেণীর ও-পাশে বাঁকা চাঁদ বিশ্রাম নিতেই বেলাভূমি ভেঙে এগিয়ে এল দুজন ঘোড়সওয়ার। মন্থর গতিতে ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে আসছে ওরা।

নীরব নিশুতি রাত। শুধু ক্রিকেট পোকা জেগে আছে এখনও। আস্তাবলে তামাটে রঙের একটা ঘোড়া অস্থিরভাবে পা ঠুকছে মেঝেতে, কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করছে কিছু।

ছোট একটা টিলার আড়াল থেকে আরেকজন বেরিয়ে এল। বিশাল বপু. সহজ ভঙ্গিতে বসে আছে স্যাডলে। সরু গলিপথ ধরে শহরের প্রধান সড়কের দিকে হেলে-দুলে এগিয়ে চলল সে। শুধু কামারের কানে ওই শব্দ পৌঁছুল।

রেড ইন্ডিয়ানদের রণকৌশল সম্পর্কে বহু কিছু তার জানা আছে। সতর্ক অবস্থায় চোখ মেলে শুয়ে রইল সে। আনমনে ভাবতে চেষ্টা করল, এই রাত দুপুরে কোন ধরনের লোক রাস্তায় বেরোয়। তবে বেশিক্ষণ ভাবার সময় পেল না, গভীর ঘুম গ্রাস করল তাকে। মধ্যরাতের অশ্বারোহীর কথা ভুলে গেল কামার।

বড় রাস্তায় উঠল না বিশাল-বপু, মুদিখানার পাশে ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভেতর লাগাম টেনে ধরল। প্রথম দুই ঘোড়সওয়ারের চলমান খুরের শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে।

বব হেলার-এর ছায়াও দেখা যাচ্ছে না কোথাও, যাওয়ার কথাও নয়। অশরীরীর মত ঠিক সময় ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে ববের।

সোজা এগিয়ে গেল দুই ঘোড়সওয়ার, শেষ মুহূর্তে ডানে মোড় নিয়ে ব্যাঙ্কের সামনে ঝটপট নেমে পড়ল। দুজনের হাতেই রাইফেল। ওরা পজিশন নেয়ার পর অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল গিবসন। রাস্তা পেরিয়ে ব্যাঙ্কের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড় করাল ঘোড়া। একটা ফলের ক্যান হাতে নামল। ক্যানটা আকারে খুব ছোট, কিন্তু গিবসন মাতৃস্নেহে ধরে রেখেছে।

দরজার নবে হাত দেয়ার আগেই ভেতর থেকে পাল্লা ফাঁক করল হেলার 'মরচে ধরা সেকেলে সিন্দুক,' বলল ও। 'পানির মত সোজা কাজ।'

হেলারকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকল গিবসন। ওই রকম একটা দশাসই শরীর, অথচ বেড়ালের মত নিঃশব্দে পদচারণা করছে। বিশাল লোহার সিন্দুকের সামনে মেঝেতে বসে পড়ল ও।

ফাঁকা রাস্তাটা আর একবার দেখে নিতে বাইরে গেল হেলার। গিবসন ওদিকে কাজে নেমে পড়েছে।

সিগারেট ধরিয়ে পেছনে তাকাল হার্ডি। সে বয়সে হেলারের ছোট। লম্বায় দুজনেই সমান, তবে ও একটু রোগা। ক্ষুরধার চেহারা, চোখে-মুখে ভয়ের

লেশমাত্র নেই। জ্বলন্ত সিগারেটের মৃদু আলোয় আবছাভাবে বোঝা যাচ্ছে সেটা।

কিওয়া অনড় দাঁড়িয়ে, মুখে কথা নেই। খর্বকায়, পেশীবহুল শরীর। কলোরাডো থেকে সনোরা পর্যন্ত এই দোআঁশলা লোকটাকে একডাকে সবাই চেনে। সর্বত্র ওর নামে হুলিয়া ঝুলছে।

আবার গিবসনের কাছে ফিরে এল হেলার। নিবিষ্টভাবে সিন্দুক ভাঙতে ব্যস্ত সে। দরদর ঘাম পড়ছে কপাল বেয়ে, দুহাতে শক্ত করে পাল্লার ওপর ড্রিল বিট ঠেসে ধরেছে। ওপর দিকে কোণের প্রথম ফুটোটা প্রায় শেষ করে এনেছে।

'হাত লাগাব?' জিজ্ঞেস করল হেলার।

'না, একাই পারব।'

গিবসন দক্ষ কারিগর, এ-ব্যাপারে তার অহঙ্কারও আছে। গরু চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে টেক্সাসে একবার কিছু দিন জেল খেটেছিল সে। সেখানে এক সিঁদেল চোরের কাছে সিন্দুক ভাঙার কৌশল শিখেছে। মিসিসিপি নদীর পশ্চিম তীরে এ-কাজে এখন আর ওর জুড়ি নেই। তাড়াহুড়োর কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ওর মাঝে।

ধীর লয়ে বয়ে চলেছে সময়···অদূরেই কোথাও একটা দরজা খোলার শব্দ হলো। কয়েক মিনিটের নীরবতা, তারপর কাতর সুরে প্রতিবাদ করে উঠল একটা রাস্তার কল। খানিক বাদে একটা খালি টিনের বালতিতে জল পড়ার আওয়াজ শুনতে পেল ওরা।

ঝিম মেরে পড়ে রইল চারজন, তবে জায়গা ছেড়ে একচুল নড়ল না। গিবসন ভারি ড্রিলটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল। মিনিটকয়েক পর দড়াম করে কোথাও একটা দরজা বন্ধ হলো, তারপর আবার নিঝুম পরিবেশ। ফুটোতে ড্রিলটা বসিয়ে ফের নিজের কাজে মেতে উঠল গিবসন। ঘামে সারা মুখ ভিজে উঠেছে, অথচ সে-দিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।

স্নায়ুর চাপ ক্রমশ বাড়ছে, অনুভব করল হেলার। প্রতিটা সেকেন্ড এখন মহামূল্যবান: এখানে যত দেরি করবে, ততই ওদের বিপদ বাড়বে। পশ্চিমের এই শহরগুলো সম্পর্কে ওর ধারণা খুব স্বচ্ছ, এখানকার অধিবাসীদের খেপিয়ে নিস্তার পায় না কেউ। বাজারে আউট-লদের নিয়ে নানা গল্প চালু আছে, কিন্তু ওগুলো স্রেফ রটনা। কোনও বন্দুকবাজ, কিংবা একদল আউট-ল যদি পশ্চিমের কোনও শহরে গিয়ে ঘাঁটি গাড়তে চায়, তবে কার আগে কে গুলি খাবে তাই নিয়ে ওই শহরের লোকদের মাঝে প্রতিযোগিতার ধুম পড়ে যাবে।

যেমন, এই শহরের ব্যাঙ্কার লোকটার কথাই ধরা যাক। গৃহযুদ্ধের সময়ে ইউনিয়ন আর্মিতে কর্নেল ছিল সে। তারও আগে, মেক্সিকোর সাথে যুদ্ধের সময় লেফটেন্যান্ট ছিল। ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে বহু লড়াইতে অংশ নিয়েছে। রাস্তার উল্টো দিকে যে-সেলুনটা আছে, তার মালিক একজন পাকা মোষ শিকারী ছিল। মুদি লোকটা গৃহযুদ্ধ চলাকালে তার রেজিমেন্টের শার্পশুটার ছিল। ওয়াইওমিং আর নেবরাস্কায় ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়েছে।

গোটা শহরটাই বলতে গেলে এ-রকম লোকজনে পূর্ণ। জীবনে একটাও গুলি ছোঁড়েনি, এমন তিনজন লোক এখানে মিলবে কিনা সন্দেহ। এই যুগটাই এমন

যে, পশ্চিমের শহরগুলোয় কেবল অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় লোকেরাই পাড়ি জমিয়েছে। এরা প্রত্যেকেই সাহসী, নিজেদের কাজে-কর্মে দক্ষ। বড়াইসর্বস্ব কোন লোক এদেশে ভুলেও থাকতে আসবে না। সাধারণ মানুষের শান্তিতে ব্যাঘাত না ঘটালে বন্দুকবাজ বা আউট-লদের কেউ কিছু বলে না। আর ওরাও শহরবাসীদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকে, সস্তা সেলুন আর বাজারে মেয়েছেলেদের আশপাশে ভিড় জমায়।

একটা গুবরে পোকা গুঞ্জন তুলে উড়ছে আঁধারে, দূরে কোথাও একটা কোয়েল ডাকছে। খিলানের গায়ে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করছে হেলার, ড্রিলের একঘেয়ে শব্দ শুনছে।

সে একটা নিরেট বোকা, ভাবল হেলার। এ-ধরনের কাজে হাত দেয়, এমন লোকমাত্রই তাই। আচ্ছা, সে চোর হলো কী করে? চোর শব্দটাতে লজ্জা পেল ও। প্রথমে ব্যাপারটাকে কৌতুককর বলেই মনে হয়েছিল। টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল ওদের। অথচ, শহরে দিনকতক ফুর্তি করতে হলে টাকা চাই। কয়েকটা গরু চুরি করে পরিচিত এক লোকের কাছে বেচে দেয় ওরা।

আবারও সেই ঘটনা ঘটে। চতুর্থবার জানাজানি হয়ে যায় ব্যাপারটা, গোলাগুলিতে জড়িয়ে পড়ে ওরা। ফলে ওই শহর ছাড়তে বাধ্য হয়।

ওর নামে হুলিয়া জারি হলে কানসাসে পালিয়ে আসে সে। এরপর আর পেছনে তাকায়নি, একের পর এক অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে। এবং এই মুহূর্তে ব্যাঙ্কের সিন্দুক ভাঙছে।

চার বছর হলো অপরাধ জগতে বিচরণ করছে সে। অথচ কোনও বাথানে কাজ করলে যে-বেতন পেত, তার চেয়ে মাত্র সামান্য কিছু বেশি রোজগার হয়েছে। তফাত কেবল এটুকুই, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করলে আজ তাকে পালিয়ে বেড়াতে হত না।

কাজ থামিয়ে কপালের ঘাম মুছল গিবসন। প্রথম ফুটোটা শেষ হয়েছে। ঘরে-তৈরি সাবানের একটা বার তুলে নিয়ে সিন্দুকের দরজার চারপাশে গুঁজে দিল হেলার। রাস্তায় পাথুরে জমিতে পা ঠুকল একটা ঘোড়া। গিবসন ড্রিল তুলে নিয়ে নতুন আরেকটা ছ্যাঁদা করতে লেগে পড়ল। ইস্পাতের দাঁতের ঘষায় ধীরে ধীরে সাদা হয়ে উঠছে সিন্দুকের কাঁচা লোহা।

নিঃসঙ্গ কোয়েলটা আবার ফরিয়াদ জানাল। চটাস করে ঘাড়ের ওপর একটা মশা মারল হেলার। মনে মনে মশাটাকে ঝেড়ে গাল দিল।

চাপা উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে আরও। হার্ডি এখন আর হেলান দিয়ে নেই। ওর মুখের ভয়লেশহীন ভাব উবে গেছে। রীতিমত ঘামতে শুরু করেছে ও। কেবল কিওয়া নির্লিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ চাপা স্বরে শিস দিল হার্ডি, আলতোভাবে গিবসনের কাঁধে হাত রাখল হেলার। অমনি ড্রিল থেমে গেল। ভৌতিক নীরবতা নেমে এল ওদের মাঝে, শুধু ব্যাংকের ঘড়িটা টিক টিক শব্দে তখনও বেজে চলেছে।

কয়েকটা বাড়ি পরে ও-পাশের রাস্তা ধরে দুটো ঘোড়া হেঁটে আসছে, খুরের শব্দে টের পেল ওরা। ক্লান্ত ঘোড়ার পিঠে তন্দ্রাচ্ছন্ন দুই সওয়ারি বড় রাস্তা

পেরিয়ে নিশ্ছিদ্র আঁধারে হারিয়ে গেল। টেরও পেল না, এতক্ষণ দুটো রাইফেলের নল তাকিয়ে ছিল ওদের পিঠের দিকে। ওরা চলে যাওয়ার ঝাড়া এক মিনিট পর গিবসনকে ইশারা করল হেলার। ফের কাজে মগ্ন হয়ে পড়ল বিশাল-বপু। কাজ ছাড়া জগতের আর কিছুতে যেন বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই তার।

সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। অধীর হয়ে উঠছে হেলার। জিভ শুকিয়ে খটখট করছে। স্নায়ুর চাপে ভুগতে শুরু করেছে। কারণ, কোন লোক বেআইনি পথে পা বাড়ালে প্রতিটা লোক তার শত্রু হয়ে ওঠে। সে পথচলতি যে-কোন লোকের টার্গেট হতে পারে। সাধারণ মানুষের শত্রু হয়ে ওঠে সে; তবে তার চেয়েও ভয়ঙ্কর ব্যাপার, সাধারণ মানুষ তার শত্রু হয়ে ওঠে।

রাস্তায় অস্থিরভাবে আবার পা ঠুকল একটা ঘোড়া, হার্ডি আরেকটা সিগারেট ধরাল। ড্রিল মেশিনের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, পাল্লার চারপাশে সূক্ষ্ম ফাটল সাবান দিয়ে ভরাট করল গিবসন। তারপর চাবি ঢোকানোর গর্তে সাবান গুঁজে স্বল্প সময়ের একটা ফিউজ ঢুকিয়ে দিল।

পেছন দরজা দিয়ে ঢোকার সময় একটা জীর্ণ শতরঞ্চি সঙ্গে এনেছিল হেলার। সিন্দুকের ওপর সে ওটা বিছিয়ে দিল। ব্যাংকের আস্তাবল থেকে নিয়ে-আসা ছেঁড়া কম্বলগুলো দিয়ে ভাল করে মুড়ে দিল সিন্দুকটা। তারপর দুজনে মিলে ব্যাংকের সব জানালা খুলে দিল যাতে শকওয়েভে কাচ ভেঙে না যায়। কাচ ভাঙলে লোকজন জেগে যায়, কিন্তু শকওয়েভের শব্দ হয় না।

দরজার বাইরে গলা বাড়িয়ে হার্ডি আর কিওয়ার দিকে তাকাল হেলার। 'রেডি?'

হাত তুলে সায় জানাল ওরা। কিওয়া এগিয়ে এসে সবকটা ঘোড়ার লাগাম ধরল।

ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল হেলার। 'ওকে, গিব।'

বাইরে দুই প্রহরী রাইফেল বাগিয়ে ধরল। কিওয়া ঘোড়াগুলোর কানে কানে কিছু বলল। গিবসন ইতিমধ্যে একটা সিগারেট ধরিয়েছে, এবার সে ওটা ফিউজে ছোঁয়াল। চটচট শব্দে পুড়তে লাগল ফিউজ। মাথা দুকাঁধের মাঝে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে এল ওরা। হামাগুড়ি দিয়ে প্রায় মিশে গেল দেয়ালের গায়ে।

কোয়েলটা ডাকল, তবে ওর কান্নার আওয়াজ ব্যাংকের ভেতরে চাপা একটা 'বুম' শব্দের তলায় ঢাকা পড়ে গেল।

হেলার আর গিবসন দৌড়ে সিন্দুকের কাছে গেল। কটু গন্ধের ঝাপটা লাগল নাকে। একটামাত্র কবজার সঙ্গে তখনও আত্মীয়তা বজায় রেখে অসহায়ভাবে ঝুলছে ভাঙা পাল্লাটা।

সিন্দুকের মালপত্র মেঝেতে ঢেলে ফেলল হেলার। তিক্ত সুরে কাকে যেন গাল বকল। সোনার ভারি থলেটা গায়েব হয়ে গেছে।

একটা ট্রেতে ভাঙতি পয়সা পেল কিছু। গিবসনের ব্যাগে ট্রেখানা উপুড় করে দিল সে। আরেকটা ড্রয়ার হাতড়ে অল্প কয়েকটা ডলার মিলল।

অদূরে কোন একটা বাড়িতে দরজা খোলার শব্দ হলো, পরমুহূর্তে গুলি ছুঁড়ল হার্ডি। আশপাশের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে সেই আওয়াজ গোটা তল্লাট মুখরিত

করে তুলল।

চিৎকার শোনা গেল একটা, পরক্ষণে বাফেলো গানের বিকট শব্দে কানে তালা লেগে গেল। তার জবাবে কিওয়ার উইনচেস্টার গর্জে উঠল একবার।

হেলার উঠে দাঁড়াল। 'সব ফক্কা, চলো কেটে পড়ি!'

দীর্ঘ তিন কদমে বাইরে চলে এল গিবসন, দ্রুত নিজের ঘোড়ার পাশে ঘাপটি মেরে বসে পড়ল। হেলার খিড়কি পথে বেরিয়ে এল। আরেকটু হলেই একটা কুঠারে পা বেধে পড়ে যাচ্ছিল, ওই কুঠারটা দিয়েই খিড়কির তালা ভেঙেছে সে। ওদিকে রাস্তায় তুমুল গোলাগুলি শুরু হয়ে গেছে।

হেলার ঘুরপথে এসে দেখল, ইতিমধ্যে স্যাডলে চড়ে বসেছে হার্ডি কিওয়া তার ঘোড়ার লাগাম হাতের সঙ্গে পেঁচিয়ে হিসেব করে গুলি ছুঁড়ছে।

'চলো!' বলল হেলার।

লাফিয়ে জিনে উঠে বসল ইন্ডিয়ান। অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা গলির পথ ধরল চার অশ্বারোহী। খটাস শব্দে একটা জানালা খুলে গেল, ওদের লক্ষ্য করে রাইফেল তুলল এক লোক। গিবসনের পয়েন্ট ফোর ফোর গর্জে উঠল একবার, জানালার ওপাশে আর্তনাদ করে উঠল কেউ এবং রাইফেলটা টুপ করে পড়ে গেল রাস্তায়।

উইলো বনের ভেতর দিয়ে ছুটে চলল ওরা। একটা ঝরনা পেরিয়ে দক্ষিণে মোড় নিল। ওরা বেশি জোরে ছুটছে না, তবে ধাওয়া খেলে দ্রুত পালানো যাতে সম্ভব হয়, সে-জন্যে ঘোড়াগুলো তৈরি রেখেছে।

পেছনে শহরের দিক থেকে কয়েকটা এলোপাতাড়ি গুলির শব্দ ভেসে এল, কিন্তু ততক্ষণে ওরা বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে। রাইফেলের নাগালের বাইরে চলে এসেছে।

হেলার প্রায় দুমাইল অবধি একই গতিতে ছুটল তারপর ডান দিকে ঘুরে একটা ঝরনায় নামল। বাকি সবাই অনুসরণ করল ওকে। একটা পাহাড়ী কারনিসের কাছে ঝরনাটা পেরিয়ে ফের জলে নামল। প্রায় পোয়ামাইলের মত ভাটিতে গিয়ে একটা বালুময় ক্যানিয়নের প্রবেশমুখে উঠে এল।

পুরু বালুতে ওদের খুরের ছাপ পড়ছে, তবে খুব অস্পষ্টভাবে। দেখে চেনার উপায় নেই, বোঝাও যাবে না ছাপগুলো কতক্ষণ আগের।

'কত মিলল?'

হার্ডি ওদের ভেতর সবচেয়ে ছোট, কৌতূহলও তাই বেশি। ওর ধারণা, প্রতিটা দাঁও মোটা হবে। অনেকক্ষেত্রে সুপরিকল্পিত ডাকাতিতেও যে শূন্য হাতে ফিরতে হয়, সেটা এখনও শেখেনি।

'এক রতি সোনাও ছিল না। নোট আর খুচরো মিলিয়ে শ-দুয়েক ডলার হবে।'

'ধুস, শালা!'

হার্ডির বিরূপ মন্তব্যে কেউ প্রতিবাদ করল না, কথা বলার মত মানসিক অবস্থা এখন কারও নেই। খালি সিন্দুক, তবে ব্যাপারটাকে হালকাভাবে নেবে না লোকে। ওদের ধরার জন্যে হন্যে হয়ে উঠবে। হেলার পশ্চিমা শহরগুলোর নাড়ি-নক্ষত্র জানে, উত্তেজনার খোরাক এখানে খুব বেশি মেলে না। ডাকাতির ফলে সে-

খোরাক পাবে ওরা– এবং সেটা পুরোমাত্রায় গ্রহণের সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইবে না। পোসি গঠন করা হবে। ঝানু সব লোক থাকবে সেই দলে।

সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে গিরিখাত বেয়ে এগিয়ে চলল হেলার, যেন দিনের আলোয় পথ চলছে। শরীরে হিমশীতল বাতাসের স্পর্শ পেয়ে বুঝল পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে গেছে। আকাশের গায়ে বিশাল নচ চোখে পড়ল ওর মুখব্যাদান করে ভেংচি কাটছে ওদের। একটা দুরারোহ ট্রেইল ধরে সে-দিকে এগিয়ে চলল ও। ওর ঘোড়ার পায়ের নীচে নুড়িপাথর পিছলে যেতে চাইছে।

ঘোড়ার পক্ষে চড়াইটা দারুণ বিপজ্জনক, তবে এতে পেছনে কোন ট্র্যাক পড়বে না। মেসায় উঠে ঘোড়াগুলোকে খানিকক্ষণ বিশ্রাম দিল। ভোরের আগে ওদের পিছু নেয়া সম্ভব হবে না, সূর্য উঠতে এখনও চার ঘণ্টা বাকি আছে।

সারা রাত ছুটে চলল ওরা। আকাশের রং ফিকে হতে শুরু করেছে। একটা সরু ক্যানিয়নের ভেতর ওদের নিয়ে গেল হেলার। সেখানে বাঁশের খুঁটি-ঘেরা একটা আস্তাবলে চারটে ঘোড়া বাঁধা আছে। পাশেই, একটু ভেতরে, একটা নড়বড়ে কুটির চোখে পড়ল ওদের।

উনুনে কফির জল চড়িয়ে নাস্তা বানাতে বসল গিবসন। পথশ্রমে ক্লান্ত ঘোড়াগুলোর পিঠ থেকে জিন নামিয়ে নিল কিওয়া, তারপর পাছার কাছে মৃদু চাপড় মেরে খেদিয়ে দিল। মালিকের বিনা-অনুমতিতে ওগুলো ধার করেছিল ওরা, এখন ছাড়া পেয়ে স্বগৃহে ফিরে যাবে। আস্তাবলে অপেক্ষমাণ চারটে ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাল সে।

ওরা ছোট্ট অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসে নীরবে নাস্তা খেলো। কারও মনে কথা বলার ইচ্ছে জাগছে না। গতরাতের কাজটায় অনেক স্বপ্নের হাতছানি ছিল, অথচ কিছুই হলো না। তাই ভীষণ হতাশ বোধ করছে।

ওদের কেউ আহত হয়নি, কাউকে খুনও করেনি। তবে, পালাতে আর একটু দেরি হলে এতক্ষণে অন্তত একজন যে মারা যেত– তাতে ওদের কোন সন্দেহ নেই।

'তা,' নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে বলল হার্ডি, 'জেসি জেমসও তো কয়েকবার ঠকেছে এ-রকম।'

কোন জবাব না পেয়ে উৎসাহী হয়ে উঠল সে। বলল, 'তবে শোনা যায় মিসৌরিতে কোন এক গুহায় নাকি দশলাখ ডলার পুঁতে রেখেছে সে। আমার ওটা খুঁজে বের করার ইচ্ছে আছে।'

'এ-সব কথায় কান দিও না,' বলল গিবসন। 'চাইলেই যে-কেউ হিসেবটা মিলিয়ে নিতে পারে। ষোলো বছরের দস্যু-জীবনে জেমসের দল পুরো চার লাখও কামাতে পারেনি। সেটাও আবার ছ থেকে বারোজনের মধ্যে ভাগ হয়েছে। আরে, বাপু, অধিকাংশ সময়েই তো সফল হয়নি ওরা।'

কফিতে চুমুক দিয়ে গিবসন বলল, 'সিন্দুকটা যে অত সহজে ভাঙা যাবে আমি ভাবতেই পারিনি। কেন যেন বিশ্বাসই হতে চাইছে না।'

কফি পান শেষে সবাই উঠে দাঁড়াল। গিবসন মাটি দিয়ে আগুন চাপা দিল। চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি মেলে দেখে নিল ওরা কোন ভুলচুক রয়ে গেল কিনা, তারপর

ঘোড়ায় চেপে রওনা হলো।

শ্রান্তি বোধ করছে হেলার। ঘোড়ার দুলকি চালে ঝিমুনি আসছে। অবসাদে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর, কোন গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। কিন্তু তা হবার নয়, মানুষের আকাঙ্ক্ষা সোনার হরিণের মত– ধরতে গেলেই ছুটে পালায়।

পর্বতগুহায় মুখ লুকিয়েছে অন্ধকার। সোনা-রোদে ছেয়ে গেছে চারদিক। ক্রমশ তেতে উঠছে রোদ। পাহাড়ের কিনারে এসে রাশ টেনে ধরল হেলার, তীক্ষ্ণ চোখে আশপাশের এলাকা পর্যবেক্ষণ করল। লু হাওয়ায় চিকচিক করছে বালু।

কোন মানুষ যখন আউট-ল জীবন বেছে নেয়, তখন তার সামনে কেবল অনন্ত আনন্দোল্লাসের ছবিই ভাসে। নিদ্রাহীন অনাহারী পথশ্রমের কথা ভাবে না সে; এই সত্যটা মনে থাকে না যে, সে যে-কোন শান্তিপ্রিয় মানুষের বন্দুকের নিশানা হতে পারে।

একটা সময় ছিল যখন সে...চকিতে তার মানসপটে ওবারো শহরের ছবি ভেসে উঠল।

হেলার আসলে ওবারোর স্মৃতি ভুলতে পারেনি কখনও। দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী শহর। স্থানীয় একটা বাথানের নামে ওটার নামকরণ হয়েছে কারণ ওই বাথানের রেঞ্জেই শহরটা গড়ে উঠেছে। বাথানটার নাম, ও বার ও। তবে সেটা একদিনে হয়নি, সময় লেগেছে। প্রথমে স্টেজ থামতে শুরু করে। তারপর সাপ্লাই পয়েন্টে পরিণত হয়, আশপাশের অঞ্চল থেকে লোকজন ওই র‍্যাঞ্চে এসে তাদের মাল ডেলিভারি নিত। ধীরে ধীরে এই ভাবে শহরের গোড়াপত্তন হয়েছে।

হেলার ওই বাথানের র‍্যাঞ্চার ছিল। ওখানে অনেক দিন কাজ করেছে। সেই সূত্রেই পিট রানিয়ন-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। পিট কাজের লোক, যে-কোন আউটফিটই গর্ব করতে পারে ওকে নিয়ে। সর্বদা এক সাথে থাকত দুজনা। যেন ছায়া আর কায়া। কখনও কারও সাথে ঝগড়া বাধলে একত্রে মোকাবেলা করত। আবার নিছক মান-অভিমানের কারণে খটাখটিও লাগত দুজনার।

ওই শহরের এক মেয়েকে ভালবাসত হেলার। অনেক কল্পনার জাল বুনেছিল ওকে ঘিরে।

সে-সময়ে ওদের রেঞ্জে মার্কাবিহীন অনেক গরু-মোষ চরতে আসত। মাঝে-মধ্যে কখনও ফুর্তি করার সাধ জাগলে ওগুলোর কয়েকটাকে শহরে নিয়ে গিয়ে বেচে দিত ওরা। তবে কাজটা সহজ মনে হলেও ততটা সহজ ছিল না আসলে; পয়সাঅলা র‍্যাঞ্চারদের ধারণা তাদের সীমানায় যত পশু চরে সবগুলোর মালিক তারা। মার্কা না থাকলেও পরোয়া নেই।

বস্তুত, স্বত্বহীন গবাদি পশুর সংখ্যা তখনকার দিনে নেহাত কম ছিল না। তা ছাড়া, গৃহযুদ্ধ বেধে যাওয়ায় অসংখ্য গরুর মার্কা লাগানো সম্ভব হয়নি। লোকজন তখন যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত। অধিকাংশই বাড়িছাড়া। ফলে, যুদ্ধের পর ওদের স্বত্ব খুঁজে বের করার কোনও উপায় রইল না, আর সেই সুযোগে সম্পদশালী বাথান মালিকেরা ওগুলো আত্মসাৎ করল।

গরু বিক্রির অপরাধে হেলার আর রানিয়ন বাথান থেকে বিতাড়িত হয়। সে-

বারের শীতটা ওরা চোরাই মালের ওপর দিয়েই পাড়ি দেয় কোনওমতে। তবে এ-বার আর বাছবিচার করেনি, সুযোগ পেলে মার্কা আছে এমন গরুও চুরি করেছে।

এর কিছু দিন বাদে পিট রানিয়ন শেরিফ নির্বাচনে দাঁড়িয়ে পাস করে। এবং তারপর ওই মেয়েটাকে বিয়ে করে।

এই ঘটনার দুরাত পর হেলার ডেনভার-রিওগ্রান্ড ট্রেনে চাপে। পথে একটা বেওয়ারিশ ঘোড়া দেখতে পেয়ে নেমে যায়। এক হপ্তা বাদে সেই একই ট্রেন ধরে ফিরে আসে সে।

সীমান্তের দক্ষিণে পোকার খেলা নিয়ে এক লোকের সাথে ওর ঝগড়া বাধে। লোকটাকে সে খুন করে। এখানেই কিওয়া আর গিবসনের সাথে ওর পরিচয় হয়। এর চারমাস পর, হার্ডি যোগ দেয় ওদের সঙ্গে।

ওবারো শহরে একটা ব্যাঙ্ক আছে। সাধারণত প্রচুর সোনা মজুদ থাকে ওখানে। ব্যাঙ্কটাকে ঘিরে শহরবাসীদের মনে একটা চাপা অহঙ্কার রয়েছে; আজ পর্যন্ত লুট হয়নি ওটা। এ-যাবৎ তিনবার চেষ্টা হয়েছে, এবং শহরবাসীরা ডাকাতদের জন্যে পাহাড়ের গোড়ায় একটা নতুন কবরখানা স্থাপন করেছে। সাতজন লোককে গোর দেয়া হয়েছে ওখানে। কবরখানাটা হেলার চেনে– প্রথমজনকে গোর দেয়ার ব্যাপারে সাহায্য করেছিল।

প্রতিটা দোকান আর অফিসে বন্দুক আছে, সর্বদা তৈরি-অবস্থায় থাকে। অচেনা কোনও লোক ব্যাঙ্কের কাছে ঘুরঘুর করলে তাকে সন্দেহের চোখে দেখা হয়। শহরবাসীরা যে-কোনও মূল্যে তাদের ব্যাঙ্ক রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। ব্যাঙ্ক অভ ওবারো কেউ লুট করতে চাইলে তাকে এমন এক শহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হবে, মার্কসম্যান হিসেবে যার বাসিন্দাদের নামডাক আছে।

ঠায় ছুটে চলেছে চারজন। গিবসনের মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে। হেলারের সঙ্গে কাজ করে সুখ আছে। পালানোর রাস্তা তৈরি থাকে। দিশেহারা হতে হয় না। প্রতিবারই ধাওয়াকারীদের ফাঁকি দিতে সক্ষম হয় কারণ আগেভাগে সব পরিকল্পনা ও সেরে রাখে।

শুরুতেই হেলার চাতুর্যের সাথে ওদের ট্র্যাক মুছে ফেলে। ফলে পোসি নাজেহাল হয়ে যায়। ক্লান্ত হয়ে পড়ে ওদের ঘোড়া। ওরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হেলার যে-জায়গায় ঘোড়া বদলায়, সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

যেমন এবার– ওই বালুময় গিরিখাত আর পাথুরে ঢাল বেয়ে আসতে যে-কোনও ঘোড়ারই প্রাণ বেরিয়ে যাবে। ঘোড়ার সূত্র ধরেও ওদের হদিস মিলবে না, ডাকাতির সময় কখনও নিজেদের ঘোড়া ব্যবহার করে না ওরা।

'কোথায় যাচ্ছি?' শুধাল হার্ডি।

'হানির ওখানে,' বলল হেলার।

নিজের টুপিটা কপালের ওপর আরেকটু টেনে দিল কিওয়া। হানির আস্তানা ওবারো থেকে খুব একটা দূরে নয়। ওই শহরটাকে সে মোটেও পছন্দ করে না। ওটা পিট রানিয়নের শহর। আর পিট একজন ধুরন্ধর শেরিফ। এককালে নিজেও আউট-ল ছিল, ফলে ফন্দি-ফিকির সবই তার জানা আছে।

'ওবারো ব্যাঙ্ক লুট করতে চাইছ?' জিজ্ঞেস করল হার্ডি।

'কেন, আপত্তি আছে?'

হার্ডি হাসল। 'বেয়াড়া ঘোড়া। তবে এটাও ঠিক এমন কোনও ঘোড়া নেই, যে পোষ মানে না।'

তীব্র রোদে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। আড়চোখে হেলারকে দেখল গিবসন। হার্ডি একটুও বাড়িয়ে বলেনি সব ঘোড়াই বশ মানে, তবে সেটা নির্ভর করে সওয়ারির দক্ষতার ওপর।

কিন্তু ওবারো শহরে ডাকাতির চিন্তা রীতিমত দুঃসাহসের সামিল। ওখানে রানিয়ন রয়েছে···

দুই

স্যান্ড ট্যাঙ্ক মাউন্টেন্সে একটা নির্জন জায়গা আছে। খুব কম লোক ওটা চেনে। আর যে চেনে, বিশেষ একটা নচের ভেতর দিয়ে টেবিল টপ পীক চোখে পড়ামাত্র রুক্ষ ঊষর পাহাড়ের দিকে সে তার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নেবে।

নুড়িপাথর আর ফণিমনসার ঝোপের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলে তার চোখে পড়বে একটা বক্র ক্যানিয়ন। ওই ক্যানিয়নের ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা একটা ট্রেইল ওপরে উঠে গেছে। একদম শেষপ্রান্তে, একটা মালভূমিতে গিয়ে ট্রেইলটা শেষ হয়েছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, শূন্য থেকে ঝুলছে ওটা।

জায়গাটা আসলে ছোট একটা পকেটের মত। তবে প্রচুর ঘাস জন্মায়। ঝরনাও রয়েছে। প্রাচীন ঝুরিবহুল একটা সিডার গাছের আড়ালে ঢাকা পড়েছে ঝরনাটা। অনায়াসে কয়েকজন লোক লুকিয়ে থাকতে পারবে এখানে। এমন কী ধার ঘেঁষে চলে-যাওয়া কোনও অশ্বারোহীও দেখতে পাবে না তাদের। তবে এই জায়গাটা যারা চেনে, তাদের স্মৃতিতে তেমন কোনও ঘোড়সওয়ারের অস্তিত্ব নেই।

উপত্যকা থেকে তিনটে অস্পষ্ট ট্রেইল সামনের বিপদসঙ্কুল পার্বত্যাঞ্চলের দিকে চলে গেছে। কোনও পলায়নপর লোক ওই ট্রেইল ধরে সহজেই লোকচক্ষু ফাঁকি দিতে পারবে।

এই ঝরনার কথা যারা জানত, গৃহযুদ্ধের সময় তারা প্রায় সবাই নিহত হয়েছে। অনেকে আবার রোগে-শোকে তার আগেই মারা গেছে। ফলে, দু-একজন অ্যাপাচি কিংবা পিমা ছাড়া ঝরনাটার কথা আজ আর কারও মনে নেই।

কিন্তু বিল হাডসন-এর ঠিক মনে আছে। একটা সময় ছিল যখন সে প্রায়ই এখানে আসত। এর নির্জনতায় আশ্বস্ত হত। হাডসন শক্ত-সমর্থ মানুষ, বহু ঝড়-ঝঞ্ঝায় পোড়-খাওয়া। আজ আবার সে এই ঝরনার ধারে ফিরে এসেছে এবার সঙ্গে করে মেয়েকে নিয়ে এসেছে ও।

লাগাম টেনে ধরল হাডসন। সিগারেট বানানোর ফাঁকে নচের দিকে তীক্ষ্ণ

দৃষ্টিতে তাকাল। ওটার ফাঁক দিয়ে টেবিল টপ পীকের আউটলাইন দেখা যায়। মাটির দিকে চোখ ফেরাল। জংলা ঘাস জন্মেছে ট্রেইলে, শ্যাওলাও দেখা যাচ্ছে কিছু। তবে ট্রেইল বলতে যা বোঝায়, সত্যিকার অর্থে তেমন কিছু কখনও ছিল না ওখানে।

ওদের সামনেই দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে স্যান্ড ট্যাঙ্ক পর্বতমালা। ওখানে সবুজের চিহ্ন একরকম নেই বললেই চলে। লরার সাথে একটিও কথা না বলে সাদা রঙের একটা উজ্জ্বল পাথরখণ্ডের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল হাডসন। পাথরখণ্ডের কাছে এসে তীক্ষ্ণ একটা বাঁক ঘুরতেই বক্স ক্যানিয়নে ঢুকে পড়ল।

ওপরে ওঠার ট্রেইলটা ভাঙা-চোরা অস্পষ্ট, কিন্তু বিল হাডসন রওনা হলো তবু। ওর পেছনে লরা হাডসন। নিঃসঙ্গ পাথর আর ফণিমনসা ঝোপের ভেতর দিয়ে ক্রমশ উঠে যাচ্ছে ওরা। হঠাৎ, চুড়োর প্রায় কাছাকাছি এক জায়গায় ঝপ করে ঢালু হয়ে গেল ট্রেইলটা। লরা লক্ষ করল, বাবার পেছন পেছন মালভূমিতে এসে হাজির হয়েছে সে।

ওদের সামনে বিশাল এক প্রান্তর– মরুপাহাড় আর উপত্যকায় পরিপূর্ণ। এখানে-সেখানে বালিয়াড়ির শুষ্ক শুভ্র রেখা ছবির মত দেখাচ্ছে। বিধাতাপুরুষ যেন সোনালি ইজেলের ওপর অঙ্কনশেষে শুকনো তুলির আঁচড় বুলিয়েছেন কয়েকটা। ওরা এখন ঠিক চুড়োর নীচে, এবং সংলগ্ন ভূপৃষ্ঠ থেকে দুহাজার ফুট উঁচুতে রয়েছে।

'ওই গাছের আড়ালে একটা ঝরনা আছে,' বলল হাডসন।

'কী চমৎকার জায়গা! সত্যি, তুলনা হয় না, বাবা!'

'এবার নেমে কফির জোগাড় কর। আমি কাঠ নিয়ে আসছি।' মেয়ের অনুভূতি ওর মাঝেও সংক্রমিত হলো। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারপাশে নজর বোলাল হাডসন। সবুজ ঘাস; গাঢ় সবুজ সিডার আর কালচে ক্যাকটাসের ঝোপের বাতাসে অল্প অল্প দুলছে, পাহাড়ের গায়ে সৃষ্টি হয়েছে তারই এক জাফরি-কাটা নকশা।

'এই রূপ আগে খেয়াল করিনি, লরা। সত্যি, তুলনা হয় না।'

একটা বিশাল পাথর কাত হয়ে আছে, এক জায়গায় ভাঙা। চোরা-কুঠরির মত দেখাচ্ছে জায়গাটাকে। সে-দিকে এগিয়ে গেল হাডসন। পাথরটার গায়ে খোদাই-করা কথাগুলো পনেরো বছর পরেও দিব্যি জ্বলজ্বল করছে।

বন্দুকবাজ বার্ট কারনাভন এখানে
চিরনিদ্রায় শুয়ে আছে।
১৮৬৬

'বন্দুকই ওর সব ছিল, বন্দুকেই মরেছে,' অস্ফুট সুরে বলল হাডসন। 'ভাল লোক ছিল…খুব ভাল।'

'কে, বাবা?'

চোখ পাকিয়ে পেছন ফিরল হাডসন। নিঃশব্দে কেউ তার পেছনে এসে দাঁড়ালে হাডসনের মেজাজ বরাবর বিগড়ে যায়। একটা সময় ছিল যখন কেউ পারত না এটা; এমন কী কোনও সাপ, কয়োট. বা অ্যাপাচিও নয়। মেয়েকে দেখে

ওর রাগ পানি হয়ে গেল। অবিকল মায়ের চেহারা পেয়েছে মেয়েটা। এই চেহারার দিকে যে-কোনও পুরুষকে ফিরে তাকাতেই হবে।

আচ্ছা সমস্যা! ও এখন আর ছোটটি নেই! লতার মত দ্রুত বেড়ে উঠছে, আর এটা তাকে ভাবনায় ফেলেছে। কোনও মেয়েকে এভাবে কেউ মানুষ করে না। এখন যদি একটা ছেলে থাকত, তবে মানুষ করা অনেক সহজ হত ওর পক্ষে। কিন্তু লরা তার নারীসুলভ আচার-আচরণ দিয়ে ওকে ক্রমাগত চমক দিয়ে চলেছে।

'একজনের কবর।'

'পরিচিত কেউ, বাবা?'

'হ্যাঁ, আমি-ই কবর দিয়েছিলাম।'

কয়েকটা ঝরা-ডাল কুড়িয়ে নিল হাডসন! উদাস মনে মরা-পাতা ছিঁড়তে লাগল।

'বাবা, আমরা যেখানে যাচ্ছি, সেখানে কি লোকবসতি আছে?'

'আছে।' ওর দিকে চকিতে তাকাল হাডসন। মেয়ের কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন উদ্বেগের সুর তার কান এড়ায়নি। 'খুব নিঃসঙ্গ লাগছে, নারে? অ্যাদ্দিনে তোর অনেক বন্ধু হওয়ার কথা ছিল।'

কোনও মানুষেরই উচিত নয় তার মেয়েকে গৃহবন্দী করে রাখা। লোকজনের সাথে মেলামেশার প্রয়োজন আছে। অন্য মহিলাদের কাছ থেকে মেয়েলী ব্যাপারে জ্ঞানলাভ করতে পারবে। পুরুষ বন্ধুও দরকার, সজ্জন পুরুষ। স্বীকার করতে দোষ নেই, এ-বিষয়ে সে একেবারেই অনভিজ্ঞ। মেয়ের কোনও সাহায্যে আসবে না।

বার্ট হলে পারত। লোকটা ফেরেশতা ছিল না বটে, তবে মেয়েদের সাথে মধুর ব্যবহার করত। পিস্তলে খুব পাকা হাত ছিল, দ্রুত গুলি ছুঁড়তে পারত। তবে কারও কখনোই এ-কথা মনে করা উচিত নয় যে, তার চেয়ে দক্ষ বন্দুকবাজ আর নেই। কখন তার বন্দুক বিগড়ে বসবে, এটাও আগেভাগে আন্দাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

অনেকক্ষণ বাদে, লরা কম্বলের ভেতর গুটিসুটি মেরে ঢুকে যাবার পর, উবু হয়ে অগ্নিকুণ্ড থেকে দুটো আধ-পোড়া কাঠ তুলে নিল সে। আগুন নিভে আসছে, সেও চায় না ওটা আর জ্বলুক।

শুয়ে পড়ল হাডসন। গানবেল্ট শিয়রের কাছে এমনভাবে রাখল, যাতে হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। সিডার গাছের ফাঁক দিয়ে নক্ষত্রখচিত আকাশটাকে একবার দেখে নিয়ে চোখ মুদল···

হঠাৎ বিস্ফারিত চোখে তাকাল সে···দু-একটা কয়লা এখনও জ্বলছে। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বিপদের আভাস দিচ্ছে। কান খাড়া করে নিঃসাড়ে পড়ে রইল হাডসন।

শুক্লপক্ষের চাঁদ উঠেছে, গাছের আড়ালে তার খানিকটা ঢাকা পড়েছে। প্রথমে জল গড়িয়ে পড়ার মৃদু শব্দ শুনতে পেল, পরক্ষণেই যে-আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেছে. তার কান সে-আওয়াজ শনাক্ত করল।

ঘোড়সওয়ার···

উঠে বুটজোড়া পায়ে লাগিয়ে নিল হাডসন। 'লরা?'

'আমিও শুনেছি, বাবা।'

মেয়ে বটে একখানা! কোনও ব্যাপারেই ভড়কে যায় না। অবশ্যি সেও জীবনের রূঢ় দিকটা কখনও লুকিয়ে রাখেনি ওর কাছে। বিপদকে চিনতে শিখেছে ও। ওর চোখের সামনে একজন লোককে খুন করেছে সে···লোকটা ওর সম্পর্কে অশালীন উক্তি করেছিল। ঝাঁকড়া-চুলো ওই লোক বেশ তাগড়া জোয়ান ছিল। লরার পাশে-দাঁড়ানো পলিতকেশ বৃদ্ধকে একটুও পাত্তা না দিয়ে কটূক্তি করায় লাশ হতে হয়েছে তাকে

'জলদি কাপড় পরে ঘোড়ার কাছে গিয়ে দাঁড়া!'

হাত বাড়িয়ে কম্বলের তলায় স্কার্টটা টেনে নিল লরা। ওর বাবার মতই ঝটপট তৈরি হয়ে নিল। ঘোড়া দুটোর কাছে গিয়ে আদর করল ওদের যাতে চুপ করে থাকে।

হাডসন ট্রেইলটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। নীচের ওই ট্রেইলের তিনশো গজ পর্যন্ত প্রতিটি ইঞ্চি ওর আওতার মধ্যে আছে। কিন্তু ওকে তো কারও খোঁজার কথা নয়, বহুদিন হলো ও-সব ছেড়ে দিয়েছে সে। ধারে-কাছে এমন কোনও আউট-ল নেই যে এ-জায়গার খোঁজ জানে।

চারজন অশ্বারোহী···

নিশ্চয়ই সারা রাত ধরে চলছে ওরা। দ্বিতীয় লোকটাকে বেশ চেনা চেনা মনে হচ্ছে। স্যাডলে বসার ঢংটা পরিচিত। ওই বিশাল বপু সে আগে কোথাও দেখেছে।

গিবসন। ও যখন আছে, দলটা নিঃসন্দেহে শক্তিশালী। আর যে-লোক গিবসনকে চালাতে পারে, সে-লোকও তুখোড় না হয়ে যায় না।

ট্রেইল ধরে ছুটে-আসা লোকগুলোর ওপর নজর রাখল হাডসন। এই চন্দ্রালোকেও স্পষ্ট বুঝতে পারছে, সচরাচর কাউহ্যান্ডরা যে-ধরনের ঘোড়ায় চড়ে, ওদেরগুলো তার চেয়ে উন্নতমানের। বক্স ক্যানিয়নে ঢোকার মুখে যে-ফাঁকা জায়গাটা আছে, সেখান থেকে এখনও কিছুটা দূরে আছে ওরা। ওই চারজন কি এখানে আসছে?

ওই লোকটা গিবসন হয়ে থাকলে, এ-জায়গা ওর পরিচিত। ওরা এখানেই আসছে, নাকি ওবারোতে যাচ্ছে?

'সরে পড়তে হবে,' ফিসফিস করে লরাকে বলল ও। সোরেলের পিঠে জিন চাপিয়ে বেল্ট বাঁধার জন্যে পেটের কাছে হাত দিল। হঠাৎ টের পেল, সোরেলের পেট ফুলে উঠেছে। হাডসন বাধা দেয়ার আগেই হ্রেষারব করল ঘোড়াটা– নিশ্চয়ই বাতাসে ঘোড়ার গায়ের গন্ধ পেয়েছে।

রাইফেল হাতে বুকে হেঁটে এগিয়ে গেল হাডসন। ওত পেতে রইল। থমথমে পরিবেশ। একা এ-অবস্থা সামাল দেয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। লরা, সম্ভবত ওর মনের ভাব টের পেয়ে, স্ক্যাবার্ড থেকে নিজের রাইফেলটা টেনে নিয়ে মালভূমির কিনারে গিয়ে বসল।

পেছন দিকে আরও একটা ট্রেইল আছে। সেখানে একটা টিপির মাথায় দাঁড়িয়ে লরাকে পজিশন নিতে দেখল হেলার। নড়াচড়ার ধরন থেকে বুঝতে পারল, রমণী। ধীরে ধীরে ফর্সা হয়ে উঠছে পুব আকাশ। এখন ওকে অনেক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল হেলার। ঝট করে ঘুরে ওর দিকে রাইফেল তাক করল মেয়েটা

'ভয় নেই, ক্ষতি করব না,' বলল হেলার।

'আমিও না,' জবাব দিল লরা। হেলার দেখল, ওর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে; আগ্রহে, উত্তেজনায়।

পেছন থেকে গিবসনের গলা ভেসে এল। 'আরে, বিল যে! আমার ধারণা ছিল বহু আগেই পটল তুলেছ তুমি।'

ঘাড় ফিরিয়ে অন্যদের ডাকল গিবসন। 'চলে এসো। আমার পরিচিত লোক।'

মেয়েটার দিকে তাকাল হেলার। এক কথায়, অপূর্ব সুন্দর। 'শুনলে তো, কী বলল?' হেলার হাসল। 'আমরা বন্ধু। গিবসন তোমার বাবাকে চেনে।'

'আমার বাবা,' দ্রুত উত্তর দিল লরা, 'এমন অনেক লোককে চেনেন যাদের সাথে কখনও মিশব না আমি। কাজেই লক্ষ্মী ছেলের মত আমার আগে আগে যাও। কোনও রকম চালাকির চেষ্টা করো না, তা হলে আবার তোমার বন্ধুদেরকে তাদের আরেক বন্ধুর লাশ কবরে নামাতে হবে।'

হেলার খুব লম্বা। পেটা শরীর। ওর রোদে-পোড়া তামাটে চেহারায় নিষ্ঠুরতার সঙ্গে এক ধরনের আকর্ষণও আছে। হাসলে মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই মুহূর্তে ও হাসছে।

'পাশাপাশি হাঁটলে কেমন হয়?'

তিন

'ভয় নেই, এ-লোক কোনও ক্ষতি করবে না,' মেয়েটার ঘাড়ের ওপর দিয়ে হেলারকে বলল গিবসন। 'এক সময় আমি ওর সাথে কাজ করেছি।'

ইশারায় হেলারকে দেখিয়ে দিল গিবসন। 'বিল, এর নাম হেলার।'

'নাম শুনেছি।' সতর্ক চোখজোড়া হেলারের সর্বাঙ্গে দ্রুত একবার ঘুরে এল। তারপর মেয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল ওদের। 'এই আমার মেয়ে, লরা। ক্যালিফোর্নিয়ায় যাচ্ছি আমরা।'

বিল হাডসনের কাঁধ ঝুলে পড়েছে, বয়সের চেয়ে একটু বেশি বুড়োই দেখায় ওকে। তাই বলে ওকে হালকাভাবে নেয়া ঠিক হবে না, জীবনের বহুবিচিত্র চড়াই-উতরাই পার হয়েছে, বুদ্ধিমান লোক। এই ধরনটা হেলারের চেনা। এদের অধিকাংশ লোক পর্বতারোহী কিংবা খনিসন্ধানী হিসেবে অল্প বয়সে পশ্চিমে এসেছে। নিঃসঙ্গ সংগ্রামী জীবন কাটিয়েছে। নিজের সহ্যশক্তির ওপর নির্ভর

করেছে পুরোপুরি।

'কোনও চাষার সাথে ওর বিয়ে দিতে যাচ্ছ বুঝি?' ঠাট্টাচ্ছলে জিজ্ঞেস করল গিবসন।

'তুমি যদি ভেবে থাকো কোনও আউট-লয়ের সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দেব, তা হলে ভুল করেছ।' একটু দূরে-দাঁড়ানো হেলারের দিকে তাকাল হাডসন। ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে না সে। 'তোমরা সম্ভবত ওবারোতে যাচ্ছ। আমার পরামর্শ, না গেলেই ভাল করবে।'

'ওকে তুমি চেনো না।'

'পিট রানিয়নকে চিনি।' মেয়ের দিকে তাকাল হাডসন। ওদের ঘোড়ার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে লরা। সকাল হয়ে এসেছে, যাত্রার সময় হয়েছে। 'পরে কিন্তু এ-কথা বলতে পারবে না যে তোমাদের সাবধান করা হয়নি।'

বিল হাডসন ওদের চলে যেতে দেখল। একেবারে ট্রেইল পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে বিদায় জানাল। ওর পাশে এসে দাঁড়াল লরা।

'এ-সব লোকজনের কাছ থেকে সব সময় দূরে থাকবি, লরা। ওরা ভাল নয়। আজকালকার ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে সত্যিকারের যোগ্য লোক পাওয়া ভার। অবশ্যি এদের বেলায় কথাটা তেমন খাটে না…নিজেদের লাইনে ওরা সবাই দক্ষ। ওই গিবসন লোকটাকে অনেক আগে থেকে চিনি আমি। আর হেলারও পশ্চিমে একটা পরিচিত নাম।'

হাডসন ঘুরে দাঁড়াল। এ-জীবন ওরাও বেছে নিতে পারত। এই দীর্ঘ বন্ধুর যাত্রা; পালিয়ে বেড়ানো। কিন্তু সে ক্যালিফোর্নিয়ায় একটা শান্তির নীড় চায়। সেখানে একটা ছোটখাট বাথান গড়ে তুলবে; চাষ করতে পারবে সেই ফল যার গল্প সে এতদিন কেবল শুনেই এসেছে। ওখানকার রৌদ্রস্নাত সৈকত তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

'ও খুব হ্যান্ডসাম, বাবা। ওই লম্বা লোকটা।'

'আর কক্ষনো এ-সব কথা মুখে আনবি না। এখনও বুঝতে পারছিস না, ও তোর যোগ্য নয়।'

ওবারো কিংবা তার আশপাশে কোথাও হামলা করা হেলারের জন্যে মারাত্মক বোকামি হবে। এ পর্যন্ত কেউ ওই ব্যাঙ্ক ডাকাতি করতে পারেনি, পারবেও না—অন্তত রানিয়ন যতদিন শেরিফ থাকছে ততদিন নয়। আর ওখানকার বাসিন্দারাও সব কঠিন লোক, ওদের ঘাঁটালে নিস্তার নেই।

চিন্তার খাত পরিবর্তন করল হাডসন, ক্যালিফোর্নিয়ার কথা ভাবতে লাগল। ওখানে সে কোথায় যাচ্ছে, জানে। তার পরিচিত জায়গা, একবার স্টেজ থেকে নেমেছিল। নাম, অগুয়া ক্যালিয়েন্তু। স্যান জ্যাকিন্টোস-এর এক প্রান্তে অবস্থিত। একবার বেশ কয়েক হপ্তার জন্যে ওখানে গা ঢাকা দিয়েছিল সে।

একটা উঠতি বয়সের ছেলের জন্যে আউট-ল ট্রেইলে চলতে বাধা নেই, কিন্তু একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের জন্যে সেটা হবে চরম নির্বুদ্ধিতা। ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে অল্প খানিকটা জমি কিনবে সে; সেচের ব্যবস্থা করে তাতে ফলের বাগান করবে। ওখানে পরিচিত কোনও লোকের সাথে তার দেখা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা

কম। অবস্থা ভাল ঠেকলে পরে উপকূলীয় অঞ্চলে উঠে যাবে। এর মধ্যে তার কথা ওরা ভুলে যাবে।

'লোকগুলো আউট-ল, না?'

'হলোই-বা। ওদের নিয়ে মাথা ঘামাস না তো।'

ঘোড়ায় চড়ল ওরা। স্যাডলে বসে হাডসন বলল, 'কোনও কিছু জানতে গিয়ে কখনও চড়া মাশুল দিস না। কাউকে দেখিসনি তুই, কারও ব্যাপারে কিছু জানিসও না।'

হাডসন মাথা থেকে হেলার আর তার দলের চিন্তা দূর করে দিয়ে পথের কথা ভাবতে বসল। এটা ইন্ডিয়ান এলাকা, একাকী এই প্রান্তর পাড়ি দেয়ার চেষ্টা করা উচিত হচ্ছে না। তবে এটাও সত্যি, ট্রেইল সম্পর্কে তার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা কোনও ইন্ডিয়ানেরই নেই। আর তেমন অবস্থায় পালাবার কায়দাও তার জানা আছে।

সে বাঁচার একটা সুযোগ নিচ্ছে মাত্র, বিশেষ করে লরাকে সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু এ-ছাড়া কোনও উপায়ও ছিল না, যেখান থেকে ওরা আসছে সেখানে ওদের কোনও সহায়-সম্বল ছিল না– তার ওপর ওর আসল পরিচয় ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। একজন আউট-লয়ের মেয়ে সুন্দরভাবে বাঁচার কোনও সুযোগই পাবে না– সমাজই তাকে সে-সুযোগ দেবে না। তবে ক্যালিফোর্নিয়ার কথা আলাদা। সেখানে ওকে চেনে না কেউ। ওর অতীতের ইয়ার-বন্ধুরা সবাই অ্যারিজোনায় থাকে। বস্তুত, এক ইউমা প্রিজনে কয়েদখাটা ছাড়া, কলোরাডোর পশ্চিমে ওরা বড় একটা যায় না।

লরার চেয়ে কয়েক গজ এগিয়ে আছে হাডসন, হাতে উইনচেস্টার। মরুভূমির আপাত-শান্ত পরিবেশ দেখে ও ভোলার পাত্র নয়। সব কিছু ঠিকমত চললে দুপুর নাগাদ ওরা পোযো রেডেন্ডোয় পৌঁছুবে। ওখানে একটা দোকান আছে, আবার মরুভূমিতে রওনা দেয়ার আগে প্রয়োজনীয় কেনাকাটা করতে পারবে।

হেলার সদলে কাছে-পিঠেই আছে, সুতরাং ওবারো থেকে দূরে সরে থাকাই উত্তম হবে। গিবসনের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা কারও মনে পড়ে গেলে সেও ফেঁসে যাবে।

সূর্য পাহাড়ের অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে, উত্তপ্ত আলো ছড়াচ্ছে। সেজ ঝোপে কোনও প্রাণের অস্তিত্ব চোখে পড়ছে না। হঠাৎ কয়েকটা ট্র্যাক দেখতে পেল সে··· নালবিহীন চারটে ঘোড়া এ-পথ দিয়ে গেছে··· ঘণ্টাকয়েক আগে।

ওদের গমনপথের দিকে তাকাল হাডসন, কিন্তু চোখে পড়ার মত কিছুই দেখতে পেল না– কিচ্ছু না।

ওয়াইল্ড হর্স মেসার পাদদেশে একটা ঝরনা আছে, কয়েকটা প্রাচীন কটনউড চারধার থেকে ছায়া দিচ্ছে ঝরনাটাকে। একসময় হরিণের পাল এখানে জল খেতে আসত, কিন্তু এখন আর আসে না। কারণ ওই তরুছায়ায় একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, স্টেজ স্টেশন আর সেলুন গড়ে উঠেছে। তিনটারই মালিক 'হানি' শাভেজ।

প্রথম যখন এ দেশে আসে, মরু-মৌমাছির মধু সংগ্রহ করে শাভেজ স্থানীয় লোকদের কাছে বেচত। সেই থেকেই ওই নামকরণ।

আশি ফুট লম্বা দোকান-ঘরটা, বিশ ফুট চওড়া। রোদে-পোড়া ইটের তৈরি। এর উল্টো দিকে বাঙ্কহাউস, আয়তনে প্রায় দোকান-ঘরের সমান। বাঙ্কহাউসের সামনে একটা অস্পষ্ট সাইনবোর্ড ঝুলছে: শোবার জায়গা– দুই পেনি। দুই দালানের মাঝখানে একটা উঠোন, লোকে ঠাট্টাচ্ছলে নাম দিয়েছে প্লাজা।

হানি শাভেজ সাদামাঠা স্থূল চেহারার লোক। বুকের নীচে একটা নাদুসনুদুস ভুঁড়ি। খুব কম ঘটনাই আছে যার খবর সে জানে না, কারণ তার কান সর্বদা সজাগ থাকে, এবং সংগৃহীত তথ্য বেচে টু-পাইস কামানোর রাস্তাও সে বের করেছে। গায়ে-গতরে চর্বি থাকলেও, কয়েকবার অ্যাপাচিদের বিরুদ্ধে লড়েছে। তবে, সাধারণত, ওদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করে। লোকটার প্রচুর দোষ, কিন্তু একটা অতি প্রয়োজনীয় গুণ আছে– কখন চুপ করে থাকতে হয় জানে।

দোকানের সামনে বারান্দা। ওই বারান্দায় দাঁড়ালে ট্রেইলের অনেকটা দেখা যায়। পেছনের সব রাস্তা রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল পর্বত। ট্রেইলের ও-পাশে যোজনবিস্তৃত ধু-ধু মরুভূমি।

হেলার তার ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে বাঙ্কহাউসের সামনে এসে থামল। হিচ রেইলে বাঁধল ঘোড়াগুলো। শাভেজ তখন ওর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভুঁড়ি চুলকাচ্ছিল। ওদের দেখে জিজ্ঞেস করল, 'ওবারোতে যাচ্ছ নাকি?'

হেলার পাত্তা দিল না ওকে। পিট রানিয়নের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা, এবং সে ওবারোতে ফিরলে কী ঘটতে পারে সবাই জানে।

ট্রেইলের পানে দৃষ্টি ফেরাল ও। বিল হাডসন আর তার মেয়ের কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। উৎসুক চোখে ওইদিকে চেয়ে রইল হেলার। একখানা মেয়ে বটে! ওর বাবাও সাহসী লোক, অভিজ্ঞতার কমতি নেই, কিন্তু এ-ভাবে সঙ্গী-সাথী ছাড়া অ্যাপাচি এলাকার ভেতর দিয়ে যাওয়া সমীচীন হচ্ছে না।

গিবসন ওর পাশে এসে দাঁড়াল। 'ওদের নিয়ে চিন্তা করো না, বব। ওই বুড়ো বোকা নয়।'

'তুমি ওই ট্র্যাকগুলো দেখেছ।'

'ওর চোখেও পড়বে।'

কিওয়া ঘোড়াগুলোকে পানি খাইয়ে আস্তাবলে নিয়ে গেল। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল হেলার। কিওয়া খুব ভাগ্যবান, ওকে দেখে মনে হয় না জগতের কোনও ব্যাপারে ওর মাথাব্যথা আছে– তবে ওটা তার মুখোশও হতে পারে।

'আমার এই এক দোষ,' সবাইকে শুনিয়ে বলল হেলার, 'খুব বেশি চিন্তা করি।'

গিবসন তার ফুটবলের মত মাথাটা ওপর-নীচ দোলাল। 'বব, তুমি এ-লাইনের সেরা লোক, কিন্তু এ-জন্যে তোমার জন্ম হয়নি। আমার কাছে ভাল লাগে, তাই করি। তোমার বেলায় সেটা খাটে না। যে-কারণে তুমি এ-কাজে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছ, সেই কারণই বলে দিচ্ছে তুমি আসলে এ-জগতের লোক

নও। অন্যের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি খেয়াল রাখা তোমার স্বভাব। অন্যদের বিপদ থেকে দূরে রাখার জন্যে যে-কোনও দুঃখ-কষ্ট হাসিমুখে বরণ করে নাও তুমি। সে-জন্যেই চুলচেরা হিসেব করে প্ল্যান করো। আর এখন হাডসন আর তার মেয়েকে নিয়ে তোমার উদ্বেগের পেছনেও এই একই কারণ কাজ করছে।'

'হয়তো'

কথাটা হয়তো বা সত্যি, কিন্তু তবু, এখানে তার উপস্থিতির কারণ ভিন্ন। সে কেবল ওবারো ব্যাঙ্ক লুট করতেই আসেনি, ওই শহরকে ঘিরে তার হৃদয়ে অনেক যন্ত্রণা জমা হয়ে আছে। সে-যন্ত্রণার কারণ শুধু পিট রানিয়ন আর যে-মেয়েকে সে বিয়ে করেছে, সে নয়– ওই শহরের সবাই।

শাভেজের দিকে তাকাল সে। 'এর মাঝে শহরে গিয়েছিলে?'

'হপ্তা দুই-তিনেক আগে।'

ট্রাউজারে থলথলে হাত ঘষল শাভেজ। দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে উঠেছে, অস্বস্তিতে ভুগছে সে। এক হিসেবে, হেলারকে সে ভয়ই পায়; ওই দীর্ঘকায় শান্ত লোকটি বড় বেশি আত্মবিশ্বাসী, বন্দুকের হাতও দারুণ। কিন্তু রানিয়নকেও ভয় পায় শাভেজ।

দস্যুদের সঙ্গে ও ব্যবসা করে। যে-কোনও আউট-ল এখানে এসে মাল কেনার ফাঁকে তার অতিদরকারী তথ্যটাও জেনে নিতে পারে। ওদের জানা আছে, শাভেজ কখনও মুখ খুলবে না। এই জায়গা ওদের জন্যে একটা নিরাপদ ডেরা। তাই বলে হানি শাভেজ বোকা নয়, শেরিফ পিট রানিয়নকে সে ঘাঁটায় না।

'এটা তোমার নিজস্ব ব্যাপার, তবু বলছি,' কুঁতকুঁতে চোখে হেলারের দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাল ও, 'বিপদের দিকটা কি ভেবে দেখেছ?'

বিরক্তির ছাপ ফুটল হেলারের মুখে। 'তুমি যাবে? নাকি আমাকেই যেতে হবে?'

'না, আমার যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। ওরাও আমাকে আশা করছে, মাল আনতে হবে ওখান থেকে।' ঢিলে প্যান্টটা ভুঁড়ির ওপর টেনে তুলল শাভেজ। 'দেখি, কী করতে পারি।'

হিচ রেইলে-বাঁধা মশা-কামড়ানো রোয়ানটার দিকে এগিয়ে গেল সে। হেলার কাজ সেরে কেটে পড়তে পারবে সন্দেহ নেই, ভাবল ও, কিন্তু তাকে এখানে থাকতে হবে। রানিয়ন তার খোঁজে আসবে।

প্রাণে না মারলেও, তাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে রানিয়ন। ঘোড়ায় চেপে হানি শাভেজ চলে গেল– ওর মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে।

হেলার দোকানে ঢুকল। বাকি তিনজন ওর পিছু নিল। একটা সংবাদপত্র তুলে নিয়ে হানির খালি চেয়ারে বসে পড়ল ও।

কখন একজন মানুষ বাঁকা পথ ধরে? সেটা কি ওবারোয়, মেরি যখন তার বদলে রানিয়নের গলায় মালা দিয়েছিল? নাকি তারও আগে বদলে গিয়েছিল সে?

এখানে আসা বোকামি হয়েছে, কিন্তু তাদের টাকা দরকার আর সে-টাকা আছে ওবারোতে। কয়েক থলে সোনা নিয়ে তারা সীমান্তে পালিয়ে যাবে। অ্যাপাচিরা রসদ সংগ্রহে বেরিয়েছে, তাই পেছনে লোক লাগার সম্ভাবনা কম।

বস্তুত, এটাই তার আশান্বিত হওয়ার মূল কারণ। ওবারোর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তেমন জোরাল নয়, খোলা-মেলা শহর। ফলে, দায়িত্বশীল লোকেরা পরিবার সহায়-সম্বল অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে মরুভূমিতে যেতে চাইবে না।

কোনও অবস্থাতেই খুনোখুনি চলবে না ওবারো ব্যাঙ্কের সোনা লুট করে ওদের ব্যস্ত করতে চায় সে, কাউকে খুন করতে চায় না। ওখানকার কোনও লোককে সে ঘৃণা করে না, এ-সত্যটি ছাড়াও এর একটি বাস্তব দিকও আছে। ডাকাতি করে হয়তো পার পাওয়া যাবে; কিন্তু ওদের কোনও বন্ধুকে খুন করলে, ওরা নরক পর্যন্ত ধাওয়া করবে।

অতীতের অভিজ্ঞতায় সে দেখেছে, ধনী লোকেরা খুব কমই পোসিতে যোগ দেয়। তবে এটা ওর বোঝার ভুলও হয়ে থাকতে পারে।

ওবারো কত কঠিন জায়গা, ওর চেয়ে ভাল কেউ জানে না। যেমন হয় এ-ধরনের শহরগুলো, এটাও পুরোনো··· পাক্কা চোদ্দ বছর এর বয়েস। এবং হয়তো আরও বছরদশেক টিকে যাবে অনায়াসে।

বসতি স্থাপনের প্রথম বছরে অ্যাপাচিরা ন'বার হামলা করেছিল। দ্বিতীয় বছরে চোদ্দবার। ওরা গবাদি পশু লুট করেছে, বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। প্রথম কয়েকবছরে শহরের তিন মাইলের মধ্যে ছাব্বিশজন নারী-পুরুষকে হত্যা করেছে।

হেলার জানে, ওখানকার বাসিন্দারা ব্যাঙ্ক ডাকাত ধরার জন্যে কতটা অধীর আগ্রহে বসে থাকে। ইন্ডিয়ান হামলাকে ওরা প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ হিসেবে ধরে নিয়েছে। তাই ডাকাত ধরা ওদের জীবনে উত্তেজনা উপভোগের একমাত্র বিষয় হয়ে উঠেছে। হেলার নিজেও এ-রকম একটা ঘটনায় শরিক হয়েছিল।

বুদ্ধির খেলায় রানিয়নকে হারিয়ে সোনা লুট করবে, এই চিন্তায় ও আমোদ পাচ্ছে। জীবনে একমাত্র রানিয়নের হাতেই মার খেয়েছে সে। আগাগোড়া সমান তালে পাল্লা দিয়ে লড়ছিল ওরা। দুজনেই কম করে হলেও ছবার ধূলিশয্যা নিয়েছিল, রক্তে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল শরীর। তারপর কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল, রানিয়নের রাইট হুকে লুটিয়ে পড়ল সে।

রানিয়নের শরীর বেশ ভারি, কিন্তু ওই ওজনেও সে দারুণ ক্ষিপ্র। জানে, কীভাবে লড়তে হয়। এর আগেও মারামারি করেছে ওরা, হারজিতের পাল্লা দুদিকেই সমান ছিল তখন। তবে ওই শেষ লড়াইটা নিছক আমোদ কিংবা তুচ্ছ ঈর্ষার কারণে হয়নি। বস্তুত, ওদের দ্বন্দ্বের কারণ ছিল মেরি; দুজনার মধ্যে কে তার বরমাল্য গলায় পরবে। রানিয়ন যুদ্ধে হারিয়ে দেয় ওকে।

হেলার উপলব্ধি করছে, সে আসলে রানিয়নের সঙ্গে আরেকবার লড়তে চায়। কিন্তু অত সময় মিলবে না। দারুণ আটঘাট বেঁধে এ যাত্রা প্ল্যান আঁটতে হবে ওদের।

টাকাটা একবার হাতে এসে গেলে সীমান্তে ছুটবে ওরা। তবে, এ-বার আর ফুর্তি করে টাকা নষ্ট করবে না। অন্তত, ও করবে না। ছোটখাট একটা র‍্যাঞ্চ কিনবে; জনাকয়েক বাসক্ কাউহ্যান্ড রাখবে – ওরা সৎ, পরিশ্রমী। ওদের রাখলে তার ব্যবসায় লাভ হবে।

মালপত্র বোঝাই দোকান। বাতাসে নতুন চামড়া, বন্দুকের তেল, রেশমি কাপড়, তামাক আর মশলার গন্ধ ভাসছে। একটা আলমারিতে কয়েকটা নতুন উইনচেস্টার আর সেকেন্ডহ্যান্ড স্পেনসার রাইফেল সাজানো আছে। তার পাশে এক বাক্স ঝকঝকে সি...-শুটার। এগুলো ছাড়াও সীমান্তবর্তী যে-কোনও দোকানে যেমন দেখা যায়, নানা ...রনের সাজ-সরঞ্জাম, টুকিটাকি খু...রো অংশ স্তূপাকারে রাখা আছে একধারে।

গিবসন তার জ্যাক-নাইফের সাহায্যে একটুকরো পনির কেটে নিয়ে হেলারের কাছে গেল। একটা উপুড়-করা পিপের ওপর বসল। 'মোটা দাঁও,' বলল সে, 'তবে কঠিন কাজ।'

ব্যাপারটা নিয়ে গিবসন আগেও চিন্তা করেছে। মাস তিনেক আগে ওবারোতে গিয়ে কয়েকরাত কাটিয়েছে সে। ওখানে তাকে কেউ চেনে না, বিভিন্ন আড্ডায় ঘুরে স্থানীয় লোকদের কথাবার্তা শুনেছে। টাকা ভাঙানোর ছলে ব্যাঙ্কে গিয়ে আড়চোখে লক্ষ করেছে সিন্দুকটা। তেমন মজবুত নয়, অসুবিধে হবে না ভাঙতে।

শহরের লোকেরা রানিয়ন আর হেলারের সেই ঐতিহাসিক লড়াইয়ের কথা এখনও আলোচনা করে। অনেকের ধারণা, আবার তেমনটা ঘটলে, রানিয়ন হারবে।

ওদের চারজনের ভেতর শুধু হেলারকেই ওরা চেনে। তাই প্রয়োজনবোধে কেউ কিছু সন্দেহ করার আগেই অন্যেরা গিয়ে জায়গামত পজিশন নিতে পারবে। তবে সেটা নির্ভর করছে কাজটা তারা দিনে-দুপুরে করবে না রাতে, তার ওপর।

হেলার উঠে দাঁড়াল। 'তোমরাও ভাবো একটা কিছু। তারপর সব শুনে আমি চূড়ান্ত প্ল্যান বাতলাব।'

বেরিয়ে গেল সে। বারান্দার শেষ-প্রান্তে দাঁড়িয়ে ট্রেইলের পানে তাকিয়ে রইল।

ভীষণ গরম পড়েছে। মরীচিকা নাচছে শয়তানের মত। নির্মেঘ সাদা সীমাহীন আকাশ। দূরে, ট্রেইলের নীচের দিকে, দুজন ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল সে, মরীচিকায় অসম্ভব লম্বা দেখাচ্ছে।

ওরা নিশ্চয়ই বিল হাডসন আর তার মেয়ে। ওর বাবা কী নামে যেন ডাকল মেয়েটাকে? লরা···

প্রথম যখন মেয়েটা তার দিকে তাকিয়েছিল, ওর দৃষ্টিতে বুদ্ধিমত্তার ছাপ দেখতে পেয়েছিল সে। অবশ্যি এ-ধরনের মেয়েদের ভেতর অনেক সময়ে ও-রকম বোধশক্তি দেখা যায়, ওই বোধ ওদের অবচেতনায় লুকিয়ে থাকে।

তবে কোনও মেয়েকে নিয়ে ভাবার সময় এটা নয়। বিশেষত ওর বাবা যখন বিল হাডসন– ওই বুড়ো হাড়ে এখনও অসুরের শক্তি রাখে লোকটা। শোনা যায় ও নাকি একসময় ভাড়াটে বন্দুকবাজ ছিল, এগারোজনকে খুন করেছে। কথাটা হয়তো অতিরঞ্জিত, এ-ধরনের গল্পে কিছুটা রংচং থাকে। তবে এ-কথাও ঠিক, লোকটা ফালতু নয়।

ঝরনা থেকে এক গামলা জল তুলে সিডার বনে ঢুকে গেল হেলার। ন্যাংটো

হয়ে স্নান করল। পুরোনো জামাটা ফেলে দিয়ে নতুন আরেকটার জন্যে দোকানে রওনা হলো।

উঠোনে বিল হাডসন আর লরার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওর। লক্ষ করল, ওর চওড়া পেশীবহুল কাঁধের দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। তারপর চারচোখ এক হলো।

মুক্তোর বোতাম-লাগানো একটা কালচে লাল শার্ট বেছে নিয়ে গায়ে দিল ও। বাইরে এসে দেখল আস্তাবলে ঘোড়া তুলে রাখছে হাডসন।

হাডসন মেয়েকে নিয়ে বারান্দায় এল। লরা সযত্নে ওর চোখ অন্যদিকে সরিয়ে রেখেছে। সত্যি, মনে মনে আবার স্বীকার করল হেলার, একখানা মেয়ে বটে। ওর গায়ের মাপের চেয়ে ছোট ব্লাউজটা সে-সত্যই প্রকাশ করছে।

'হানি কোথায়?' হাডসন শুধাল।

'ওবারোয়।'

ভেতরে গেল ওরা, এক মিনিট পর হেলার পিছু নিল। হাতের তালুতে নিয়ে একটা ছুরির ভারসাম্য পরীক্ষা করছিল কিওয়া। ওরা ঢোকামাত্র উল্টোদিকের দেয়ালে-ঝোলানো ক্যালেন্ডার লক্ষ্য করে ছুরিটা আচমকা ছুঁড়ে মারল সে। একটা তারিখের ঘরে গেঁথে রইল ওটা, তিরতির কাঁপছে।

১২ জুন ১৮৮১।

চার

গরম তিলমাত্র কমেনি। বাইরে একটা নেড়ি কুত্তা ছুটোছুটি করল কিছুক্ষণ। লেজ নেড়ে আশপাশের মাটি শুঁকল, তারপর চলে গেল। দোকানের পেছনে কটনউড গাছে বসে একটা কোকিল গান গাইছে।

ট্রেইল ধরে একটা বাকবোর্ড চলে গেল, দুপাশে দুজন ঘোড়সওয়ার পাহারায় রয়েছে। যতটা সম্ভব দ্রুত ওবারোয় পৌঁছুতে চাইছে বলে থামল না।

'বিল, তোমাকে কখনও সংসার পাতার লোক বলে মনে হয়নি আমার,' গিবসন বলল। 'মেয়েও তোমার নেহাত ছোটটি নয়।'

'টেক্সাসে থাকতে স্কুলে পড়ত,' গর্বিত সুরে বলল হাডসন। 'তোমার, আমার চেয়ে ও অনেক বেশি লেখাপড়া জানে।'

'তোমার এখন কোথাও আস্তানা নেয়া উচিত, বিল। এটা পথে বেরুনোর সময় নয়– তাও আবার সঙ্গে মেয়ে নিয়ে।'

'আমরা ঠিক বেরিয়ে যাব।' একটু থেমে ঝাঁঝের সুরে বলল, 'ভেবেছিলাম ওবারোতে যাব, কিন্তু সেটা আর হচ্ছে না। আমাকেও তোমাদের লোক বলে ভেবে বসতে পারে ওরা। সে-ক্ষেত্রে আবার পালাতে হবে আমাকে।'

'সরি।'

আবার বাইরে গেল হেলার। লরা দেখল, ও চলে যাচ্ছে। লোকটা ওর সাথে

কথা বলার কোনও চেষ্টাই করেনি। এতে মনে মনে ক্ষুণ্ন হয়েছে সে। ওর সম্পর্কে তার কৌতূহল ক্রমেই বাড়ছে··· ভীষণ চুপচাপ লোকটা, কিছুটা যেন একগুঁয়েও।

হাডসন ইশারায় হেলারকে দেখাল। 'ওর দক্ষতা সম্পর্কে যা শোনা যায় তা কি সত্যি?'

ওপর-নীচ মাথা ঝাঁকাল গিবসন। 'তার চাইতেও বেশি··· আজ পর্যন্ত যত লোক এ-লাইনে এসেছে, তাদের মধ্যে ও সেরা। আর, বিল, তুমি তো জানো ওদের সবাইকে আমি চিনি– কার্ট-রাইট, অ্যালিসন, হার্ডিন, হিকক, স্টাউডেনমায়ার, পিংক হিগিন্স, সব্বাইকে।'

'তা হলে ওবারোতে গিয়ে রানিয়নের সঙ্গে ও ডুয়েল লড়ে না কেন?'

'পিস্তলে ও রানিয়নকে সহজেই হারাতে পারবে, কথাটা ওরা দুজনেই জানে। কিন্তু ও খালি হাতে পেটাতে চায় রানিয়নকে, ওভাবেই সব সময় লড়েছে ওরা।'

'পাগল···বদ্ধ পাগল।'

'এককালে ওরা একসঙ্গে ঘুরত। প্রায়শ, একই ঘোড়ার পিঠে।'

শ্রাগ করল হাডসন। 'কীসের সাথে কী তুলনা করছ।'

বাইরে গিয়ে হেলার আস্তাবলের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। একাকী। আজ হঠাৎ কী হয়েছে তার? আগে কখনও এমন হয়েছে বলে মনে পড়ছে না। ভেতরে ভেতরে নিজের ওপর রেগে উঠছে সে। অদ্ভুত এক অস্থিরতায় পেয়ে বসেছে তাকে, অথচ এটা তার স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত।

সে ওবারোর অতিকাছে চলে এসেছে বলেই কী এমন লাগছে? মেরি খুব বেশি দূরে নেই, এর কারণ কি তাই? নাকি তার ভেতরে অন্য কিছু আছে; যা সে এতদিন উপলব্ধি করেনি?

সম্প্রতি বৃষ্টি হয়ে গেছে এ-দিকে। এর অর্থ, খানা-খন্দকে জল মিলবে। মেক্সিকোয় যাওয়ার পথে ওই প্রকৃতিদত্ত জলের আধারই ওদের সহায় হবে। হানি শাভেজ বক্স ক্যানিয়নে ওদের জন্যে ঘোড়া মজুদ রাখবে। ওখানে ঘোড়া বদলে নিয়ে শুরুতেই জোর কদমে ছুটবে ওরা। বহুদিন আগে এক পাপাগো ইন্ডিয়ানের সাথে ওই অঞ্চলটা সে ঘুরেছে। মরুভূমির সব কুয়ো আর টিনাজার হদিস সে-লোক জানত। মানসপটে ওগুলোর ম্যাপ এঁকে রেখেছে হেলার।

বক্স ক্যানিয়নের দক্ষিণে যে টিনাজারগুলো আছে, সেখানে ওদের জন্যে পর্যাপ্ত পানি থাকার কথা। ওরা নেয়ার পর খালি হয়ে যাবে ওগুলো। ফলে ধাওয়াকারী দলকে জলকষ্টে ভুগতে হবে। কিন্তু, এতসবের পরেও প্রতিমাইলে বিপদের আশঙ্কা থাকবে– ইন্ডিয়ান হামলার ভয় আছে।

তবে, ইন্ডিয়ানদের ধর্তব্যের বাইরে রাখলে, প্ল্যানটাকে প্রায় নিশ্ছিদ্র বলা চলে।

ফের আগাগোড়া ভাবল সে, প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় তলিয়ে বিচার করল। সহজ সোজা ব্যাপার, কোনও জটিলতা নেই– এ-ধরনের পরিকল্পনাই ওর সবচেয়ে পছন্দ। কোনও ভুলচুক হওয়ার সম্ভাবনা নেই। শাভেজ ওখানে ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করবে– সে নিজে এ-দিকটা দেখবে যাতে ও কোনও গাফিলতি না করে– এবং ওবারো থেকে নিরাপদে পালাতে পারলে, বাকি পথটুকু ওদের

আনন্দেই কাটবে বলে আশা করা যায়।

শহরের সমস্যাটা থেকে যাচ্ছে। সদর রাস্তা থেকে সব লোককে দূরে সরিয়ে আনতে না পারলে সাফল্যের কোনও সম্ভাবনা থাকবে না ওদের। তিনজন সশস্ত্র অচেনা ঘোড়সওয়ারকে শহরে ঢুকতে দেখলে বাসিন্দাদের মনে নিমেষে সন্দেহ জাগবে। তবে এটা সামলাবার একটা ফন্দি সে ঠাউরেছে।

হানি শাভেজ তাড়াতাড়ি ফিরে আসার কথা। হানির স্বভাব ও জানে, তাই ও নিশ্চিত ওদের দরকারি সব তথ্যই জেনে আসবে সে। এ-সব কাজে অতীতে শাভেজ তার যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে।

ঘুরে-ফিরে মেরির কথা মনে পড়ল হেলারের। বর বাছাইয়ে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছে মেরি। এ জন্যে গোড়ায় ওকে ঘৃণা করলেও কথাটা আজ সে স্বীকার না করে পারছে না। পিট সংসারে সুস্থির হয়েছে। শেরিফের দায়িত্ব পালন করছে সে, আবার সেই সঙ্গে একটা বাথানও গড়ে তুলেছে। ধীরে ধীরে আশপাশে তার নামডাক ছড়িয়ে পড়েছে। ওবারোর সকলেই এখন তাকে সমীহ করে।

মেরি, সেই ছিপছিপে মেয়েটা। গায়ের রং ফর্সা। সোনালি চুল। যথেষ্ট বুদ্ধি ধরে মাথায়। দেখতেও সুন্দর ছিল। কিন্তু আজ কেন জানি ওর চেহারাটা ঠিক মনে করতে পারছে না ও। নিজেকে সে এ-জন্যে গাল দিল, তবে লাভ হলো না কোনও। ওর স্মৃতিতে মেরির মুখটা স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল না। সত্যিই কি মেয়েটাকে সে ভালবাসত? নাকি তাকে বাদ দিয়ে তার বন্ধুকে পছন্দ করায় ওর পৌরুষত্বে ঘা লেগেছিল?

লোকে বলে, সময় সব ক্ষত সারিয়ে তোলে, কিন্তু সময় চুরিও করে। মানুষের আয়ু ছিনিয়ে নেয় সময়, তার স্মৃতি ধুয়ে-মুছে দেয়।

এই শেষ, আর নয়। এবার মেক্সিকোতে সে একটা বাথান কিনবে; বাকি তিনজন তাদের যা-খুশি করতে পারে, ওর আপত্তি নেই।

কয়েকটা শুকনো পাতা উড়িয়ে নিয়ে এল বাতাস, ঝট করে ওপরে তাকাল হেলার। বাতাসে হিমেল পরশ পাওয়া যাচ্ছে··· পাহাড়ের দিক থেকে মেঘের গুরুগর্জন ভেসে আসছে।

সূর্য দিগন্তের নীচে নেমে যাওয়ার একঘণ্টা পর হানি শাভেজ ফিরে এল। হেলার ওর সাথে মিলিত হতে এগিয়ে গেল। ওর হাতের ভারি থলেটা নিজের কাছে নিল। হানি ঘোড়া থেকে নেমে ওর মুখোমুখি হলো।

'অ্যাপাচিরা পুবে দুজন লোককে খুন করেছে। একটা বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে।' দোকানের দিকে ইশারা করল ও। 'ভেতরে ওই লোকটা কে?'

'বিল হাডসন আর তার মেয়ে।'

'হাডসন?' চকিতে ওর দিকে একবার তাকাল শাভেজ। 'হাডসনও তোমার সঙ্গে আছে নাকি?'

'না। মেয়েকে নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় যাচ্ছে।'

'সঙ্গে মেয়েছেলে নিয়ে যাত্রার সময় এটা নয়।'

'আমার খবরের কী করলে?' বিরক্তির সুর ফুটল হেলারের গলায়।

'খনি মজুরদের বেতনের টাকা আছে ব্যাঙ্কে— তিরিশ হাজার। সব মিলিয়ে

ষাট হাজারের মত হবে।'

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, দমকা বাতাস ধুলো উড়িয়ে আনল খানিকটা। ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হলো। দৌড়ে গিয়ে আস্তাবলে আশ্রয় নিল দুজন। শাভেজ তার ঘোড়াটাকে সঙ্গে নিতে ভুলল না।

'শহরে যেতে আমাদের চারটে ঘোড়া লাগবে। এমন জিনিস দেবে যেগুলো কেউ চেনে না। আমাদের ঘোড়া বক্স ক্যানিয়নে থাকবে। ওখানে গিয়ে তোমারগুলো ছেড়ে দেব।'

'আচ্ছা।' শাভেজ ওর ঘোড়া থেকে জিন খুলে নিয়ে একটা খালি স্টলের ধারে-রাখা স-হর্সের ওপর লম্বালম্বিভাবে রাখল। 'রানিয়নকে দেখলাম। সুস্থই মনে হলো।'

পিটকেই ব্যবহার করতে হবে। ও জানে, হেলার একদিন ফিরে আসবে, গায়ের জোরে পুরোনো ঝাল মেটাতে চাইবে, তাই সর্বদা তৈরি থাকে ও। পিট চিরকালই সদাসতর্ক। হেলারের মনে পড়ল সে-দিনের কথা, চিকন ফিতের মত একটা পাহাড়ী ট্রেইলে ওর ঘোড়া পা পিছলে খাদে পড়ে যেতে বসেছিল। ও জিন থেকে ছিটকে পড়ার এক মুহূর্ত আগে হঠাৎ কোত্থেকে যেন পিট রানিয়নের ল্যাসো উড়ে এসে জড়িয়ে গিয়েছিল ওর গায়ে।

আরও অনেকবার রানিয়ন ওর জীবন বাঁচিয়েছে, হেলারও তেমনি প্রতিদান দিয়েছে। এক হাসি-ঠাট্টার সময় ছাড়া এ-নিয়ে তারা কখনও ঢাক পিটিয়ে বেড়ায়নি। ওদের কাজের ধরনই ছিল এমনি– বিপজ্জনক– সে-ভাবেই ব্যাপারটাকে গ্রহণ করেছিল ওরা।

লরা হাডসনের সুরেলা হাসির আওয়াজ ভেসে আসছে দোকানের ভেতর থেকে। কার সঙ্গে যেন কথা বলছে ও– সম্ভবত হার্ডির সাথে। ওর মনে ঈর্ষা জাগছে অনুভব করে হেলার অবাক হয়ে গেল। মেরি ওর জীবন থেকে চলে যাওয়ার পর আর কোনও নারীর ব্যাপারে ওর মনে গভীর আবেগ-আগ্রহ জাগেনি। অনেক মেয়ে এর মাঝে ওর জীবনে এসেছে, অধিকাংশই সীমান্তের ও-পারে, কিন্তু হৃদয়ঘটিত ব্যাপারগুলো সযত্নে এড়িয়ে চলেছে সে।

হঠাৎ বৃষ্টি নামল, ঝেঁপে। দোকান লক্ষ্য করে দৌড় দিল ওরা, বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছাতের ওপর অবিশ্রাম বারিপতনের শব্দ শুনতে লাগল। বৃষ্টি বেশিক্ষণ চললে একটু মুশকিলে পড়তে হবে ওদের, ট্রেইলের ধারে জল দাঁড়িয়ে যাবে।

শুকনো জমি থেকে সোঁদা সোঁদা গন্ধ বেরুচ্ছে। ওই গন্ধ তার অতিপরিচিত। রৌদ্রদগ্ধ মাটিতে যখন প্রথম বৃষ্টির ছোঁয়া লাগে তখন ওই গন্ধ বেরোয়।

বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে রইল দুজন, এক মিনিট পর শাভেজ বলল, 'সিন্দুকে মাল আছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ওদেরকে থলেতে সোনা ভরতে দেখেছি আমি।'

'আর কিছু শুনলে?'

'কৌতূহলবশত তোমার আর রানিয়নের বিবাদের প্রসঙ্গ তুলেছিলাম। এ-ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত লক্ষ করলাম।'

'আমার কথা কিছু বলছ নাকি?'

'না···তেমন কিছু তো মনে পড়ছে না।'

রাত নেমেছে বাইরে। সেই থেকে বৃষ্টি পড়ছে একটানা। মাঝে-মধ্যে ব্যাঙের ডাক ভেসে আসছে ঝরনার ধার থেকে। একটা নড়বড়ে টেবিলের সামনে বসে আছে কিওয়া, কুপির আলোয় অলস ভঙ্গিতে ওর বিশাল খয়েরি থাবার ভেতর এক প্যাকেট তাস নাড়াচাড়া করছে। গিবসন আর বিল কাউন্টারের এক দিকে বসে পুরোনো দিনের গল্প জুড়ে দিয়েছে। এই মুহূর্তে যে-কোনও গেঁয়ো মুদিখানার সাথে ভীষণ মিল আছে এই পরিবেশের।

ভেতরে ঢুকতেই শাভেজকে এক ধারে টেনে নিয়ে গিয়ে তর্ক জুড়ল হার্ডি।

এখন দেখলে মনে হবে, যেন একদল কাউহ্যান্ড বসে গল্প করছে, বৃষ্টি ধরে এলেই চলে যাবে যে যার পথে। কিন্তু কাল সচল হয়ে উঠবে ওরা, ট্রয়ের ধুলো উড়বে ওদের খুরের তলায়। কাল ওরা ওবারোতে যাবে, আউট-লদের বিভীষিকা নামে যে-শহর পরিচিত।

কিওয়ার তাস ফেঁটা লক্ষ করছিল হেলার। ওর হাতের মসৃণ সূক্ষ্ম কারুকাজ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। লোকটাকে তাসের জাদুকর বলা চলে··· কুপির আলোয় ওর গালের পুরোনো কাটা দাগটা জ্বলজ্বল করছে।

হাডসন তাকাল শাভেজের দিকে। 'আমার কাছে খাবারের দাম পাবে তুমি।'

'ব্যস্ত হয়ো না। তুমি গিবসনের বন্ধু। দাম লাগবে না।'

কাউন্টার থেকে একটা প্যাকেট তুলে নিয়ে ও লরাকে দিল।

'কী আছে ওতে?' ঝাঁঝের সুরে জিজ্ঞেস করল হাডসন।

শাভেজ ওর মাংসল কাঁধ ঝাঁকাল। 'হার্ডির উপহার।'

দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল হাডসন, একটানে মোড়ক ছিঁড়ে ফেলতেই ভেতর থেকে কয়েকপ্রস্থ মেয়েলী পোশাক বেরিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ আগে ওই কাপড়গুলোর প্রশংসা করছিল লরা। শাভেজের হাতে প্যাকেটটা ফেরত দিয়েই হার্ডির দিকে ঘুরল হাডসন।

'আমার মেয়ের যখন কোনও কাপড়ের দরকার হবে, আমি নিজে কিনে দেব। খবরদার! আর কক্ষনো ওর কাছে ভিড়বে না। বুঝেছ?'

'তুমি খামোকা চটছ, বুড়ো,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল হার্ডি, প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের ঢঙে 'বুড়ো' শব্দটার ওপর একটু চাপ প্রয়োগ করল।

হাডসনের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। 'কী বললি, ইতর?'

পিস্তল বের করতে গেল হার্ডি, কিন্তু তার আগেই ওকে জাপটে ধরে মাঝপথে থামিয়ে দিল গিবসন। দুজনের মাঝে এসে দাঁড়াল সে।

হাত ছাড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল হার্ডি। দেখল, ওর দিকে পিস্তল উঁচিয়ে রেখেছে হাডসন।

'ও তোমার চেয়ে অনেক চালু, হার্ডি,' বলল গিবসন। 'শান্ত হও।'

হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেল হার্ডি, গিবসনের কাঁধের ওপর দিয়ে ওই বৃদ্ধের ধুপছাই বরফশীতল চোখের দিকে তাকাল। সেখানে কোনও দয়া-মায়ার চিহ্ন দেখতে পেল না ও। ওর ভেতরের কী যেন একটা কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল। কাউকে ডরায়

না সে, কিন্তু দেখলে মৃত্যুকে চিনতে পারে। সময় মত গিবসন হস্তক্ষেপ করেছিল, তাই এ-যাত্রা প্রাণে বেঁচে গেছে। আজ পর্যন্ত এক হেলার ছাড়া আর কাউকে এত দ্রুত পিস্তল বের করতে দেখেনি হার্ডি।

'ও আমার ক্ষতি করতে চায়নি, বাবা,' সাফাই গাইল লরা।

'তুই তোর ঘরে যা।' ইশারায় বাঙ্কহাউসটা দেখাল হাডসন।

লরার মুখ রাঙা হয়ে উঠল, নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল। ও চলে গেল, হাডসন পিস্তল খাপে পুরলো। ঠাণ্ডা চোখে সবাইকে মাপল একবার, তারপর ঘুরে মেয়েকে অনুসরণ করল।

কয়েক সেকেন্ড মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল হার্ডি– ওর রাগ, বিস্ময় উবে গেল ধীরে ধীরে।

'ধন্যবাদ,' হঠাৎ বলল সে। 'ধন্যবাদ, গিব।'

'যেতে দাও,' বলল গিবসন। তারপর হালকা সুরে যোগ করল, 'ওই বুড়ো ঘাঘু লোক, ভীষণ কড়া। এ-নিয়ে মন খারাপ করো না। আমি নিজেও ওর সাথে লাগতে সাহস করব না।'

তাস ফেটল কিওয়া, পিনপতন নিস্তব্ধ ঘরে তার ফরফর আওয়াজ অনেক জোরে শোনা গেল। নিজের কম্বল তুলে নিয়ে বাঙ্কহাউসের উদ্দেশে রওনা হলো গিবসন, এক মিনিট পর হার্ডিও গেল।

কাল এতটুকু বেচাল হলে ওদের ভাগ্যে কী ঘটবে উপলব্ধি করে ওরা সবাই চাপা উত্তেজনায় ভুগছে।

ঘুম আসছে না লরার। কম্বলের নীচে শুয়ে ডাগর চোখে জমাট অন্ধকার সিলিংয়ের দিকে চেয়ে আছে। ও-পাশের একটা বাঙ্কে কম্বল মুড়ি দিয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে ওর বাবা। লরা কিছুক্ষণ আগের ওই অপ্রীতিকর ঘটনার কথা ভাবছে না; ঘুরে ফিরে সেই একটা মুখই ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছে, সে-মুখ হেলারের।

ওর মত কোনও লোক এর আগে তার চোখে পড়েনি– কী গম্ভীর আত্মসমাহিত ভাব, যেন গভীর কোনও ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছে। ও একজন আউট-ল সন্দেহ নেই, কিন্তু লরা জানে লোকটাকে ওর বাবা শ্রদ্ধা করে– এবং খুব কম লোককেই বিল হাডসন শ্রদ্ধা করে।

সেই ঝরনার ধারে প্রথম ওদের দেখা হওয়ার পর রাস্তায় বাবা তাকে সাবধান করেছে, 'ওরা ভাল নয়, লরা। হেলারটা বোকামি করতে যাচ্ছে। কিচ্ছু করতে পারবে না, মাঝখান থেকে সবকটা মারা পড়বে।'

ভীষণ ছটফট করছে ওর মন, বালিশে বুক চেপে ঘুমানোর চেষ্টা করল লরা। বৃষ্টি সত্ত্বেও গরম কমেনি। বাইরে কারনিস থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছে। ভ্যাপসা, সেঁতসেঁতে গন্ধ বেরুচ্ছে ঘর থেকে। ও পাশ ফিরে শুলো, শেষ পর্যন্ত উঠে বসল।

ঘুমে কাদা হয়ে আছে ওর বাবা, অন্ধকারের ভেতর দিয়ে তার দিকে তাকাল ও। বাবার প্রতি অসীম দরদে ওর মন ছেয়ে গেল। কী চেষ্টাটাই না সে করে, অথচ কীভাবে স্নেহ-মমতায় মেয়েকে ভরিয়ে দিতে হয় সে-ব্যাপারে কোনও

ধারণাই তার নেই। তবে মধুর ব্যবহার করার ইচ্ছা তার মধ্যে আছে। হেলারও কি এ-রকম?

বদ্ধঘরে যেন শ্বাসরোধ হয়ে এল লরার। অতিসন্তর্পণে উঠে দরজার কাছে গেল ও। বাবার দিকে আর একবার চেয়ে পাল্লা খুলে লম্বা বারান্দায় নামল। খেয়াল নেই, পরনে কেবল একটা হাঁটু-ঝুল ঢলঢলে শার্ট।

গুমট ঘর থেকে বৃষ্টি-ভেজা ঠাণ্ডা বাতাসে বেরিয়ে লরার প্রাণ জুড়িয়ে গেল। উঠোন পেরিয়ে এগিয়ে গেল আস্তাবলের দিকে। পায়ের নীচে কাদার ছোঁয়ার মুহূর্তে যেন শৈশবের দিনগুলোতে ফিরে গেল। নিঃসঙ্গ বোধ করলে প্রায়ই ও ঘোড়ার কাছে আসে, ওদেরকে আদর-সোহাগ করে নিজের অভাববোধ দূর করতে চায়।

বিদ্যুৎচমকের সাথে পাল্লা দিয়ে মেসার মাথায় এক খণ্ড দৈত্যাকার মেঘ গুরুগুরু শব্দে ডেকে উঠল। ওই ঝোড়ো মেঘের আড়ালে কোথাও চাঁদ উঠেছে, তারই আলোয় হালকা ধূসর হয়ে উঠেছে বর্ষণমুখর প্রকৃতি।

আস্তাবলে ঢুকল লরা। ঘোড়াগুলো চোখ ঘুরিয়ে দেখল ওকে, ছদ্মভয়ে মৃদু নাক ঝাড়ল। ভেতরে মৃদু আলোয় ওদের চোখের সাদা মণি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ফিসফিস করে ওদের সাথে কথা বলল লরা, ওর মাদী ঘোড়ার গলায় হাত বুলাতে লাগল।

আচমকা মাথা ঝাড়া দিল ঘোড়াটা, চকিতে ঘুরে লরা দেখল বৃষ্টির পর্দা ভেদ করে আস্তাবলে ঢুকছে হেলার। সভয়ে ও স্টলের গায়ে সেঁটে গেল।

'এই অসময় তোমার এখানে আসা ঠিক হয়নি, লরা।' হেলারের গাঢ় স্বর ওর সব ভয় মুছে দিল। 'এটা অ্যাপাচি এলাকা।'

'ঘরে খুব গরম লাগছিল,' বলল লরা।

'জানি··· কিন্তু অ্যাপাচিদের বিশ্বাস নেই। ওরা রাতে লড়তে পছন্দ করে না, আবার সুযোগ পেলে পেছন থেকে ঘাড় মটকাতেও ছাড়ে না।'

ওর মুখে সাড়া দেয়ার মত কোনও ভাষা জোগাল না, নিশ্চুপ পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল লরা। অথচ কথা বলার ভীষণ সাধ হচ্ছে; মন থেকে চাইছে ওদের মাঝে যে-অদৃশ্য দেয়াল আছে, সে-দেয়ালটা ভেঙে ফেলতে। ওই আপাত-কঠিন চেহারার অন্তরালে স্নেহ-মমতার যে ফল্গুস্রোত লুকিয়ে আছে বলে ওর বিশ্বাস, তার পরশ পাওয়ার জন্যে ওর মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এই বয়সে খুব কম লোকের সঙ্গেই কথা বলেছে ও, ওই লোকগুলো ছিল তার বাবার বন্ধু– এবং ওর চেয়ে বয়সে অনেক বড়।

'তোমার সাথে কথা বলা আমার উচিত হচ্ছে না,' বিষণ্ন সুরে বলল হেলার। 'তোমার মত নিষ্পাপ মেয়ের সাথে কথা বলার যোগ্যতা আমার নেই।'

'আমি··· আমি তোমাকে ভালবাসি।'

আমতা আমতা করে কথাটা শেষ-পর্যন্ত বলেই ফেলল ও, অনুভব করল একজন প্রায় অপরিচিত লোককে এ ধরনের কথা বলে ফেলায় ওর মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছে। এই প্রথম ও কোনও লোককে এ-কথা বলল, এটা মনে হতেই রাজ্যের জড়তা এসে ঘিরে ধরল ওকে।

'আমি একজন আউট-ল।'

'জানি।'

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে দুজন, মাঝে মাত্র কয়েক ফুটের ব্যবধান। ছাতের ওপর মিষ্টি সুরে অঝোর ধারায় ভেঙে পড়ছে বৃষ্টি। মেঘ মুখ লুকিয়েছে ক্যানিয়নে, গজরাচ্ছে চাপা রাগে।

কেঁপে উঠল লরা।

'তোমার শীত করছে,' বলল হেলার। 'ঘরে যাও।'

কিন্তু ও গেল না। হেলার কাছে টেনে নিল ওকে, আলতোভাবে চুমু খেলো ঠোঁটে। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ওর, বুক কাঁপছে দুরুদুরু। কিন্তু নিজেকে মুক্ত করার কোনও লক্ষণ প্রকাশ পেল না ওর মাঝে, মনে মনে প্রার্থনা করল হেলার যেন অনন্তকাল ওকে এভাবে ধরে রাখে।

বাইরে ফিসফিস করছে বৃষ্টি, কিছু একটা নড়ে উঠল। হেলার ওর পেছনে পিচফর্কের দিকে হাত বাড়াল। লরা অনুভব করল ওর একটা হাত তার কোমর থেকে সরে গেছে, তবে এর কারণ অনুমান করতে পারল না।

'এরপর কী করবে তুমি?'

'মেক্সিকোয় যাব।'

মেক্সিকোর কথা ও শুনেছে। বাবার কাছে জেনেছে, এককালে বিপদে পড়লে লোকে টেক্সাসে পালাত, এখন যায় মেক্সিকো। ওর জন্মের আগে ওর বাবা মা ওখানেই থাকত।

'ফিরবে না?'

'কী জানি··· বোধ হয় না।'

সতর্ক হয়ে আছে হেলার, কিন্তু আর কোনও শব্দ শুনতে পাচ্ছে না। আদৌ কি কিছু শুনেছে সে? চিন্তা-ভাবনা করে নিশ্চিত হলো একটা শব্দ তার কানে গেছে, তবে সেটা বৃষ্টি কিংবা কোনও জন্তু-জানোয়ারের নয়।

ঘুরে পিচফর্কটা তুলে নিল ও। মনে মনে গাল দিল নিজেকে, মেয়েটাকে নিয়ে এতই মত্ত হয়েছিল যে, পিস্তল আনতেও ভুলে গেছে।

হঠাৎ আস্তাবলে ঢুকে একটা লোক ওদের মুখোমুখি হলো। বিল হাডসন, হাতে পিস্তল।

পিস্তলের নল নাচিয়ে লরাকে ইশারা করল সে। 'তুই ঘরে যা!'

তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় বলল, 'তৈরি হয়ে নে, আমরা এক্ষুনি চলে যাব।'

পিচফর্কটা হাতে নিয়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল হেলার। অন্তস্তল থেকে উপলব্ধি করল এই লোকের বিরুদ্ধে এটা সে ব্যবহার করবে না, ওর সঙ্গে তার কোনও শত্রুতা নেই। পুরো ব্যাপারটা বৃদ্ধ কী চোখে দেখছে, বেশ বুঝতে পারছে সে।

'ফের যদি তোমাকে কখনও দেখি,' বলল হাডসন, 'তোমার সঙ্গে যেন তখন পিস্তল থাকে।'

'ভুল বুঝেছ তুমি,' শান্ত সুরে বলল হেলার। 'এর মধ্যে খারাপ কিছু ছিল না।

ও সময় কাটাতে এসেছিল এখানে। আশপাশে ইন্ডিয়ানরা থাকতে পারে, তাই আমি ওকে সাবধান করতে এসেছিলাম।'

'আমার কথা তুমি শুনেছ।'

ঘুরে দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল বিল হাডসন। শুধু গাঢ় নিশ্ছিদ্র আঁধার তখন সাথী হলো হেলারের, সহসা হা-হা করে উঠল বাতাস, ছাতের ওপর ভয়ঙ্কর গর্জনে বৃষ্টি পড়তে লাগল।

পাঁচ

মরুভূমিতে যে-ভোর আসে, তেমনটি আর কোথাও আসে না, এখানে রঙের যে-বৈচিত্র্য, তারও কোনও তুলনা নেই। বৃষ্টির পর মরুবাতাসে থাকে এক অপূর্ব নির্মলতা, যার অর্ধেকও আর কোনও বায়ুমণ্ডলে মিলবে না। আর কোনও জায়গায় থাকে না এমন পদে পদে মৃত্যুর হাতছানি।

থেমে গেছে বৃষ্টি। বালিয়াড়িগুলো জলের ভার দ্রুত শুষে নিয়ে প্রখর রৌদ্রতাপের সামনে আবার মরুভূমির বুক উলঙ্গ করে দিয়েছে। কেবল লতাগুল্ম সতেজ হয়ে উঠেছে আরেকটু, সবুজের ছোঁয়া লেগেছে গায়ে, আর মাটির ওপর মাথা-জাগানো অসংখ্য শেকড় তৃষ্ণার্তের মত এই হঠাৎ ধেয়ে আসা মরুজল আকণ্ঠ পান করেছে।

আবহাওয়া বদলের সাথে তাল মিলিয়ে জীবন-সংগ্রাম আর কোথাও এমন তীব্র হয়ে ওঠে না। বালুর সাথে মিশে বীজ ঘুমিয়ে থাকে; হালকা বৃষ্টিতে কিছু হয় না, অঙ্কুরিত হওয়ার জন্যে ওই জল যথেষ্ট নয়। বীজের এমন কিছু সূক্ষ্ম কোষ আছে যা বিকশিত হতে প্রচুর পানি লাগে; তারপর হঠাৎ একদিন সেই কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি আসে, অঙ্কুরিত হয় বীজ, গাছের ডালপালা মেলে দেয় অসংখ্য পল্লব। মুহূর্তে মরুভূমি হয়ে ওঠে জীবন্ত মোহনীয় সুন্দর।

আজ সকালে নিষ্কলঙ্ক বালুর ওপর পশু-পাখির পায়ের ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে, কিন্তু কোনও ঘোড়া বা মানুষের ট্র্যাক নেই। বিল হাডসনের শীতল চোখজোড়া ধোঁয়ার সন্ধানে দূর-পাহাড়ের গায়ে নিবদ্ধ হলো। ইন্ডিয়ানদের ওই ধোঁয়া কথা বলে, ওতে তার যাওয়ার খবর থাকতে পারে।

চিন্তিত হয়ে পড়েছে সে। লরার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে বলে এখন তার অনুতাপ হচ্ছে; কেন যেন বারবার সে ভুলে যায়, লরা আর ছোটটি নেই, এখন ও মহিলা, পুরুষ-সঙ্গী খোঁজার বয়েস ওর হয়েছে। তবে এই মুহূর্তে ওই 'মহিলা' শব্দটিই তার চিন্তার মূল বিষয়। ওর মা-ও তাই ছিল, মেয়েকেও সে কোনও অংশে কম দেখতে চায়নি।

লরা তার ওপর রেগে আছে, এবং সেটা বোঝাতেও কসুর করছে না। ওর ধরন-ধারণ সে চেনে, শত হলেও মায়েরই মেয়ে তো··· কোনও ব্যাপারে খেপে গেলে মুখ উঁচু করে সোজা সামনের দিকে চেয়ে থাকে।

'সৎ ছেলে অনেক মিলবে,' বলল হাডসন। 'আমি চাই না, আমার মেয়ে কোনও বন্দুকবাজকে বিয়ে করুক।'

'আমার মা কিন্তু করেছিল।'

এ-কথায় হাডসনের মুখ বন্ধ হয়ে গেল। লরাও জানত তাই হবে। ওর তাকে বিয়ে করেছিল, তাই আজ সে সুপথে আসতে পেরেছে। সামনে স্যাডল-বসা ওই লোকটাকে ওর মা পোষ মানিয়ে গৃহী করে তুলেছিল, অথচ তার পৌরুষ এতটুকু খর্ব করেনি। জীবনের ক্ষণস্থায়ী সোনালি অধ্যায়গুলো সে ওর মায়ের সঙ্গেই কাটিয়েছে।

হাডসন অস্বস্তিভরে আবার হেলারের কথা ভাবতে বসল। মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো লোকটাকে সে পছন্দ করে। গিবসন যে-লোকের বশ মানে, নিঃসন্দেহে তার ব্যক্তিত্ব আছে। কিওয়ার ক্ষেত্রেও এ-কথা খাটে। কিওয়া এ-যাবৎ সব ডাকাতি একাই করেছে. শুধু একবার ছাড়া··· সে-বার ও একটা দলের সাথে ওবারো ব্যাঙ্ক লুট করতে গিয়েছিল··· কিওয়া ওই হামলার একমাত্র জীবিত ব্যক্তি।

হেলারের চালচলন আউট-লয়ের মত নয়। মার্জিত রুচির ছাপ আছে, কথাবার্তায় এমন একটা কিছু আছে যা ওকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র করেছে। বিল হাডসন লোক চেনার ব্যাপারে জহুরি। হেলারের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে বসল সে।

লোকটার একমাত্র পরিচয়, সে একজন আউট-ল। আবার ওদের দেখা হবে, এমন সম্ভাবনা ক্ষীণ। বিশেষত, ভারাক্রান্ত মনে উপলব্ধি করল হাডসন, ওরা যদি ওবারো ব্যাঙ্ক লুটের ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা বাতিল না করে।

সূর্য এখন পাহাড়ের মাথায়, আঠার মত ওদের পিঠে লেগে রয়েছে মরুরোদ। বাঁয়ে, শুয়োরের পিঠের মত বাঁকা একটা উঁচু টিলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। টিলার গায়ে অনেক ফাটল, মিহি সাদা বালুর স্তর জমেছে সেখানে।

চারপাশে জংলা ঘাস, সল্টবুশ আর খানা-খন্দকের ছড়াছড়ি। ইতস্তত-ছড়ানো আয়রনউড গাছে কলি এসেছে, হালকা-সবুজ পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে দু-একটা ফুল।

ক্যালিফোর্নিয়ায় পৌঁছুতে পারলে, হাডসন ভাবছে, এখনও বীজ বোনা যাবে।

'বাবা?'

বিস্মিত হয়ে পেছনে তাকাল হাডসন।

'ধোঁয়া।'

বাঁকা টিলাটা পেরিয়ে দূরের কোনও এক জায়গা থেকে ধোঁয়া উঠছে, খাড়া লম্বাভাবে, মেয়ের ইশারা লক্ষ্য করে দেখল সে। ধোঁয়াটা ভেঙে গেল একবার, তারপর আরও একবার– এখন ছোট ছোট কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে।

পেছনে তাকিয়ে আরেকটা কুণ্ডলী চোখে পড়ল ওর। এটার অবস্থান গতরাতে যেখানে ক্যাম্প করেছিল ওরা, তার উত্তরে।

'চল, খেয়ে নিই,' হঠাৎ বলল হাডসন। 'পরে সুযোগ নাও মিলতে পারে।'

সম্মুখবর্তী টিলার দিকে তাকাল সে। ওখানে সুরক্ষিত জায়গা আছে। স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিল হাডসন, তারপর দুজনে এগিয়ে গেল টিলার দিকে।

ওরা বেশ কিছুটা দূর দিয়ে পার হলো টিলাটা, তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে

ওপরে রওনা দিল হাডসন। যখন নিশ্চিত হলো কেউ নেই, লরাকে ডাকল।

ঘোড়া থেকে নামতে সাহায্য করল ওকে, স্ত্রীর কথা মনে পড়ল। তারপর খাবারের থলেটা নামাল। 'খুব বেশি নেই,' হাডসন বলল, পরিমাণ দেখে লজ্জা পেল মনে মনে।

আরও থাকা উচিত ছিল, সঙ্গে মেয়ে আছে। যখন বউ ছিল ঘরে, তখনও এ-উপলব্ধি ছিল। অনেক পরে বুঝেছে আসলে মানুষটাকেই ভালবাসে ওর বউ, তার সম্পত্তিকে নয়। এই আবিষ্কার ওর জন্যে ছিল একটা সত্যিকারের চমক। সে যে কারও ভালবাসার পাত্র হতে পারে, এটা তার কখনও মনে হয়নি– ফলে তার ভেতরটা ভিতসুদ্ধ এমন প্রবলভাবে নাড়া খেলো যে, সে আর আগের মত রইল না। সেই দিন থেকে স্ত্রীর প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসাই ওর জীবনের একমাত্র চালিকাশক্তি হয়ে উঠল।

কিন্তু লরার সাথে সে কিছুতেই সহজ হতে পারে না··· সম্ভবত ওর ওই স্কুলে লেখাপড়াটাই এর কারণ। সে কখনও স্কুলে যায়নি, সামান্য লিখতে পড়তে পারে এই-যা।

নারীজাতি সম্পর্কে তার জ্ঞান সীমিত, আজ নিজের বিবাহযোগ্য মেয়েকে দিয়ে এ-সত্যটা উপলব্ধি করতে পারছে সে। একজন দায়িত্বসচেতন মানুষ হিসেবে এই অভাববোধ তাকে পীড়া দিচ্ছে।

একজন পুরুষের বাহুলগ্ন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা যে একজন ভদ্রমহিলার থাকতে পারে, এ-ধারণা ওর সেকেলে মন মেনে নিতে পারছে না। ওর স্ত্রী অবশ্যি তাই হয়েছিল···কিন্তু ও তার অন্তরে একটা বিশেষ আসন দখল করেছিল। এই আসন তাকে অন্য মহিলাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিয়েছিল। তা ছাড়া, নিজের স্ত্রীকে নারীত্বের প্রতীক হিসেবে কখনও দেখেনি সে। ও ছিল আলাদা, একদম আলাদা।

টিলার মাথা থেকে মরা-সিডারের শুকনো ডালপালা জোগাড় করল হাডসন। আগের কোনও যাত্রীর ফেলে যাওয়া আধপোড়া লাকড়িও পেল কয়েকটা। পাথরের আড়ালে ফাঁকা জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে ছোটমত আগুন জ্বালাল। ওখানে গা-ঢাকা দিয়ে পথের ওপর নজর রাখতে পারবে ওরা।

শুকনো কাঠ, কোনও ধোঁয়া হলো না, কেবল বাতাসে আগুনের শিখা ঈষৎ জ্বলজ্বলে হয়ে উঠল মাত্র। কাজে বিশেষ মন বসছে না হাডসনের, বারবার হেলারের কথা মনে পড়ছে।

কোনও বন্দুকবাজ, শেরিফ বা আউট-লই তার সমগোত্রীয় লোকের কাছে একেবারে অপরিচিত নয়। পথচলতি মানুষের ভিড়ে, স্টেজকোচ কিংবা সেলুনের আলাপ-আলোচনা থেকে একে অপরের সম্পর্কে জানতে পারে। এভাবেই হেলার সম্পর্কে জেনেছে হাডসন: ও কীভাবে গানবেল্ট বাঁধে, কটা মানুষ মেরেছে, কী রকম মানুষ– সব।

হাতেগোনা কয়েকজন বন্দুকবাজের নামডাক– যেমন ইরাপ ভাতৃদ্বয়, হিকক, বিলি দ্য কিড, জন রিংগো, ওয়েস হার্ডিন– সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ এদের সমান কিংবা তার চেয়েও দক্ষ লোক যে নেই বা ছিল না এমন নয়।

আসলে ওরা ঘটনাচক্রে লোকজনের দৃষ্টি বেশি আকর্ষণ করেছে, তাই বিখ্যাত হয়েছে। জনি বুল, জো ফাই, ল্যুক শর্ট, লংহেয়ার জিম কার্টরাইট, জেফ মিল্টন, ডালাস স্টাউডেনমায়ার, কিং ফিশার আর বেন টম্পসনের নামও বাথান মালিকদের কাছে ... পরিচিত নয়।

কাজের ফাঁ... ...াকে চারপাশে নজর বোলাচ্ছে হা...ডসন, আর ভাবছে এ-সব কথা। অন্যদের ... ...য় যেভাবে শুনেছে, হেলারের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। জানে, চৌকশ লোক বলে ওর খ্যাতি আছে। বুলেট দিয়ে বুলেটের মোকাবেলা করতে পারে। হাডসনের রূঢ়, কঠিন সীমিত পৃথিবীতে এই গুণ তাকে পৌরুষের মর্যাদা এনে দিয়েছে।

তবু এত কিছুসত্ত্বেও, এ জীবনের শেষ পরিণাম একটাই হতে পারে: হয় গুলি খেয়ে মরতে হবে নয়তো জেলে পচতে হবে। তাই, হাডসন সিদ্ধান্ত নিয়েছে একজন বন্দুকবাজের সাথে সে তার মেয়ের সম্পর্ক কিছুতেই হতে দেবে না।

তবে এর পাশাপাশি আরও একটা কথা স্বীকার করতে বাধ্য হলো সে, পিট রানিয়ন নিজেও আউট-ল এবং বন্দুকবাজ ছিল অথচ এখন সে একজন আইনের রক্ষক এবং সম্ভ্রান্ত নাগরিক। ক্ষমা করার ব্যাপারে পশ্চিমের লোকদের জুড়ি নেই···মিথ্যে এবং ভীরুতা ছাড়া আর যে-কোনও অপরাধ তারা ক্ষমা করে।

একটা ক্যাঙারু ইঁদুর এগিয়ে এল, কৌতূহলভরে কফির সুবাস টানছে। লরা বিস্কুটের কোনা ভেঙে ছুঁড়ে দিল ওর দিকে। ছোট্ট প্রাণীটা একটা অস্বাভাবিক রকমের বড় লাফ দিল, প্রায় সাত ফুট, তারপর থেমে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। কেউ তাড়া করছে না দেখে কৌতূহলী জীবটা গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে এল আবার, তারপর অনেক দেখে-শুনে শেষ-পর্যন্ত বিস্কুটটা থাবার ভেতরে আঁকড়ে ধরে মহাআনন্দে চিবুতে লাগল।

খানিক বাদেই ওরা ফের রওনা হলো। রোদ তেতে উঠেছে। গ্রিজউডের ঝোপে ঘুরঘুরে পোকা ডাকছে তিনটে পেকারি যেখান দিয়ে রাস্তা পার হয়েছে, সেখানে গিয়ে ট্রেইলে উঠল ওরা। ওদের যাওয়ার পথে পাথরের আড়াল থেকে র‍্যাট্‌ল্‌ সাপ ডেকে উঠল। একটা নিঃসঙ্গ বাজ চক্কর কাটছে রোদ-জ্বলা আকাশে।

ফেলে-আসা লোকগুলোর কথা ভাবছে হাডসন, জানে এই মুহূর্তে কী অনুভূতি হতে পারে ওদের। 'ওয়েল,' চেঁচিয়ে বলল সে, 'গুডলাক টু দেম।'

বাবার দিকে তাকাল লরা। কাদের মঙ্গল কামনা করল জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন বোধ করল না, সে নিজেও ওদের কথাই ভাবছে– অন্তত হেলারের কথা, তার কপালের ওপর পড়ে-থাকা কালো কোঁকড়ানো কুন্তলের কথা।

কী শান্তভাবেই না বাবার মোকাবেলা করল ও, সেধে ঝামেলা বাড়ায়নি, আবার তাই বলে পিছিয়েও যায়নি। কোনও কৈফিয়তও দেয়ার চেষ্টা করেনি। সহজ-সরল ভাষায় প্রকৃত ঘটনাটা জানিয়েছে মাত্র।

'বাবা···?'

বিস্মিত চোখে মেয়ের দিকে তাকাল হাডসন; ওর রাগ পড়ে গেছে দেখে মনে মনে স্বস্তি অনুভব করল।

'তোমার কি মনে হয়, পারবে ওরা?'

প্রচুর সময় নিয়ে সব দিক খুঁটিয়ে বিচার করল হাডসন; ওবারো শহরের ছবি মানসপটে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল, তারপর হেলার সম্পর্কে ভাবল। অবশেষে বলল, 'যদি কেউ পারে তো ও-ই পারবে।' একটু বিরতি দিয়ে যোগ করল, 'তবে গোলমালটা কোথায় জানিস, মা, এটা কেবল শুরু এরপর ওরা তোকে ধাওয়া করবে, বুদ্ধিমান হলে কেটে পড়বি তুই, এবং হয়তো সে যাত্রা পালাতেও পারবি কিন্তু ভাগ্য সব সময় তোর সহায় হবে না। একজন লোক যখন আইনের বাইরে হাত বাড়ায় তখন সে আর সবাইকে তার শত্রু করে তোলে।

'অথচ এতে তার কোনও লাভ হয় না। অসৎ পথে কেউ বড়লোক হতে পারে না। খুউব কম আউট-লই শেষ-পর্যন্ত তাদের লুটের মাল ভোগ করতে পেরেছে।

'আমি এ-রকম একজনকে চিনতাম··· বুদ্ধিমান বলে তার বেশ নামডাকও ছিল। অথচ যৌবনের এক-তৃতীয়াংশ জেলে কাটাতে হয়েছে তাকে, দু-দুটো মৃত্যু পরোয়ানা ঝুলছিল তার মাথার ওপর। এবং শেষ জীবনে, অন্য আউট-লদের দোরে ভিখ মেগে খেতে হয়েছে।'

চোখ কুঁচকে দিগন্তে, যেখানে মরীচিকা নাচছে, তাকাল হাডসন।

নৈর্ঋত কোণে ধোঁয়া উঠছে···

ছয়

কব্জিতে-বাঁধা সাদা ঢাউস ঘড়িটার দিকে তাকাল হেলার। 'ঠিক এগারোটা চল্লিশে শহরে ঢুকবে তোমরা। আমি তোমাদের দশ··· বড়জোর পনেরো মিনিট সময় দিতে পারব।'

ঝট করে হার্ডি একবার তাকাল ওর দিকে। 'তার মানে রীতিমত যুদ্ধ করবে তুমি!'

'ও খুব কঠিন চিজ।' হেলার হাসল ওই বেপরোয়া হাসি ওদের অতিপরিচিত। "এখন আমি অতক্ষণ টিকলেই রক্ষে।'

হেলার জিনে চাপল। 'নেহাত বেকায়দায় না পড়লে পিস্তল ব্যবহার করবে না! গোলাগুলি একবার শুরু হলে পশ্চিমের কয়েকজন সেরা মার্কসম্যানের মোকাবেলা করতে হবে তোমাদের। আমি ওদের চিনি– এক সঙ্গে টার্গেট প্র্যাকটিস করেছি।'

রওনা হলো সে, খানিকদূর গিয়ে পেছন ফিরে দেখল বন্ধুরা ওকে হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে। সেই মুহূর্তে ও উপলব্ধি করল ওদেরকে কোন বিপদের মুখে সে ঠেলে দিচ্ছে··· অথচ ওরা ভাল লোক– খাঁটি, কঠিন।

ওর মাথায় লরার চিন্তা ঘুরে এল আবার। ক্ষণিকের পরিচয়ে একটা মেয়ের সাথে অতটা মাখামাখি করতে গেলে ও-রকম কিছু ঘটাই তো স্বাভাবিক। অথচ, সহসা উপলব্ধি করল সে, মেরির বেলায় কখনও এ-রকম অনুভূতি হয়েছে বলে তার মনে পড়ছে না··· এর কারণ কি এই যে, সে তখন উঠতি বয়সের তরুণ এবং

মেরি ছিল ওর চেনাজানাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী?

নাকি এতদিনে ওর চিন্তা-ভাবনায় কিছুটা গভীরতা এসেছে? প্রসঙ্গক্রমে ওর বাবা একদিন ওকে একটা কথা বলেছিল। কথাটা সে আজও ভোলেনি: 'মেয়েদের মাতৃত্ববোধ সম্পর্কে মানুষ অনেক কিছুই বলে, কিন্তু পুরুষের স্নেহ-মমতা, দায়িত্ব-সচেতনতার ব্যাপারে কোনও উল্লেখ করে না; অথচ এ-দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ।'

ওর আজকের এই উপলব্ধির পেছনে এর অবদান অনেকখানি। সেই তরুণ বয়সে বাবাকে ওর সেকেলে বলে মনে হয়েছিল, ভেবেছিল যুগের হাওয়া সম্পর্কে তার কোনও ধারণাই নেই। কিন্তু পরে, বয়েস বাড়ার সাথে সাথে, বুঝেছে আসলে ওর নিজেরই এ-ব্যাপারে কোনও ধারণা ছিল না। আজ কারও প্রতি ওর কোনও পিছুটান নেই, এবং ওকে নিয়ে সামান্যতম দুশ্চিন্তাটুকু করবে এমন কেউও নেই।

খেলাচ্ছলে একদা অপরাধের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে সে, অথচ সেটা আদৌ কোনও খেলা ছিল না। কোনও মানুষকে শাসালে কিংবা তার ধন-সম্পত্তি লুট করলে, সেটা আর হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার থাকে না, ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হয়ে ওঠে এবং কোনও সৎলোক সে-কাজ করে না।

সম্ভবত এ-কারণেই লরা তার অন্তর স্পর্শ করেছে, ওর একজন সাথী দরকার। একজন জীবনসঙ্গী দরকার, মাথা গোঁজার ঠাঁই দরকার। বোধ হয় তাই একটা মেয়ের যা-চাহিদা, ওকে তা দিতে চেয়েছিল সে··· জীবনসঙ্গী আর নীড় ছাড়া কোনও মেয়েই পূর্ণতা পায় না। আর যা-কিছু সব গুরুত্বহীন। নিছক খেলা।

চোখের সামনে শহরটা ভেসে উঠতে লাগাম টেনে ধরল বব হেলার। ওর দেখার মত বিশেষ কিছু নেই ওখানে। তিনটে বড় রাস্তা, গোটা কয়েক চৌমাথা আর মূল সড়কের ওপর ব্যাঙ্কভবন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। লিভারি স্ট্যাবলের কোরাল শহরের আরেক প্রান্তে অবস্থিত।

ও ফিরে এসেছে টের পেলে শহরবাসীরা একটা মারামারি দেখার আশায় উন্মুখ হয়ে উঠবে। এর জন্যে ওরা প্রস্তুত থাকবে। তাই আগে ওর উপস্থিতির কথাটা জাহির করতে হবে, তারপর পিট রানিয়নকে ওর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে হবে। তবে সেটা খুব সহজ হবে না। পিট ঠাণ্ডা মাথার হিসেবী মানুষ, অতিসহজে চটে না।

মেরি··· হ্যাঁ, মেরির সাথে তাকে দেখা করতে হবে। পিটকে যদি আদৌ খেপানো সম্ভব হয়, তবে একমাত্র এভাবেই যাবে।

লড়াইয়ের খবরটা একবার ছড়িয়ে পড়লে দ্রুত দর্শক জমে উঠবে। মজা দেখার লোভে প্রায় সবাই আস্তাবলের সামনে ভিড় জমাবে, ফলে বড়জোর একজন লোক থাকবে ব্যাঙ্কে। অতএব, কাজ সারতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগার কথা নয়। সুতরাং আশা করা যায় লড়াই শেষ হওয়ার আগেই নিঃশব্দে কেটে পড়তে পারবে ওরা।

তবে কোনও কারণে গোলাগুলি হলে লোক জমিয়ে রাখতে পারবে না সে, তখন ওকেও যথাসম্ভব দ্রুত সরে পড়তে হবে। কিন্তু পিটের মন ভীষণ সন্দেহপ্রবণ, সে যদি দুই আর দুইয়ে চার মিলিয়ে ফেলে, ওর অবস্থা হবে ফাঁদে-পড়া ইঁদুরের মত।

হেলার আবার চলতে শুরু করল। পিস্তল বের করে নেড়েচেড়ে দেখে নিল ঠিক আছে কিনা, তারপর ওর স্যাডলব্যাগে সব সময় অতিরিক্ত যে-পিস্তলটা থাকে সেটাও পরখ করে দেখল।

এটা অন্যের ঘোড়া, তবে হার্ডি শাভেজ জানিয়েছে তার পালে এ-ঘোড়াটাই সবচেয়ে জোরে ছুটতে পারে। ওদের নিজেদের ঘোড়া বব্ ক্যানিয়নের গোপন ডেরায় হাজির থাকবে। কাজ সেরে প্রথমেই ওখানে যাবে ওরা, সেখান থেকে তাজা ঘোড়ায় চেপে দখিনা পথে যাত্রা করবে।

তবু, অপ্রত্যাশিত বিপদের সম্ভাবনা থেকেই যাবে। হুট করে কোনও অস্ত্রধারী লোক ব্যাঙ্কে এসে পড়তে পারে; কোনও কর্মচারী আগেভাগে লাঞ্চে গিয়ে ফিরে আসতে পারে; আবার দোতলার কোনও জানালায় এমন কেউ থাকতে পারে যার নাগালের ভেতর হয়তো রাইফেল আছে।

রানিয়ন তাকে হারিয়ে দিতে পারে; তেমনি এর উল্টোটাও ঘটতে পারে। তবে যা-ই হোক না কেন, লড়াইটা কমপক্ষে দশ মিনিট টেকাতে হবে।

ঘুরে-ফিরে বর্তমান সমস্যার কথাই ভাবছে ও, তুচ্ছ অথচ খুঁটিনাটি যে-সব বিষয়ের প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে সেগুলো একে একে চিহ্নিত করল। এই প্ল্যানের সাফল্য এ-গুলোর ওপর অনেকটা নির্ভর করছে।

যেমন, মিসেস ও'বেয়ার্ন। তুচ্ছতম জিনিসও এই মহিলার চোখ এড়ায় না। সর্বদা হাতের কাছে একটা শর্টগান রাখে। একদল ইন্ডিয়ানের বিরুদ্ধে একবার ওটা ব্যবহার করে দারুণ ফল পেয়েছে। এই মহিলাকে হালকাভাবে নেয়া উচিত হবে না; স্বামীর মৃত্যুর পর স্কার্ট ছেড়ে শার্ট-প্যান্ট ধরেছে এবং বলতে গেলে প্রায় একাই বাথান ব্যবসাটা চালাচ্ছে। এমনকী গরুর গায়ে মার্কা লাগানোর কাজটা পর্যন্ত নিজে করে।

শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে আবার থামল হেলার। সবাইকে ওর চেহারা স্পষ্টভাবে দেখানোর জন্যে টুপিটা কপালের ওপর ঠেলে দিয়ে একটা সিগারেট বানাতে শুরু করল। তালু শুকিয়ে খটখট করছে, টান পড়েছে তলপেটের পেশীতে। সোজা হয়ে জিনে বসল সে, আস্তাবলের পাশ দিয়ে ঘুরে সদর রাস্তায় উঠল।

ওপর থেকে যেমন দেখায়, মনের আয়নায় শহরের চারপাশটা তেমনিভাবে দেখতে পাচ্ছে সে। এইখানে শহর; এর পশ্চিমে চলে গেছে হাডসন আর তার মেয়ে। ওর পেছনে, শিগগিরই এ-পথে আসবে গিবসন, হার্ডি আর কিওয়া। ওরা সবাই বিশাল জনসমুদ্রের অতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র, জীবনের একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ইতিমধ্যেই অপ্রতিহত গতিতে চলতে শুরু করেছে।

ওবারোতে ওর নামে কোনও হুলিয়া নেই। সকলেই জানে ওই ট্রেনগুলো সেই লুট করেছিল, তবে এর কোনও প্রমাণ ওদের হাতে নেই। এখানে সে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবে।

এক সময় সে নিজেও এই শহরের বাসিন্দা ছিল। মানুষগুলো পরিচিত। তাই জানে ওদের ব্যাঙ্ক লুট করলে, ওরা তার পিছু নেবে, এবং বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে হয়তো মেরেও ফেলবে।

কিন্তু সেই সঙ্গে ওরা মনে মনে চাপা অহঙ্কারও বোধ করবে; ভাববে, বাইরের কেউ নয়, কাজটা শেষ-পর্যন্ত ওদেরই একজন করেছিল।

এই লোকগুলোর অদ্ভুত জীবনদর্শনের কথা ওর জানা আছে। উত্তেজনা শিহরণ ওদের জীবনে কী ভূমিকা পালন করে জানে। এই দুরন্ত জীবনের প্রতি পশ্চিমের লোকদের আকর্ষণ আজকাল কমে যাচ্ছে। প্রতিদিন নানা ধরনের মানুষ এসে বসত গাড়ছে এখানে, সেই সঙ্গে বদলে যাচ্ছে সমাজের রীতি-নীতি, বৈশিষ্ট্য; গরুর পাল নিয়ে দুর্গম পাহাড়ী ট্রেইলে নির্ঘুম রাত কাটানোর চাইতে শহরের নিস্তরঙ্গ জীবনই এখন লোকের বেশি পছন্দ, সাহস দিয়ে বিপদ মোকাবেলার স্থান দখল করেছে কূটকৌশল। এ-জন্যে হেলার মনে মনে তীব্র বেদনা অনুভব না করে পারে না।

অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে ও রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে; নিজের অজান্তে হ্যাটটা আবার সামনের দিকে টেনে দিল একটু। রাস্তার শেষ-মাথায় মুদিখানা। ওটার বারান্দায় কয়েকটা রকবাজ ছোকরা আড্ডা মারছে। মিসেস ও'বেয়ার্ন তার সিঁড়ি ঝাড় দিচ্ছে।

একটা মুরগি রাস্তার ময়লা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে, গরম ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে একটা কুকুর। হিচ রেইলে গোটাকয়েক ঘোড়া বাঁধা। একে একে সব কিছু খুঁটিয়ে দেখল হেলার, চকিতে আড়চোখে তাকাল ব্যাঙ্কের দিকে, তারপর আবার টুপিটা মাথার ওপর তুলে দিল যাতে সবাই ওর মুখ স্পষ্ট দেখতে পায়। সকলের চোখে পড়তে চায় সে...ওদের জানা দরকার ও আবার ফিরে এসেছে।

ঘোড়ার সাজ-পোশাক বিক্রি করে যে-দোকানটায় তার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেল, ভেতর থেকে হঠাৎ একটা লোক বেরিয়ে এসে তাকাল ওর দিকে। লোকটার বিস্মিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও: 'ডক! দেখলে কে?'

কোথাও একটা দরজা খোলার শব্দ হলো।

বব হেলারের আগমনবার্তা ঘোষিত হলো শহরে।

সামনে মোড়ের বাড়িটা পিট রানিয়নের– ওখানে মেরিকে নিয়ে সে থাকে। বাইরের বেড়ায় নতুন রং করা হয়েছে। সাদা। ছোট্ট এক ফালি লন, সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা। বারান্দায় লতানো গোলাপের ঝাড়।

ওকে একনজর দেখার জন্যে লোকে এখন ভিড় জমাচ্ছে দরজায়, মুদিখানার রকবাজগুলো উঠে দাঁড়িয়েছে।

মেহেদি রঙের ঝাঁটা-গোঁফঅলা এক মোটা লোক চেঁচিয়ে ডাকল ওকে: 'কী খবর, বব! ফিরে এলে যে বড়?'

লাগাম টেনে ধরল হেলার। 'হাই, ম্যাট! বপুটা দেখছি কমেনি একটুও'

'আমরা কিন্তু ভেবেছিলাম আর আসবে না তুমি।'

সিগারেট ফেলে দিল সে। রানিয়নের জানালায় একটা পর্দা যেন নড়ছে বলে মনে হলো? সহজ ভঙ্গিতে হাসল হেলার। 'কেন, এখানে আমার অনেক বন্ধু আছে, ম্যাট। আমি পিট রানিয়নের সঙ্গে মোলাকাত করতে এসেছি। শুনতে পাই ও নাকি আগের মতই তরতাজা আছে।'

সূর্যের পানে তাকাল ও। হাতে বেশি সময় নেই, অথচ শুরুটা তেমন জুতসই

হয়নি। মোড় ঘুরে সাদা গেটটার সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল হেলার।

টুপি খুলে হাতে নিল, কাপড়ের ধুলো ঝাড়ল টোকা মেরে। চাপা উত্তেজনায় টানটান হয়ে উঠেছে স্নায়ু। তবে মাথাটা খোলতাই হতে শুরু করেছে, ঘুমন্ত শয়তানি বুদ্ধিগুলো জেগে উঠছে ধীরে ধীরে। গত কদিনের ভেতর এই প্রথম স্পষ্ট বুঝতে পারছে ওর কর্মপন্থা কী হবে।

মেরি বরাবর একটু গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে, কোনও কিছুই হালকাভাবে নেয় না। এখনও নেবে না। গেট খুলে বাসার দিকে তাকাল ও। মেরি যা চেয়েছিল, পেয়েছে। বাড়িটা দেখতে অবিকল ওরই মত– সুন্দর, ছিমছাম, পরিপাটি।

পুরুষ মানুষকে কীভাবে বাঁধনে জড়াতে হয় মেরি ভাল করেই জানে। নিজের চাহিদা সম্পর্কে ওর স্পষ্ট ধারণা আছে··· আর পিটও হয়তো মেনে নিয়েছে সেটা। আজ হঠাৎ, এবং মেরি ওর পরিবর্তে পিট রানিয়নকে জীবন-সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয়ার পর এই প্রথম, হেলার অনুভব করল ওর বুক থেকে যেন একটা পাষাণভার নেমে গেছে।

বারান্দায় উঠল ও, স্পারজোড়া ঝুন ঝুন শব্দে নাচছে। স্ক্রীনডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল। আসবাবে-ঠাসা ছোট্ট পারলার। মেঝেতে ব্রাসেলসের কার্পেট, কাঠের চেয়ারগুলো লাল মখমলে মোড়া। প্রতিটা চেয়ারের পিঠে আবার নকশাখচিত সাদা কাপড়ের আবরণ দেয়া যাতে মখমলে তেলের দাগ না লাগে। সাজানো-গোছানো ঘর, তবে মেকি আভিজাত্য জাহিরের প্রচ্ছন্ন চেষ্টা আছে।

এখানেও মেরির সদম্ভ উপস্থিতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেখে রানিয়নের জন্যে করুণা অনুভব করল হেলার। মেয়েটা কতখানি বদলে ফেলেছে ওকে?

'কেউ আছে বাসায়?'

নীরব নিথর বাড়িটা গমগম করে উঠল ওর কণ্ঠস্বরে, কঠোর নিস্তব্ধতার মাঝে কেমন যেন বেখাপ্পা শোনাল সেই প্রতিধ্বনি।

আচমকা ঘরে এল মেরি রানিয়ন, ওকে দেখেই থমকে দাঁড়াল। বাড়িতেও চমৎকার সেজে-গুজে আছে, সুন্দরভাবে আঁচড়ানো চুল মেলে দিয়েছে পিঠের ওপর।

চেহারায় আত্মবিশ্বাস আর কর্তৃত্বের ছাপ ফুটে উঠেছে। হেলার মনে করতে পারল না এই রূপ সে আগে কখনও দেখেছে কিনা– সম্ভবত ঘরের লোককে মুঠোয় পুরতে পারলে সব মহিলারই এমন হয়।

boighar

'হ্যালো, মেরি।'

মুখের রক্ত সরে গেল ওর, দুহাতে স্কার্টটা আস্তে করে কোমরের নীচে টেনে নামিয়ে দিল একটু। কোনও কারণে অস্বস্তিতে ভুগলে এ-রকম করা ওর মুদ্রাদোষ, মনে পড়ল হেলারের।

মেরি চিরকাল রসকষহীন, আত্মমর্যাদাবোধ প্রবল। ওর জৈব ক্ষুধা একমাত্র হেলারই জাগিয়ে তুলতে পারত বলে তার ওপর বিরূপ ছিল সে। অতীতের স্মৃতি মনে পড়ায় আপনমনে হাসল বব। যৌনতাকে মেরি ঘৃণা করত; অবশ্যি ওর মনে আকাঙ্ক্ষার কোনও কমতি ছিল না, কিন্তু বাইরে প্রকাশ করত না সেটা– ওর শালীনতাবোধে আঘাত করত।

'কী চাই?'

ঝাঁঝাল সুরে অসন্তোষের ছাপ স্পষ্ট। হ্যাঁ, ভাবল সে, এই তো মেরি। মনের মানুষ নিয়ে স্বপ্নের নীড়ে বাস করছে। তার প্রত্যাবর্তন ওর জন্যে হুমকিস্বরূপ, বিপদসঙ্কেত।

'পিট কোথায়?'

'নেই,' বলল মেরি। পরিষ্কার হাতজোড়া ঘষছে কাপড়ে, যেন কোনও অদৃশ্য ময়লা লেগে আছে। 'আবার কেন এসেছ?'

'অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই, তাই ভাবলাম পুরোনো সম্পর্কটা আবার ঝালিয়ে নিই।' ওর দিকে তাকিয়ে হেলার হাসল, বিদ্রূপের হাসি। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল মেরি, সমস্ত রক্ত মুখে এসে জমা হলো।

'চলে যাও! একা থাকতে দাও আমাদের!'

যাওয়ার কোনও লক্ষণ ফুটে উঠল না হেলারের মধ্যে। চরম সময় উপস্থিত। ম্যানটেলের ওপর-রাখা ঘড়ির দিকে একনজর তাকিয়ে বলল, 'আমি থাকতে আসিনি। পিটের সাথে দেখা করতে এসেছি।'

'এখানে থাকলে তুমি ওর দেখা পাবে। ও তোমাকে ভয় করে না।'

'পিট? পিট রানিয়ন ভীতু নয়...এমন কী যখন জানত আমি ওকে পিস্তলে হারাতে পারব, তখনও সে ভয় পায়নি।'

ঘরের চারপাশে নজর বোলাল হেলার। 'তুমি দেখছি পিটকে ভেড়া বানিয়ে ফেলেছ, মেরি। নইলে স্রেফ এ-রকম একটা বাড়ির লোভে নিজের স্বভাব বদলানোর লোক না ও।' ওর চোখে চোখ রাখল সে। 'তোমার বাঁধন একটু ঢিলে দাও, মেরি। এত কষে বাঁধলে বেচারার দম বন্ধ হয়ে যাবে যে। রাশ কিছুটা আলগা করো, ও যদি সত্যি তোমাকে ভালবেসে থাকে তা হলে দেখবে, ও নিজে থেকেই তোমার কাছে ধরা দেবে, আর সে-বন্ধন ওর ভালও লাগবে।'

'আমি তো আটকাইনি পিটকে,' প্রতিবাদ করল মেরি। 'ও দায়িত্বশীল লোক, এই শহরের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।' জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে আবার তাকাল মেরি। 'কোথাও কারও কাছে তোমার কোনও মর্যাদা নেই। আছে?'

এই সত্যভাষণ শেলের মত ওর মর্মে গিয়ে বিঁধল, কিন্তু পরক্ষণেই ঝেড়ে ফেলল সেটা। তবু কথাটা সত্যি: কোথাও কারও কাছে তার জীবনের এক কানাকড়ি মূল্য নেই। আচমকা লরার কথা মনে পড়ল ববের। হয়তো– নিতান্ত সামান্য হলেও– কারও মনে সে দাগ কাটতে পেরেছে।

'ভুল, মেরি। একটা মেয়ে আমাকে ভালবাসে।'

মেরির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। এটা ওর স্বভাবের আরেকটা দিক, মনে পড়ল হেলারের। ও কোনও কিছু হারাতে রাজি নয়, এমনকী সেটাতে যদি ওর কোনও চাহিদা না থাকে তবু নয়। তবে সব মিলিয়ে ও নিঃসন্দেহে একজন আদর্শ গৃহিণী। নিজের সংসার গুছিয়ে রাখে, আকর্ষণীয় চেহারা। হেলার অনুমান করল ভবিষ্যতে পিটের আরও পদোন্নতি ঘটবে, মেয়র বা ওই জাতীয় কিছু একটা হবে সে।

'মেয়েটার উচিত হবে তোমাকে পোষ মানিয়ে ভদ্র সমাজের উপযোগী করে

তোলা। নইলে সুখী হতে পারবে না জীবনে।'

'পিটের মত? তুমি বোধ হয় চাও যে ওর প্ররোচনায় আমিও আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুকে শহর থেকে তাড়িয়ে দিই।'

'তুমি তো জানো পিট চায়নি ও-রকম··· পরিস্থিতি বাধ্য করেছে ওকে।'

'তোমাকে পাবার জন্যে করেছে।'

মেরি রানিয়ন এবার ক্রোধে ফেটে পড়ল। 'বেরিয়ে যাও! বেরিয়ে যাও আমার বাসা থেকে! আর কক্ষনো তোমার মুখ যেন দেখতে না হয় আমাকে!'

ঘুরে দৃঢ় পায়ে বেরিয়ে এল হেলার। প্রখর সূর্যের আলোয় দাঁড়াল এক মুহূর্ত। কী লাভ এই তিক্ততায়? ও ভাবল। কিন্তু পিট খেপে গিয়ে মারামারি করতে ছুটে আসুক, এটাই চাইছে সে। এখন ঠিক তাই ঘটবে বলে মনে হচ্ছে ওর কাছে।

কিন্তু এক অদ্ভুত বিষণ্ণ অনুভূতিতে ওর মন ভারি হয়ে আছে। হঠাৎ উপলব্ধি করল ও আসলে পিট রানিয়নের সঙ্গে লড়তে চায় না। বস্তুত, ওর দেখা পেলে সে খুশি হবে···সেই অতীতের মত।

ওরা দুজনে মিলে কত অসংখ্য গরুর গায়ে যে মার্কা লাগিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বহুবার ইন্ডিয়ান অথবা ছিনতাইবাজদের বিরুদ্ধে একত্রে লড়েছে। পাঁক থেকে অনেক গরু উদ্ধার করেছে। সেলুনে গুণ্ডা-বদমায়েশদের সাথে মারামারি করেছে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

লাগাম হাতে নিয়ে স্যাডলে চাপল হেলার। হঠাৎ ভেতর থেকে ছুটে এসে ওর হাত চেপে ধরে মেরি বলল, 'বব, আমার সম্পর্কে তুমি যাই ভাব না কেন, পিটকে কিছু বলো না।' ওর হাত ধরে রইল সে। 'লক্ষ্মীটি, ওর কোনও ক্ষতি করো না।'

বিস্মিতভাবে ওর উদ্বিগ্ন চেহারার দিকে তাকাল সে। 'কেন, মেরি? ওকে তুমি সত্যিই খুব ভালবাস, না?'

দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল ওর গাল বেয়ে। 'হ্যাঁ···হ্যাঁ, বব, আমি ভালবাসি ওকে। ও আমার স্বামী।'

আর আমি বুঝি কেউ নই, ভাবল সে। এই সেই মেরি যে কোনও আবেগকে প্রশ্রয় দিত না, যাকে সে বুকে জড়িয়ে ধরতে পছন্দ করত, কারণ জানত তার পৌরুষের কাছে ধরা দিয়ে ও সুখ পায়, যদিও মুখ ফুটে কিছুতেই স্বীকার করত না সেটা।

'মেরি,' শান্ত সুরে বলল হেলার, 'পিটের সাথে আমার একটা শেষ বোঝাপড়া এখনও বাকি আছে। এর আগেও আমরা লড়েছি, এবারেও তাই লড়ব। হয়তো আমাকে আবার মারবে সে, অথবা আমি তাকে মারব। তবে একটা প্রতিশ্রুতি তোমাকে দিতে পারি, মেরি। আমি ওর বিরুদ্ধে পিস্তল বের করব না।'

হেলার বিদায় নিল। পাথরের মত দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত ওর গমন পথের দিকে চেয়ে রইল মেরি, তারপর কোলের কাছে স্কার্ট সামান্য উঁচু করে ধরে ছুটতে শুরু করল।

রাস্তায় এখন বেশ কয়েকটা বাকবোর্ড চলাচল করছে, গোটা চল্লিশেক ঘোড়া বাঁধা রয়েছে হিচ রেইলে। দিনের এই সময়টায় সাধারণত যত লোক রাস্তায়

থাকে, আজ তার চেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে। এর অর্থ, ওর ফিরে আসার খবর ছড়িয়ে পড়েছে। বস্তুত, পরিস্থিতি অন্য রকম হলে, সে নিজেও এমন একটা লড়াই দেখার সুযোগ হাতছাড়া করত না।

নেমে ফসকা গেরো দি... ঘোড়াটা বাঁধল সে। টুপি খুলে ...লো ঝেড়ে আবার যথাস্থানে বসিয়ে দিল। সে... ...কে ব্যাঙ্কটাও দেখে নিল এক বা...। পাহারায় কেউ নেই... ঢুকতে বেরুতেও দে... যাচ্ছে না কাউকে।

মিসেস ও'বেয়ার্নের বাসায় মেরিকে যেতে দেখেনি ও, তবে ওদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে। 'পিটকে দেখেছ? হেলার খুঁজে বেড়াচ্ছে ওকে।'

'এ-নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না,' হালকা সুরে বলল মিসেস ও'বেয়ার্ন। 'কী করতে হবে পিট জানে...আগের বার যা করেছে এবারেও তাই করবে!'

শেরিফের অফিসের পাশেই ঘোড়া থামিয়েছে হেলার। ব্যাঙ্কের মাথায় বসানো ঘড়িটা বলছে এখন সাড়ে এগারোটা। এদিকে ভেতরে ভেতরে ঘেমে নেয়ে উঠেছে সে। খুব দ্রুত সব কিছু ঘটাতে হবে... অথচ মুশকিল হচ্ছে, পিট সহজে রাগে না।

কোথাও থেকে ঘোড়ার পায়ে নাল পরানোর শব্দ আসছে। পিট হতে পারে... নাল পরাতে পছন্দ করে ও, পারেও ভাল।

হঠাৎ শেরিফের অফিস-ঘরের পেছন থেকে মেরির উত্তেজিত গলা ভেসে এল। 'পিট! পিট, হেলার এসেছে।'

'তাই নাকি?'

'পিট, ও গোলমাল পাকাতে চায়... আমি জানি!' মেরির গলা চড়ল কয়েক পর্দা। 'পিট, ওর সাথে লড়তে যেও না! সোজা ফাটকে পুরে দাও!'

প্রাণভরে একচোট হাসল পিট। 'মেরি, তুমি ভাল করেই জানো বিনা লড়াইতে ববকে জেলে ভরার সাধ্য কারও নেই। কেন খামোকা ফালতু বকছ?'

দালানের পেছন থেকে ঘুরে বেরিয়ে এল পিট রানিয়ন। চোখাচোখি হলো ওদের। আরেকটু হলেই ওর দিকে হাত বাড়াতে যাচ্ছিল হেলার, বহুকষ্টে নিজেকে সংযত করল। এই লোকটাকে সে দারুণ ভালবাসে... অথচ এই দাঁওটা তাকে মারতে হবে, ব্যাঙ্কের ওই টাকাগুলো তার দরকার– সত্যিই কি তাই?

সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলল সে, মনে মনে চোখ রাঙাল নিজেকে। আলবত দরকার!

'কী চাই, বব? নিশ্চয়ই বেড়াতে আসোনি?'

'তোমাকে পেটাতে এসেছি। একে যদি তুমি বেড়াতে আসা বলতে চাও, আমার তাতে আপত্তি নেই।'

চারপাশে ভিড় জমতে শুরু করেছে, অতিতুচ্ছ শব্দ বা ঘুসি থেকে নিজেদের বঞ্চিত করতে চায় না ওরা। হেলারের দৃষ্টি আপনাআপনি সামনে রাস্তার দিকে চলে গেল। ব্যাঙ্কের কাছে একজন লোক নামছে ঘোড়া থেকে। গিবসন।

'আসাটা কি নেহাত জরুরি ছিল?' প্রশ্ন করল পিট।

'নিশ্চয়ই... জেনসেনের আস্তাবলের উঠোনে তোমার মুখটা কাদায় ঠেসে ধরতে হবে না!'

পিটের পেছনে মেরিকে দাঁড়িয়ে 'থাকতে দেখে উসকানির সুরে বলল, ছাড়া তোমার বউকেও দেখানো দরকার ধোলাই খেয়ে তাঁর ভাতারের সুন্দর মুখটা কেমন দেখায়!'

পিট রানিয়নের মুখ [illegible] হয়ে গেল, হকচকিয়ে গেছে সে। বুঝতে চেষ্টা করছে এর পেছনে আসল ম[illegible]লবটা কী। শঙ্কিত হয়ে পড়ল হেলার। রানিয়নের মাথা কাজ করতে শুরু ক[illegible] গোল বাধবে... ও অসম্ভব ধূর্ত আর হেলারকে রগে রগে চেনে... চিন্তা করার সময় পেলে বুঝে ফেলবে সব কিছু, তখন জান নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে ওদের।

'কী হলো, পিট? বিয়ে করে তোমার ধার কমে গেছে নাকি? পেটের সাথে পাল্লা দিয়ে মাথাটাও বুঝি মোটা হয়ে উঠেছে?'

রানিয়নের সমস্ত পেশী শক্ত হয়ে উঠল। 'আমি কখনও মারামারিতে পিছিয়ে যাইনি। তুমি খুব ভাল করেই সে-কথা জানো।'

বিদ্রূপের সুরে হাসল হেলার। 'সে তো বিয়ের আগে। ও তোমার শিং ছেঁটে দিয়েছে নাকি, পিট?'

রাগে রানিয়নের মুখ আষাঢ়ে মেঘের মত কালো হয়ে গেল। ঘুসি পাকিয়ে এক কদম আগে বাড়ল।

পিছিয়ে গেল হেলার। 'এখানে না পিট। আগের জায়গায়। সে-বার তোমার কপাল ভাল [illegible]। দোয়া করো, এ-বারেও যেন তাই হয়!'

জনতার উদ্দেশে ঘুরল হেলার। 'তোমাদের শেরিফের পিঠের চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাব আমি। অবশ্যি ও যদি লড়তে ভয় পায় তবে অন্য কথা!'

ঘোড়ার লাগাম খুলে আস্তাবলের দিকে রওনা হলো সে। আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকাল: এগারোটা চল্লিশ।

ব্যাঙ্কের দরজার সামনে একটা লোক দাঁড়িয়ে। চোখে সবুজ গগলস, পরনে গ্যালিস-লাগানো প্যান্ট। লোকটা সম্ভবত এপার্সন। এমন উপভোগ্য লড়াই দেখার সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার লোক নয় এপার্সন

স্যাডল-হর্নের ওপর ওর জ্যাকেটটা রেখে এগিয়ে চলল বব হেলার, উল্লসিত জনতা আসছে পেছনে পেছনে। মেরির সাথে রানিয়নের বাক-বিতণ্ডার আওয়াজ ভেসে আসছে, কিন্তু ও থামল [illegible] ওর পরিকল্পনা মাফিক সব কিছু এগোবে এখন– এগোতেই হবে।

জেনসেনের আস্তাবলে পৌঁছে ওর নাগালের ভেতর ঘোড়াটাকে রাখল হেলার, তারপর রানিয়নের মুখোমুখি হলো। জিভ শুকিয়ে গেছে, পাকস্থলীতে সুড়সুড়ি লাগছে।

ওর ডান হাতের দিকে খেয়াল রাখতে হবে, মনে মনে নিজেকে সাবধান করল সে। প্রজাপতির মত নেচে বেড়াতে হবে চারপাশে, কিছুতেই সুযোগ দেয়া [illegible]বে না ওকে।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মেরির সঙ্গে কথা বলছে মিসেস ও'বেয়ার্ন। 'দ্যাখো, বাপু, শুধু শুধু ভেবে নিজেকে কষ্ট দিও না তো। দারুণ একখানা লড়াই হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এ রকম কিছু দেখার অপেক্ষাতেই ছিলাম আমি

'কিন্তু পিট…' মেরি প্রতিবাদ করতে গেল।

'লড়াই করলে পুরুষের কোনও ক্ষতি হয় না, মেরি রানিয়ন। ভয় পেও না।'

হেলারের দিকে তাকাল মিসেস ও'বেয়ার্ন। 'ওই যে ও! কত ভাল পরিবারে ওর জন্ম। এ-জন্যেই তো আমি সব সময়ে বলি অ্যাপাচি হামলা। 'কৈশোরে ও যদি বাবা-মাকে না হারাত, তবে আজ এ-রকম বখাটে হত না।'

কোট আর গানবেল্ট খুলে ঘোড়ার গায়ে ঝুলিয়ে রাখল পিট রানিয়ন। ঘুরে এগিয়ে এল ওর দিকে, তবে এখনও তার বিমূঢ় ভাবটা যায়নি– অনুভব করছে কোথায় কী যেন একটা গোলমাল আছে, কিন্তু ধরতে পারছে না সেটা।

ওর চিন্তা-ভাবনা আরও গুলিয়ে যেতে সাহায্য করল হেলার। চকিতে এগিয়ে গিয়ে পিট রানিয়নের মুখে সজোরে চড় কষাল একটা।

গিবসন সেলুনের সামনে ঘোড়া থেকে নেমে অলসভঙ্গিতে হেলেদুলে ব্যাঙ্কের দিকে এগিয়ে গেল। ওকে দেখে মনে হবে মোটাসোটা একজন গোবেচারা লোক, কারও সাতে-পাঁচে নেই। ব্যাঙ্কার আর ক্যাশিয়ারের গা ঘেঁষে ভেতরে ঢোকার সময়ে চকিতে আস্তাবলের দিকে তাকাল ও। এ-দিকটায় দেখা যাচ্ছে না কাউকে, পথচারীও নেই কোনও।

বিশ ডলারের একটা স্বর্ণমুদ্রা বের করল গিবসন। 'ভাঙতি দরকার।'

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভেতরে ফিরে এল ক্যাশিয়ার। ঠিক সেই মুহূর্তে ধূলিমলিন ঘোড়ায় চড়ে দুজন লোক ব্যাঙ্কের সামনে এসে দাঁড়াল। একজন নামল ঘোড়া থেকে। জানালা দিয়ে গিবসন দেখল হার্ডি এগিয়ে আসছে দরজার দিকে।

ব্যাঙ্কার লোকটা রওনা হলো ভেতরে। 'ধেত্তেরি, নেহাত ব্যবসা, নইলে আমিও…'

হার্ডি লোকটার পিঠে পিস্তল চেপে ধরল, একই সঙ্গে হতভম্ব ক্যাশিয়ারকে ঠেকাল গিবসন। কপালে উঠে গেল তার চোখ। হার্ডির পাহারায় ওদের ছেড়ে দিয়ে গিবসন কাউন্টার টপকে সিন্দুকের কাছে চলে গেল।

দ্রুত অভ্যস্ত-হাতে সোনাগুলো নিজের থলেতে ভরে নিল। ওদিকে আস্তাবলের সামনে থেকে জনতার উত্তেজিত কোলাহল ভেসে আসছে।

সিন্দুক আর ক্যাশ খালি করে কাউন্টার ঘুরে আগের জায়গায় ফিরে এল গিবসন। থলেটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে ব্যাঙ্কের লোক দুটোকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে দিল। তারপর সোনার থলেটা নিয়ে দুজনে রাস্তায় বেরিয়ে এল। ওদের ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছে কিওয়া।

'গিব,' বলল হার্ডি, 'আমার ওই লড়াই দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'আমারও। চলো, কেটে পড়ি।'

প্রথম চারটে বাড়ি ঘোড়াগুলো হাঁটিয়ে নিয়ে গেল ওরা, তারপর পূর্বনির্দিষ্ট একটা গলিতে ঢুকে দুলকি চালে এগিয়ে চলল। পাহাড়ের কাছে পৌঁছে পুরোদমে ছুটতে শুরু করল।

বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর একটা টিলার মাথায় চড়ে গিবসন তাকাল পেছন দিকে। তাড়া করার কোনও লক্ষণ চোখে পড়ল না।

'এখন ও পালাতে পারলেই হয়,' বলল হার্ডি।

'ঘাবড়িও না, পারবে।'

কিওয়া কোনও উচ্চবাচ্য করল না। থলেটা বইতে ভাল লাগছে তার, ইতিমধ্যেই মেক্সিকোর স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।

দূরের একটা পর্বতশৃঙ্গের দিক ইশারা করল গিবসন। 'ধোঁয়া,' বলল সে। 'সীমান্তে পৌঁছুনোর আগে থামা চলবে না কোথাও।'

হেলার এতক্ষণে শহর থেকে বেরিয়ে পড়ার কথা। ওর ঘোড়াটা সবচেয়ে দ্রুতগামী, পথেই ধরে ফেলবে ওদের।

দূরে চুড়োয় প্রশ্নবোধক চিহ্নের আকার নিল ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা। পশ্চিমের কোনও এক জায়গা থেকে আরেকটা ধোঁয়া তার জবাব দিল।

ওই পাহাড়ের গিরিখাত বেয়ে তামাটে রঙের একদল যোদ্ধা বাজপাখির মত বেরিয়ে এল, কদাকার সব ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। ছত্রভঙ্গ হয়ে পশ্চিম দিকে যাত্রা করল।

ধোঁয়ার সঙ্কেত দুজন মানুষের কথা জানিয়েছে, একটা ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছে··· সহজ ব্যাপার, একদম সহজ।

ওদের চোয়ালের হাড় দুটো বাইরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আছে, তামাটে রং। কালো স্বচ্ছ চোখ ভাটার মত জ্বলছে। হাড় জিরজিরে বেত ঘোড়ার দুপাশে ঊরু সাঁটিয়ে পশ্চিমে ছুটে চলেছে ওরা।

সাত

ঠিক যেমনটা আশা করেছিল হেলার, গালের ওপর ওই চড়টা জাদুমন্ত্রের মত কাজ দিল। কোনও মানুষকে ক্রুদ্ধ করে তুলতে এর চেয়ে মোক্ষম অস্ত্র আর হয় না।

নিমেষে রানিয়নের সব উদ্বেগ উবে গেল। মুঠি পাকিয়ে তেড়ে গেল সে। রানিয়নকে আসতে দেখল হেলার, চকিতে এক কদম এগিয়ে বাঁ হাত চালাল ও। ঘুসিটা রানিয়নকে মাঝপথে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিল, কিন্তু তবু থামল না রানিয়ন, আচমকা গোত্তা খেয়ে ডান হাতে হুক করল সে।

হেলার আসতে দেখল ওটা, কিন্তু সরে যাওয়ার আগেই ওর চোয়ালে বিদ্যুৎবেগে যেন মুগুরের বাড়ি পড়ল। পা টলে উঠল। কর্কশ সুরে চেঁচিয়ে উঠল জনতা। এবার ধীর গতিতে একে অপরের দিকে এগিয়ে গেল।

একটা নুড়িপাথরে বেধে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল হেলার। রানিয়নের বাঁ-হাতি ঘুসি খেয়ে সর্ষেফুল দেখতে লাগল চোখে। সামলে নিয়ে পাল্টা আঘাত হানার চেষ্টা করল, কিন্তু ব্যালে নর্তকের মত নেচে বেড়াচ্ছে রানিয়ন। হঠাৎ ওর তলপেটে রানিয়নের ডান হাত এসে পড়ল।

মাটিতে পড়েই উঠে দাঁড়াল হেলার। ওর সাইড-কিকের আঘাতে রানিয়ন ধূলিশয্যা নিল। হেলার পিছিয়ে গেল, ওকে ওঠার সুযোগ দিয়ে বদান্যতা দেখাল।

বিস্মিত চোখে তাকাল রানিয়ন, হেলারে উদারতায় বিহ্বল হয়ে পড়েছে। ওকে সে ভাল করেই চেনে, জানে জয়লাভের এমন সহজ সুযোগ হাতছাড়া করার পাত্র ও নয়।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে, হেলারের তাচ্ছিল্যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। ার এই প্রাক্তন জুড়িকে বহুবার লড়তে দেখেছে সে। ওর প্রতিপক্ষ একবার রাশায়ী হলে খুব কমই ওঠার সুযোগ পায়, তার আগেই পিটিয়ে ছাতু বানিয়ে দেয় হেলার।

রানিয়নের থুতনির এক জায়গায় ফুলে দগদগ করছে, রক্ত পড়ছে ঠোঁট কেটে। সতর্কভাবে এগোল ও, ভয়াল হয়ে উঠেছে চেহারা। মাথা খেলাতে শুরু করেছে... এই সময় পিটি রানিয়ন বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। ও লম্বায় হেলারের সমান, ছফুট দুইঞ্চি। কিন্তু ওজনে ওর একশো পঁচাশির চেয়ে পনেরো পাউন্ড বেশি।

লঘু পায়ে ক্ষিপ্র বেগে এগিয়ে এল রানিয়ন, ডান হাতে ঘাড়ে রদ্দা ঝাড়ল, পরক্ষণেই আগে বেড়ে বাঁ হাত চালাল। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি হচ্ছে, মারের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। বাঁ হাতে চেয়ালে মারল রানিয়ন, রাইট আপারকাটে হেলারের ঠোঁট কেটে গেল। দুহাত বাগিয়ে বুনো মোষের মত তেড়ে এল সে। জিভ দিয়ে চেটে নিজের রক্তের স্বাদ পরখ করল।

পাল্টা আঘাত করল হেলার, রক্তের স্বাদ পেয়ে এই প্রথম খেপে উঠল সেও। রানিয়নের মাথায় বাঁ হাতে আঘাত করল, পরমুহূর্তেই ওর সংক্ষিপ্ত রাইট আপারকাটে নুয়ে-পড়া মাথাটা সোজা হয়ে গেল আবার। একজনের গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল রানিয়ন।

পিছিয়ে গেল হেলার, হাঁ করে শ্বাস টানছে। কতক্ষণ হলো লড়ছে ওরা? আধ মিনিট? এক মিনিট?

রানিয়ন এগিয়ে এসে বাঁ হাত চালাল। ওর কব্জি চেপে ধরে চকিতে ঘুরে গেল হেলার, কাঁধের ওপর দিয়ে নিপুণভাবে হিপ-থ্রো করল। কিন্তু রানিয়ন এর আগেও তার এই পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে লড়েছে, ফলে তৈরি হয়ে গেল সে, মাটিতে পড়েই ডিগবাজি খেলো।

আবার উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে এল রানিয়ন, ফের হাতাহাতি শুরু হলো। দুজনের শরীরেই ঘামের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ভিড়ের সবাই চেঁচাচ্ছে খ্যাপার মত। ডান-হাতি এক রাইট জ্যাবে হেলারকে ধরাশায়ী করল রানিয়ন।

ধপাস করে মাটিতে পড়ে গড়ান দিল হেলার। সময়? কতক্ষণ গেছে?

বহু সময় নিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, হাতের ধুলোবালি ঝেড়ে হেঁটে এগিয়ে এল। রানিয়নের মুখে চকিতে বাঁ হাত চালিয়ে আস্তাবলের বেড়ার দিকে দৌড়ে গেল, ওকে ধাওয়া করল রানিয়ন। বাউলি কেটে সরে গিয়ে ওর থুতনিতে আবার ঘুসি হাঁকাল হেলার। রানিয়নের রাইট জ্যাবে ওর চোয়াল কেটে গেল।

পরস্পরকে তাড়া করল ওরা, মাঝপথে ঠোকাঠুকি হলো। ঝেড়ে ব্যাক কিক করল রানিয়ন, মাটিতে পড়ে গেল হেলার। চিত হয়ে ফুসফুসে বাতাস ভরে নিল ও। জনতা ওকে ওঠার জন্যে তাগাদা দিচ্ছে।

ঝিমঝিম করছে হেলারের মাথা... জনতার চিৎকার আর ওর মগজে ঝিঁঝিঁ

পোকার ডাক একই আওয়াজ বলে মনে হচ্ছে, অভিন্ন শোনাচ্ছে। ও উঠতেই রানিয়ন তেড়ে এল। ওর চোয়াল লক্ষ্য করে এক মনী ঘুসি হাঁকাল হেলার। কাটা কলা গাছের মত আছড়ে পড়ল রানিয়ন।

নিঃসাড়ে পড়ে আছে রানিয়ন মনে হচ্ছে কসাইয়ের ছুরির নীচে যেন একটা ষাঁড় শুয়ে আছে।

ভয় পেয়ে গেল হেলার। জ্ঞান হারিয়ে থাকলে খেলা শেষ হয়ে যাবে… মানসপটে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে রাস্তায় আবার লোক চলাচল শুরু হয়েছে. লুটের মালসহ ওদের সামনে পড়ে গেছে ওর লোকেরা।

রক্তাক্ত দেহে আগে বাড়ল ও, হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। ঠিক সেই মুহূর্তে নড়ে উঠল পিট রানিয়ন।

মাথা নিচু করে আচমকা হেলারের হাঁটু ধরে হ্যাঁচকা টান মারল সে। দড়াম করে পড়ে গেল হেলার। ওই অবস্থাতেই কুস্তি লাগল দুজন, উত্তেজিত জনতার চিৎকারে ওদের কানে তালা লেগে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে আবার উঠে দাঁড়াল ওরা। হঠাৎ দুজনেই অনুভব করল ওদের সব রাগ-দ্বেষ দূর হয়ে গেছে, লড়াইটাকে উপভোগ করছে। উঠোনের চারপাশে ওরা নেচে বেড়াতে লাগল, সুযোগ পেলেই পরস্পরের দিকে ঘুসি ছুঁড়ছে।

রানিয়নের সব কটা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে এখন। হেলারও হাসছে, শত্রুতার মুখোশ, খসে পড়েছে মুখ থেকে। ওর এই বিশালদেহী প্রতিপক্ষকে অন্তর থেকে ভালবাসে সে। ঝুপ করে বসে পড়ে একটা ডান হাতি মার এড়িয়ে গেল ও, পরক্ষণেই রানিয়নের পেটে. নিজের ডান হাতখানা হাতুড়ির মত চালাল। একটা অঁক শব্দ বেরুল রানিয়নের মুখ থেকে, অতিকষ্টে টাল সামলে নিল সে, তারপর মাথা দিয়ে ওর থুতনিতে আঘাত করল সবেগে।

হেলারের দুপাটি দাঁত পরস্পর ঠোকাঠুকি খেল, হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে গেল ও। ওঠার সময় টের পেল ওর ঠোঁটের আরেক জায়গায় কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে থু-থু করে একদলা রক্ত ফেলল ধুলোর ওপর, হাজারটা ড্রাম বাজতে শুরু করল মাথার ভেতর। সজোরে রানিয়নের বুকে সাইড কিক করল সে।

ধীর গতিতে উঠে দাঁড়াল রানিয়ন। পূর্ণোদ্যমে ছুটে এল ওর দিকে। আবার হাতাহাতি শুরু করল ওরা।

হেলারের দম ফুরিয়ে আসছে। রানিয়নের কী অবস্থা বলতে পারবে না, তবে জানে ও এককালে পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা ছিল। পা টলছে তার, অন্ধের মত ডান হাত চালাল, তারপর একই ভঙ্গিতে বাঁ হাত ছুঁড়ল, ভারসাম্য হারিয়ে হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল। দ্রুত এগিয়ে এসে রানিয়ন শুইয়ে দিল ওকে।

এখন কটা বাজে? কতক্ষণ হলো লড়ছে ওরা?

পাজোড়া পাথরের মত ভারি লাগছে, হাত চলতে চাইছে না আর। কোনমতে এগিয়ে গেল সে– হঠাৎ সপাং করে একটা চাবুক আছড়ে পড়ার শব্দ হলো। বিস্মিত চোখে হেলার দেখল চাবুক নিয়ে মেরি ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ভাগ্যিস ডান হাতখানা তুলেছিল সে. তাই এ-যাত্রা মারাত্মক জখমের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

'পিট, থামাও বলছি! এক্ষুণি থামাও! নইলে তোমাকে তালাক দিয়ে এখান

থেকে চলে যাব আমি!'

রানিয়ন প্রতিবাদ করতে যাবে, এমন সময় ওর রক্তাক্ত গালে আবার চড় কষাল হেলার। 'কী হলো, পিট? শখ মিটে গেছে?'

মেরি ঘুরল ওর দিকে, কিন্তু মুখ খোলার আগেই কয়েকজন লোক ওদের মাঝে এসে দাঁড়াল। 'কেটে পড়ো, বব,' পরামর্শ দিল একজন। 'ঢের হয়েছে।'

হেলার ওদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে রানিয়নের দিকে তাকাল, দেখল ওর চোখে সেই হতবুদ্ধি ভাবটা আবার ফিরে এসেছে।

হাত তুলল হেলার। 'খাসা লড়েছ, পিট! চলি... ধন্যবাদ।'

দুবারের চেষ্টায় রেকাবে পা রাখল সে। তাড়াহুড়ো করো না, নিজেকে সাবধান করল হেলার।

ব্যাংকের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখল বন্ধ দরজায় নোটিশ ঝুলছে: মধ্যাহ্ন বিরতি।

আর সবাইকে ঠেকানো গেলেও এপার্সনকে আটকানো যাবে না ওটা দিয়ে। ব্যাংকে ফিরে আসবে সে– তবে তার আগে হয়তো কোথাও থেমে ওই লড়াই সম্পর্কে গল্প জুড়বে।

ওর মাথার ভেতর দপদপ করছে, চোয়াল নাড়াতে পারছে না ব্যথায়। রাস্তার ওপর একদলা রক্তমাখা থুতু ফেলে মনে মনে গাল বকল হেলার। ওই পিট হতচ্ছাড়া বরাবরই ভীষণ জোরে মারে। কপালগুণে ওর হাত এখনও অক্ষত আছে– ফুলে গেছে, তবে ভাঙেনি। সে নিজেও বাহুতে প্রচুর শক্তি ধরে; বিশাল চৌকো থাবা, আঙুলের গাঁটগুলো মজবুত। যাতে ব্যথায় জমে না যায় দুহাতের দশ আঙুল ধীরে ধীরে নাড়াতে লাগল ও।

শহরের শেষ দালানটা পেছনে পড়ে রইল, প্রথমে দুলকি তারপর জোর কদমে ঘোড়া ছোটাল সে। যখন বুঝতে পারল শহর ছাড়িয়ে বেশ অনেক দূর চলে এসেছে, আধ মাইল রাস্তা প্রায় উড়ে পাড়ি দিল, তারপর আবার গতি মন্থর করল কিছুটা। দুবার টিলার মাথা থেকে পেছন ফিরে তাকাল, চোখে পড়ল না কাউকে।

মিশন সাকসেসফুল হয়েছে, অথচ এতটুকু আনন্দ অনুভব করছে না সে। পরের ধন লুট করায় গর্বের কিছু নেই। স্বাধীনভাবে বেঁচে আছে বলে মনে মনে ওর অহঙ্কার আছে সত্যি, কিন্তু এ-স্বাধীনতার কী মূল্য আছে আইন যেখানে খুঁজে বেড়াচ্ছে ওকে?

অল্প দূর গিয়ে ফের জোরে ছুটতে শুরু করল ও। ক্যানিয়নে পৌঁছুনোর আগেই গিবসনকে দেখতে পেল, ওর পথ চেয়ে আছে। গিবসনের স্বভাব অনেকটা মা-পাখির মত। হেলার নামতেই দ্রুত এগিয়ে এসে ওর ঘোড়া বদলে দিল হার্ডি।

হেলারের মুখের দিকে তাকাল গিবসন। 'কী খবর?'

ওর দিকে না তাকিয়ে জবাব দিল হেলার, 'তোমাকে তো বলেছি ও লড়তে জানে।'

ঘোড়া বদলে ওরা রওনা হয়ে গেল। পথ-ঘাট দেখা আছে, জানে কী করতে হবে। আগের ঘোড়াগুলো ছেড়ে দেয়া হয়েছে, প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরে যাবে ওরা।

খাড়া অথচ নরম বালিয়াড়ি ভেঙে ওরা মেসা অতিক্রম করল।

'খানিক আগে একটা ধোঁয়ার রেখা দেখলাম,' হার্ডি বলল। হার্ডি বয়সে নবীন, তাই সর্বদা খই ফোটে মুখে।

'আরও অনেক দেখতে পাবে।'

হেলার ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তবে এই ক্লান্তি কেবল শারীরিক নয়, মানসিকও বটে। এক অর্থে ওরা সফল হয়েছে– কিন্তু এখনও পালাতে পারেনি।

ফেলে-আসা ট্রেইলের দিকে তাকাল ও। চোখে পড়ছে না কিছু। এতক্ষণে পিট রানিয়ন নিশ্চয়ই আসল ঘটনা জেনে গেছে। ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই, অন্যদের অবস্থাও তাই হবে... ওদের অনেকেই হয়তো মজার তামাসা বলে ভাববে ব্যাপারটাকে, কিন্তু তাই বলে ধাওয়া করা থেকে বিরত হবে না, এবং ও যদি বাধা দেয় তা হলে ওকে মেরে ফেলতেও দ্বিধা করবে না।

ঘোড়ার প্রতিটি পদক্ষেপে ওর ব্যথা বাড়ছে। মুখের কয়েক জায়গায় কেটে গেছে, কালসিটে পড়েছে চোখের নীচে। লবণাক্ত ঘামে ক্ষতস্থান জ্বলছে, তবে কিছুক্ষণ আগে ও যে-অভিনয় করেছে, তার স্মৃতির কাছে এই যন্ত্রণা তুচ্ছ।

গিবসনই প্রথম ধোঁয়াটা দেখতে পেল। 'কিছু বুঝতে পারছ?' ইশারায় কুণ্ডলী-পাকানো ধোঁয়ার মেঘ দেখিয়ে বলল সে।

'আমার আশঙ্কা সত্যি না হলেই খুশি হব,' মন্তব্য করল হার্ডি। 'ওই দোকানে আমার প্রেমিকার ছবি ফেলে এসেছি।'

গতি মন্থর করে প্রত্যেকেই স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল নামাল। হেলার একপ্রান্তে সামান্য এগিয়ে রইল। অপরদিকে কিছুটা পিছিয়ে পড়ল কিওয়া। একটু পরেই প্লাজায় এসে হাজির হলো ওরা।

দোকানের কোনও অস্তিত্ব নেই, একটা রোদে-পোড়া ইটের দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে শুধু। বহুকাল আগে হানি শাভেজ প্রথম যখন এখানে আসে তখনও বোধ হয় এটার চেহারা এ-রকমই ছিল।

'ট্র্যাকস,' বলল হার্ডি, ইশারায় দেখিয়ে দিল। 'আগুন এখনও জ্বলছে। তার মানে খুব বেশি আগের ঘটনা নয়।'

'ওকে,' একটা জমাট-বাঁধা রক্তের ছোপ দেখিয়ে কিওয়া বলল, 'শাভেজ মেরেছে।'

দ্রুত চারপাশ ঘুরে এল হেলার। ইন্ডিয়ানরা চলে গেছে, ওদের রীতি অনুযায়ী লাশগুলোও নিয়ে গেছে সঙ্গে করে।

'শাভেজ রীতিমত যুদ্ধ করেছে,' হার্ডি বলল। 'এতটা সাহস আছে ওর আমি ভাবিনি। মনে হচ্ছে কমপক্ষে তিনজনকে ঘায়েল করেছে। আহত হয়েছে দুজন।'

শাভেজের লাশ দেখতে পেল ওরা, কিন্তু কবর দিল না। জানে বেঁচে থাকলে এর কারণ শাভেজ ঠিকই বুঝত। ওদের পেছনে যারা আসছে তারাই ওর সৎকারের ব্যবস্থা করবে।

হাওয়ার বেগে ছুটে চলল ওরা। থামার প্রয়োজনও নেই। প্রথম পশ্চিমে, তারপর দক্ষিণে মরুভূমির ওপর দিয়ে সীমান্তের পানে।

কর্দমাক্ত ট্রেইলে ইন্ডিয়ানদের ঘোড়ার ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। লরা আর তার বাবার ট্র্যাকের সাথে মিলে-মিশে আছে ওগুলো। অ্যাপাচিরা নিশ্চয়ই ওই ছাপ দেখতে পেয়েছে। হয়তো এরই মধ্যে জেনেও গেছে, ওদের একজন স্ত্রীলোক··· একজন দক্ষ ট্র্যাকার সহজেই বুঝে ফেলবে মেয়েটা কোন ঘোড়ার পিঠে আছে।

বিল হাডসনও ইতিমধ্যে আসন্ন বিপদের আভাস পেয়ে থাকার কথা, লোকটা মোটেই আনাড়ী নয়। পাহাড়ী এলাকায় চলাফেরা করে অভ্যস্ত; বিপদ কোথায় কীভাবে ওত পেতে বসে থাকতে পারে জানে। তা ছাড়া বুড়ো নাকি গিবসনকে জানিয়েছে, তার মেয়ে অনেক পুরুষের চেয়ে ভাল রাইফেল চালাতে পারে।

উত্তপ্ত দুপুর। একটুও হাওয়া নেই। মধ্যলয়ে ছুটছে ওরা, প্রতি মুহূর্তে দূরত্ব কমিয়ে আনছে একটু একটু করে। ঘোড়ার শক্তি বাঁচিয়ে রাখছে যাতে প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে।

মূল পরিকল্পনাটা এখন পর্যন্ত নিখুঁত বলেই মনে হচ্ছে: মরুভূমির বুক চিরে বেরিয়ে যাবে ওরা। খানা-খন্দকে জমে-থাকা বৃষ্টির পানি দিয়ে নিজেদের চাহিদা মেটাবে। ইন্ডিয়ানরা বড় একটা যায় না ও-দিকে। আরও একটা বাড়তি সুবিধা, এই জলাধারগুলো একবারে চার-পাঁচজনের বেশি লোকের প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম।

শূন্য আকাশ বিশাল নগ্নতায় নীল হয়ে জ্বলে-পুড়ে মরছে। লুণ্ঠিত সোনার কথা ভুলে গেছে হেলার, ট্রেইলে-দেখা ওই মেয়েটা আর তার বাবার কথা ভাবছে··· ওদের মাঝখানে কোনও এক জায়গায় অবস্থানরত অ্যাপাচিদের নিয়ে চিন্তা করছে।

কয়েক ঘণ্টা আগের কথা। নিতান্ত বাধ্য হয়ে একটা কথা মেনে নিল বিল হাডসন।

তবে তার আগে নিজের মনের সাথে ভালমত বোঝা-পড়া করেছে সে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও গতরাতের ঘটনাবলী নিয়ে ভেবেছে। কোনও মেয়ে যখন লরার বয়সে পা দেয়, তার ওপর আস্থা রাখতেই হয়। আজ তার একটা কিছু হয়ে গেলে ওকে তো একাই চলতে হবে। পুরুষের সাথে না মিশলে ও কীভাবে চিনবে ওদের··· তা ছাড়া সে লোকের মুখে শুনেছে হেলারের স্বভাব চরিত্র এমনিতে ভালই।

'আসলে বাপ হওয়ার যোগ্যতা নেই আমার,' সহসা বলল হাডসন। 'মেয়েদের সঙ্গে তেমন একটা মিশিনি কখনও। ওদেরকে ঠিক বুঝতেও পারতাম না, ওরাও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত না আমার সাথে। তোর মায়ের কথা আলাদা, ও আমাকে বুঝত। কিন্তু আমার ভুল হয়ে যায়, লরা। তুই কিছু মনে করিস না।'

লরা চুপ করে রইল। হেলে-পড়া সূর্য মাথায় করে শান্ত তপ্ত মরুভূমির বুকে ছুটে চলেছে ওরা। কিছুক্ষণ বাদে খেই ধরল হাডসন, 'আজ তোর মা বেঁচে থাকলে, লরা, আমাদের অবস্থা এ-রকম পড়ে যেত না। উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে তোকে সংসারী দেখতে চাইত সে। আমিও তাই চাই।'

মাত্র ঘণ্টাকয়েক আগে বৃষ্টি থেমেছে, অথচ পথে ছিটে-ফোঁটা কাদা ছাড়া তার

আর কোনও চিহ্ন নেই। তবে ওর মন বলছে আর যাই হোক, জলকষ্টে পড়বে না ওরা। রাইফেলের ধুলো মুছে তামাক চিবুতে লাগল সে।

সামনে ধু-ধু মরুভূমি আর পাহাড়। তীক্ষ্ণ চোখে সে-দিকে তাকাল ও। চোখ খোলা না রাখলে কেউ বলতে পারবে না অ্যাপাচিরা কোথায় ঘাপটি মেরে আছে সে-ক্ষেত্রে ওরা যখন গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বেরিয়ে আসবে তখন আর কিছুই করার থাকবে না।

তবে ওর চিন্তা-ভাবনা এই মুহূর্তে কেবল লরাকে ঘিরেই ঘুরপাক খাচ্ছে। ওর হৃদয়ের কাছে পৌঁছুতে চাইছে সে, বুঝতে চাইছে। পাগলের মত শব্দ খুঁজে ফিরছে হাডসন, কিন্তু এমন সব উদ্ভট চিন্তা মাথায় আসছে যে আর থই পাচ্ছে না।

অবশেষে বলল, 'চুমু-টুমু ছাড়াও প্রেম করার বহু উপায় আছে।'

'আমি জানি, বাবা।'

মেয়ের জবাব পেয়ে ওর বুক থেকে যেন একটা গুরুভার নেমে গেল। বলল, 'সামনে অল্পক্ষণের জন্যে আমরা থামব।'

ঘোড়াগুলোকে তরতাজা রাখতে হবে, বলা যায় না কখন কী বিপদ দেখা দেয়।

হঠাৎ কয়েকটা ট্র্যাক চোখে পড়ল ওদের– মরুভূমির দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে এসে এই ট্রেইল মাড়িয়ে চলে গেছে। ছটা নালবিহীন টাট্টু, বড়জোর ঘণ্টাখানেকের পুরোনো ট্র্যাক···

নিজেদের ট্রেইল পর্যবেক্ষণ করল হাডসন, যাত্রাপথের দিকে তাকাল, কিছুই চোখে পড়ল না। 'বোধ হয় আমাদের দেখতে পেয়েছে,' বলল সে। 'হুঁশিয়ার থাকিস।'

'বাবা?'

'উঁ?'

'ওরা কি সফল হয়েছে?'

'বলতে পারছি না।'

'আসবে এ-দিকে?'

'মেক্সিকোতে পালাবে। আমি যদ্দূর শুনেছি ওই হেলার নাকি অ্যাপাচিদের মতই এই মরুভূমিটাকে চেনে।'

'ওকে আমার ভাল লেগেছে।'

'ভুলে যা ওর কথা। সম্ভবত ওর দেখা আর পাবি না তুই। তবে আবার যদি ও তোকে জ্বালাতে আসে, আমি ওকে খুন করব।'

পেছনে তাকাল হাডসন, ফাঁকা মরুভূমি··· কোনও ধুলো উড়ছে না। তবু দুশ্চিন্তা কাটছে না ওর, কিছুতেই স্বচ্ছন্দে চলতে পারছে না। বারবার দিক পরিবর্তন করতে লাগল হাডসন, এই লক্ষণ ওর চেনা– কেউ ওর ওপর নজর রাখলে এ-রকম অনুভূতি পেয়ে বসে ওকে।

কিছু দেখতে না পেলেও স্পষ্ট বুঝতে পারছে, বিপদে পড়েছে। বস্তুত, দেখারও দরকার পড়ে না। ওই ট্র্যাকগুলো টাটকা··· ইন্ডিয়ানদের চোখে পড়ে গেছে ওরা তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এখন উপায়?

বিল হাডসনের মনে তার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে এতটুকু সংশয় নেই। অ্যাপাচি পেছনে লাগার অর্থই বিপদ… সব ধরনের বিপদ। আক্রমণ করবে ওরা… হয়তো অ্যামবুশ করে মারতে চাইবে ওকে। আবার নাও করতে পারে।

হেলার সফল হয়ে থাকলে সদলে এ-দিকেই আসবে। সেক্ষেত্রে ও যদি অপেক্ষা করে… পরমুহূর্তেই আইডিয়াটা বাতিল করে দিল। নিরাপদে ওদের পালিয়ে আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ সুতরাং ওই ভরসায় বসে থাকা ঠিক হবে না। তার চেয়ে বরং এগিয়ে যাওয়াই শ্রেয়… দৈব সহায় হলে প্রতিরোধ সম্ভব এমন আশ্রয় মিললেও মিলতে পারে।

'বাবা… আমার মায়ের সাথে তোমার পরিচয় হয়েছিল কীভাবে?'

অ্যাপাচিদের চিন্তায় মগ্ন হয়েছিল সে, আকস্মিক প্রশ্নে একটু হকচকিয়ে গেল।

'ও! স্বামীর সাথে পশ্চিমে এসেছিল। দুদিনের জ্বরে বেচারা মারা যায়। কাছেই থাকতাম আমি। সময় পেলে ওর খোঁজ-খবর নিতে যেতাম।

'একজন মহিলার যা গুণ থাকা উচিত, সবই ওর ছিল… শিক্ষিতা… তোকে লেখাপড়া শেখানোর জন্যে মৃত্যুর আগে পই পই করে বলে গেছে আমাকে।

'আমার মধ্যে ও কী দেখেছিল জানি না। আমার বয়েস তখন কম ছিল, হয়তো লোক হিসেবেও খারাপ ছিলাম না ততটা। তবে যাই হোক, জীবনে ওকেই আমি সবচেয়ে বেশি ভালবেসেছি। সুখের জীবন ছিল আমাদের, খুব সুখের।'

কথা বলছে, কিন্তু ওর চোখ স্থির হয়ে নেই। কিছুই তার নজর এড়াচ্ছে না। এবার ভীষণ শান্ত সুরে বলল, 'লরা, স্ক্যাবার্ড থেকে তোর রাইফেলটা বের কর… তৈরি থাক।'

'ইন্ডিয়ান, বাবা?'

লরার মাসটাংটা প্রায় নেতিয়ে পড়েছে, ধীর গতিতে একটা সাপ এগিয়ে গেল ওর দিকে। হঠাৎ পায়ের কাছে র‍্যাটলের আওয়াজ পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল ঘোড়াটা। পাগলের মত পাথুরে এলাকায় ঢুকে পড়ল।

একটা বিশাল বোলডারের পাশ দিয়ে ঘুরে ওপরে ছুটল। ওর খুরের আঘাতে নড়ে উঠল পাথর। টাল সামলাতে পারল না ঘোড়াটা, হুড়মুড় করে পাথরসুদ্ধ গড়িয়ে পড়ল নীচে।

জঘন্য একটা গাল বকে ওর পেছনে ছুটে গেল হাডসন। পাথর গড়ানোর শব্দ আর মেয়ের আর্তচিৎকার তার কানে পৌঁছুল।

ঢাল গড়িয়ে ও সাবধানে নীচে নামল। সতর্ক দৃষ্টি মেলে চারপাশটা দেখে নিল একবার– ট্রেইল ছেড়ে সরে যাওয়ার সময় এটা নয়। লরার কাছে গেল হাডসন।

ইতিমধ্যে ও উঠে দাঁড়িয়েছে। ভয়ে কাঁপছে ঠক ঠক করে, দু-এক জায়গায় কেটে-ছড়ে গেছে, তবে হাড়গোড় ভাঙেনি। এই চরম বিপদের মুখেও হাতছাড়া করেনি রাইফেলটা। মেয়েকে পাশ কাটিয়ে ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল সে।

দূর থেকেই দেখতে পেল পা ভেঙে গেছে ঘোড়াটার। বাঁচার কোনও আশা নেই– পাখানা স্রেফ গুঁড়িয়ে গেছে, তার ওপর সাপে কামড়েছে! গুলি ছুঁড়তে সাহস

পেল না সে। ঝট করে নেমে বউই নাইফ দিয়ে জবাই করল ঘোড়াটাকে।

লরা আসছে দেখে বারণ করল। 'সব শেষ,' নিজের ভয় গোপন করতে কর্কশ সুরে বলল সে। 'পা ভেঙে গিয়েছিল। বাধ্য হয়ে মেরে ফেলতে হলো।'

'বাবা!' ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল লরা। 'কী চমৎকার ঘোড়া ছিল।'

'দূর পাগলী। ফালতু ঘোড়া। মাথায় ছিট ছিল।' একটু থেমে যোগ করল, 'তবে অসময় হারাতে হলো এই-যা দুঃখ।'

দুজন মানুষ, অথচ ঘোড়া এখন মোটে একটা। আরও কয়েকশো মাইল পাড়ি দিতে হবে ওদের, অধিকাংশ সময় মরুভূমি। কাজটা নেহাত সহজ হবে না।

'একটা দিয়েই কাজ চালিয়ে নেব,' ঢালের মাথায় পৌঁছে বলল হাডসন। 'নে, তুই ওঠ।'

রোদের কবল থেকে বাঁচতে হাত দিয়ে চোখ আড়াল করল লরা। বাবার দুর্ভাবনার কারণ বুঝতে পারছে সে অথচ ওর কিছুই করার নেই। একা থাকলে বাবার যাও-বা একটা সুযোগ ছিল, ও থাকায় সে-পথও বন্ধ।

তবে ঠিক এই মুহূর্তে অ্যাপাচিদের নিয়ে অতটা মাথা ঘামাচ্ছে না হাডসন, সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। ইন্ডিয়ানদের কলা-কৌশল ও জানে, এই বিপদের সঙ্গে তার পরিচয় আছে; কিন্তু এখন যে-বিষয়টা ওকে আরও বেশি ভাবিয়ে তুলেছে সেটা হচ্ছে, লরার একজন জীবনসঙ্গী দরকার, অথচ এর কোনও সমাধান করতে পারছে না ও।

অবসন্ন দেহে হাডসন ঘোড়ার আগে আগে হাঁটতে লাগল। বিকেলের শুষ্ক তপ্ত মরুবাতাস ওর গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে।

আট

জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই বিল হাডসন কোমরে গানবেল্ট ঝুলিয়েছে, এবং প্রয়োজনবোধে ব্যবহারও করেছে। সীমান্তে, যেখানে সে বড় হয়েছে, এর প্রয়োজনীয়তা আছে: পুবের কিছু লোক ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে যে-ধারণাই পোষণ করুক না কেন, ওরা আদি এবং অকৃত্রিম যোদ্ধা।

অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গর সাথে ওর স্বভাবের মিলের চেয়ে অমিলই বেশি, ওরা তার রীতি-নীতিতে বিশ্বাসী নয়– যে দুএকজন লোক ওর চিন্তা-ভাবনা বুঝতে পারে তারা সবাই জীবনের কোন এক সময় ইন্ডিয়ানদের সাহচর্যে কাটিয়েছে।

ইন্ডিয়ানদের স্বভাব ধ্যান-ধারণা বুঝতে চেষ্টা না করার ফলে শ্বেতাঙ্গদের চড়া মাশুল গুণতে হয়েছে। অনভিজ্ঞ অতি-উৎসাহী সংস্কারক আর সরকারি আমলারা সমাজের যে-ক্ষতি করেছে তার চেয়ে এর গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়।

ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সাথে মেলামেশা করার পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়, তাকেও নিজের মূল্যবোধে বিশ্বাসী মনে করা। যেমন, শ্বেতাঙ্গ সমাজে ক্ষমা একটি মহৎ গুণ হিসেবে স্বীকৃত, অথচ আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের এ-রকম কোন ধারণাই

নেই। যুদ্ধ তার কাছে আনন্দের ব্যাপার। যুদ্ধ, ঘোড়া-চুরি, শিকার তার সম্মান আর সম্পদ বৃদ্ধির একমাত্র উপায়। একজন পাকা ঘোড়া চোর দক্ষ শিকারীর চেয়েও বেশি সম্মানের অধিকারী। ঘোড়া চুরি করতে কিংবা যুদ্ধে যোগ দিতে একজন ইন্ডিয়ান হাসিমুখে কয়েক ক্রোশ পথ পাড়ি দেবে।

জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই বিল হাডসন ইন্ডিয়ানদের সাথে মিশছে, তাদের অধিকাংশই হিংস্রপ্রকৃতির। ওদেরকে সে বুঝতে পারে, প্রায়শ একত্রে শিকারে গেছে, আবার সময়ে যুদ্ধও করেছে ওদের সঙ্গে। সে জানে অ্যাপাচির কাছে নিষ্ঠুরতা নামক শব্দের কোনও অর্থ নেই। নির্যাতন তার কাছে মনোরঞ্জনের উপায়, বন্দী শত্রুর প্রতি সে বিন্দুমাত্র মায়া-মমতা অনুভব করে না। সাহস বীরত্ব আর শক্তিকে শ্রদ্ধা করে অ্যাপাচি, কারণ তার নিজেরও বেঁচে থাকার একমাত্র হাতিয়ার এগুলো। ধূর্ততাকেও সে সম্মান করে।

আর এ-জন্যেই বিল হাডসন তার পরিচিত অনেক শ্বেতাঙ্গর চেয়ে ইন্ডিয়ানদের বেশি সমীহ করে। ওদের সঙ্গে সে লড়েছে, ওরাও তার সাথে লড়েছে, কিন্তু একে অন্যকে সমীহ করে চলেছে।

ইন্ডিয়ান সমাজে পরস্পর সমঝোতা আর বিবাদ দুই-ই আছে। শ্বেতাঙ্গরা উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্র, নতুন ধরনের মূল্যবোধ এবং ইন্ডিয়ানরা বুঝতে অক্ষম এমন এক নাছোড়বান্দা মনোভাব নিয়ে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হওয়ার আগে পর্যন্ত ওদের সামাজিক প্রথা আর পেশা প্রায় এক ছিল। ভূখণ্ডের লোভে হানাহানি করে না ইন্ডিয়ানরা; যুদ্ধ ওদের কাছে এক ধরনের খেলা, যে-খেলা ওদেরকে এনে দেয় যশ, সম্মান।

শত্রুপক্ষ অ্যাপাচি হলে যুদ্ধক্ষেত্র বেছে নেয়া সহজ কাজ নয়: মরুভূমির প্রতিটি ইঞ্চি ওদের নখদর্পণে, জানে, কোথায় আক্রমণ করলে ওরা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে। রণকৌশলে ওদের জুড়ি নেই। তবে গিলা আর সল্ট রিভার ভ্যালির দক্ষিণের এই অঞ্চলটাকে বিল হাডসন অ্যাপাচিদের চেয়ে কোনও অংশে কম চেনে না।

অনেকক্ষণ ধরেই ওর গতিবিধির ওপর অ্যাপাচিরা নজর রাখছে এ-ব্যাপারে তার কোন সন্দেহ নেই। কোথায় আক্রমণ করবে তাও হয়তো ঠিক করে ফেলেছে। তার কোন বিশেষত্ব ইতিমধ্যে নিঃসন্দেহে ওদের চোখে ধরা পড়েছে। ইন্ডিয়ান এলাকায় কোন পথিক– বেশিক্ষণ তার স্বভাব-চরিত্র গোপন রাখতে পারে না। ট্রেইলে তার চালচলন ট্র্যাক চেনার ক্ষমতা ইত্যাদির ভেতর দিয়ে এই বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।

বিল হাডসন যুদ্ধক্ষেত্রে আগে-ভাগে পৌঁছুতে চাইছে, ধীরে-সুস্থে লক্ষ্যস্থির করে প্রথম গুলিটা ছুঁড়তে চায় সে। প্রথমজনকে ঘায়েল করা অনেক সহজ··· লড়াই পুরোদমে শুরু হয়ে গেলে মানুষ সতর্ক হয়ে যায়।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে। এই বেলা শক্ত কোন ঘাঁটিতে আশ্রয় নিতে পারলে অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত অ্যাপাচিদের হয়তো ঠেকিয়ে রাখা যাবে। তারপর রাত গভীর হলে পালিয়ে যাবে।

ক্যাসল ডোম পর্বতের গুহা অনেক দূরে, প্যাকস্যাডল মাউনটেন দক্ষিণে।

সহসা ওর হাই লোনসাম ক্যানিয়নের কথা মনে পড়ল। বন্ধুর এলাকা, ওখানে গেলে হয়তো শত্রুপক্ষের চোখে ধুলো দেয়া সম্ভব হবে।

পশ্চিমের এক গহীন অঞ্চলে ওই ক্যানিয়ন অবস্থিত। অ্যাপাচিরা সচরাচর অতদূরে যায় না, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাপাগো এবং পিমা ইন্ডিয়ানরা ওদের ঘোরশত্রু। দক্ষিণে ইউমাদের বাস, উত্তরে আছে মোহাভে গোত্র।

সূর্যের দিকে তাকাল হাডসন। অস্ত যেতে এখনও কমপক্ষে দুঘণ্টা বাকি।

'আমরা হাই লোনসামে আশ্রয় নেব,' চেঁচিয়ে বলল সে।

'বাবা?'

'উঁ?'

'হেলার কী বদলোক?'

যত্নের সঙ্গে প্রশ্নটা নিয়ে ভাবল হাডসন। আসন্ন বিপদের কথা চিন্তা করে বিরূপ মন্তব্য করতে গিয়েও সামলে নিল। এ-সময় লরা কোনও রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকলে এক অর্থে সেটা বরং উপকারই হবে– মনোবল হারাবে না। তা ছাড়া, হেলার মানুষ হিসেবে অনেকের চেয়ে ভাল।

হাডসন জানে কোনও মানুষকেই তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে আলাদা করে বিচার করা যায় না। একটা বিশেষ সময়ের সামাজিক প্রথা মূল্যবোধ কেবল ওই সময়ের জন্যেই প্রযোজ্য। সে-দিক দিয়ে বিচার করলে হেলারকে মোটেই অবহেলা করা চলে না। ও আউট-ল সত্যি, কিন্তু হাডসনের জানামতে পরিচিত গণ্ডিতে ওর যথেষ্ট সম্মান-প্রতিপত্তি আছে।

'না,' অবশেষে বলল সে, 'আমার তা মনে হয় না। লোকটা আউট-ল, তবে অনেক সদগুণও আছে।'

জবাব শুনে লরা আলতোভাবে ওর হাত ধরল, পাশাপাশি কিছুদূর এভাবে হাঁটল ওরা। হাডসনের মনে হলো এই ছোঁয়ার নিজস্ব ভাষা আছে; সে-ভাষা মায়া-মমতার। ওর চোখ ভিজে উঠল।

ওদের চারপাশে মরুভূমির রূপ বদলে যাচ্ছে। ফিকে হলুদ বালু আর মরাটে সাদা পাথরের রং কালচে হয়ে উঠছে ক্রমশ। পাহাড় থেকে নেমে-আসা প্রাচীন জমাট-বাঁধা লাভাস্রোত চোখে পড়ছে মাঝে-মধ্যে, বালুর ভেতর নিজেদের অনুসন্ধানী আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে ওরা।

জশুয়া গাছগুলো শূন্য আকাশের বুকে ন্যাড়া ডালপালা মেলে দিয়েছে, যেন কোনও এক আদিম অসীম যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে ঈশ্বরের বর প্রার্থনা করছে।

স্মৃতির মণিকোঠা হাতড়ে ফিরছে হাডসন। হাই লোনসাম ক্যানিয়নের আগে বজ্র ক্যানিয়ন, ওটা একটা ফাঁদ। হতে পারে... আক্রমণের জন্যে আদর্শ জায়গা, এড়িয়ে যেতে হবে।

হঠাৎ দিকপরিবর্তন করল হাডসন, পাহাড় এড়িয়ে তালগোল-পাকানো পাথরের অরণ্যে প্রবেশ করল। বেশ খানিকটা যাওয়ার পর আবার বাঁক নিল পশ্চিমে।

'হেলারের মত লোক,' সহসা হাডসন বলল, 'উচ্ছৃঙ্খল হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু প্রতিটি মানুষের জীবনেই শৃঙ্খলা প্রয়োজন। এটা তাকে কেউ দেয় না, অর্জন

করতে হয়। জীবনের কোনও এক মুহূর্তে বাঁকা পথ ধরেছে হেলার, এখন সুপথে ফিরে আসার দায়িত্বও তার।'

'তুমি এসেছ।'

'তোর মা ছিল··· ওর অনুপ্রেরণা ছাড়া আমিও হয়তো পারতাম না।'

'হেলার পারবে,' দৃঢ় সুরে বলল লরা।

'অনেক সময় পুরুষের জীবনে প্রেরণার দরকার হয়। অন্যের সাহায্য লাগে।'

'বাবা··· ঘোড়াটা খোঁড়াচ্ছে।'

বিল হাডসনের মনে হলো মৃত্যুর শীতল হাত স্পর্শ করেছে তাকে। ভয়ে ভয়ে ঘোড়াটার দিকে তাকাল সে: লরার কথাই যথার্থ– খোঁড়াচ্ছে ওটা।

একটা বোল্ডারের ছায়ায় দাঁড়িয়ে খুর পরীক্ষা করল সে। নাল ভেঙে গেছে, অর্ধেকটা পড়ে গেছে কোথাও। বাকি অর্ধেকটাও ফেলে দিয়ে ছুরির সাহায্যে খুরটা চিরে দিল সে।

জশুয়া বনে ঢুকে পড়ল ওরা। সূর্য মুখের ওপর রোদ ছড়াচ্ছে, স্নান করিয়ে দিচ্ছে প্রচণ্ড উত্তাপে। কিছুই নড়ছে না। মরীচিকা··· ঘাসের ডগা··· কিচ্ছু না।

হঠাৎ ট্রেইলের ওপর একটা খরগোশ লাফিয়ে পড়ল। ওদের দেখেই ছুটে পালাল।

নিমেষে পিস্তল বের করে পিছিয়ে পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিল হাডসন। লরাকে টেনে মাটিতে বসিয়ে দিল, ঘোড়াটাকে কাছে টেনে আনল। নীরব নিথর পরিবেশ। বাতাসে কান পাতল সে, কোনও সাড়া পেল না। পিস্তলটা হোলস্টারে রেখে ডান হাত বাড়িয়ে স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিল।

'কিছু একটা গোলমাল আছে ওখানে,' বলল সে। 'ভয় না পেলে খরগোশটা ওভাবে এই গরমে লাফিয়ে পড়ত না।'

উইনচেস্টার বাগিয়ে হাডসন গোড়ালিতে ভর দিয়ে বসল। ধীরে ধীরে হ্যামার টানতে শুরু করল, বালুতে গোড়ালি ঠুকে শব্দ চাপা দিল।

পেছনে তাকাতে যাবে এমন সময় পাথুরে ঢালে মোকাসিনের মৃদু খসখস শব্দ ওর কানে গেল। চকিতে ডান গোড়ালিতে ভর দিয়ে ঘুরল সে, পিঠ ঘষা খেলো পাথরের গায়ে, ঠিক সেই মুহূর্তে ঝাঁপ দিল ইন্ডিয়ানটা।

হাডসনের হাতে রাইফেলটা ঝাঁকুনি খেলো, অ্যাপাচির গলা ছিন্ন-ভিন্ন করে দিল বুলেট। বিকট একটা হাঁ জেগে রইল সেখানে, লাল আঠাল পদার্থ বেরিয়ে এল।

গুলির আওয়াজ পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনি তুলে মরুভূমির বুকে মিলিয়ে গেল।

সভয়ে পিছিয়ে গেল লরা, ওদের মাঝখানে পড়েছে লাশটা। শিশুসুলভ কচি মুখ। অতিউৎসাহে পরের জান কবচ করতে এসে বেঘোরে নিজের প্রাণটা খোয়াল বেচারা।

আবার নীরবতা নেমে এসেছে··· আরও আছে কাছেপিঠে? নাকি এ একাই ছুটে এসেছে আগে-ভাগে?

অ্যাপাচিটার কাছে একটা উইনচেস্টার আর মেক্সিকোতে-তৈরি চামড়ার

কার্টিজ বেল্ট পাওয়া গেল। খোপ থেকে বুলেটগুলো খুলে নিজের পকেটে পুরল হাডসন। রাইফেলটা পুরোনো। পাথরের বাড়ি মেরে ভেঙে ফেলল ওটা।

ইন্ডিয়ানটার দিকে একবার তাকাল লরা। 'কী নিষ্পাপ চেহারা,' অস্ফুট স্বরে বলল ও।

'কিন্তু পাকা শয়তান,' নির্মম কণ্ঠে বলল হাডসন।

বিল হাডসন ধৈর্যশীল মানুষ। কাছেই শত্রুরা কোথাও ওত পেতে আছে, সুতরাং আপাতত সে এখান থেকে নড়বে না বলে সিদ্ধান্ত করল। পালানোর উপায় ভাবতে লাগল বসে বসে।

ঘোড়াটাকে যে-করেই হোক বাঁচাতে হবে। নতুন নাল আর পেটে দানা-পানি পড়লে আবার তাজা হয়ে উঠবে ওটা। হাই লোনসামে পৌঁছুনোর পর ঘোড়াটা ওদের কাজে আসবে। এখন ওই পাথরের পাশ দিয়ে নেমে যেতে পারলে ওরা মরুভূমিতে গিয়ে পড়বে। সেখানে ওদের পায়ের শব্দ হবে না।

হাই লোনসাম ক্যানিয়ন এখান থেকে মাত্র এক মাইল দূরে। ইন্ডিয়ান এলাকায় ওটা কোনও নিরাপদ আশ্রয় নয়, তবে মোটামুটি প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। জল আছে, জায়গাটাও পরিচিত।

অন্ধকার নামলে কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে, তার একটা ছক কষে সিগারেট বানাতে বসল হাডসন। একজন মানুষের পক্ষে যতটা সম্ভব তার সবই সে করেছে। এখন শুধু অপেক্ষার পালা···

ঠিক সন্ধ্যের মুখে, পাহাড়ের গা থেকে যখন অন্ধকার ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে ধীরে ধীরে, পা-ভাঙা নিহত ঘোড়াটা চোখে পড়ল বব হেলারের। গলার চারপাশে রক্তের ছোটখাট ডোবা সৃষ্টি হয়েছে, জমাট-বাঁধা কালো রক্ত। লাগাম টেনে ধরল হেলার, বাকি সবাই এসে দাঁড়াল ওর পাশে, অপলক চেয়ে রইল মরা জানোয়ারটার দিকে।

এই দৃশ্য বুঝতে কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। ঘোড়াটা নিজেই তার করুণ পরিণতির সাক্ষ্য দিচ্ছে, সম্ভবত আরও ভয়াবহ কোনও ঘটনার পূর্বাভাসও ফুটে উঠেছে এতে; ঘোড়া ছাড়া এই মরুভূমিতে, বিশেষত অ্যাপাচিরা যেখানে পিছু নিয়েছে, ওদের প্রায় কোনও আশা-ভরসাই নেই। এমনকী ইন্ডিয়ানরা না থাকলেও মাত্র একটা ঘোড়া সম্বল করে দুজন মানুষের পক্ষে এই দুস্তর পথ পাড়ি দেয়া এক কথায় অসম্ভব।

একজন লোক যে-কাজই করুক পেছনে তার ট্রেইল থাকতে বাধ্য, যাত্রাপথে সে তার স্বভাব চরিত্র এবং এমনকী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনারও কিছু ইঙ্গিত রেখে যায়। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি থাকলে এই ট্রেইল সহজেই চেনা যায়।

কোনও মানুষই এই পৃথিবীতে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ নয়; চলার পথে, অতি সামান্য হলেও, অন্যের মনে সে রেখাপাত করে– এবং তারা কেউই পরবর্তীকালে আর আগের মত থাকে না। বব হেলার নামক লোকটার হৃদয়ে লরা হাডসন যে-দোলা দিয়ে গেছে তা নেহাত সামান্য নয়।

মৃত ঘোড়া আর ওই ট্র্যাকগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল চার আউট-ল। এই

দৃশ্য মিশ্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিল ওদের মনে। প্রত্যেকেই বিচলিত বোধ করছে, কিন্তু ওরা সবাই স্বল্পবাক, নিজের চিন্তা-ভাবনা অপরকে শোনাতে অভ্যস্ত নয় আর নিজেদের মনের অবস্থা বুঝিয়ে বলার মত ভাষাও খুঁজে পাচ্ছে না।

এরা সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে, কারণ দোকানে ওই স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রত্যেকেই লরার সাথে তার নিজের মতো করে একাত্মতা অনুভব করেছিল।

নিজেদের যে-ভাবমূর্তি ওদের মনে অঙ্কিত রয়েছে, তার প্রভাব থেকে ওরা মুক্ত নয়। নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী অভিযাত্রীর অন্তরে খোদিত নিজের এই ভাবমূর্তিতে যেমন তার স্বভাব-চরিত্র চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন ঘটে, তেমনি সে যত সস্তা রোমাঞ্চোপন্যাস পড়েছে তারও প্রভাব পড়ে। কারণ, কোনও মানুষই তার সাহিত্যের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়।

সস্তা রোমাঞ্চোপন্যাস পশ্চিমের যুবকদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে উৎসাহিত করে, পরোপকারের নেশায় পেয়ে বসে তাদের; একজন অশ্বারোহী নিজেকে দুর্বল অসহায় মানুষের ত্রাণকারী হিসেবে কল্পনা করে। এই স্বল্পবাক লোকগুলোর অবচেতন মনেও ওই ভাবমূর্তি সংগুপ্ত আছে– আসলে তার চেয়েও বেশি কিছু। কারণ, লরা ওদের কল্পনায় প্রেমিকা, বোন, অথবা স্ত্রীরূপে ধরা পড়েছে।

'মেয়েটার ঘোড়া।'

গলা খাঁকারি দিল গিবসন। 'অঢেল সময় নেই আমাদের হাতে। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

ছুটতে শুরু করল ওরা... একটা ঘোড়ার ট্র্যাক ওদের সামনে ধুলোর ওপর ফুটে উঠেছে।

হাডসন, ওরা প্রত্যেকেই ভাবছে, খুব ধূর্ত। লোকটার প্রতি আস্থা রাখা চলে, জানে কী করতে হবে... নয়তো ভবিষ্যতে লরার চুল কোনও ইন্ডিয়ানের ঘরের শোভা বাড়াবে।

'আমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে,' রূঢ় সুরে বলল হার্ডি। 'সনোরার পথে ওই মেক্সিকান মেয়েটার কাছে যাওয়ার জন্যে আমার মন উতলা হয়ে উঠেছে।'

'পেড্রেগোসাস-এর টিনাজা থেকে জায়গাটা বেশি দূরে নয়,' বলল হেলার। 'ঠিক আছে, ও-দিকেই চলো।'

এই ট্রেইল ছেড়ে দক্ষিণে টিনাজার উদ্দেশে মোড় নিল ওরা। সামনে যোজনবিস্তৃত ধু-ধু মরুভূমি, একেবারে শেষ-প্রান্তে মেক্সিকান সীমান্ত। লরা আর বিল হাডসন ওদের পেছনে পড়ে রইল।

বেলা ডোবার আগে শেষবারের মত আরেকটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওদের চোখে পড়ল। খাড়া উঠে যাচ্ছে ধোঁয়া, তারপর হঠাৎ পরপর দুবার ভেঙে গেল। এই দৃশ্য ঘনায়মান রাতের অন্ধকারে চিন্তার খোরাক জোগাল ওদেরকে।

মরুভূমিতে দ্রুত মিলিয়ে যায় অস্তরাগ, ঝুপ করে আঁধার নামে। ওদের মাথার ওপর বাদুড় পাখা ঝাপটাচ্ছে, নিঃসঙ্গ একটা তারা ফুটেছে আকাশে... সন্ধ্যের গাঢ় নীল আকাশের দিকে ভয়ঙ্কর মুখব্যাদান করে আছে সব পাহাড়ী খাঁজ। দূরে একটা কয়োটে চাঁদের কাছে ফরিয়াদ জানাল। আবার সব কিছু নীরব নিথর, শুধু ওদের ঘোড়ার খুর আর স্যাডলের খসখস শব্দ জেগে রইল।

সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল হার্ডির। 'কমপক্ষে ষাট হাজার থাকা উচিত। ষাট হাজার ডলারের সোনা!'

সাড়া দিল না কেউ। চারজন সশস্ত্র অশ্বারোহী, একনাগাড়ে ধেয়ে চলেছে সীমান্তের পানে; বন্দুকের জোরে রুটি-রুজির পথ বেছে নিয়েছে ওরা, এবং একদিন হয়তো এভাবেই মরবে। ওদের একজন মেক্সিকোতে একটা মেয়েকে বিয়ে করতে চায়; আরেকজনের সাধ বেহেড মাতাল হবে, একজন ইন্ডিয়ান আছে যার কোনও স্বপ্ন নেই। আরও যে-একজন আছে এই দলে, সে জানে না আসলে সে কী চায়।

তবে সহসা নিজেকে সে এখন উপলব্ধি করতে শুরু করেছে।

হঠাৎ লাগাম টেনে ধরল কিওয়া। 'ধুলো,' বলল সে। 'কয়েকটা ঘোড়া।'

পরস্পর গা ঘেঁষে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল ওরা, কান পাতল বাতাসে।

হাডসনদের ট্র্যাক ঘণ্টাখানেকের পুরোনো, এই অসময় আর কোনও শ্বেতাঙ্গ এ-অঞ্চলে আসবে না, সুতরাং ওগুলো ইন্ডিয়ানদের না হয়ে যায় না··· সম্ভবত কাছে-পিঠেই কোথায় ক্যাম্প করেছে ওরা।

'বিরাট দল··· ওয়ার পার্টি।'

'কীভাবে বুঝলে?' হার্ডি জানতে চাইল।

'গন্ধে।' মৃদু সুরে বলল কিওয়া। 'রং··· ওষুধের গন্ধ।'

দাঁড়িয়ে আছে ওরা··· শুনছে। একটা ঘোড়া অস্থিরভাবে পা ঠুকল। অন্ধকারে শীতল হয়ে উঠেছে মরুভূমির আবহাওয়া। উত্তাপ ধরে রাখার মত গাছপালা বা জল না থাকায় মরুভূমির শুষ্ক স্বচ্ছ বাতাসে গরমের ভাব বেশিক্ষণ থাকে না।

অবশেষে ওরা রওনা হলো, একঘণ্টা বাদে পাথরের আড়ালে রাতের মত আশ্রয় নিল। প্রয়োজনবোধে এখানে প্রতিরোধও গড়ে তোলা যাবে। কাল অবশ্যই পথের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে ওদের। টিনাজার সংখ্যা বেশি নয়, একটা ছেড়ে গেলে চরম সর্বনাশ ঘটতে পারে।

আগুন জ্বালাল না ওরা। চলাফেরার সময় কাপড়ের খসখস ছাড়া আর কোনও শব্দও হচ্ছে না। আজ রাতে ওদের পায়ে বুট রইল– শুধু টুপি আর গানবেল্ট খুলে রাখল শিয়রের কাছে, স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল টেনে নিল।

তারার মেলা বসেছে আকাশে। ভীষণ অস্থির বোধ করছে কিওয়া, এক সময় চাপা গলায় বলল, 'লাকড়ির ধোঁয়া··· খুব কাছেই কোথাও আছে ওরা।'

কেউ কোনও মন্তব্য করল না। হেলারের মনে পড়ল, একবার সে দুটো মৃতদেহ আবিষ্কার করেছিল, খুলি ফেটে না যাওয়া অবধি ওদের মাথা আগুনের ওপর ঝুলিয়ে রেখেছিল ইন্ডিয়ানরা··· গিবসনও একদা তার-দেখা একটা দৃশ্যের কথা ভাবছে: লাল পিঁপড়ের ঢিপির কাছে বাঁধা আছে একটা লোক, চিবুকের নীচ থেকে চামড়া ছাড়িয়ে নেয়া হয়েছে।

ওই ধোঁয়া একশো মাইল দূরবর্তী কোনও আগুনের হতে পারে– তবে মাত্র আধমাইল দূরে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

হেলার শ্রান্ত, তবে ঘুম পায়নি। 'তোমরা বিশ্রাম নাও,' সঙ্গীদের বলল। 'আমি পাহারায় থাকছি।'

গায়ে কম্বল জড়িয়ে একটা বিশাল পাথরের পাশে গিয়ে বসল সে, পাথরটা ওদের ক্যাম্পের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে রয়েছে। হিমেল বাতাস বইছে, বেশ আরামদায়ক। ধারে-কাছে কোথাও থামনোসমা গাছের ডাল ভাঙল কেউ। ইন্ডিয়ান প্রেতসাধকেরা এই গাছ ব্যবহার করে। একটা ঝাঁঝাল কটু গন্ধ ভেসে এল ওর নাকে।

কম্বলের তলায় সিগারেট ধরাল হেলার, হাতের তালু দিয়ে আগুন আড়াল করে একগাল ধোঁয়া টানল। শুকনো গরম তামাকের স্বাদ ভাল লাগল মুখে। অদূরে মহানন্দে ঘাস চিবুচ্ছে ঘোড়াগুলো··· থামনোসমা, ঘোড়া আর ওর ময়লা জামা-কাপড়ের উৎকট গন্ধ ভাসছে বাতাসে। মেক্সিকোয় পৌঁছে এগুলো ফেলে দেবে সে। ট্রেইলে কাপড় ধোয়ার ফুরসত মেলে না।

এখন হঠাৎ আবার লরাকে মনে পড়ছে কেন তার? চমৎকার বেশভূষা ছিল ওর, বহু ধোঁয়ার বিবর্ণ অথচ রুচিশীল। সে কি তবে ওই কৃশকায় শ্যামলা মেয়েটার প্রতি আকর্ষণ বোধ করছে? এর কারণ কি ফিনফিনে জামার তলায় ওর নরম দেহের ছোঁয়া? ওর প্রাণ-জুড়ানো একজোড়া ঠোঁটের স্মৃতি? নাকি আরও নিগূঢ় কিছু? তার অন্তস্তল উৎসারিত কোনও বেদনা– আপনার একাকিত্বের মাঝে লরার নিঃসঙ্গতাকে উপলব্ধি করা?

সে দার্শনিক নয়, এর জবাব তার জানা নেই। সুখটান মেরে বালুতে সিগারেট গুঁজে দিল হেলার। উঠে আনমনে হাঁটতে হাঁটতে ক্রীকের ধারে চলে এল। চরাচরে কোনও মানুষের সাড়া নেই। শুধু ঝিঁঝি পোকা একঘেয়ে ঝিঁ-ঝিঁ শব্দের জাল বুনে চলেছে। বাতাস বড় একটা নেই, গাছপালা নিস্তব্ধ। ওর সামনে মরুপ্রান্তরে অবারিত প্রসারিত জ্যোৎস্না– ওর পেছনে আশে-পাশে ঝোপে-ঝাপে গাছ-পালায় অন্ধকার গা ঢাকা দিয়ে, মুখে মুড়ি দিয়ে বসে আছে। পাইন গাছের শাখায় বাদুড় ঝুলছে। দূরে কোথাও কয়োটের কাতরধ্বনি উঠল এবং থেমে গেল।

সেখানে অনড় দাঁড়িয়ে অরুন্ধতীর দিকে অপলক চেয়ে রইল হেলার। এক সময় পুবের চাঁদ পশ্চিমে এল, ওর পেছনের ছায়া সামনে এসে পড়ল; চাঁদ অস্ত গেল, রাত ঘোর অন্ধকার হলো। সহসা বাতাস হু-হু করে উঠল, পাছে তিলমাত্র কিছু দেখা যায়, তাই সে যেন ফুঁ দিয়ে আকাশের তারাগুলোকে নিভিয়ে দিতে চায়। অবশেষে, পুবাকাশে নতুন দিনের পূর্বাভাস ফুটে উঠতে ওর চমক ভাঙল। গিবসনকে ঠেলা মেরে তুলে দিয়ে হেলার শুয়ে পড়ল। নীরবে উঠে পাহারায় বসল বিশাল-বপু।

একঘণ্টা বাদে যখন ওর ঘুম ভাঙল, গিবসন আগুনে কফি চড়িয়েছে। হার্ডি তার ঘোড়ায় জিন চাপাচ্ছে। কিওয়া নেই, ভোর হওয়ার আগেই কোথায় যেন গেছে। কিওয়া এবং তার ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে কফির আশায় আগুনের ধারে গেল হেলার।

একটা পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কিওয়া, ওদের কাছে এসে আসনপিঁড়ি হয়ে বসল। 'মোট চোদ্দজন··· নরমুণ্ডের মালা দেখলাম।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল ওরা, মনের ভাব মুখে প্রকাশ করতে ভয় পাচ্ছে।

'না, সব পুরুষের, মেয়ে নেই একটাও।'

সিগারেট ধরিয়ে কফিতে চুমুক দিল কিওয়া। 'এখন চলে গেছে, তবে একটা ট্রেইল অনুসরণ করছে ওরা। আজ আরও কিছু শিকারের প্রত্যাশা করছে।'

'বিল বোকা নয়,' বলল গিবসন। 'ও ঠিক টের পাবে ইন্ডিয়ানরা ওর পিছু নিয়েছে।'

'যে-কোনও মুহূর্তে পিট রানিয়ন এসে পড়তে পারে,' বলল হার্ডি। 'আমাদের এখন রওনা দেয়া উচিত।'

মিষ্টি রোদে হেসে উঠেছে মরুভূমি, সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়-পর্বত, দূরবর্তী পর্বতমালা যেন লাফিয়ে চলে এসেছে অনেক কাছে।

শুধু দিগন্তের আকাশে কুণ্ডলায়িত কালো ধোঁয়ার কলঙ্ক লেগেছে।

নয়

আঁধার ঘনাতেই লাগামহাতে পাথরের আড়াল থেকে সন্তর্পণে বেরিয়ে এল বিল হাডসন। বোঝা কমাতে স্যাডলটা ফেলে গেল, পরে সুবিধামত কোনও এক সময় নিয়ে যাবে এসে।

যখন নিশ্চিত হলো প্যাকস্যাডল মাউন্টেন ছাড়িয়ে এসেছে, বাঁয়ে গাঢ় অন্ধকারে ঢুকে পড়ল সে। আঁধারে চোখ বিশেষ চলছে না, তবে কোনও পাথর কিংবা ফণিমনসার ডালে বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ার মত অবস্থা নয়। সামনের পাহাড়টাকে মনে হচ্ছে নিরেট কালো দেয়াল।

লরা ওর পাশাপাশি হাঁটছে। যথাসম্ভব নরম বালুতে থাকার চেষ্টা করছে ওরা। ইতস্তত-ছড়ানো মরুঝোপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সাবধানে গা বাঁচিয়ে চলছে, যাতে কাপড়ের সাথে ডালপালার ঘষায় কোনও রকম শব্দ না হয়। মরুভূমিতে রাতের বেলায় বহুদূর থেকে শব্দ শোনা যায়।

সহসা বাতাসে আর্দ্রতা অনুভব করে হাডসন বুঝতে পারল ক্যানিয়নের মুখে পৌঁছে গেছে ওরা। অভিজ্ঞ লোকের কাছে বাতাসের এই ঘনত্ব ইঙ্গিতের মত কাজ করে, সাধারণত এইসব গিরিখাত বেয়েই হিমেল হাওয়া নেমে আসে। ক্যানিয়নের দেয়াল দুপাশে খাড়া পাঁচশো ফুট উঠে গেছে। ওরা ভেতরে ঢুকতেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ঘিরে ধরল ওদের।

সাম্প্রতিক বৃষ্টিতে বালু ভিজে ভারি হয়ে থাকায় হাঁটতে সুবিধে হচ্ছে, তবে পেছনে ট্র্যাক রয়ে যাবে।

লরার সহ্যশক্তি দেখে মনে মনে তারিফ না করে পারল না বিল হাডসন, এ-রকম একটা চৌকশ মেয়ের বাপ হতে পেরে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাল। ভবিষ্যতে ও অনেক নিঃশঙ্ক পুরুষের জন্ম দেবে, ছিঁচকাঁদুনে বাচ্চার মা হবে না; প্রচুর হাঁটতে পারে, এবং অনেক ব্যাটাছেলের চেয়ে ভাল রাইফেল ছোঁড়ে।

প্রায় মাইলদুয়েক গিয়ে বিশ্রাম নিতে থামল ওরা। ভোর হতে আর বেশি দেরি

নেই, তবে ক্যানিয়নের ভেতর অন্ধকার এখনও জমাট বেঁধে আছে। রওনা হওয়ার পর থেকে এ-পর্যন্ত ছ-সাত মাইল পাড়ি দিয়েছে ওরা।

'ওখানে একটা কুঁড়ে আর গুহা থাকার কথা,' অদূরের পাহাড়টা দেখিয়ে চাপা গলায় বলল হাডসন। 'এক সময় গোপন ডেরা হিসেবে ব্যবহার হত। ঝরনাও আছে।'

একটা কিছু নড়েচড়ে উঠল আঁধারে। অস্থিরভাবে পা ঠুকল ঘোড়াটা। আচমকা ডালপালা ভেঙে দুড়দাড় শব্দে ছুটে পালাল কেউ। ভয় পেয়ে গা ঝাড়া দিল ঘোড়াটা। হাডসন বজ্রমুঠিতে লাগাম চেপে ধরল। এক মিনিট পর শান্ত হলো সোরেল। 'সিংহ,' বলল হাডসন। 'বোধ হয় ভেবেছিল ও একা। পরে মানুষের গন্ধ পেয়ে পালিয়ে গেল।'

মিটিমিটি জ্বলছে শেষরাতের তারা। সঙ্কীর্ণ হয়ে এল ক্যানিয়ন, দেয়ালগুলো যেন আকাশ ছুঁলো। ধীরে ধীরে ওরা ওপরে উঠতে শুরু করল, খানিকবাদে আবার চওড়া হয়ে গেল গিরিখাত, ছোটখাট একটা মালভূমিতে উঠে এল ওরা। চারপাশে হাঁটু-সমান জংলা ঘাস, টাটকা জলের নির্মল গন্ধ এল ওদের নাকে।

'একটু জিরিয়ে নিই,' বলল হাডসন। 'সকাল হোক, তখন সব দেখা যাবে।'

হাঁটুতে মাথা ঠেকিয়ে বসল লরা। দীর্ঘদেহী অশ্বারোহীর কথা ভাবছে সে- লোকটার চলাফেরা হুবহু কাঠুরিয়াদের মত; স্বচ্ছন্দ অথচ ক্ষিপ্র। কল্পনায় দেখতে পেল লরা, সে রাঁধছে আর হেলার জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আগুনের পাশে এনে জড়ো করছে। কিংবা কোনও টিনের চৌবাচ্চায় স্নান করছে, স্ফীত হয়ে উঠেছে ওর হাতের সব পেশী, সূর্যকিরণে মুক্তোর মত চিকচিক করছে চুলের ডগায় জমে-থাকা জলবিন্দু।

লোকটাকে দেখে মোটেই আউট-ল বলে মনে হয় না- এক সময় ওর বাবাও তো আউট-ল ছিল, কিন্তু পরে ওর মাকে বিয়ে করে আমূল বদলে গেছে। হয়তো-বা সে পশ্চিমে এলেও আসতে পারে··· ক্যালিফোর্নিয়ায় পৌঁছে ও অন্য বাসায় উঠে যাবে, বাবার কাছাকাছি কোথাও···

লরা জানে এগুলো তার নিছক স্বপ্ন। এ-জীবনে ওর সাথে তার আর দেখা হবে না কখনও। এতক্ষণে ও হয়তো মারা গেছে, ছবি তোলার জন্যে ওর লাশ ঘোড়ার পিঠে তুলে দেয়া হয়েছে। নিহত আউট-লদের ছবি এভাবেই তোলে ওরা। আবার এমনও হতে পারে, কোনও নির্জন সেলে বসে বন্দীপ্রহর গুনছে।

তবে এ-দুয়ের কোনওটাই মেনে নিতে পারছে না ও। কারণ, অন্তস্তল থেকে উপলব্ধি করছে ও তাকে ভালবাসে- শুধু তাকে। অবশ্যি একজন আউট-লয়ের ঘরণী হওয়ার মত মানসিকতা যে ওর নেই, এ-কথাও লরা জানে। দুর্গম পথচলা আর রুক্ষ-কঠিন জীবন ওর অতিপরিচিত সত্যি··· স্কুল ছাড়ার পর থেকে সব কাজই বাবার সঙ্গে করেছে, কিন্তু ও জানে ও কী চায়- একটা নীড়, পাহাড়ী ঝরনার ধারে চোখ জুড়ানো বাথান, গোয়াল-ভরা গরু, আর ফুলের বাগান; যে-বাগানে ও নিজের হাতে চারা লাগাবে।

'চল, এবার রওনা দিই,' ওর বাবা বলল। 'অসুবিধে হবে না, আকৃতি দেখে অন্ধকারেও সব কিছু ঠিকমত চিনতে পারব আমি।'

আবেগ আছে লোকটার ভেতরে··· বব হেলারের বাহুডোরে ধরা দিয়ে ওর কী অনুভূতি হয়েছিল মনে পড়তে লজ্জা পেল লরা··· আচ্ছা, সে কী ভাবল ওর সম্পর্কে? কেবলমাত্র পাতলা একটা জামা ওর গায়ে সেঁটে ছিল তখন।

রওনা হলো ওরা, একনাগাড়ে ওপরে উঠতে লাগল। কোনও কোনও জায়গায় ঘোড়ার পক্ষে ওঠা শক্ত হচ্ছে, বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করছে লরা। ওর বাবাকে অক্লেশে এগিয়ে যেতে দেখে বিস্ময় বোধ করছে ও। কিছুতেই মাথায় আসছে না কীভাবে সম্ভব এটা। বাবাকে ওর মনে হচ্ছে কোনও ইস্পাতের তৈরি মানুষ বুঝি। অবশেষে ওরা চাতালে গিয়ে পৌঁছুল।

তিনদিকে পাথরের বেষ্টনী। একদিকে ঝরনা, মেসকুইট কটনউড আর উইলো গাছের আড়ালে খানিকটা ঢাকা পড়েছে। চাতালের প্রান্তে দাঁড়ালে আশপাশের পুরো এলাকা দেখা যায়।

ক্যানিয়নের শেষ-মাথায় উঠে এসেছে ওরা, দেখে মনে হচ্ছে পাহাড়ের গায়ে সুগভীর একটা খাদ, ওদের পায়ের নীচে আপন অতল-অন্ধকারে ঝুপ করে নেমে গেছে।

'আশা করি আমাদের খোঁজ পাবে না ওরা,' হাডসন বলল। মেয়ের দিকে তাকাল সে। 'আমার এখন ঘুম দরকার, লরা। তুই পারবি না জেগে থাকতে?'

ও মনে মনে এটাই চাইছিল, ঘুমোনোর একটুও ইচ্ছে নেই, ভাবতে চাইছে বসে বসে। অ্যাপাচিদের চেয়ে হেলারের স্মৃতি ওর কাছে অনেক বেশি জীবন্ত বাস্তব বলে মনে হচ্ছে। তবে ও জানে এই স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসবে··· ফিকে হতে হতে এক সময় ভুলে যাবে, অথচ সে ভুলতে চায় না, শুধু এই একটি স্মৃতিকেই আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়।

মনে রাখার মতো তেমন কিছু নেইও। লেখাপড়ায় ভাল হলেও স্কুলে সে অসুখী ছিল। মাকে ওর আবছা মনে পড়ে; ছিপছিপে সুন্দর চেহারা, স্নেহময়ী। মায়ের মৃত্যুশয্যায় ও উপস্থিত থাকতে পারেনি, এক বন্ধু বাসায় ছিল তখন···ফলে ভাসা ভাসা কিছু স্মৃতি মনে আছে কেবল।

বাবা রুক্ষ মেজাজী, খানিকটা কঠোরও বটে; তবে ও জানে ওকে নিয়ে তার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। বেশ আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ সে। গবাদি পশুর সঙ্গে তার সহজ ব্যবহারেই সেটা বোঝা যায়। সর্বদা আপন রুচি মাফিক চলে, কাউকে অনুকরণ করে না কখনও। ও জানে লোকে সমীহ করে তাকে··· ভয়ও পায়।

সকোরোতে থাকতে সবিস্ময়ে লক্ষ করেছে, সমাজে বাবার কত সম্মান–এমনকী ব্যাঙ্কার শেরিফ আর ধনী বাথান মালিকদের মত লোকেরাও খাতির করত তাকে। কারও হুকুমের চাকর ছিল না সে, তার কোমরে ঝোলানো পিস্তলের কথাও জানত সবাই। তবে এর পেছনে ওই পিস্তলের কোনও অবদান নেই; বস্তুত তার প্রখর আত্মসম্মানবোধের জন্যেই সবাই সমীহ করত তাকে।

ওই বরফশীতল চোখজোড়া যে-কোনও লোকের রক্ত হিম করে দিতে পারে··· ও স্বকর্ণে এ-কথা বলতে শুনেছে ওদের। তবু এত রূঢ়তা, এবং প্রায়শ কঠোর আচরণ সত্ত্বেও সে একজন আদর্শ স্নেহপরায়ণ পিতা।

পাহাড়ী লোকদের একটা গুণ তার আছে, ইচ্ছে করলেই যখন-তখন ঘুমিয়ে

নিতে পারে। যেমন এখন, বালুর ওপর গুটিসুটি মেরে ঘুমুচ্ছে।

বারকয়েক উঠে চারপাশ দেখে এল লরা, নীচে ওত পেতে-থাকা কোনও অ্যাপাচির চোখে যাতে ওর নড়াচড়া ধরা না পড়ে সে-বিষয়ে সতর্ক রইল। বৈরী ইন্ডিয়ান এলাকায় চলতে হলে যে-সদাসতর্কতা প্রয়োজন, বাবার সাহচর্যে ইতিমধ্যেই ও তা অর্জন করেছে।

আঁধার ফিকে হয়ে এল, পূর্ব দিগন্তে সূর্যের লক্ষ লাল তীর সোনালি স্বর্গের দুয়ার মেলে ধরল ধীরে ধীরে। পাততাড়ি গুটাল সব ছায়া, কোথাও একটা পাখি গান গেয়ে উঠল, ভোরের বাতাসে মন-মাতানো তার সুর। নীলের কোলে ধূসর থেকে সবুজ হলো ফণিমনসার ঝোপ। আরও একটা সকাল এল ওদের জীবনে।

এখনও ঘুমুচ্ছে ওর বাবা, পাথরের ছায়ায় শিথিল শরীরে এই প্রথম তার মুখে বার্ধক্যের ছাপ দেখতে পেল সে, আজ প্রথম উপলব্ধি করল এই বয়সে সোমত্থ মেয়ে নিয়ে আবার গোড়া থেকে সব কিছু শুরু করতে, নতুন জীবন গড়তে কত কষ্টই না হচ্ছে তার।

এখনও তার মাঝে প্রাণশক্তি আছে, অক্ষয়লোহার মত কালের চাকা থামিয়ে রাখতে চাইছে যেন। কিন্তু পারছে না··· তার কিছু অস্থিরতা ওর চোখে ধরা পড়েছে, এবং এর কারণও ও জানে।

আকাশ পুরোপুরি ফর্সা হয়ে গেছে, আবার যখন চারপাশে নজর ফেরাল একজন ইন্ডিয়ান ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল লরা। খুব বেশি হলে একশো গজ দূরে আছে লোকটা, সরাসরি তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

কিওয়ার পাশাপাশি ছুটছে বব হেলার। অ্যাপাচিরা ওদের সামনের ওই দুজনের ট্রেইল ছেড়ে কিছুটা পশ্চিমে সরে গেছে এখন। সম্প্রতি-শোনা একটা গুজবের কথা মনে পড়ল ওর। কোন এক ইউমা ইন্ডিয়ান নাকি এক অ্যাপাচি রমণীকে অপহরণ করে বিয়ে করেছে। ঘটনাটা সত্যি হয়ে থাকলে, অ্যাপাচিদের দূর-পশ্চিমে ছোটার পেছনে এটাও একটা কারণ হতে পারে। বোধ হয় প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছে ওরা।

পুরোনো ট্রেইলে ফিরে আসার অল্পক্ষণবাদে ভাঙা নালটা চার ঘোড়সওয়ারের চোখে পড়ল। সেখান থেকে শুরু হয়েছে দুজন পায়ে-হাঁটা মানুষের ট্র্যাক, ঘোড়াটাও আছে সঙ্গে। অতিকৃচিৎ ওর পিঠে চড়েছে, অজানা বিপদের আশঙ্কাতেই যে ওর শক্তি সঞ্চিত রাখছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

হাডসন আর লরার চিন্তা মাথা থেকে বিদায় করে দিল হেলার। ওরা পালাতে পারবে, আশা করা যায়।

আজ রাতটা সে সবাইকে নিয়ে ক্যাসল ডোমে কাটাবে।

ডোমের পশ্চিম প্রান্তে যে-ট্রেইলটা আছে সেটা ধরে পরবর্তী উপত্যকাটা অতিক্রম করবে ওরা, তারপর পর্বতমালার পুব দিয়ে সিলভার ক্রীকের পথ ধরবে। ও-দিকে গোটা দুয়েক ঝরনা আছে। ওই ঝরনাগুলো থেকে দূরে, পশ্চিমে সরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে···কিন্তু টাটকা জল আছে ওখানে।

হাডসনের ঘোড়াটা খোঁড়াচ্ছে, পরিষ্কার বুঝতে পারছে সে, জোরে ছোটার

দরকার হলে কাজে আসবে না ওটা। আপনমনে গাল বকল সে··· কেউ তাকাল না ওর দিকে, কোনও মন্তব্য করল না। ট্র্যাক দেখে সব কিছুই অনুমান করতে পারছে ওরা।

মুখের ঘাম মুছে স্যাডলে নড়েচড়ে বসল হার্ডি। চঞ্চল চোখে অনবরত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। প্রচুর টাকা আছে ওদের সঙ্গে, এক সাথে এত টাকা এর আগে কখনও বহন করেনি ওরা, ভবিষ্যতে করবে তেমন আশাও নেই।

'বুঝলে,' সহসা হার্ডি বলল, 'ওদের, ওই ওবারোবাসীদের মুখের অবস্থা দেখতে ভীষণ সাধ হচ্ছে আমার।'

কেউ ওর কথায় কান দিল না··· আজ কেন জানি ব্যাঙ্ক ডাকাতির ঘটনাটা তুচ্ছ হয়ে গেছে ওদের কাছে।

সঙ্গীদের প্রতি অগ্নিদৃষ্টি হানল হার্ডি, কিন্তু পাত্তা পেল না। ঠিক আছে, ভাবল ও, সনোরার ওই বেশ্যাগুলোর কাছেই নিজের বীরত্ব জাহির করবে সে। বলবে, সে-দিন ওবারো ব্যাঙ্কে সেও ছিল। এতে কাজ হবে, ওর হুকুম চুপটি করে শুনবে ওরা।

তবে, মনে মনে ও নিজেও আশ্বস্ত হতে পারছে না। উপলব্ধি করছে কী এক কারণে যেন ব্যাঙ্ক ডাকাতির গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে।

ওদের চোখ ট্রেইলের চিহ্ন পাঠোদ্ধার করছে: একজন বুড়ো লোক আর এক যুবতী পঙ্গু ঘোড়া নিয়ে ইন্ডিয়ান এলাকার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে।

'পোসি হয়তো সাহায্য করবে ওদের,' বলল গিবসন, দলের সবার মনোভাব মূর্ত হলো ওর কথায়।

'এবং আমাদের ট্রেইল থেকে সরে যাবে,' মেকি উল্লাসের সুরে বলল হার্ডি।

নীরবে ছুটে চলল চার অশ্বারোহী; ধূলিধূসর শান্ত উদ্বিগ্ন চেহারা। পোসি তাড়া করছে ওদের, সামনে ইন্ডিয়ান ওয়ার পার্টি, এবং দক্ষিণে হাতছানি দিয়ে ডাকছে সীমান্ত। সেখানে ওদের পরিচিত র‍্যাঞ্চ আছে। সনোইটা কিংবা হারমোসিওতে সরে যাওয়ার আগে ওই র‍্যাঞ্চে কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে।

সহসা পঞ্চাশ গজ সামনে বাঁয়ের ঝোপ থেকে একঝাঁক কোয়েল ডানা ঝাপটে আকাশে উড়ল।

নিমেষে ফাঁকা হয়ে গেল ট্রেইল। লুকিয়ে পড়ল ওরা। কোয়েলের দিশেহারা আচরণ হুঁশিয়ারি হিসেবে যথেষ্ট, চোখের পলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ওরা। বিপদের সাথে দীর্ঘদিন ঘর করার ফলেই এই ক্ষিপ্রতা অর্জিত হয়েছে।

একটা বালিয়াড়ির মুখে উইনচেস্টার বাগিয়ে বসল হেলার, ওর চোখ শত্রুকে খুঁজে ফিরছে। পঞ্চাশ গজ সামনে ওই একই বালিয়াড়ির আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে গিবসন। অন্যদের কাছেপিঠে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

দু-চার মিনিটের ভেতর কোনও অঘটন ঘটল না। ঘোড়ার চারপাশে নজর বোলাল হেলার, পেছনের বালিয়াড়িটা ভালমত পর্যবেক্ষণ করল একবার। ঘামে ধুলোয় চটচট করছে ওর শরীর··· জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁটজোড়া ভিজিয়ে নিল। প্রখর সূর্যকিরণে তাকানো যাচ্ছে না। আড়চোখে আশপাশে শত্রুর সন্ধান করছে, এমন সময় রাইফেলের আওয়াজে নীরবতা খানখান হয়ে গেল।

ওদেরই কেউ ছুঁড়েছে গুলিটা, প্রত্যুত্তরে ডজনখানেক বুলেট উড়ে এল ওদের পানে।

পেছন থেকে শান্ত ভঙ্গিতে হেলারের দিকে এগিয়ে এল হার্ডি। হাসতে হাসতে বলল, 'কিওয়ার মত দৃষ্টিশক্তি আমি আর কোনও লোকের দেখিনি। পঞ্চাশ গজ দূর থেকে অনায়াসে একটা তামার পয়সা ফুটো করতে পারবে।'

কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে ক্রল করে হেলারের পাশে চলে এল হার্ডি।

'ওই কোয়েলগুলো যখন উড়ে যায়, কিওয়া তখন ইন্ডিয়ানটার মাত্র দশ গজ দূরে ছিল। পাথরের ভিড়ে ওর কবরের ব্যবস্থা করেছে সে।'

গিবসনের পাত্তা নেই। আবার গুলি ছুঁড়ল কিওয়া, কিন্তু এবার পাল্টা জবাব দিল না কেউ।

হেলার কপাল মুছল যাতে ঘামে চোখ ভিজে না যায়। আগুন হয়ে উঠেছে ধরাপৃষ্ঠ; ট্রেইলে চলাকালে যা-মনে হয়েছিল, এখন বালুতে তার চেয়ে অনেক বেশি গরম অনুভূত হচ্ছে। ঘামে ভিজে চপচপ করছে ওর শার্ট।

আবার গুলি করল কিওয়া, হঠাৎ একজন ইন্ডিয়ান লাফিয়ে উঠল শূন্যে, রাইফেলটা ফেলে দিল হাত থেকে; তারপর ক্রিওসোট ঝোপের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

শান্ত হয়ে গেল সব কিছু, ঝড়ের পূর্বলক্ষণের মত। বালু সূর্য এবং ওদের নোংরা পোশাকের দুর্গন্ধ ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই যেন।

আচমকা বিকট শব্দের কলতান উঠল, কিওয়া যেখানে লুকিয়ে আছে দুজন ইন্ডিয়ান সে-দিকে ধেয়ে গেল। বালিয়াড়ি থেকে তিনটে রাইফেল গর্জে উঠল এক সাথে। দুজন ইন্ডিয়ান লুটিয়ে পড়ল। দ্রুত আরেক দফা ট্রিগার টিপল হেলার, প্রায় একই সঙ্গে গুলি ছুঁড়ল গিবসন।

কিওয়া ইচ্ছে করেই ওকে আক্রমণের জন্যে উস্কানি দিয়েছিল ইন্ডিয়ানদের। জানত ওরা খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলেই ওর বন্ধুদের রাইফেলের সামনে পড়বে। ইন্ডিয়ানরা বোধ হয় ভেবেছিল ওরা পালিয়ে গেছে।

কয়েকটা মন্থর মুহূর্ত কেটে গেল। কিছুই ঘটল না। অবশেষে দেখা দিল কিওয়া। ঘোড়া ছুটিয়ে বালিয়াড়ির প্রান্তে এসে লাগাম টেনে ধরল সে। এদিক-ওদিক তাকাল। ঘোড়া নিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ওই তিনজন। গিবসনের মুখের এক জায়গায় কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে।

'ছররা,' বলল সে; 'কোনও পাথরে ধাক্কা খেয়ে এসে থাকবে।'

ওদের আর কেউ আহত হয়নি। কোনও ইন্ডিয়ান নেই, এমনকী লাশও নয়, তবে বালুতে চাপ-বাঁধা রক্ত চোখে পড়ল।

'দুজন,' বলল কিওয়া, 'তিনজনও হতে পারে।'

অ্যাপাচিরা ভাল লড়িয়ে, কিন্তু নির্বোধ নয়। এই খোলা প্রান্তরে ওদের প্রতিরোধের সামনে টিকতে পারবে না উপলব্ধি করে সরে পড়েছে। তবে হাডসন আর লরাকে যে-দলটা অনুসরণ করছে এরা তাদের কেউ নয়। সম্ভবত জলের সন্ধানে তিরিশ জনের এক একটা ক্ষুদ্র দলে ছড়িয়ে পড়েছে।

'এখানেই আসছিল ওরা,' বলল কিওয়া। 'জল আছে ওখানে।' ইশারায়

একটা মরা ঝরনা দেখিয়ে সেখানে গেল ও। ঘোড়া থেকে নেমে হাঁটুতে ভর রেখে দুহাত দিয়ে বালু খুঁড়তে লাগল। কিছুক্ষণ পর ভেজা বালুর নীচে জল দেখা দিল। আঁজলাভরে পান করল ওরা, তারপর একে একে ঘোড়াগুলোকেও খাওয়ার সুযোগ দিল। খানিক বাদে দেখা গেল আর একফোঁটা জলও অবশিষ্ট নেই গর্তে।

'এ-ধরনের জায়গায় সাধারণত জল থাকে, তবে বৃষ্টির পর পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায়,' বলল কিওয়া।

কয়েক টুকরো মেঘ ভেসে এসে মরুভূমির বুকে ছায়াদ্বীপ সৃষ্টি করল। কোনও ধোঁয়ার লেশমাত্র নেই দিগন্তে।

'দূরের ওই পাহাড়ে,' আচমকা বলল গিবসন, 'একটা লুকানোর জায়গা আছে। হাই লোনসামের মাথায়।'

'পিট রানিয়ন ওটা চেনে।'

'তা হলে তোমার ধারণা এখনও আসছে সে?' হার্ডি শুধাল।

'এ ব্যাপারে বাজি ধরতে পারো তুমি।' ফেলে-আসা ট্রেইলের পানে তাকাল হেলার। 'ও যে নাছোড়বান্দা লোক তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই।'

'সে জানে ক্যাসল ডোম গুহার কথা?'

'বোধ হয় না...তবে বলা যায় না কিছুই, জানতেও পারে।'

সিগারেট বানাতে শুরু করল গিবসন, ওর বিশাল দেহটাকে বিশ্রামের সুযোগ দিল। 'কেবল সে আমলের লোকেরাই এটার হদিস জানে,' বলল ও। 'হেলারকে আমিই বলেছি।' জোড়া দেয়ার জন্যে সিগারেট পেপারের একপ্রান্তে জিভ ছোঁয়াল। 'সম্ভবত হাডসনও এটার খোঁজ জানে, আর হাই লোনসাম তো চেনেই।'

'সামনের ওই চূড়োটা পেরিয়ে,' বলল কিওয়া, 'ডানে মোড় নেব আমরা।'

ঝলসানো রোদের হাত থেকে বাঁচতে চোখ কুঁচকে পথেরদিকে তাকাল ওরা। ওই বৃদ্ধ আর তার মেয়ের ট্র্যাক দেখা যাচ্ছে, ইন্ডিয়ানদের খুরের আঘাতে প্রায় মুছে গেছে ওদের পায়ের ছাপ।

গিবসন তাকাল ট্র্যাকগুলোর দিকে, তারপর বারকয়েক পলক ফেলল, লোনা ঘামে ওর চোখ জ্বালা করছে।

হাই লোনসাম ক্যানিয়নের দিকে চোখ তুলে তাকাল হেলার।

দশ

লরা তার বাবাকে ডেকে তোলার আগেই ইন্ডিয়ান অশ্বারোহী উধাও হয়ে গেল।

'ভয় পাস না,' ওকে বলল সে। 'তুই ভুল দেখিসনি।'

তপ্ত প্রভাতী আকাশের নীচে মরুপাহাড়টাকে মনে হচ্ছে যেন একটা বাঁকাচোরা নোংরা তামার চাদর, তাতে বুটির মত ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে সবুজ আগাছা।

শোয়ার আগে বিল হাডসন নিজেদের অবস্থান নিয়ে বহু ভাবনা-চিন্তা করেছে,

জানে তারা যে-কোনও দিক থেকে আক্রান্ত হতে পারে। তবে দুদিকে তেমন কোনও আড়াল নেই, ফলে ওই দুটো অঞ্চল দিয়ে হামলার আশঙ্কা করছে সে।

যে-কোনও বুদ্ধিমান লোক লুকানোর সুবিধে আছে এমন জায়গা থেকে পথের দিকে নজর রাখবে, এবং হাডসনও নিশ্চিত যে ইন্ডিয়ানরা সেখানে দেখা দেবে। কিন্তু মূল আক্রমণ আসবে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত কোনও অঞ্চল দিয়ে।

গা ঢাকা দেয়ার ব্যাপারে অ্যাপাচির জুড়ি নেই, গেরিলা যুদ্ধের কলা-কৌশল তার নখদর্পণে। তা ছাড়া সে এমন এক দেশে বাস করে যেখানে লুকানোর বিশেষ জায়গা নেই, ফলে ওই রকম প্রতিকূল অবস্থায় যুদ্ধ জেতার কায়দা-কানুন রপ্ত করে নেয় সে।

লরাকে এমন এক জায়গায় মোতায়েন করল বৃদ্ধ যেখান থেকে নিশ্চিত অথচ অপেক্ষাকৃত দুর্বল হামলাগুলো ঠেকাতে পারবে ও। মূল আক্রমণ প্রতিহত করার দায়িত্ব সে নিজের কাঁধে তুলে নিল। সৌভাগ্যক্রমে, ওরা যেখানে আশ্রয় নিয়েছে সেই বেষ্টনীটা আয়তনে খুব বড় নয়, তবে ঘোড়া লুকিয়ে রাখার মত পর্যাপ্ত জায়গা আছে।

'ওই হেলার…' শুরু করে দম নেয়ার জন্যে থামল হাডসন, তারপর বলল, 'তোর উপযুক্ত বর হতে পারত।'

লরার চোখে খরা কেটে গেল, এবং ঠিক সেই মুহূর্তে বিল হাডসন জীবনে প্রথম তার মেয়ের হৃদয়ের একেবারে কাছাকাছি চলে এল। আবার হেলারকে দেখতে পাবে এমন আশা সে করে না, কিন্তু তার সাথে ওই ক্ষণিক সান্নিধ্যের মুহূর্তটি ওর জীবনে একমাত্র ভালবাসার ক্ষণ, সত্যিই ওকে ভালবাসে সে।

পিতা-পুত্রীর মাঝে যে-অদৃশ্য দেয়ালটা ছিল সহসা ওই একটামাত্র বাক্যে তা ভেঙে দিল বিল হাডসন। কল্পনায় তার ভালবাসার এই দুই পুরুষের সাথে নিজেকে যেন এক কাতারে দেখতে পেল লরা।

উদাস দৃষ্টিতে দূর-দিগন্তে চেয়ে রইল সে। শ্রান্ত বার্ধক্য-পীড়িত একজন লোকের কথা ভাবছে। লোকটা ওর বাবা। ভীষণ গোঁড়া, কেবল ওর নিরাপত্তার স্বার্থেই নয়, নারীজাতির প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি ওই রকম। ওর মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গ জীবন কাটাচ্ছে বাবা। তার অভাববোধ, কিছুটা হলেও, দূর করতে হবে ওকে।

ঝোপের ভেতর কোনও রকম নড়াচড়ার লক্ষণ নেই। লরা ওর রাইফেল তৈরি রাখল। ও অনেক পশু মেরেছে, তবে শুধু খাদ্যের প্রয়োজনে; কোনও মানুষকে লক্ষ্য করে কখনও গুলি ছোঁড়েনি। কথাটা ভাবতেই ওর গা শিউরে উঠল…কয়েক মিনিটের মধ্যে ও নিজেও মারা যেতে পারে মনে হতে একটা হিমস্রোত বয়ে গেল ওর মেরুদণ্ড বেয়ে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গোটা এলাকা পর্যবেক্ষণ করছে ও, সামনের প্রতিটা পাথর ঝোপ ধীরে-সুস্থে খুঁটিয়ে দেখছে। জানে, চোখের কোণেই নড়াচড়ার আভাস সর্বপ্রথম, এবং সব চেয়ে ভাল ধরা পড়ে।

কিছুই দেখতে পেল না ও, প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই…তারপর একটা ঝোপের গোড়ায় ক্ষীণ চাঞ্চল্যের আভাস পেয়ে সে-দিকে তাকাল। একটা পা চকিতে সরে

যেতে দেখল। বাদামি রং।

ও সযত্নে মনে মনে দূরত্ব হিসেব করল, ঝোপটাকে বিবেচনায় আনল। যেখানে লুকিয়েছে লোকটা, সেখান থেকে দ্রুত সরে যাওয়ার মত কোনও জায়গা ধারে-কাছে নেই। তাই ঝোপের যে-অংশে পা দেখতে পেয়েছিল সেখান থেকে ঈষৎ ডানে নজর ফেরাল। লম্বা একটা শ্বাস টেনে তার কিছুটা বের করে দিল, তারপর রাইফেল তাক করল নিশানা বরাবর। নড়ে গেল নল, আবার লক্ষ্য স্থির করল, ট্রিগারে খেলা করছে আঙুল। হঠাৎ ওর হাতে ঝাঁকুনি খেলো রাইফেলটা।

ঝট করে বেরিয়ে পড়ল পা-খানা, তারপর ধীরে ধীরে পেছনে সরে গেল খানিকটা, এবং ওখানেই পড়ে রইল।

'একটা খতম, বাবা।'

'লক্ষ্মী মেয়ে।'

নিমেষে তিনটে ইন্ডিয়ান ওর দিকে ছুটে আসার উপক্রম করল। চটজলদি গুলি করল ও। তিনজনই পঞ্চাশ ফুট দূরে একটা ঝোপের ভেতর অদৃশ্য হলো।

এতক্ষণ একবারও দৃষ্টি ফেরায়নি হাডসন, সহসা মরুভূমি থেকে ভূতের মত উঠে এল ওরা। অথচ মাত্র একমিনিট আগেও কিছু ছিল না ওখানে। নিশানা স্থির করে ট্রিগারে চাপ দিল সে··· একবার··· দুবার··· তিনবার।

একজন পটল তুলল, একটা আহত হলো।

চোখ থেকে ঘাম মুছল সে। কিচ্ছু নেই। এইমাত্র ছিল, আবার হাওয়া হয়েছে।

ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়তে সাহস পেল না সে। ওরা আসবেই– বেশিক্ষণ ওদের ঠেকিয়ে রাখার মত কোনও উপায় তার কাছে নেই।

সূর্যের পানে তাকাল। সবে সকাল। কতক্ষণ নজর রাখছে ওরা? হঠাৎ একটা কিছু নড়ে উঠতে দেখে গুলি ছুঁড়ল সে। তারপর, ওদের কীর্তিকলাপ সে-যে টের পাচ্ছে, তা জানিয়ে দেয়ার জন্যে লক্ষ্যহীনভাবে আর একবার ঘোড়া টিপল।

সহসা ওর মনে হলো আজকের সূর্যাস্ত দেখার সৌভাগ্য তার হবে না।

হ্যাঁ, দুঃখ-কষ্টের হলেও, একটা পরিপূর্ণ জীবন সে উপভোগ করেছে। কিন্তু লরার কথা ভেবে তার প্রাণ হু-হু করে উঠছে। এর চেয়ে অনেক ভাল কিছু আশা করতে পারে সে···এই নির্জন পাহাড়ী প্রান্তরে একটা বুলেটের আঘাতে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকার কথা নয় ওর···হ্যাঁ, ওর জন্যে একটা বুলেট সে বাঁচিয়ে রাখবে। আর কিছু না হোক, ওর প্রতি এ-দায়িত্বটুকু তার আছে। ওকে সে জন্ম দিয়েছে; এবং এখন সম্ভাব্য যন্ত্রণার কবল থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যে প্রয়োজনবোধে মৃত্যুদণ্ডও দেবে।

অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার ফলে ওর চোখ জ্বালা করছে। লরা··· ঈশ্বর জানেন ওর জন্যে সুখী জীবন সে কামনা করেছিল। আচ্ছা, সে কেমনতরো মানুষ যে, ওকে এমন দুর্যোগের মাঝে টেনে আনল? নিজের জন্যে এমন মৃত্যুই তো তার প্রত্যাশিত ছিল··· এবং তেমন সম্ভাবনাও ছিল প্রচুর– হয় এখনকার মত কোনও বেঘোরে, কিংবা পশ্চিমের কোনও ধূলিমলিন রাস্তায়, অথবা কোনও বারের কঠিন মেঝেতে।

অথচ লরার কাঁচা বয়েস; কেবল শুরু হয়েছে জীবন। এই তো সে-দিন, মাত্র

কয়েকঘণ্টা আগে, জীবনে প্রথম কোনও পুরুষের দিকে সম্পূর্ণ নতুন এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ও, এবং সে, ওর বাবা, ওই লোককে ঘিরে ওর সে-স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু বিল হাডসন, সীমান্তবাসী এবং একদা আউট-ল, স্বপ্নের মর্ম বোঝে। সে নিজেও একদা স্বপ্ন দেখেছে।

তরুণরা কেন ভাবে যে স্বপ্ন দেখার অধিকার কেবল তাদের একচেটিয়া? বুড়োরাও স্বপ্ন দেখে, হয়তো-বা তাতে আশার জ্যোতি কম থাকে, তবু দেখে।

তেমনি সেও লরাকে নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনেছে। ভেবেছে ওর একটা ভাল বিয়ে হবে, সুন্দর বাড়ি হবে।

ঘামে-ভেজা হাতের তালু প্যান্টে মুছল সে। 'লরা, তুই ঠিক আছিস তো মা?' শুধাল।

'হ্যাঁ, বাবা।'

'সন্ধ্যে অবধি ওদের ঠেকিয়ে রাখতে পারলে হয়তো আমরা পালাতে পারব এখান থেকে।'

হয়তো-বা পারবে... তবে তার সম্ভাবনা কম। বস্তুত, অতক্ষণ ওরা টিকে থাকতে পারবে কিনা সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ও জানে ওদের আশা অতি ক্ষীণ। ওই ইন্ডিয়ানরা বেশিক্ষণ অপেক্ষা করবে না, তা ছাড়া ওদের রক্ত ঝরিয়েছে সে। ওদের ধৈর্য আছে, কিন্তু মেয়েটাকে হস্তগত করার জন্যে ওদের প্রত্যেকেই মুখিয়ে থাকবে।

'কটা গুলি ছুঁড়লি তার হিসেব রাখিস,' বলল হাডসন, তারপর লরা যাতে একটা স্বপ্ন নিয়ে মরতে পারে, সে-জন্যে যোগ করল, 'আমার আসলে অতটা রাগ করা উচিত হয়নি। হেলার ভাল লোক। ও পশ্চিমে এলে আমি খুঁশি হব।'

'ধন্যবাদ, বাবা।' পাথর আর ঝোপ-ঝাড়ের প্রতি নজর বোলাল লরা। 'আমার সাথে ভাল ব্যবহার করেছে ও... খুব ভাল। আমার... আমার বিশ্বাস ও আমাকে ভালবাসে।'

'ও মন্দের ভাল!' পরক্ষণেই চুপ মেরে গেল হাডসন। তাই তো, কেন নয়? তার যদি একান্তই একটা জামাই দরকার হয়, তবে হেলার হলে আপত্তি কীসে? হেলারকে বুঝতে পারবে সে... ওরা পরস্পরকে বুঝতে পারবে। 'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়েছে; তোকে ভালবাসে ও!'

কিছুই নড়ছে না... তবে ওরা যে ওখানে লুকিয়ে আছে তাতে কোনও ভুল নেই। স্ত্রীর কথা ভাবল বিল হাডসন... সে কি ওদের দেখছে এখন? মৃত ব্যক্তি জানতে পায় জীবিতরা কেমন আছে? এর আগে কখনও এ-সব চিন্তা ওর মাথায় আসেনি।

রোদ তেতে উঠেছে। প্রায় মাথার ওপর চলে এসেছে সূর্য, ওদের দিকে যেন আগুন ছড়াচ্ছে। কোথাও সামান্যতম ছায়া পর্যন্ত নেই।

'ক্যালিফোর্নিয়া খুব সুন্দর জায়গা, লরা। ওখানে একটা বাড়ি কিনব আমরা। আমি ভাবছি... বোধ হয় মেক্সিকোতে একটা খবর পাঠানো যাবে... ওই ছেলেটাকে আসতে বলব।'

কোনও জবাব এল না।

'লরা, তোর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'না, বাবা, কিন্তু–'

ওর রাইফেলের গর্জনে কণ্ঠস্বর ঢাকা পড়ে গেল। পরপর তিনবার গুলি ছুঁড়ল লরা, তারপর হাডসন একটা ইন্ডিয়ানকে আগাছার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল, অথচ ওখানে একটা সাপের পক্ষেও লুকিয়ে থাকা অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল তার। ইন্ডিয়ানটা উঠে দাঁড়ানোর আগেই ওর বুক সে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল। পোড়া বারুদের গন্ধ পাচ্ছে সে, এবং ভয়ের··· হ্যাঁ, তার অন্তরের ভীতিকে সে এখন অনুভব করতে পারছে।

'আর পেলি?' জিজ্ঞেস করল হাডসন।

'না।'

'এ-পাশে একটা পড়েছে।'

হামাগুড়ি দিয়ে ক্যান্টিনটা নিজের কাছে টেনে এনে দ্রুত এক ঢোক জল গলায় ঢালল সে। পান করার আগে ভাল করে কুলি করল একবার! আরও খাওয়ার লোভ অতিকষ্টে সংবরণ করে ক্যান্টিনটা নামিয়ে রাখল।

ভয় উত্তেজনা মানুষকে তৃষ্ণার্ত করে তোলে। অনেক সময় লড়াইয়ের পর সে এমনভাবে পান করবে যে মনে হবে তার পেট বুঝি অন্তহীন জালা।

সূর্যের দিকে এক ঝলক তাকাল হাডসন। দুপুর পর্যন্ত টিকতে পারলে ওদের সৌভাগ্য বলতে হবে।

ঘাড় ফিরিয়ে এ-বার লরার দিকে তাকাল। অক্ষতই আছে ও, তবে ওদের ঘোড়াটা গেছে। গুলি লেগেছে গায়ে, মাটিতে পড়ে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ধুঁকছে।

একপক্ষে ভালই হয়েছে বলতে হবে, এমনিতেও রাত্রিবেলায় ওকে এখান থেকে বের করা মুশকিল হত।

তবু হাডসনের মনে হলো তার সব আশা যেন এক ফুৎকারে নিভে গেল। পায়ে হেঁটে ওরা এই মরুভূমি পাড়ি দেবে কীভাবে? এর অর্থ, ইউমাতে পৌঁছুনোর আগে পর্যন্ত দুঃসহ যাতনা ভোগ করতে হবে ওদের।

অদূরের ঝোপটার দিকে রাইফেল বাগিয়ে ধরে অপেক্ষা করতে লাগল সে। আর কতক্ষণ? এক ঘণ্টা? দুঘণ্টা?

'এসে পড়লাম বলে,' বলল গিবসন। 'সন্ধ্যের আগেই গুহায় পৌঁছে যাব।'

আবার রওনা হবে, হঠাৎ দূর থেকে একটা ভোঁতা কর্কশ শব্দ ভেসে এল ওদের কানে– গুলির আওয়াজ।

সচকিত হয়ে থমকে দাঁড়াল ওরা, চাপা উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠল সমস্ত পেশী, কান খাড়া হয়ে গেল। আরও কয়েকটা শব্দ– তারপর সামান্য বিরতি দিয়ে আবার একটা।

মুখ লুকিয়ে ধুলোর ওপর থুতু ফেলল গিবসন, সঙ্গীদের দিকে তাকাতে চাইছে না সে। 'ওরা হাই লোনসামে আশ্রয় নিয়েছে। আমি ওটা চিনি।'

আরেকটা শব্দ হলো, এবং তারপর একসাথে কয়েকটা বন্দুক গর্জে উঠল। শেষেরগুলো নিঃসন্দেহে ইন্ডিয়ানদের।

স্যাডলে চাপল ওরা, পর্বতমালার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইল। হার্ডির দৃষ্টি ঈষৎ সরে সীমান্তের পানে স্থির হলো। একেবারে কাছে চলে এসেছে। এখনও

কোনও পোসি যদি ওদের পেছনে লেগে থাকে, তবে ওরা দক্ষিণে বাঁক নেয়ার পর তারা ক্ষান্ত হবে। কারণ, সে-ক্ষেত্রে সীমান্তের এ-পারে ওদেরকে আটক করার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে।

ষাট হাজার ডলার... সব সোনা!

পাহাড়ের দিকে তাকাল হেলার। ভীষণ শূন্যতা বোধ করছে সে। নির্বোধ ঝগড়াটে বুড়ো! কোন আক্কেলে মেয়েকে নিয়ে এই বিপদে পা বাড়াল?

তবে এর কারণ জানে। হাডসন পালাচ্ছে। মেয়েকে নিয়ে এমন এক জায়গায় যেতে চাইছে যেখানে তার আসল পরিচয় কেউ জানে না, ওকে একটা সুযোগ দিতে চাইছে সে– নতুনভাবে জীবন শুরু করার সুযোগ।

কিন্তু এখন হবে জীবনের সমাপ্তি। ওরা যদি ওখানে, নিয়মিত ট্রেইলের বাইরে, আটকা পড়ে গিয়ে থাকে, তবে ওদের আর উদ্ধার পাওয়ার আশা নেই। বস্তুত, কোনও কিছুরই আশা নেই।

পোসি এতক্ষণে অনেক কাছে এসে পড়েছে নিশ্চয়ই। হয়তোবা বাড়তি ঘোড়াও এনেছে সঙ্গে। রানিয়নের ভুল হবে না এ-ব্যাপারে। এবং সম্ভবত প্রায় সারা রাতই ট্রেইলে কাটিয়েছে। ওরা এখানে এসে পৌঁছুনো অবধি হাডসন আর লরা টিকতে পারবে বলে মনে হয় না।

'বর্ডার এখন আর খুব একটা দূরে নেই,' বলল হার্ডি। 'ওই মেক্সিকান মেয়েটার চকচকে চোখ দুটো যেন দিব্যি দেখতে পাচ্ছি আমি!'

হাই লোনসামের ওই পুরোনো ডেরাটা মোটামুটি সুরক্ষিত... প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব– অবশ্যি ওরা যদি অতদূর পৌঁছে থাকে। তবে কমপক্ষে চার-পাঁচজন লোক দরকার, মাত্র দুজনের পক্ষে পেরে ওঠা অসম্ভব।

তিন... তিনজন হলে হয়তো-বা একটা আশা আছে।

সেই ঋজু বর্ষণসিক্ত দেহখানির কথা হেলারের মনে পড়ল, যাকে সে জড়িয়ে ধরেছিল বুকের মাঝে, যার শান্ত অভিমানী চোখ দুটিতে ফুটে উঠেছিল তার প্রতি গভীর বিশ্বাস।

কীসের বিশ্বাস? একটা পুরুষের কাছে ও কী প্রত্যাশা করে? মেয়েটা ওর ব্যাপারে এতটা নিশ্চিন্ত হলো কী করে?

হেলার স্যাডলে-বাঁধা থলেটা খুলে গিবসনকে দিল। 'সীমান্তের ও-পারে আমরা ভাগাভাগি করব এটা।' ঘোড়া মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'তোমরা এইবেলা সরে পড়। আমি আসলে একটা সেন্টিমেন্টাল ফুল।'

হাই লোনসামের পথে কালো ঘোড়াটাকে দুর্বার গতিতে ছোটাল সে।

ধুলো উড়ল এবং থিতিয়ে গেল; ওর ছেড়ে যাওয়া জায়গা থেকে সরে এসে, তপ্ত ভারি বাতাসে জমা হলো ধীরে ধীরে। স্যাডলে নিশ্চল বসে আছে ওরা, পর্বতছায়ায় ছায়ার মত বিলীয়মান খুরধ্বনি শুনছে চুপ করে।

'পাগল, আস্ত পাগল!' স্বগতোক্তির মত করে বলল গিবসন। 'গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সোজা ওদের মাঝে গিয়ে পড়বে। অ্যাপাচিদের সাথে লড়াই করার এটা কোনও কায়দা নয়।'

কিওয়া তার রাইফেলের কলকবজা টেনে পরখ করল, কোনও কথা বলল না

সে। অবশ্যি চুপ করে থাকাই ওর স্বভাব। এই খর্বকায় তরুণ প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী। ওর স্ফিংকসের মত মুখ আর গভীর কালো চোখ দুটি সদানির্লিপ্ত, অচঞ্চল।

'গিবসন লাগাম হাতে নিল। 'ঠিক আছে, তা হলে ওই কথাই রইল, সীমান্তের দক্ষিণে।'

কিওয়া তাকাল ওর দিকে, তারপর রাইফেলটা ফের স্ক্যাবার্ডে চালান করল।

'ও মারমূর্তি ধরলে,' হার্ডি বলল, 'স্বয়ং ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পারবে না অ্যাপাচিদের।'

গিবসন ওর ঘোড়াকে চার কদম হেঁটে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছিল। এবার সে ঘুরে হেলারের দেয়া থলেটা ছুঁড়ে দিল হার্ডির দিকে, ও নিজে যেটা বহন করছিল সেটাও ছিল। তারপর স্পার দিয়ে ঘোড়ার পেটে খোঁচা মারল, বিদ্যুৎগতিতে লাফিয়ে আগে বাড়ল ঘোড়াটা– তবে সরাসরি ক্যানিয়নের পানে নয়, অন্য একটা পাহাড়ী ট্রেইলের দিকে। ওটা বিপদসঙ্কুল চড়াই, কিন্তু এই পথে গেলে হেলারের সঙ্গে রাস্তায় মিলিত হতে পারবে সে।

প্রথম আধমাইল উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছোটাল হেলার, তারপর গতি মন্থর করে দুলকি চালে নামিয়ে আনল। খরতাপে অতিপরিশ্রম ঘোড়ার সহ্য হয় না– মরে যায়– অথচ ওর মন বলছে এই নরক থেকে ও যদি প্রাণ নিয়ে বেরুতে পারে, একটা ভাল ঘোড়া ওর প্রয়োজন হবে। অ্যাপাচিরা ইতিমধ্যেই ওর উপস্থিতি টের পেয়ে না থাকলে ক্যানিয়নে অ্যামবুশ হওয়ার সম্ভাবনা কম, এবং কোনও হামলার আশঙ্কায় প্রস্তুত থাকবে না ওরা। উইনচেস্টারখানা ডান হাতে নিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে চলল সে।

সামনে একটা রাইফেলের ভোঁতা কর্কশ শব্দ উঠল, প্রায় একই সঙ্গে কাছাকাছি আরও কয়েকটা গুলি হলো। সহসা ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিল সে, শেষ বন্ধুর চড়াইটা ক্ষীপ্রগতিতে অতিক্রম করে তৃণভূমির অপর প্রান্তে গুপ্ত আশ্রয়ের দিকে ছুটে চলল।

আরেকটা গুলির শব্দ পেল সে, পাঁই করে দিকপরিবর্তন করল, রেকাবে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ওরা তা হলে কুঁড়েতে নেই, সামান্য আগে ঘাঁটি গেড়েছে। ওই তো ও-ধারে···পাথরেঘেরা বৃত্তের মাঝে আশ্রয় নিয়েছে।

হঠাৎ ওর সামনে পাথরের আড়াল থেকে একটা ইন্ডিয়ান বেরিয়ে এল। ওকে দেখতে পেয়ে ভূত দেখার মত চমকে উঠল অ্যাপাচিটা, কাঁধে রাইফেলের বাঁট ঠেকাল, কিন্তু হেলার তার নিজের রাইফেল তুলে ধরার আগেই অন্য একটা গুলিতে মারা পড়ল অ্যাপাচি– ঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়ল ওর প্রাণহীন দেহটা।

হেলার সবিস্ময়ে পেছনে তাকিয়ে দেখল, পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে নেমে আসছে গিবসন, ঘোড়ার পায়ের আঘাতে ছিটকে যাচ্ছে নুড়িপাথর। 'যাও!' চেঁচিয়ে বলল সে। 'আমি কাভার দেব।'

রাইফেলটা সজোরে স্ক্যাবার্ডে ফেরত পাঠিয়ে সিক্স-শুটার বের করল হেলার। ওর স্পারের গুঁতো খেয়ে পাগলের মত সামনে ধেয়ে গেল বিশাল কালো ঘোড়াটা, শিথিলভাবে একপাশে ঝুলছে লাগাম। পেছন থেকে ওকে কাভার দিচ্ছে গিবসনের উইনচেস্টার।

নাক বরাবর একজন ইন্ডিয়ানকে রাইফেল তাক করতে দেখল সে, পরমুহূর্তে ওর ঘাড়ের ওপর উঠে পড়ল কালো স্ট্যালিয়ন, খুরের আঘাতে থেঁতলে গেল অ্যাপাচির মাথা। অবিরাম গুলি ছুঁড়তে লাগল হেলার। আরও একজনকে পড়ে যেতে দেখল, তারপর হঠাৎ অনুভব করল স্যাডলের নীচে ঘোড়ার পেশী শক্ত হয়ে উঠেছে– বাঁকা হয়ে যাচ্ছে শরীর।

এক ঝটকায় রেকাব থেকে পা খসিয়ে নিল হেলার, বাড়তি অ্যামুনিশনের স্যাডলব্যাগটা আঁকড়ে ধরে নেমে গেল ঘোড়া থেকে, মাটিতে পড়েই ডিগবাজি খেলো। একটা ইন্ডিয়ান, ও দেখল, তেড়ে আসছে– হঠাৎ সামনের বেষ্টনী থেকে বুলেট ছুটে এসে তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল।

হেলার নিশ্চিত, ওর অবস্থান লক্ষ্য করেছে ওরা, নিঃসাড়ে ঘাসের ওপর শুয়ে রইল সে। পেছন থেকে গিবসন অনবরত গুলি চালাচ্ছে।

আচমকা থেমে গেল গোলাগুলি, নির্ঘোষ প্রতিধ্বনি তুলে ক্যানিয়নের গভীরে হারিয়ে গেল সমস্ত কোলাহল।

খরাক্লিষ্ট ঘাসের গন্ধ আসছে ওর নাকে, অনতিদূরে বিধ্বস্ত ক্রিওসোট ঝোপের মিষ্টি সুবাস ম-ম করছে বাতাসে, উষ্ণ তাজা ভাপ উঠছে মাটি থেকে। সহসা হেলার এক নতুন সত্য উপলব্ধি করল– সে জীবনকে ভালবাসে।

মরার মত পড়ে রইল সে। গিবসনের রাইফেল থেমে গেছে। ওরা কি বিশাল-বপুকে নিকেশ করে দিল? ওর সন্দেহ আছে··· এত সহজে নিভে যাওয়ার পাত্র নয় গিবসন।

ক্যাকটাস ঝোপের কাছে মৌমাছি উড়ছে, গোলাগুলিতে ওর মনোযোগ এতটুকু নষ্ট হয়নি। হেলার কাত হলো, পিস্তলের খালি টোটাগুলো ফেলে দিয়ে আবার নতুন গুলি ভরল। তারপর উইনচেস্টারের-ম্যাগাজিনে দুটো বুলেট ঢোকাল। মোট সতেরোটা আঁটে, সবগুলোই ওর দরকার পড়বে।

মাথা তুলে নিজের প্রকৃত অবস্থান জানতে ওর ভীষণ ইচ্ছে হলো, কিন্তু সাহস পেল না। এই মরণখেলায় পুরোভাগে যে থাকে, সচরাচর সে আগে মরে– কিন্তু ও মরতে চায় না। মরার আদৌ কোনও ইচ্ছে ওর নেই।

স্যাডলে অনড় বসে রয়েছে কিওয়া। তির্যক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে হার্ডির দিকে। 'হেলার তোমার পার্টনার ছিল। সর্বদা এক সঙ্গে ঘুরতে তোমরা,' হঠাৎ বলল ও।

'সে-জন্যেই তো আমি ওর ভাগ সযত্নে তুলে রাখব। ওখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলে এই টাকা ওর দরকার হবে।'

'আসলে তুমি একটা ভীতু।'

চোখ পাকিয়ে দোআঁশলার দিকে তাকাল হার্ডি। কিওয়া ওকে বিদ্রূপ করছে, তবে এতে কোনও হুল নেই। একটা অবশ্যম্ভাবী কিছু ঘটার প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছে সে।

হার্ডির রক্ত হিম হয়ে এল। অ্যাপাচিদের সঙ্গে যুদ্ধ করার অর্থ সে বোঝে, বন্দীদের সাথে ওরা কী আচরণ করে দেখেছে। এর আগেও সে ওদের বিরুদ্ধে লড়েছে, ওর অনেক বন্ধুকে মারা পড়তে দেখেছে ওদের হাতে।

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতেই অসুস্থ বোধ করতে লাগল সে... বুঝতে পারল আসলে সে ওদের ভয় পায়।

হেলার বোকা, তবে ওই মেয়েটার সাথে অদৃশ্যবন্ধন গড়ে উঠেছে ওর— পরস্পরের প্রতি ওদের তাকানোর ধরন দেখলে যে-কেউ বুঝতে পারবে।

সোনা-বোঝাই থলে দুটো সে কিওয়ার দিকে ছুঁড়ে দিল। 'এটা চার ভাগ করে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে।' ঝটিতি ঘুরে গিবসনের ট্রেইল ধরে ছুটতে শুরু করল সে।

কিওয়া হাসল। ওর তিন সঙ্গী ইতিপূর্বে কখনও হাসতে দেখেনি ওকে।

থলেগুলো জায়গামত বাঁধল সে, তারপর পাহাড়ের উদ্দেশে রওনা হলো। যথেষ্ট সময় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করল। ওর ধমনীতে আদিইন্ডিয়ান রক্ত এখন জেগে উঠেছে, জানে কী করছে।

চুড়োয় পৌঁছে ও আরেকচোট প্রাণভরে হাসল।

তার কোনও ঈশ্বর নেই, কোনও মানুষই তার স্বজন নয়; সে মারা গেলে এই বিশ্বচরাচরে কেউ তার আত্মার শান্তি কামনা করে দুফোঁটা অশ্রু ফেলবে না। সর্বদা একা চলাফেরা করতে ভালবাসে ও, এমনকী যখন কোনও দলে থাকে তখনও। তবে যুদ্ধে তার আনন্দ— বীরকে সে শ্রদ্ধা করে। জানে হার্ডি না গেলে ওকে সে খুন করত।

হাই লোনসাম বেসিনের দিকে তাকাল কিওয়া। কোনও জনমনিষ্যির চিহ্নমাত্র নেই, থমথমে পরিবেশ। এতটুকু হাওয়া নেই। বিকেলের রোদে কাঠগড়ায়-দাঁড়ানো অপরাধীর মত নিথর পুড়ছে ঘাস। হঠাৎ একটা রাইফেলের নলে রোদের প্রতিফলন ধরা পড়ল ওর চোখে।

সজাগ হয়ে উঠল ওর দৃষ্টি। দেখল একটা পাথরের বেষ্টনীতে আশ্রয় নিয়েছে মেয়েটা। ও তা হলে বেঁচে আছে, ভাবল কিওয়া। এক মিনিট পর বিল হাডসনকেও দেখতে পেল।

হেলারের ছায়ামাত্র চোখে পড়ল না কোথাও। গিবসন কিংবা হার্ডির চিহ্নও নেই।

লাগাম ঢিলে দিয়ে ও নামতে শুরু করল। খর্বাকৃতি একটা লোক সহজ ভঙ্গিতে বসে আছে স্যাডলে, জমাট-বাঁধা মরুলাভার মত গায়ের রং মিশে গেছে ঘোড়ার সাথে।

ডান হাতে উইনচেস্টার ধরে আছে। ভাবলেশহীন দুটি কালো চোখে ফুটে উঠেছে শ্যেন দৃষ্টি। সমব্রেরোটা ঈষৎ হেলে আছে পেছনে।

হঠাৎ আপনমনে আবার হেসে উঠল সে। মুখে রং মাখতে পারলে মন্দ হত না। শত হলেও সে একজন ইন্ডিয়ান, এবং যুদ্ধে যাচ্ছে।

অপেক্ষাকৃত সহজ একটা ঢাল বেয়ে নামার সময় দুটো ইন্ডিয়ানকে দেখতে পেল, বুকে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছে ঝোপের ভেতর দিয়ে।

কিওয়া রাশ টেনে ধরল। সরাসরি তাকাল দৃষ্টিআকর্ষণের ভয় আছে বলে আড়চোখে দেখল ওদের। রাইফেল তুলল সে, একচোখ বুজে অপরটা গানসাইটে রাখল, ধীরে ধীরে একজন ইন্ডিয়ানের মেরুদণ্ড বরাবর ঘুরতে শুরু করল মাজল।

প্রথমে একজন, তারপর অন্যজনের ওপর নিশানা স্থির করল। নাকের কাছে একটা মাছি জ্বালাতন করছিল, হাত ঝাড়া দিয়ে ওটাকে তাড়িয়ে দিল। এক পা এগোল মাসটাং, নিশ্চল বসে রইল সে, সুযোগের অপেক্ষায় আছে। ঘোড়াটা আবার শক্ত জমিতে স্থির হতেই কাঁধে বাঁট ঠেকাল কিওয়া, দ্রুত সাইটে চোখ রাখল, ট্রিগার টেনে ধরল··· সপ্রাণ বস্তুর মত লাফিয়ে উঠল রাইফেল, চিৎকার করে উঠল অ্যাপাচিটা··· ভয়ঙ্কর আর্তচিৎকার। দ্বিতীয়জন দৌড়ে পালাতে গেল, কিন্তু ততক্ষণে মাজল ঘুরে গেছে, একটা তপ্ত সীসা ফুটো করে দিল ওর গলা–ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল আকাশের পানে।

রাইফেল নামিয়ে আবার শ্লথ গতিতে নামতে শুরু করল কিওয়া।

এগারো

এতক্ষণ মাটি কামড়ে পড়েছিল হেলার, এবার ধীরে ধীরে স্প্রিন্টারের ভঙ্গিতে এক পায়ে ভর দিয়ে উঠে বসল। ডান হাতে রাইফেলটা টেনে আনল সামনে। গুপ্ত আশ্রয়ের গা ঘেঁষে যে-ঝোপ আর পাথরগুলো রয়েছে মনে মনে সেগুলোর দূরত্ব হিসেব করতে চেষ্টা করল।

পেছনে একটা রাইফেল গর্জে উঠল··· ওটা নিশ্চয়ই গিবসনের হেভি ক্যালিবার রাইফেল। সামান্য দূর থেকে আরেকটা গুলির শব্দ ভেসে এল, তারপর আরও একটা। সহসা অনাবিল আনন্দে ওর অন্তর ছেয়ে গেল··· ওই আওয়াজ নিঃসন্দেহে হার্ডি কিংবা কিওয়ার রাইফেল থেকে এসেছে।

শরীরের সমস্ত শক্তি পায়ের পাতায় কেন্দ্রীভূত করে হঠাৎ সামনে ছুটে গেল সবেগে। গুণে চার কদম দৌড়াল, তারপর ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়েই গড়ান দিল চারবার। পেছন থেকে একঝাঁক বুলেট তাড়া করল ওকে, তার শব্দে ঝালাপালা হয়ে গেল ওর কান।

নিঃসাড়ে পড়ে রইল হেলার, হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক, একটু একটু করে শক্তি সঞ্চয় করছে। বাঁয়ে, ওর সামান্য আগে, ওপরে আরেকটা গুলির শব্দ হলো। ও যে-পাথরগুলোর আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে সেখান থেকে কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

ঘামে ধুলোয় মাখামাখি হয়ে আছে ওর মুখ। ঘামাচি বেরিয়েছে, জ্বালা করছে চামড়া। রোদে পিঠ পুড়ে যাচ্ছে। রাইফেল বাগিয়ে সন্ধানী দৃষ্টিতে সামনে তাকাল সে। এখন লরা আর তার বাবা যেখানে লুকিয়ে আছে, সেই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছে··· পাথরের গায়ে ছোট্ট একটা ফুটো আছে, ওই ফুটোতে চোখ রেখে বসল হেলার।

হঠাৎ পেছনে থেকে একটা বুলেট এসে আছড়ে পড়ল ওর সামনের একটা পাথরে, দ্রুত পিছিয়ে গেল সে, টুকরো গ্রানাইটের আঘাতে মুখ ছড়ে গেল।

ধৈর্যের পরীক্ষায় নামল হেলার, বহুক্ষণ ধরে আর কোনও সাড়াশব্দ নেই।

বাইরের জগৎ থেকে এইভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত অবস্থায় বসে থাকাই যুদ্ধের কঠিনতম পরীক্ষা। কোথায় কী ঘটছে জানার কোনও উপায় থাকে না এ সময়।

ওরা কি সবাই শেষ হয়ে গেছে? লরা কি মারা গেছে? হাডসন? গিবসনেরই-বা কী হলো?

নিজের রাইফেল-ধরা শ্যামলা হাতের দিকে তাকাল সে। শক্তিশালী হাত, রকমারি কাজ আর অস্ত্র ব্যবহারে দক্ষ। নির্মাণের পাশাপাশি ধ্বংসক্ষমতাও আছে এই হাতের। হঠাৎ সবিস্ময়ে উপলব্ধি করল হেলার, এ-যাবৎ সে কেবল ধ্বংসই করে এসেছে। অন্যের গায়ের রক্ত জল-করা সম্পদ বিনাশ করেছে— এবং একদা যা তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে শুরু হয়েছিল, পরে তা অশুভ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

অথচ এতে তার কোনও লাভ হয়নি— নিজের বলতে একটা কেবিন নেই, একচিলতে জমি নেই, এমনকী কোনও ঘোড়া পর্যন্ত নেই। একটু আগে ওর কালো স্ট্যালিয়নটা মারা গেছে। অদূরে পড়ে আছে ওর লাশ।

হঠাৎ একপশলা গুলিবৃষ্টি হলো। হেলার দেখল এই সুযোগ, ওর প্রতি কোনও ইন্ডিয়ান নজর রেখে থাকলে, গুলির শব্দে তার মনোযোগ ব্যাহত হবে। তড়াক করে উঠে পড়ল সে, যেন ওর নিজের গায়েই চোট লেগেছে।

ওর পথ রোধ করে দাঁড়াল এক ইন্ডিয়ান, এতক্ষণ সে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। অ্যাপাচির গলা লক্ষ্য করে সজোরে উইনচেস্টারের ব্যারেল হাঁকাল হেলার। চোয়াল আর গলার সংযোগস্থলে আটকে গেল মাজল, কিন্তু গানসাইটের ঘষায় একটা গভীর ক্ষত সৃষ্টি হলো।

ঝট করে রাইফেলটা একপাশে সরিয়ে এনে ওর খুলিতে প্রচণ্ড আঘাত হানল।

সশব্দে ফেটে গেল খুলি, খানিকটা হলদেটে আঠাল পদার্থ ছিটকে বেরিয়ে এল, দুহাঁটু ভাজ করে ওর সামনে লুটিয়ে পড়ল অ্যাপাচিটা। হেলার পাশ কাটাল ওকে, এক হাতে পাথর আঁকড়ে ধরল, শূন্যে দোল খেয়ে নেমে এল বেষ্টনীর ভেতরে। মাটিতে পড়েই দেখল ওর দিকে চেয়ে আছে বিল হাডসন, পেটের কাছে রাইফেলের শীতল ছ্যাঁকা অনুভব করল হেলার। মনে পড়ল হাডসন বলেছিল ওকে ফের দেখতে পেলে খুন করবে সে।

এক মুহূর্ত পরস্পর তাকিয়ে রইল ওরা, তারপর হাডসন রাইফেল নিচু করল। তার একটা কিছু হয়ে গেলে এই লোক তার মেয়েকে দেখতে পারবে। সহসা অন্তস্তল থেকে অনুভব করল সে এই বরং ভাল হলো···

'একটা চেয়ার টেনে বসো, বাবা,' বলল হাডসন। 'প্রচুর আছে, আমাদের সবার ঠাঁই হয়ে যাবে।'

শব্দ করে হাসল হেলার। 'বসব, বিল। তবে আমার বন্ধুরাও আসছে··· অবশ্যি যদি ইন্ডিয়ান ব্যূহে আটকা পড়ে না থাকে।'

এরপর গিবসন ঘোড়া নিয়ে ছুটে এল, বেড়া টপকে ডাইভ দিয়ে পড়ল মাটিতে। ওর ঘাড়ে লাল ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, ছেঁড়া জামায় রক্তের ছোপ লেগে রয়েছে।

সন্দেহ দৃষ্টিতে হাডসন তাকাল ওর দিকে। 'যেখানে গোলমাল, সেখানেই

তুমি:···খুব খুশি হলাম তোমাকে দেখে।'

একটা বাড়তি কার্তুজ বেল্ট কাঁধে ফেলে পাথরের দিকে এগিয়ে গেল গিবসন। সুবিধেমত জায়গা বেছে নিয়ে পজিশন নিল। কিছুক্ষণ বাদে আরেকটা ট্রেইল ধরে হার্ডি এল।

ওদের চেনা ঘোড়া, আরোহীকে দেখতে পেল না। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে ঘোড়াটা, নাকের পাটা ফুলে আছে, হার্ডি ইন্ডিয়ানদের মত করে একহাত-একপায়ে ঝুলছে এক পাশে।

ঘোড়াটা ওদের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় হার্ডি শূন্যে গা ভাসাল, ওর একপাটি বুট আপনা থেকেই উড়ে এসে পড়ল এ-পারে। ধপাস করে আছড়ে পড়ল সে, উঠতে গিয়ে মোজার দিকে চোখ গেল– মোটা বুড়ো আঙুলটা উঁকি দিচ্ছে।

লরাকে দেখে ওর হাসি আকর্ণ বিস্তৃত হলো। 'আমার ভাবী বধূকে প্রথমেই বলব এটা সেলাই করে দিতে!'

ঘুরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেড়ার ধারে গিয়ে বসল হার্ডি। চারজন লোক সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সামনে, প্রতিমুহূর্তে হামলার আশঙ্কা করছে। কিন্তু কোনও হামলা এল না।

চমৎকার জায়গা এই হাই লোনসাম বেসিন, বহুদিন থেকেই এটা আউট-লদের গা ঢাকা দেয়ার জন্যে একটা আদর্শ স্থান। জল আছে, ঘাস আছে– প্রচুর পরিমাণে শিকারও মেলে। ভবিষ্যতে কখনও শান্তি ফিরে এলে কোনও ভবঘুরে লোক বাড়ি বানাবে এখানে এসে, বাথান চালু করবে। এখানেই রয়ে যাবে সে, ছেলে-পুলে মানুষ করবে, প্রকৃতির একান্তসংলগ্ন হয়ে নিজের শেকড় বিস্তার করবে।

এখানে শক্তি আর শ্রম দিয়ে অফুরন্ত সম্পদ গড়ে তোলা সম্ভব; পরের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা নয়, নিজের ঘাম নিংড়ে অর্জিত সম্পদ। তারপর কোনও এক সন্ধ্যায় সমস্ত কাজ শেষে বারান্দায় এসে বসবে সেই লোক, দেখবে আজ যেখানে ইন্ডিয়ানরা ওত পেতে আছে সেখানে তার গবাদি পশু কচি ঘাস চিবুচ্ছে মহাআনন্দে।

ওটা তখনই সম্ভব হবে যখন অ্যাপাচিরা চলে যাবে; কিংবা নিজে থেকেই সব বিবাদ মিটিয়ে শান্তি স্থাপন করবে। যেদিন মানুষকে তার অস্তিত্বের প্রয়োজনে আর বন্দুক তুলে নিতে হবে না, সেদিনই সম্ভব হবে এটা।

'ধোঁয়া,' আচমকা বলল হাডসন।

ওর আঙুলের ইশারা লক্ষ্য করে ওরা দেখল একটা ধোঁয়ার রেখা সোজা উঠে যাচ্ছে আকাশে। পরপর দুবার ভেঙে গেল রেখাটা। হত্যার নেশায় আরও ইন্ডিয়ানকে ছুটে আসার আহ্বান জানাচ্ছে ওই সঙ্কেত।

পেছনে ডাল ভাঙার শব্দ হলো, ঝট করে এক সাথে ঘুরল ওরা।

আগুন জ্বালানোর আয়োজন করছে লরা। 'ভাবলাম তোমাদের কফি দরকার হতে পারে,' বলল ও। 'খানিকটা মাংসও আছে।'

ওর দিকে একপলক তাকিয়ে চোখ অন্যত্র সরিয়ে নিল হেলার, গলাটা ধরা ধরা ঠেকল। হুবহু বাপের বেটি; জানে কী আছে ওদের কপালে; তবু কত

boighar.com

নিরুদ্বিগ্নভাবে কফি বানাতে লেগে পড়েছে, এই চরম সঙ্কটময় মুহূর্তেও মেয়েলী স্বভাব নষ্ট হয়নি। আবার রাইফেলটা নাগালের মধ্যে রাখতেও ভোলেনি।

কোন পুরুষ না চাইবে ওকে জীবনসঙ্গিনী করতে? ও তো কেবল ছায়ার মত নীরবে অনুসরণ করবে না, বরং দুঃসময়ে পাশে এসে দাঁড়াবে, সব কাজ মিলে-মিশে করবে– দুজনের মিলিত পরিশ্রমে সুন্দর করে তুলবে জীবন।

একটা পাহাড়ী ঝোপের ভেতর এখনও ঘাপটি মেরে শুয়ে আছে কিওয়া, ঘোড়া অন্য জায়গায় লুকিয়ে রেখে এখানে ক্রল করে এসেছে, তবে ওর দুটো স্যাডলব্যাগ, রাইফেল আর ক্যান্টিনটা আনতে ভোলেনি।

এখানে কোনও বড় পাথর নেই, ঘাসও খুব কম। কিছু রংচঙে নুড়িপাথর ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। ওর লুকোনোর পক্ষে এটা আদর্শ জায়গা, তাই সে মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে শুয়ে রয়েছে।

গুপ্ত আশ্রয়টা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ভেতরে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। মাঝে মধ্যে দু-একটা ইন্ডিয়ান চোখে পড়ছে।

বেলা পড়ে এসেছে। ইতিমধ্যেই সূর্য পশ্চিমের পাহাড়গুলোর ও-পাশে হেলে পড়েছে। তবে ওর তেজ কমেনি, আকাশও বেশ পরিষ্কার। তবে রাত নামবে, আর কিওয়ার হাতে তাই প্রচুর সময় আছে।

একজন ইন্ডিয়ান তার জীবনের শুরুতেই অপেক্ষা করতে শেখে। তার ধৈর্যশক্তির তুলনা হয় না। কিওয়া এখন পুরোদস্তুর ইন্ডিয়ান বনে গেছে। শ্বেতাঙ্গ রক্ত ওর ধমনীতে বইছে বটে, কিন্তু তা নিয়ে ও কখনও মাথা ঘামায় না। ওর রুচিবোধ অতিসাধারণ, আদিম; জৈব তাড়না ছাড়া আর কোনও চাহিদা নেই, কিন্তু সেটার অভাব ঘটলে এতটুকু বিচলিত হয় না। ও জানে প্রতিটা জিনিসেরই অন্ত আছে, তাই অপেক্ষা করতে হয়।

এ-রকম হালকা ঘাসে শুয়ে থাকতে ও খুব পছন্দ করে। চমৎকার ঈষদুষ্ণ রোদ্দুর, সুন্দর পজিশন, আর অল্পক্ষণ বাদে সে লড়াই শুরু করবে...অবশ্যি আদৌ যদি সে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেয়।

তবে এ-সিদ্ধান্ত ও কোনও দিন জেনে-শুনে নেয়নি– এটা ওর রক্তঅস্থিমজ্জায় মিশে আছে। স্বভাবজাত।

এতক্ষণে, ইচ্ছে করলে, অন্তত কয়েকটা ইন্ডিয়ান মেরে ফেলতে পারত, কিন্তু তার সময় এখনও হয়নি। যখন হবে যা প্রয়োজন সে করবে।

পকেট থেকে গরুর জার্কি বের করল সে। ময়লা লেগে আছে দেখে দাঁতে কেটে ফেলে দিল খানিকটা, তারপর মুখে পুরে চুষে নরম করে নিয়ে চিবুতে শুরু করল। ও যেখানে শুয়ে আছে সেখানে বাজপাখি ছাড়া কেউ দেখতে পাচ্ছে না ওকে, তবে ওর প্রতি কোনও আগ্রহ নেই তাদের... অন্তত এখনও নেই।

কিওয়া লক্ষ করল পাহাড়ী ফাটল আর ক্যানিয়নের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসছে সব ছায়া। পর্বতচুড়োগুলোকে যেন সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দিয়েছে অস্তরাগ।

ঠাণ্ডা নামল মরুভূমিতে। সেই ধোঁয়ার সঙ্কেতটাও ওর চোখে পড়ল, কিন্তু

পরমানন্দে জার্কি চিবুতে চিবুতে অপেক্ষা করতে লাগল সে।

গুপ্ত আশ্রয় থেকে ক্ষীণ ধোঁয়া উঠছে। এর অর্থ, মেয়েটা বেঁচে আছে। কোনও পুরুষই এই দুর্যোগে রান্নার শখ করবে না। এটা মেয়েলোকের কাজ, একজন নারী শতঝামেলার মাঝেও তার মরদ কিংবা নিজের দায়িত্বের কথা ভোলে না। ও বয়ে যায়নি, এই মেয়েটা। সুগৃহিণী হওয়ার সমস্ত গুণ ওর আছে।

প্রেম শব্দটার অর্থ কিওয়া বোঝে না। ওর স্বজাতির লোকের গান গায়, কিন্তু সেগুলো যুদ্ধের গান। প্রেমের মর্মোপলব্ধির জন্যে ও কোনও উপন্যাস বা কবিতা পড়েনি। একটা মেয়ের যোগ্যতা ও বিচার করে তার দৈহিক গড়ন আর কাজের ধরন দেখে। তবে মাঝে-মধ্যে আরও একটা অনুভূতি হয়- বিশেষ কোনও মেয়েকে কাছে পেলে ওর মন উড়উড় হয়ে ওঠে।

বারদুয়েক এই অনুভূতি ওর হয়েছে। একবার মেক্সিকোতে এবং দীর্ঘ দিন বাদে একটি নাভাজো মেয়ের জন্যে- ওই মেয়েটার কুটিরে সে কিছু দিন ছিল। ওখান থেকে যখন চলে আসে অদ্ভুত নিঃসঙ্গতা গ্রাস করেছিল ওকে, হাহাকার করে উঠেছিল মন। তাই আবার ফিরে গিয়েছিল, কিন্তু তখন আর ও ছিল না- একা পেয়ে একটা গ্রিজলি মেরে ফেলেছিল ওকে।

মেয়েটা যেখানে নিহত হয় সে-জায়গায় ও গিয়েছিল। গুম মেরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একটা সিগারেট খেয়ে সেই যে চলে এসেছে আর কখনও যায়নি ওই অঞ্চলে।

ও গবাদি পশু চুরি করতে শুরু করে পেটের জ্বালায়। তখন প্রায় অনাহারে দিন কাটাচ্ছিল সে, হঠাৎ খোলা প্রান্তরে একটা গরুকে ছাড়া-অবস্থায় পেয়ে বধ করে। দুজন কাউহ্যান্ড ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে ওকে গুলি করতে নেয়। কিন্তু ওরা ছিল খুব ধীর: একজন তার পিস্তল খাপমুক্ত করার আগেই স্যাডল থেকে ছিটকে পড়ে, অন্যজন বুকে জখম নিয়ে ফিরে যায় র‍্যাঞ্চে।

তারপর এক বিশাল পোসি তাড়া করে ওকে এবং ঘুরপথে ও তাদের ফাঁকা র‍্যাঞ্চে হামলা চালায়। একটা গরু জবাই করে ওদের উনুনে ঝলসে খেয়ে ওর প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করে- একটা নতুন উইনচেস্টার রাইফেল, একশো বুলেট আর দুটো নাভাজো কম্বল।

বব হেলারের সাথে ওর পরিচয় হয় এর দশ বছর পর। এবং সেই থেকে ওর সঙ্গেই আছে সে। কারণ, হেলার পিস্তলে ওর চেয়ে ক্ষিপ্র এবং দক্ষ ট্র্যাকার। ঘোড়সওয়ার হিসেবেও তার কোনও তুলনা হয় না। তা ছাড়া ও খুব ধীর-স্থির, আত্মবিশ্বাসী, সাবধানী- আর কিওয়াও এ-সব গুণের কদর বোঝে।

হাই লোনসাম মালভূমিতে অন্ধকারের কালো পর্দা নেমে এসেছে, লক্ষ করল সে। ইন্ডিয়ানদের ধর্তব্যের বাইরে রাখলে জায়গাটা ভারি চমৎকার, কিন্তু নিজে একজন ইন্ডিয়ান হয়ে তা করল না।

ইতিমধ্যে ওদের গুপ্ত ঘাঁটিগুলো সে চিনে নিয়েছে। ওরা এখন জোট বাঁধতে শুরু করবে। তবে কিওয়া জানে তা সত্ত্বেও দু-একজন আগের জায়গায় রয়ে যাবে- তাই চাপা উল্লাস অনুভব করছে সে।

আকাশে যখন প্রথম তারাটা ফুটল, কিওয়া উঠে দাঁড়াল।

বারো

হাই লোনসাম বেসিনে শান্তি বয়ে আনল অন্ধকার। কোথাও একটা নিঃসঙ্গ কোয়েল মিনতি জানাল।

পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে গরম কফি পান করছে হেলার। চমৎকার স্বাদ, তারিয়ে তারিয়ে চুমুক দিচ্ছে। ওর পেট একদম খালি, মনে পড়ছে না সর্বশেষ কখন খেয়েছে।

ও-পাশে দুই বুড়ো, গিবসন আর হাডসন, পাশাপাশি ঘুমুচ্ছে।

হার্ডি একটা বড় পাথর-চাঁইয়ের মাথায় বসে। ওখান থেকে আঁধারে যতটা সম্ভব চারপাশে নজর রাখতে পারবে সে, অথচ কোনও ছোরাধারী ইন্ডিয়ান ঘাতক ওর কাছে পৌঁছুতে পারবে না।

লরা রাঁধছে– গরুর জার্কির সঙ্গে বাঁধাকপি আর বুনো আলুর সুপ। খড়কুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়েছে। ওপরে আকাশ অন্ধকার। চাপা শিখার উজ্জ্বল আলো ধুলো-সাদা মাটিতে ঈষৎ লালচেভাবে প্রতিফলিত হয়ে ঝকঝক করছে। সেই লালচে বৃত্তের পেছনে বসে আছে ও, পরনে রং-জ্বলা নীল জিন্স আর গোলাপি শার্ট, বুকের একটা বোতাম খোলা। যে-আলো সাদা বৃত্তটাকে শুভ্রতায় উজ্জ্বল করে তুলেছে, তেমনি সে-আলোতে ওর উন্মুক্ত গলা-কাঁধের খানিকটা অংশ আর বাহু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। হঠাৎ দমকা বাতাসে একটু বেড়ে উঠল শিখা, ওর ছায়া-ঢাকা মুখটাও আলোকিত হয়ে উঠল সেই সাথে। লরা ঘাড় ফিরিয়ে দেখল হেলার লক্ষ করছে ওকে। দুজোড়া চোখ এক হলো, এবং তারপর লরা দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

পাথরের মাথায় নড়েচড়ে বসল হার্ডি। 'ব্যাপার কী? কিওয়ার পাত্তা নেই?' বলল ও।

হেলার সরে একটা মসৃণ পাথরের গায়ে হেলান দিল, আগেরটা বিঁধছিল পিঠে।

হার্ডি নিজেই তার জিজ্ঞাসার সমাধান করল। 'নিশ্চয়ই মেক্সিকোতে।'

'অসম্ভব। ও লড়াই ভালবাসে।'

কোনও মন্তব্য করল না হার্ডি। খানিকবাদে প্রশ্ন করল, 'কজন আছে বলে তোমার ধারণা?'

'বারো থেকে বিশের মধ্যে। আরও আসবে, সকাল হোক।'

সোনার থলে দুটোর কথা ভাবতে লাগল হার্ডি। ষাট হাজার! অত টাকা সে কখনও চোখে দেখেনি। কিন্তু ওই টাকা সে বারোজনের মধ্যে নির্দ্বিধায় ভাগ করে নিতে রাজি আছে যদি ওদের সাহায্য করতে এখানে আসে ওরা।

আঁধারে দৃষ্টিতে চলছে না, তবু চারপাশে তাকাল সে। তা হলে এটাই হাই লোনসাম। এর কথা ও শুনেছে। এই বেসিন থেকে দক্ষিণপূর্ব দিকে আরেকটা ক্যানিয়ন চলে গেছে··· ওটা দেখেছে সে।

'হাফমুন ভ্যালি,' হার্ডির এক প্রশ্নের জবাবে বলল হেলার। 'একটা চওড়া উপত্যকায় গিয়ে মিশেছে এবং সেখান থেকে সোজা মেক্সিকোতে চলে গেছে।'

দুটো কাপে সুপ ঢেলে হার্ডি আর হেলারকে খেতে দিল লরা। হেলার নিজের কাপ নিয়ে পাথরের ধারে গিয়ে বসল আবার। অ্যাপাচি রাতে লড়তে পছন্দ করে না, কিন্তু ওই ইন্ডিয়ানদের ভেতর অন্য গোত্রের লোকও আছে। ওদের একতিল বিশ্বাস করে না সে।

লরা কখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি। 'কী নির্জন!' বলল ও।

'ওরা ওত পেতে আছে।'

'ঠেকানো যাবে ওদের?'

'জানি না!'

সুপ খেতে শুরু করল সে, উপভোগ করছে প্রতিটা চুমুক। কানও সজাগ হয়ে আছে সেই সাথে।

'আমি খুব খুশি হয়েছি তুমি এসেছ বলে,' বলল ও।

'গ্রেই...' –কী বলবে বুঝতে না পেরে দিশেহারা বোধ করল হেলার– 'এসে পড়লাম আর কী।'

অন্ধকারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে ওরা, দুজনের নিশ্বাসে সংঘর্ষ হচ্ছে, একে অন্যের উপস্থিতি টের পাচ্ছে, কিন্তু এই মুহূর্তে এর বেশি কিছু চাইছে না।

সহসা একটা প্যাঁচার ডাক অন্ধকারে মাথাকুটে মরল। তারপর আবার।

'ইন্ডিয়ানরা তাড়াতে পারে না ওদের?' লরা জিজ্ঞেস করল।

'ওটাও তো ইন্ডিয়ান।'

'ওই প্যাঁচা? কী বলছ?'

'ওর স্বরই বলে দিচ্ছে। মানুষের কণ্ঠস্বরে প্রতিধ্বনি হয়। কিন্তু প্যাঁচার ডাকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা একজন মানুষের পক্ষে নকল করা অসম্ভব...ওর ডাক প্রতিধ্বনি তোলে না।'

হঠাৎ একটা আর্তচিৎকার উঠেই মাঝপথে থেমে গেল। ভয়চকিতভাবে ঘুরে দাঁড়াল লরা।

'ও...ও কীসের শব্দ?'

'একজন মারা গেল।'

লরার বাবা ওদের পেছনে এসে দাঁড়াল। 'শুনলে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ।'

আর কোনও শব্দ হলো না। কয়েক মিনিট পর হার্ডিকে শুনিয়ে হাডসনকে বলল হেলার, 'কিওয়া এসেছে।'

'ওই ইন্ডিয়ানটা?' চারদিকে তাকাল হাডসন। 'হতে পারে।' অন্ধকারে হেলারের পানে তাকাল সে। 'তোমার ধারণা ওকে শেষ করল ওরা?'

'না, ও-ই ওদের একজনকে খতম করল... বেশিও হতে পারে। হয়তো-বা ওই একজনই চেঁচানোর সুযোগ পেয়েছিল।'

থমথমে রাত, বাতাস বইছে। কিছুক্ষণ পর হার্ডি নেমে এসে গিবসনকে তুলে দিল। হেলারের জায়গা নিল হাডসন। ওরা দুজন শুয়ে পড়ল।

ওদেরকে কম্বল মুড়ি দিতে দেখল লরা, তারপর দুই বৃদ্ধের জন্যে ও সুপ বাড়ল।

আধো-অন্ধকারে হেলারের ঘুম ভাঙল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পাণ্ডুর। উঠে বসল সে, আঙুলের সাহায্যে চুল আঁচড়ে বুটজোড়ার দিকে হাত বাড়াল। হাডসন এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে যেখান থেকে অনেক দূর অবধি দেখতে পাবে সে। লরা ঘুমুচ্ছে। গিবসনকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

কচি লেবুপাতার মত ঘাসের রং, নিরেট কালো দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে গাছপালা, ঝোপে-ঝাপে এখনও জমাট বেঁধে আছে অন্ধকার। হাড়-কাঁপানো শীত পড়েছে।

উঠে দাঁড়াল হেলার। কোমরে গানবেল্ট ঝুলিয়ে নিজের উইনচেস্টারখানা তুলে নিল। একে একে সবকটা অস্ত্র পরীক্ষা করল।

'শান্ত?'

ওপর-নীচ মাথা দোলাল হাডসন। 'হ্যাঁ…ভীষণ শান্ত।'

এবার গিবসনকে দেখতে পেল হেলার। দুই শিলাখণ্ডের মাঝখানে ঘাপটি মেরে বসে আছে, ওদের একটু সামনে। বিশালবপু হাতছানি দিয়ে ডাকল ওকে। পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বুকে হেঁটে ওঁর কাছে গেল হেলার।

'ওটা দেখে তোমার কী মনে হচ্ছে বলো তো?'

ইশারায় একটা ইন্ডিয়ানকে দেখাল গিবসন, ঝোপের ধারে সটান দাঁড়িয়ে– দূর থেকে অসম্ভব লম্বা লাগছে।

নড়াচড়ার কোনও লক্ষণ নেই ওর মাঝে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল হেলার। 'গিবসন,' ফিসফিস করে বলল সে, 'ওই ইন্ডিয়ান মারা গেছে।'

'মারা গেছে?'

'লক্ষ্য করো… একটা গাছের সাথে বাঁধা, পা মাটিতে নেই।'

'কিওয়া?'

'বুকের ছাতি অত চওড়া লাগছে না। না, এটা ওদেরই একটা।' গিবসনের দিকে একঝলক তাকাল হেলার। 'বোধ হয় কিওয়া খুব ব্যস্ত ছিল রাতে।'

নীরবে তাকিয়ে রইল ওরা। আচমকা ঝোড়ো বাতাসে নুয়ে গেল ঘাস। একটা টামবলউইড খসে পড়ল ঝোপ থেকে, বারকয়েক গড়ান খেয়ে নিহত ইন্ডিয়ানটার কাছাকাছি এসে স্থির হলো। আরেকটা দমকা বাতাস এল, আবার গড়ান খেলো ওটা, এবং তারপর আবারও।

ওরা দুজনেই পর্যবেক্ষণ করছে লাশটাকে…বাতাস উঠল, ফের গড়ান দিল টামবলউইড।

হেলারের দৃষ্টি টামবলউইডের দিকে ঘুরে গেল। বিশাল কালো আগাছা, তবে এর চেয়ে বড়ও সে দেখেছে। আবার ডিগবাজি দিল ওটা।

'একটা মানুষ লুকিয়ে থাকার পক্ষে,' উচ্চস্বরে বলল সে, 'ওটা যথেষ্ট বড়।'

গিবসন রাইফেল তাক করল, কিন্তু হেলার আলতোভাবে কাঁধে হাত রাখল। 'দাঁড়াও,' বলল সে। 'মনে হচ্ছে এখন ব্যাপারটা বুঝতে পারছি আমি।'

ধৈর্য ধরল গিবসন, নজর রাখল।

এ-বার বাতাস ওরা যেখানে বসে আছে তার বিশগজের মধ্যে উড়িয়ে নিয়ে এল আগাছাটাকে। তারপর আর একটু কাছে এল।

'আমার ধারণা,' বলল হেলার, 'একজন সঙ্গী পেতে যাচ্ছি আমরা।'

হঠাৎ ঝোপের প্রান্তে বন্দুকের নল ঝিক করে উঠল। হেলার আর গিবসন গুলি করল, এবং ঠিক সেই মুহূর্তে টামবলউইডের ভেতর থেকে বেরিয়ে ওদের উদ্দেশে ছুটে এল কিওয়া।

'তিরিশজনের মত হবে,' কিওয়া বলল। 'আমি দুটোকে সাবাড় করেছি।'

সহসা হাডসনের রাইফেল গর্জে উঠল, পরমুহূর্তে দ্বিতীয় গুলির শব্দে প্রথমটার আওয়াজ ঢাকা পড়ে গেল।

'তোমরা এসো, নাস্তা করবে,' বলল হাডসন। 'ওরা আসছে।'

আচমকা তীব্র আক্রমণ চালাল অ্যাপাচিরা। এক দীর্ঘদেহী ইন্ডিয়ানের বুক লক্ষ্য করে রাইফেল তাক করল হেলার। লোকটাকে দেখে অ্যাপাচি বলে মনে হলো না ওর, ইউমা গোত্রের সাথেই চেহারার মিল বেশি। প্রচুর সময় নিয়ে লক্ষ্য স্থির করল সে, তারপর ট্রিগার টিপল।

মাঝপথে থমকে দাঁড়াল ইন্ডিয়ানটা। এলোমেলোভাবে একটা পা বাতাসে ছুঁড়ে অন্য পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে ঘুরে গেল, যেন ব্যালে নৃত্যের কোনও অসম্ভব কসরত দেখাচ্ছে– তারপর কাটা কলাগাছের মত দড়াম করে আছড়ে পড়ল মাটিতে।

হামলা থেমে গেল, তবে হামলাকারীরা পালাল না; ঝোপ-ঝাড় আর পাথরের পেছনে গা ঢাকা দিল।

থেমে গেল গোলাগুলির শব্দ, থমথমে হয়ে উঠল পরিবেশ। সূর্যের পথ আগলে দাঁড়াল ধূসর মেঘ। কালচে লাল শৈলশৃঙ্গ ঢাকা পড়ল ঈষৎ কুয়াশার আড়ালে। বাতাসের সামনে মাথা নোয়াল ঘাস।

হঠাৎ গুলি ছুঁড়ল গিবসন। বুলেটের আঘাতে মাংস ছেঁড়ার বিদঘুটে শব্দ ভেসে এল।

একটা সিগারেট বানানো শেষ করে রাইফেলের ম্যাগাজিনে টোটা পুরলো হেলার। ইন্ডিয়ানরা এবার নিকটবর্তী কোনও অবস্থান থেকে হামলা চালাবে। সহসা ওর মনে হলো একটা অতিক্ষীণ শব্দ তার কানে ধরা পড়েছে, আঁচড় কাটছে কেউ। সতর্ক হয়ে উঠল সে, কিন্তু আর কিছু শুনতে পেল না। সাপ?

ওরা এ-বার ঝটিকা আক্রমণ চালাল– আচমকা, চারদিক থেকে। নিমেষে রাইফেল তুলল হেলার, মৃদু পশ্চাৎধাক্কা অনুভব করল কাঁধে, বিকট গর্জনে কানে তালা লেগে গেল। নাক কোঁচকাল বারুদ-পোড়া গন্ধে। মরিয়াভাবে গুলি ছুঁড়তে লাগল সে।

চতুর্দিকে তুমুল গুলিবৃষ্টি হচ্ছে। ওর পার্শ্ববর্তী বোল্ডারে ধাক্কা খেয়ে সবেগে ঠিকরে পড়ল একটা বুলেট। থেমে গেল আক্রমণ, আনত মেঘের তলা দিয়ে পর্বতমালার ও-পারে মিলিয়ে গেল আওয়াজ।

একটা কাশির শব্দ পেয়ে ফিরে তাকাল হেলার। মারাত্মক আহত হয়েছে হার্ডি। প্রবল রক্তপাতে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

ওর পাশে বসে আছে লরা।

'তুমি··· তুমি হেলারের সাথে থেকো··· ও··· সেরা। দোয়া করি তোমরা সফল হও।'

ওর কাছে গেল হেলার। 'হার্ডি, তুমি মহৎ। এ-সময় তোমার পাশে থাকতে পেরে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি।'

'এই ভাল হলো···ফাঁসির চেয়ে ঢের ভাল।'

কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল। নিজের জায়গায় ফিরে গেল হেলার। ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত গোলাগুলি অব্যাহত রয়েছে, তবে ইন্ডিয়ানরা এখন সুবিধেজনক অবস্থানে আছে, বৃত্তের ভেতরে এসে পড়ছে ওদের গুলি—ফলে প্রতিটা বুলেটই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।

ঈষৎ সরে বসল হেলার। পরনের ময়লা কাপড় আর ঘামের দুর্গন্ধ আসছে নাকে, শেভ করাও দরকার। দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল তার আদৌ পছন্দ নয়।

হঠাৎ জামায় টান অনুভব করল সে, দেখল, বুলেটের ঘষায় কাঁধ ছড়ে গিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। ঝোপের এক অংশে কম্পন লক্ষ্য করে গুলি চালাল হেলার, সঙ্গে সঙ্গে তিনটে বুলেট আছড়ে পড়ল পাথরের গায়ে, ক্রুদ্ধ হিংস্র শিস কেটে ওপর দিকে উঠে গেল একটা।

ওকে আবার কফি দিল লরা। 'আর নেই,' ও বলল। 'পানিও ফুরাল বলে, মাত্র আধ ক্যান্টিন আছে।'

পুবাকাশে সামান্য পাতলা হয়েছে মেঘ, দূর-পাহাড়ের চূড়োয় রোদ দেখা যাচ্ছে। 'হার্ডি কেমন আছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'নেই।'

ভীষণ করুণ শোনাল লরার গলা, চকিতে ওর দিকে তাকাল সে। ম্লান, শোকাহত চেহারা, বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে ডাগর চোখ দুটো। ওর কাঁধে হাত রেখে মৃদু চাপ দিল হেলার।

একঢোকে কফি শেষ করে খালি কাপটা ফেরত দিল। ঝট করে ওর চোখের পানে তাকাল লরা, তারপর চলে গেল।

একটা ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। ওদের পক্ষে আর কেউ আহত হয়নি, প্রতিবারেই অল্পের জন্যে রেহাই পেয়েছে। ওরাও মারতে পারেনি কাউকে, এমনকী লক্ষ্যস্থিরের মত কোনও নিশানা পর্যন্ত চোখে পড়েনি।

এ-বার ঘোড়ায় চেপে আকস্মিক হামলা চালাল ওরা। ঝোপ ভেঙে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধেয়ে এল। প্রতিপক্ষ গুলি চালাতেই, কাছাকাছি যে-সব ইন্ডিয়ান লুকিয়েছিল তারা আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে পাথরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

হেলার গুলি করল। একটা ঘোড়া সামনের দুই পা শূন্যে তুলে দিয়ে পিঠ থেকে ফেলে দিল আরোহীকে। পরমুহূর্তে একজন ইন্ডিয়ান রক্তাক্ত দেহে পাথর টপকে এ-পাশে চলে এল। ওর কপাল লক্ষ্য করে সপাটে রাইফেলের কুঁদো হাঁকাল হেলার। থেঁতলে গেল মুখ, তোবড়ানো কপালের পেছনে অদৃশ্য হলো দু'চোখ। পরক্ষণে রাইফেল নামিয়ে আরেকটাকে গুলি করল। ইতিমধ্যে পাথরের ফাঁক গলে একজন ইন্ডিয়ান ঢুকে পড়েছিল ভেতরে, তার ধাক্কায় ও পড়ে গেল

মাটিতে। হাত থেকে ছিটকে পড়ল রাইফেল, অ্যাপাচিটা কুঠার তাক করল, পয়েন্ট ফোর-ফোর বের করে ওর কপালে ত্রিনয়ন সৃষ্টি করল হেলার।

ওদিকে হঠাৎ গুলি লাগল গিবসনের বুকে, ওর বিরাট দুথাবায় একটা ইন্ডিয়ানের টুঁটি চেপে ধরে পাথরের গায়ে ঢলে পড়ল বিশাল-বপু। ছাড়া পাওয়ার জন্যে উন্মত্ত মরিয়া চেষ্টা চালাল যোদ্ধা; কিন্তু গিবসনের বজ্রমুঠি প্রবল শক্তিতে আরও এঁটে বসল।

হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল গিবসনের, তবু মৃত ইন্ডিয়ানের টুঁটি ছাড়ল না। আবার থেমে গেল হামলা– কেবল হাঁটু ভেঙে পড়ে রইল গিবসন, রক্তে ভেসে যাচ্ছে শার্ট, প্রকাণ্ড মুখটা ভয়ঙ্কর ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। কথা বলতে চাইল, পারল না। এবং ওভাবেই মারা গেল সে– হাঁটুতে ভর দিয়ে অ্যাপাচির টুঁটি চেপে ধরে।

দুজন শেষ… অথচ সামনে গোটা দিন পড়ে রয়েছে।

তেরো

গম্ভীর আকাশ। ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। তাজা ঘোড়ায় চেপে ট্রেইল ধরে ছুটে চলেছে পোসি। দস্যুদের ছায়াও দেখা যাচ্ছে না এখনও, হয়তো ইতিমধ্যে পেরিয়ে গেছে সীমান্ত, কিন্তু ওদের পিছু ধাওয়াতে এতটুকু ঢিলে নেই। ওবারো শহরের মর্যাদা নির্ভর করছে ওর ওপর, পিট রানিয়নের ব্যক্তিগত ঝালও আছে– বোকা বানানো হয়েছে তাকে।

'ওরা যেখানেই থাকুক,' বলল গুলি উইড়িন, 'বিপদে পড়েছে। অ্যাপাচিদের এতটা পশ্চিমে আসতে দেখে অবাকই লাগছে আমার।'

'দলছুট… নানান গোত্র থেকে এসে জট পাকিয়েছে।'

পিট রানিয়ন শঙ্কিত বোধ করছে। ইন্ডিয়ানরা সংখ্যায় প্রচুর, অথচ তার দলে আছে মাত্র পঁচিশজন– স্বাভাবিক অবস্থায় যথেষ্ট শক্তিশালী দল, তবে এখন পরিস্থিতি মোটেও তা নয়। আউট-লদের বিরুদ্ধে পোসি পরিচালনা করার পেছনে ন্যায়-নীতির প্রশ্ন জড়িত, কিন্তু লুটেরা অ্যাপাচিদের হাতে কেউ নিহত হলে তীব্র সমালোচনা হবে তার।

অবশেষে অনেক ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিল দুপুরের মধ্যে কোনও ফল না পেলে বাড়ি ফিরে যাবে। সূর্যের দিকে তাকিয়ে বুঝল দুপুর হতেও আর বেশি বাকি নেই।

'সেটাই বোধ হয় সবচেয়ে ভাল হবে,' সায় দিল উইড়িন। 'তবে মানুষ আশা ছাড়তে চায় না সহজে।'

পুরো ব্যাপারটা আগাগোড়া খতিয়ে বিচার করল পিট রানিয়ন, হেলার সম্পর্কে যা জানে সব মনে করতে চেষ্টা করল। অন্যরাও পরিচিত, তবে ওদের পাকড়াও করে ওই টাকা উদ্ধার করতে হলে তাকে হেলারের মতি গতি আঁচ করতে হবে আগে।

হেলার, কোনও সন্দেহ নেই, এই অঞ্চল চেনে, এবং খবর যা পাওয়া গেছে

তাতে মনে হচ্ছে গিবসনও নতুন নয়। ইন্ডিয়ান এলাকার বুক চিরে বেরিয়ে যাওয়ার মত বুকের পাটা হেলারের আছে। টিনাজার সন্ধান জানা থাকলে চারজন লোকের পক্ষে দুর্গম পথে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু পোসি তা পারবে না; তাদের দল বড়– চোখে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

সমস্যাটা বিবেচনা করে উইডিনও একমত হলো রানিয়নের সঙ্গে। 'ও সীমান্তের পানে মোড় নিয়ে থাকলে আমাদের আর কোনও আশা নেই। তবে একটা ব্যাপার কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না, সীমান্তই যদি ওর লক্ষ্য হবে তা হলে এতটা পশ্চিমে সরে এসেছে কেন।'

ওদের ট্র্যাকার, মার্ক অ্যারো, একজন ইন্ডিয়ান। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ট্রেইল পরীক্ষা করল সে, তারপর ওদের জন্যে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

'সোজা গেছে,' বলল সে। 'ওই লোকটা আর মেয়েটার পথে।'

ভ্রূ কুঁচকে অ্যারোর-দেখানো ট্র্যাকগুলোর দিকে তাকাল রানিয়ন। ওই জোড়ের ছাপ ইতিপূর্বে চোখে পড়েছে তাদের। শাভেজ স্টোরের আশপাশে, যেখানে নিঃসন্দেহে হেলার তার বাড়তি ঘোড়াগুলো রেখেছিল, ওদের ট্র্যাক সে দেখেছে।

দক্ষিণে, সীমান্তের ও-পারে গেলে বব নিরাপদ; সে-ক্ষেত্রে ও কেবলই পশ্চিমে যাচ্ছে কেন? হেলারের স্বভাব-চরিত্রের কথা মনে রেখে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে লাগল রানিয়ন। অ্যারোর দিকে তাকাল।

'তুমি নিশ্চিত যে ওটা মেয়ে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'ছোট ছোট ট্র্যাক, লঘু চপল পায়ে হাঁটে। হ্যাঁ, ওটা মেয়েই। ও যেখানে ঘুমিয়েছিল সে-জায়গাটাও দেখেছি আমি। বয়েস খুব বেশি হবে না।'

'মার্ক অ্যারো যখন বলেছে ওটা মেয়েলোকের ট্র্যাক, তখন আর কোনও সন্দেহ নেই। প্রথমে ওই লোক আর মেয়েটা,' যোগ করল সে, 'তারপর বেশ কজন ইন্ডিয়ান। সবশেষে সদলে হেলার।'

স্যাডলে নড়েচড়ে বসল উইডিন, দাঁত দিয়ে চুরুটের গোড়া কাটল। 'হেলারকে আমরা চিনি,' শান্ত গলায় বলল সে; 'এটাই তো ওর জন্যে স্বাভাবিক। হানির দোকানে নিশ্চয়ই দুজনের সাথে ওর পরিচয় হয়েছে... তারপর দেখেছে ইন্ডিয়ানরা পিছু নিয়েছে ওদের।'

'একটা ঘোড়ায় দুজন,' বলল পিট রানিয়ন। 'কোনও আশাই নেই ওদের।'

মাটির দিকে ইশারা করল অ্যারো। 'এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছে ওরা। প্রথমে একজন গেছে... অন্যরা তার পিছু নিয়েছে, প্রতিবারে একজন করে।'

পোসি সদস্যরা পরস্পরের দিকে তাকাল। একজন ছাড়া ওদের সবাই পশ্চিমের লোক। হেলারের মনোভাব বুঝতে পারল ওরা। দাঁওটা সে বড়ই মেরেছে, ষাট হাজার ডলারের সোনা আছে তার কাছে, একবার বর্ডার পেরুতে পারলে কেউ তার টিকিও ছুঁতে পারবে না– কিন্তু এখানে একজোড়া নরনারী বিপদে পড়েছে মোটে একটা ঘোড়া আছে তাদের সঙ্গে ইন্ডিয়ানরা তাদের পেছনে লেগেছে... এবং ওরা হয়তো জানেও না সেটা।

পরিষ্কার ছবি: হেলার সাহায্য করতে গেছে, অন্যরা অনুসরণ করেছে তাকে।

'ওই গিবসন লোকটার মাঝেও,' বলল উইডিন, 'মানবতা আছে।'

'তো আমরা যাদের খুঁজছি,' ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে বলল রানিয়ন, 'তারা হাই লোনসামে গেছে। চলো আমরাও যাই।'

তবে একটা ব্যাপারে অস্বস্তিতে পড়ল রানিয়ন। পশ্চিমের মানুষের যা স্বভাবধর্ম, তার মাঝেও সততা আর ন্যায়বোধটি প্রবল। জানে একজন মানুষকে তার উদ্দেশ্য আর পরিণাম দিয়ে বিচার করতে হয়। এবং ওই বোধ থেকেই সে উপলব্ধি করছে হেলার আর তার দলের লোকেরা ক্ষণিকের পরিচিত দুটি বিপদগ্রস্ত নরনারীকে সাহায্যের জন্যে নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হেলায় বিসর্জন দিয়েছে।

এই ঘটনার পর হেলারকে আটক করতে আনন্দ লাগবে না, অথচ এ ছাড়া কোনও উপায়ও নেই তাদের। ধরতে হবে কিংবা মেরে ফেলতে হবে।

মৃদুস্বরে নিজেকে অভিসম্পাত দিল রানিয়ন। উইডিন তাকাল ওর দিকে। 'ওলি, ওই বোকাটা আমাকে তুলোধুনো করতে পারত। সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে– দুবার।'

'তাই।'

'আর এখানেই আমার মাথা গরম হয়ে গেছে। আমাকে নিয়ে খেলছিল ও!'

'একমত হতে পারলাম না,' নির্মম নিষ্ঠুর শোনাল উইডিনের মন্তব্য। আমিও দেখেছি লড়াইটা। তুমি যাই মনে করো না কেন, ও তোমাকে সুযোগ দেয়নি। কালক্ষেপণ করছিল। আসলে তোমাকে নিয়ে নয়, ওর মাথাব্যথা ছিল ব্যাঙ্কের ওই লুটেরাদের নিয়ে।'

মনে মনে নিজের ওপর রাগে গজরাচ্ছে রানিয়ন। লড়াই চলাকালে ও ঠিকই অনুমান করেছিল কোথাও একটা গোলমাল আছে, হেলারের ভাবগতিক বেখাপ্পা ঠেকেছিল। ও ঠাট্টা-তামাসা করার লোক নয়– পিটিয়ে লাশ বানিয়ে দেবে, কিন্তু বিদ্রূপ করবে না। আসলে তার বুদ্ধি ঘোলা করে দেয়ার জন্যেই তাকে খেপিয়ে তোলার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল সে।

'তবে,' নরম সুরে বলল উইডিন, 'ও আমাদেরই একজন। কাজটা বাইরের কেউ করে

রানিয়ন তার সঙ্গীদের মেজাজ-মর্জি বোঝে, তাই উপলব্ধি করছে প্রথমটায় ঠকে গিয়ে ক্ষিপ্ত হলেও, একটা ব্যাপারে ওদের রাগ পড়ে এসেছে: হেলার একদা ওবারো শহরের লোক ছিল। ওদের বন্ধু ছিল। এই দলের অনেকেই যেমন উইডিন, ওর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইন্ডিয়ানদের সাথে লড়েছে। গরুর গায়ে মার্কা লাগিয়েছে।

এপার্সন উত্তেজনাপাগল লোক। পোসিতে সেও যোগ দিয়েছে। রানিয়নের পাশে চলে এল সে। 'পিট, ইন্ডিয়ানরা বোধ হয় আগেই কেল্লা ফতে করে দেবে।'

'আমাদের ঝামেলা কমবে তাতে,' বলল একল্স্।

উইডিনের সাথে দৃষ্টি বিনিময় এপার্সন। স্পষ্ট বিরক্তি ফুটে উঠেছে সেখানে। 'ঈশ্বর করুন, অমন কপাল যেন কারও না হয়,' ঝাঁঝের সাথে বলল সে।

'আউট-ল,' জবাব দিল একল্স্। 'কাঁচ কী?'

ঘোড়ার পেটে স্পারের খোঁচা দিয়ে গতি বৃদ্ধি করল ব্ল্যানিয়ন। একলস্ এখানে নতুন। জানে না অ্যাপাচিরা কী করতে পারে। এমনিতে ছেলেটা ভালই, তবে শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

মেঘের ফাঁক দিয়ে রোদ উঁকি দিয়েছে। আরেকটা ভ্যাপসা গুমট দিন শুরু হতে যাচ্ছে। মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ ওর নাকে আসছে, দীর্ঘ খরার পর বৃষ্টি এলে ওই গন্ধ হয়।

তার দলের অধিকাংশ লোকই বিবাহিত। বাড়িতে বউ-ছেলেমেয়ে আছে। ওদের এখন বাসায় থাকার কথা, ভাবছে সে, ইন্ডিয়ান প্রান্তরে আউট-লদের পিছু ধাওয়া করার কথা নয়। ষাট হাজার ডলার এমন কী টাকা? কত লোকের জীবন কেনা যাবে ওই টাকা দিয়ে? এদের কেউ নিহত হলে ওই টাকা দিয়ে কি তার শোক ভোলা যাবে?

ও যখন এইসব সাত-পাঁচ ভাবছে, হঠাৎ দূরে হাই লোনসামের আশপাশে কোথাও গুলির শব্দ হলো।

শান্ত পরিবেশে অনেকক্ষণ তার গুঞ্জন জেগে রইল। স্যাডলে আরেকটু সোজা হয়ে বসল ওরা, কেউ কারও দিকে তাকাল না। পরমুহূর্তেই যেন ঢাকে বাড়ি দিল রাইফেলের আওয়াজ।

ক্যানিয়নের নীচে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল যুদ্ধের দামামা।

'পিট, বুঝলে কিছু?'

'হাই লোনসাম... ওরা রুখে দাঁড়িয়েছে ওখানে।'

সহসা চুপ করল ওরা, ক্ষীণতম শব্দের অপেক্ষায় কান সতর্ক হয়ে উঠল। প্রখর দিবালোকে ছুটে চলল পঁচিশজন সশস্ত্র লোক।

হার্ডি, গিবসন... দুজন নির্ভরযোগ্য লোক নেই।

হেলার বেষ্টনীর মাঝে ঘুরে ঘুরে ওদের অস্ত্রগুলো সংগ্রহ করল। প্রত্যেকের গা থেকে কার্তুজ বেল্ট আর পিস্তল খুলে নিল।

কিওয়া সিগারেট বানাচ্ছে। ওর কপালের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে, লরা বন্ধ করার চেষ্টা করছে। 'মনে হচ্ছে পারব না আমরা,' বলল কিওয়া।

'বোধ হয়।'

গিবসনের রাইফেলে টোটা পুরে বোল্ডারের গায়ে হেলান দিয়ে রাখল হেলার। হাতের কাছে লোডেড রাইফেল একজন বাড়তি লোকের মতই কাজ দেয় প্রায়—তবে অতটা বিশ্বস্ত নয় এই যা।

'কিওয়া... ওরা যদি আমাকে খতম করে দেয়, লরাকে মেরে ফেলো।'

'আচ্ছা।'

সিগারেটে টান দিল কিওয়া। ওর একটা চোখ ফুলে আছে, হেলার অনুমান করতে চেষ্টা করল রাতে ওই ঝোপ-ঝাড়ে কী ঘটেছে। 'তবে যাই বলো, আমরা লড়ছি কিন্তু জবর। ওদের অনেকগুলো অক্কা পেয়েছে,' বলল দোআঁশলা।

ভালই লড়ছিল ওরা। তার চারপাশের এই লোকগুলো, জীবিত এবং মৃত, বহুবার বন্দুক ব্যবহার করেছে এর আগে। ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়েছে, মোষ

শিকার করেছে। হরিণ পাহাড়ী মেষ আর ভাল্লুক মেরেছে। জানে কীভাবে গুলি করতে হয়– এবং কখন।

ক্যানিয়নের ঢালে তাকাল হেলার। কোথায় পোসি? তার কপালে যাই হোক, এখন মনে-প্রাণে ওদের সাহায্য সে কামনা করছে। লরাকে বাঁচাতে চায় সে, চায় হাডসন আর কিওয়া বাঁচুক।

তবে মুশকিল একটাই: ইন্ডিয়ানদের সর্বদা আগেভাগে দেখা যায় না। ওরা নিশ্চয়ই জানে এ-পক্ষের দুজন মারা গেছে, বৃত্তের ভেতরে একটা মেয়ে আছে। সত্যি বলতে কী, ওদের অধ্যবসায়ের অন্যতম কারণ লরা এবং অস্ত্রশস্ত্র। ইন্ডিয়ানরা সব সময় রাইফেল আর গোলাবারুদের অভাবে ভোগে।

ঘাস ঝোপ আর গাছ-গাছালির ওপর তীক্ষ্ণ নজর বোলাল সে। দুজন লোক মারা গেছে, অথচ ওদের কারোরই আসার দরকার ছিল না এখানে।

ওরা এসেছিল কিছুটা তার প্রতি আনুগত্যের খাতিরে; কিছুটা এই হাস্যোজ্জ্বল মেয়েটার মায়ায় জড়িয়ে; আর কিছুটা ওরা সবাই, কমবেশি, মনে মনে বীরধর্মকে পুজো করে বলে।

কোনও শব্দ বা নড়াচড়ার আভাস নেই। এই প্রতীক্ষার পালা ভীষণ বিরক্তিকর, পরিণামফলের চেয়েও ভয়ঙ্কর। মৃদু-মন্দ হাওয়ায় ঘাসলতাপাতা কাঁপছে। মেঘ কেটে গিয়ে রোদ হেসে উঠেছে। পাহাড়ের মাথায় জ্বলজ্বল করছে ভোরের সূর্য। নীচে হাই লোনসাম ক্যানিয়নে সময় যেন থমকে গেছে।

হেলারের পাশে এসে বসল হাডসন। 'তোমার মত লোককে জামাই করতে চাইনি আমি– তবে যদি এই নরক থেকে বেরুতে পারো, হেলার, তোমার প্রতি আমার আশীর্বাদ রইল।'

'এর চেয়ে বেশি কিছু আমি চাইও না, বিল।'

বেরোবে? কে বেরোতে যাচ্ছে?

হঠাৎ একজন ইন্ডিয়ানকে দেখা গেল, একটা উঁচু টিলার ওপর উঠছে। ইন্ডিয়ানরা ওখানে উঠতে পারলে ওদের আর কোনও সুযোগই থাকবে না। এতক্ষণ ওরা চেষ্টা করেনি তার কারণ ওটা অত্যন্ত বিপজ্জনক চড়াই।

হেলার রাইফেল তুলল। মগডালের আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে ইন্ডিয়ানটা, মসৃণ দেয়াল বেয়ে উঠে যাচ্ছে মাকড়সার মত। গুলি করল হেলার, ওরা দেখল অ্যাপাচির বাড়ানো হাতটা লাল হয়ে গেল। হাডসন গুলি করল। ট্র্যাপিজের মুদ্রার মত বাঁকা হয়ে গেল ওর পিঠ, তারপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে গেল।

এ-বার ধেয়ে এল ওরা।

রাইফেল নামিয়ে রেখে ওর সিক্সগুটার দুটো বের করল হেলার। পাথরের কিনারে রেখে অবিরাম গুলি ছুঁড়তে লাগল।

একটা কিছু সজোরে আঘাত করল তাকে, আধপাক ঘুরল সে। বারুদের ধোঁয়ার আড়াল থেকে একটা হিংস্র মুখ উঁকি দিচ্ছে। গুলি করল সে, নিমেষে অদৃশ্য হলো মুখটা।

লরার অবস্থা দেখতে ঘুরল হেলার। এক বিশালদেহী যোদ্ধার সাথে হাডসনকে হাতাহাতি করতে দেখল, প্রাণপণ চেষ্টা করছে ছুরি বের করতে। যত্নের

সঙ্গে নিশানা স্থির করল সে এবং পরমুহূর্তে ইন্ডিয়ানের কানে তপ্ত সীসা ঢুকে গেল। দেখল হাডসনের চোখজোড়া ওর দিকে ঘুরে গেছে, তারপর নিজেও দ্বন্দ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। ইন্ডিয়ানটা সুযোগ পেয়ে ওর বুকের ওপর চেপে বসল– ওর গা থেকে লুট-করা সস্তা পারফিউমের গন্ধ বেরুচ্ছে।

উঠতে চেষ্টা করল হেলার, সজোরে ওর কাঁধে কামড় বসাল আদিবাসী। আরেকটা অ্যাপাচি বেড়া টপকে ভেতরে আসতে নিয়েছিল, শোয়া অবস্থা থেকেই তাকে গুলি করল সে। কিওয়া উবু হয়ে ওর দিকে একটা বউই নাইফ এগিয়ে দিল।

কিওয়া উঠে দাঁড়াবে, হেলার দেখল, আচমকা এক সঙ্গে তিনটে গুলি এসে বিঁধল ওর বুকে-পেটে। পাথরের গায়ে ছিটকে পড়ল সে। হেলার তাকাল ওর দিকে, মনে হলো কিওয়ার ঠোঁটে যেন স্বর্গীয় হাসি ফুটে উঠেছে, হাত তুলে তাকে বিদায় জানাতে চেষ্টা করছে। তারপর এক দিকে ঢলে পড়ল মাথাটা।

হঠাৎ ওর চোখের কোণে নড়াচড়া ধরা পড়তে সে-দিকে তাকাল হেলার। এক ইন্ডিয়ান জাপটে ধরেছে লরাকে। চকিতে সারা শরীরের জোর খাটিয়ে গা ঝাড়া দিল সে। বুকের ওপর থেকে অ্যাপাচিটা পড়ে যেতেই ওর মাথায় গুলি করল।

ঝাঁকুনি খেয়ে পিস্তলটা পড়ে গেল ওর হাত থেকে। কিওয়ার ফেলে-যাওয়া বউই নাইফ তুলে নিয়ে লরাকে বাঁচাতে ইন্ডিয়ান ব্যূহে ঢুকে পড়ল।

ডানে-বাঁয়ে ছুরি চালাতে লাগল, রক্তে ভিজে লাল হয়ে উঠল ব্লেড। ওর জামা ছিঁড়েছুটে গেল, তবু ইন্ডিয়ানরা রণে ভঙ্গ না দেয়া পর্যন্ত খ্যাপা ষাঁড়ের মত লড়াই চালিয়ে গেল সে··· হঠতে শুরু করল ওরা··· আরও সরে গেল···

দৌড়ে গুপ্ত আশ্রয়ের বাইরে চলে এল সে। ডানে-বাঁয়ে শত্রুর খোঁজ করল রক্তের নেশায়। কোনও গোলমাল হয়েছে– একটাও ইন্ডিয়ান চোখে পড়ল না। আধপাক ঘুরেছে হঠাৎ শুনতে পেল লরা কী যেন বলল, ওর দিকে একটা উইনচেস্টার ছুঁড়ে দিল।

শূন্যে খপ করে ওটা ধরল সে, তারপর ছুটতে শুরু করল– কেন বা কোথায় জানে না। পা বেধে ভেজা ঘাসের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল, উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু পরিবর্তে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল। ঝোপের ছায়া ঘিরে ধরল তাকে, পশুর মত হামা দিয়ে গভীরতর অন্ধকারে ঢুকে গেল সে। একটা কথাই শুধু মনে আছে, লরা কী যেন চেঁচিয়ে বলছিল তাকে।

কী বলছিল? কোনও হুঁশিয়ারি? ইন্ডিয়ানরাই-বা গেল কোথায়?

দূর থেকে মেঘগর্জনের মত শব্দ ভেসে এল, শরীরে ভূকম্পন অনুভব করল সে। বজ্রনির্ঘোষ কাছে এসে সহসা মিলিয়ে গেল··· একা হয়ে পড়ল সে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার এঁটে বসল চারদিক থেকে, স্মৃতিশক্তি লোপ পেল··· মৃত্যুর সময় কি এ-রকম অনুভূতিই হয়?

পিট রানিয়নের নেতৃত্বে ওবারো পোসি ঝড়ের বেগে হাজির হলো। অর্ধবৃত্তাকারে এল ওরা, ওদের খুরের আঘাতে বজ্রপাণির বজ্রবান ছুটল।

রাইফেল বাগিয়ে হাই লোনসামে ছুটে এল ওরা মৃত্যুপুরীর নীরবতা নেমে

এসেছে। শূন্য বেসিন। ক্যানিয়নের গোলকধাঁধায় থমথমে পরিবেশ বাসা বেঁধেছে।

কিছুক্ষণ আগে যে-জায়গা রাইফেলের শব্দে মুখর ছিল, এখন সেখানে বাতাস বইছে। একটা শকুন চক্কর দিচ্ছে আকাশে, শিগগিরই আরও এসে যোগ দেবে।

শবযাত্রীর মত ধীর গতিতে এগিয়ে গেল ওরা। জানে মৃত্যুপুরীতে ঢুকছে, এভাবে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

মেসকুইট ঝোপের ধারে একটা নিঃসঙ্গ ধূসর গেল্ডিং দাঁড়িয়ে। আশপাশে অসংখ্য অ্যাপাচি আর ইউমার লাশ। চিরাচরিত রীতি ভেঙে নিহত সঙ্গীদের ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে ইন্ডিয়ানরা।

ওদের সামনেই গুপ্ত আশ্রয়… ভেতরে…?

হঠাৎ একজন বৃদ্ধ বেরিয়ে এল, সারা গায়ে রক্তের ছোপ। সঙ্গে একটা মেয়ে, পরনে ছেঁড়া কাপড়। ভয়-বিস্ফারিত চোখ, তবে সুন্দরী।

'ওদের কোনও আক্কেল নেই, পিট,' বলল উইডিন। 'জিততে পারবে না জেনেও লড়তে এসেছিল।'

বিল হাডসন আর লরা দাঁড়িয়ে রইল। 'হাই,' বলল হাডসন। 'শেষ-সময় এসেছ তোমরা।'

পিট রানিয়ন ওর পাশ দিয়ে বৃত্তের মাঝে তাকাল। তারপর ঘোড়া নিয়ে আরেকটু এগিয়ে গেল। স্যাডল থেকে ভেতরটা, যেখানে ওরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

একটা অ্যাপাচির মৃতদেহ দেখতে পেল, তারপর গিবসনকে– পাথরের ওপর আধশোয়া ভঙ্গিতে পড়ে, সামনে অদূরে একটা কার্তুজ পড়ে আছে মাটিতে। ওর পাশে ধুলোয় লুটাচ্ছে এক ইন্ডিয়ান। জিভ বেরিয়ে গেছে আধহাত, চোখ উল্টে রয়েছে।

গিবসন… সাতটা রাজ্যে ওই বিশালবপুর নামে হুলিয়া রয়েছে। হার্ডি… চাবুকের মত শরীর, শক্তপোক্ত, দক্ষ পিস্তলবাজ। যেখানে শেষ গুলিটা লেগেছিল সেখানেই পড়ে আছে। ওর মুখের কাছে নুড়িপাথরগুলো কালো হয়ে গেছে রক্তে।

'ওই যে থলেগুলো,' বলল এপার্সন। তবে তোলার ব্যাপারে একটুও আগ্রহ দেখাল না– স্রেফ তাকিয়ে রইল।

একল্স্ চারপাশে তাকাতে লাগল। কিওয়ার লাশ চোখে পড়ল, তারপর আরও সামনে দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। মুখ খুলতে গেল সে, কিন্তু উইডিন বাধা দিল।

'জবর লড়াই হয়েছে। সতেরো-আঠারোটা ইন্ডিয়ান মরেছে।'

সাবধানী দৃষ্টি মেলে আশপাশে তাকাল উইডিন। বাকি সবাই অস্বস্তিভরে দূরে তাকিয়ে রইল– আকাশে পাহাড়ে। একজন পাথরে তার গোড়ালি ঠুকল, খুক করে কেশে উঠল আরেকজন।

'আমাদের সরে পড়া উচিত, পিট,' নির্লিপ্ত সুরে বলল উইডিন। 'দলে ভারি হয়ে লাশ নিতে আসবে ওরা।'

ঝট করে দুজন তাদের ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল, যেন পালাতে পারলে বাঁচে। তৃতীয় এবং চতুর্থজন অনুসরণ করল ওদের। অধিকাংশই নামেনি স্যাডল থেকে।

ওরা কেউই ধূসর গেল্ডিংটার দিকে তাকাচ্ছে না।

'অ্যাপাচিদের ঘোড়া থেকে আমরা দুটো নেব,' বলল হাডসন। 'ক্যালিফোর্নিয়ায় যাব।'

'এতসবের পরেও?'

'গন্তব্যে পৌঁছুতেই হবে।'

গেল্ডিংটা দেখানোর জন্যে হাত তুলতে যাচ্ছিল একল্স্, উইডিনের সাথে চোখাচোখি হতেই মাঝপথে ওর হাত থেমে গেল, দ্রুত ওখান থেকে সরে গেল সে।

পিট রানিয়ন একটা সোনার থলে উইডিনকে ধরিয়ে দিয়ে আরেকটা নিজে নিল। ধীরে ধীরে চারপাশে নজর বোলাতে লাগল সে, সতর্ক রইল যাতে কোনও রকম কৌতূহল প্রকাশ না পায়। মাটিতে পায়ের ছাপ আর ধস্তাধস্তির চিহ্ন দেখে পুরো কাহিনি আঁচ করতে চেষ্টা করল। কিছুক্ষণ পর সামনে ক্যানিয়নের দেয়াল-সংলগ্ন ঝোপটার দিকে তাকাল।

'ওখানে কিছু নেই,' মৃদু স্বরে বলল বিল হাডসন। 'ওরা অন্য দিক দিয়ে এসেছিল।'

'এরা আউট-ল,' বলল রানিয়ন 'ওবারো ব্যাঙ্ক লুট করেছে।'

বিল হাডসন সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকাল। 'তিনজন ছিল, না?'

'উঁ, হ্যাঁ,' আস্তে আস্তে বলল রানিয়ন। তাই-তো, এ-দিকটা তো ভেবে দেখেনি সে! 'হ্যাঁ, তিনজন।'

ঘোড়ার কাছে গেল রানিয়ন, স্যাডলে ব্যস্ত হয়ে উঠল ওর হাত। ক্যান্টিন খসে পড়ে গেল মাটিতে, ভ্রূক্ষেপ করল না। জিনে চেপে বলল, 'চলো, কিছুটা এগিয়ে দিই তোমাদের বাপ-বেটিকে।'

ওদের-দেয়া ঘোড়ায় চাপল হাডসন। লরা আগেই স্যাডলে বসেছে, ফ্যাকাসে হয়ে আছে মুখ। দিগন্তে তাকিয়ে আছে ও, যেন ওখানে একটা কিছু ওর মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে··· অথবা এমনও হতে পারে যে, আর কোথাও তাকাতে ভয় পাচ্ছে।

উইডিন আর মারফির দিকে আড়চোখে তাকাল হাডসন– দুজনেই পশ্চিমের পোড়-খাওয়া লোক। 'ওরা, ওই তিনজন আউট-ল, সময়মত এসে পড়েছিল। একেবারে সময়মত,' বলল সে।

'ওদের জন্যেই বেঁচে গেছ, সন্দেহ নেই,' বলল উইডিন।

পোসি বাহিনী বাড়ির পথ ধরল। উইডিনের দিকে তাকাল রানিয়ন। 'ওলি, তামাক হবে তোমার কাছে?'

'নাহ্, পিট। পড়ে গেছে কোথাও।'

গিরিখাত বেয়ে নেমে গেল ওরা, ইচ্ছে করেই পেছনে তাকাল না কেউ। কয়েক মিনিট পর লরা আর বিল হাডসন মিলিত হলো ওদের সঙ্গে।

'আমাদের ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়েছিল,' অনেকটা আপনমনেই যেন বলল মারফি, 'তবে এতে আমাদের লজ্জিত হবার কিছু নেই।'

নিস্তব্ধ বিকেল। কোনও উৎকট শব্দের কোলাহল নেই। কচি ঘাসের ডগায় কাঁপন তুলেছে বাতাস। একটা নিহত অ্যাপাচির চুল এলোমেলো হয়ে গেল।

ক্যানিয়নের দেয়াল-সংলগ্ন ঝোপ থেকে গুটিপায়ে বেরিয়ে এল দীর্ঘদেহী এক যুবক। খোঁড়াতে খোঁড়াতে গেল্ডিংয়ের দিকে এগিয়ে গেল সে, কীভাবে যেন ওটার লাগাম আটকে রয়েছে ডালে। হেলারের পা থেকে রক্ত ঝরছে, কপাল কেটে গেছে, তবে রাইফেলটা হাতছাড়া করেনি।

ওর গানবেল্ট ঝুলছে পোমেলের সাথে। পরিত্যক্ত ক্যান্টিনটা কুড়িয়ে নিল হেলার, ওটার গায়ে কালো রঙের মালিকের নাম খোদাই করা··· পিট। তামাকের থলেটা চোখে পড়তে ওটাও তুলে নিল।

আবার স্যাডলে বসল সে, কিওয়া যে-ট্রেইলটা ব্যবহার করেছিল সেটা ধরে হাই লোনসামের ওপর দিকে পাহাড়ে উঠতে লাগল।

দূর পুবে, মূল ট্রেইলে, একটা ছোট্ট কালো বিন্দু ওর দৃষ্টি কাড়ল, সেই সাথে ধুলোর মেঘ– তিনজন আউট-লয়ের লাশ নিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে পোসি।

পাহাড়ের মাথায় ঘোড়া থামাল সে, চোখে রোদ এসে পড়েছে। মুখে দাড়ির জঙ্গল গজিয়েছে। রক্তক্ষরণের ফলে ভীষণ দুর্বল, শ্রান্তি বোধ করছে; কিন্তু ভুলেও দক্ষিণে, সীমান্তের পানে, তাকাচ্ছে না। সব পাহাড়কে ছাপিয়ে দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে ক্যাসল ডোম।

পাহাড়ের আশপাশে হালকা বেগুনি ছায়া ঘনাতে শুরু করেছে। দূরে, স্যান্ড ট্যাঙ্ক পর্বতমালা ইতিমধ্যেই প্রায় ঝাপসা হয়ে গেছে কালো পর্দার আড়ালে। ঢাল বেয়ে রওনা হলো সে– পশ্চিমে, ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে।

ভবঘুরে জীবন সাঙ্গ হবে এবার। নিরাপত্তা স্বাধীনতার জন্যে আর পালিয়ে বেড়াতে হবে না। সামনে প্রচুর কাজ, হাড়ভাঙা খাটুনি, তিলে তিলে ভরিয়ে তুলতে হবে গোলা। এখন তার সঙ্গে থাকবে একটি মেয়ে, যে তার বুকে নিরাপদ আশ্রয় আর প্রেম খুঁজেছিল, যে-অনুভূতির কথা সে ভুলতে বসেছিল।

আহত পা-খানা নাড়ল সে, ক্ষতস্থানে লতাগুল্মের পট্টি ভাল করে বসিয়ে দিল।

তার পেছনে ঘাসে কাঁপন তুলল বাতাস; এতদিন ধরে যে-পাহাড়গুলো নীরবতার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ক্ষণিকের গোলাগুলি আর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের কথা ভুলে গেছে তারা। ক্যানিয়নের ছায়ায় আপনমনে হারিয়ে গেছে সব প্রতিধ্বনি, পোড়া বারুদের গন্ধ নেই··· আছে শুধু ঘাস।

একতালে এগিয়ে যাচ্ছে গেল্ডিং, সমস্ত ক্লান্তির ছাপ দূর হয়ে গেছে বব হেলারের মুখ থেকে। নীচের ওই সমতল প্রান্তরে, কয়েক মাইল পশ্চিমে, এক বৃদ্ধ আর তার মেয়ে ওর পথ চেয়ে রয়েছে।

ওর পেছনে হাই লোনসাম গিরিখাতে দুরন্ত হাওয়া উঠল– দক্ষিণে সীমান্তে, দক্ষিণে মেক্সিকোর পানে হু-হু করে ছুটে গেল সেই বাতাস। সন্ধ্যাতারা ফুটল আকাশে।

***

ভয়

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৮

এক

খাঁ-খাঁ প্রান্তর। যোজনবিস্তৃত। কোথাও সমতল, আবার, কোথাও-বা, ভাঙাচোরা উঁচুনিচু। ধূসর ন্যাড়া বেলেপাহাড়, অথবা গাছপালায়-ছাওয়া ক্যানিয়ন। তলদেশে অগভীর ঝরনা, তিরতির বয়ে চলেছে, এঁকেবেঁকে।

মাথার ওপর নির্মেঘ রোদজ্বলা আকাশ। প্রায় ফাঁকা—কেবল দূরে, দিগন্তের কাছে, অলস চক্রে উড়ছে গুটিকতক শবভুক পাখি, কখনও স্থির ভেসে থাকছে।

প্রথম দেখায় শ্রীহীনই মনে হবে মেয়েটিকে। মুখ লাল পরিশ্রমে, দুপুরের রোদে-ঝলসানো লাল। কপালে ঘাম, চোখ ছুঁয়ে ধূলিমলিন গাল বেয়ে নেমে এসেছে কিম্ভূতকিমাকার সব দাগ কেটে।

চুলে জট, কিন্তু সেদিকে ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। গরম আর অতিরিক্ত পথচলায় হাই-বাটন জুতোর ভেতর জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে মেয়েটার পায়ের চেটো, ব্যথা করছে। জুতোজোড়ার প্রায় জীর্ণদশা, তবে সে যখন বাড়ি থেকে পালায় তখন ওরকম ছিল না। ওর স্কার্টও ছিঁড়ে গেছে কয়েক জায়গায়। ফলে হামেশাই হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে সে।

এই অল্পকিছুক্ষণ আগেও, ঘন ঘন পেছন ফিরে তাকিয়েছে ও, ভয়ার্ত চোখে। কিন্তু এখন আর সে কোনকিছুকে পরোয়া করে না। সোজা সামনে হাঁটছে, একসময়ের লাবণ্যভরা চেহারায় অবসাদ, মেনে নিয়েছে নিয়তিকে। যদি ধরা পড়ে, তার দফা শেষ। মরতে হবে। আর যদি দয়া হয় ঈশ্বরের, তার ট্রেইল খুঁজে পাবে না শত্রু, নিজের গন্তব্যের দিকে সে এগিয়ে যেতে পারবে। মেয়েটি জানে, যাওয়ার মত এখন তার একটামাত্র জায়গা আছে: সবথেকে কাছের প্রতিবেশীর বাসা—চল্লিশ মাইল দূরে।

অনলবর্ষী সূর্য মাথায় করে নাগাড়ে এগিয়ে চলল ও।

এখানে যাদের বাস, তারা জানে এই দেশটাকে—হয়তো প্রশংসাও করে এর রুক্ষ ভয়াল সৌন্দর্যের। সমীহ করে এ-দেশকে তারা, নয়তো ভয় কিংবা ঘৃণা। কিন্তু ভালবাসে না। ভালবাসা মানুষের বিনম্র একটা অনুভূতি। এখানে, আর যা-ই থাক, নম্রতা নেই।

গ্রীষ্মে, সূর্য এ-দেশে নির্মম। তাপের আওতায় যা কিছু পায় পুড়িয়ে ফেলে, পানি শুষে নেয়। শীতে, উত্তরের গাছপালায় ছাওয়া দূরের পাহাড়পর্বত থেকে উত্তুরে হাওয়া বয়। মেয়েটার এ-সবই শোনাকথা, দেখেনি কখনও। এও শুনেছে, এসময়ে তুষার জমে বরফ হয়, ক্ষুধার্ত গরুবাছুরের নাগাল থেকে লুকিয়ে ফেলে ঘাসকে।

এর বেশি কিছুই জানে না ও ওর বাবা এখানে এসেছিলেন আঠারোশো পঞ্চাশ-য়ে। শৈশবে প্রথম যে-আকাশটিকে ও দেখেছে সেটাই এ-মুহূর্তে রয়েছে

মাথার ওপরে; কচি পা দুটো প্রথম যে-মাটি স্পর্শ করেছিলেন, এখন সে তার ওপর দিয়েই হাঁটছে।

সূর্যাস্তের সময় থামল ও, কাছেই আকাশ-ছোঁয়া বেলেপাহাড়ের গোড়ায় একটা ওঅটর হোলের দেখা পেল। শুয়ে পড়ল মেয়েটা, তবে ঘুমোল না। উদাস চোখে চেয়ে রইল সাঁঝের আকাশ পানে, প্রকৃতির রঙ বদলে যাচ্ছে, কিন্তু ও সেসব দেখছে না। কিছু ছবি ভেসে উঠেছে ওর মনের পর্দায়। কালের ঘষায় একদিন হয়তো ঝাপসা হয়ে আসবে ওগুলো, জানে সে, তবে সম্পূর্ণ লুপ্ত হবে না কখনোই।

ওর বাবার ছবি। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, গতরাতে, চোখ বাইরে। দেখতে পাচ্ছেন না কিছু, কিন্তু ঠিক টের পাচ্ছেন। তাঁর উদ্বিগ্ন মুখের ছবি। তখন ওরা আধো-অন্ধকারে সাপার খাচ্ছিল, ওর বাবা আলো জ্বালাতে দেননি বলে।

ওদের বাড়ির দেয়ালের উঁচু একটা রাইফেল পোর্ট থেকে দেখা ছবি– একজন কোম্যাঞ্চির মুখ, রঙ-করা, চোখে বুনো দৃষ্টি, ওর থেকে মাত্র ইঞ্চি কয়েক তফাতে।

শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও। ইন্ডিয়ানদের তীক্ষ্ণ চিৎকার। ওর বাবার রাইফেলের গর্জন। ও নিজেও চালিয়েছিল একটা।

এবার এক অদ্ভুত অনুভূতি হলো ওর। সরু আঁকাবাঁকা টানেলের ভেতর হামাগুড়ি দিচ্ছে, স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া, চারদিকে মাটির সোঁদা গন্ধ। এরকম পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যে বহুকাল আগে ওর বাবা খুঁড়েছিলেন টানেলটা। শিশু বয়েস থেকে এর ভেতর চলাচল শিখেছে সে। মেয়ের ভয় ভাঙাতে রোজ সকালে ওর বাবা বলতেন, 'ঢুকে পড়।' আর ও তাই করত, কোনদিন প্রতিবাদ করেনি। তাই আজ সকালে যখন নির্দেশ পেল, বিনা বাক্যব্যয়ে তা পালন করেছে মেয়ে।

বাড়ির তলা দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে টানেল, শেষ হয়েছে গিয়ে আধমাইল দূরের একটা পর্বতপ্রাচীরের গোড়ায়। ওখানেই ওপরে ওঠার মুখ, ছোট, হঠাৎ দেখলে মনে হবে বীবরের গর্ত। একার পক্ষে যে-কারও জন্যে কাজটা কঠিন, সমাধা করতে বেশ কবছর লেগে গেছে।

কঠিন কাজ, তবে যে-উদ্দেশ্যে করা তা সফল হয়েছে।

টানেলের প্রতিটি বাঁক ওর চেনা, বহুবার যাতায়াত করেছে, সহজেই বুকে হেঁটে এগিয়েছে সে। পুবাকাশে সূর্যের প্রথম গোলাপি আভা সবে দেখা দিয়েছে, এই সময় ওপরে উঠে আসে মেয়েটি। পবর্তপ্রাচীরের কোনা থেকে উঁকি মেরে পেছনটা দেখে নেয় একবার।

ওদের বাড়িটা তখন পুড়ছে। সামনের উঠনে জড় করা হয়েছে সমস্ত আসবাবপত্র, আগুন জ্বলছে দাউদাউ। দুজন শ্বেতাঙ্গের লাশ পড়ে আছে উঠনে, দেহ নগ্ন। শ্বেতাঙ্গ– তবে জায়গায় জায়গায় অঙ্গার হয়ে গেছে পুড়ে, কোথাও-বা লাল লাল ছোপ। আরও কয়েকটা লাশ রয়েছে, ধরা পড়ার আগে ওর বাবা যেসব কোম্যাঞ্চিদের হত্যা করেছেন।

এরপর ঘুরে ছুটতে শুরু করে মেয়েটি।

এখন রাত, সূর্যাস্তের সাথে সাথে সুশীতল হয়ে উঠেছে ধরণী। বিশাল একটা

পাহাড়ের কোলে বিশ্রাম নিচ্ছে ও। শোকে আক্রোশে অস্থির, ভয় আর অনিশ্চয়তায় দ্বিধাগ্রস্ত।

এই দেশ ছাড়া আর কোনকিছু চেনে না সে, তাই এখানেই থাকবে। নিজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করবে এই লক্ষ্য সামনে রেখে। কিন্তু তার আগে প্রতিবেশীর বাসায় পৌঁছুতে হবে তাকে, চল্লিশ মাইল পাড়ি দিয়ে।

একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার পথে নামল মেয়েটা, ওদের বিধ্বস্ত বাড়ি থেকে বারো মাইল সামনে, অ্যারোয়ও নিগ্রোর পাড়ে এসে থামল। সামান্য বিশ্রাম, তারপর ফের পথচলা। যখন ভোর হলো, পেছনে বিশ মাইল ফেলে এসেছে সে।

পরদিন অধিকাংশ সময় বিশ্রাম নিল ও। সন্ধ্যে নাগাদ বাকি থাকল আরও এগারো মাইল পথ।

কাক-ভোরে গন্তব্যে পৌঁছে যাবে সে। তখন বিশ্রাম নিতে পারবে; খাওয়া পাবে। এবং নিজেকে এতটা একাও লাগবে না আর।

অ্যালান নট পশ্চিমে তুলনামূলকভাবে নবাগত। তার বাড়ি একথাই বলে– এখনও বেশ নতুন। তবে আরও একটি ব্যাপার বোঝা যায় ওটা দেখলে– এখানে সে থাকতে এসেছে।

মাঝারি আকারের একটা পাহাড়ের ধারে অবস্থিত বাড়িটা, প্রায় অর্ধেকটা পাহাড়ের ভেতরে ঢুকে গেছে। দেয়ালগুলো রোদে-পোড়া ইটের, গোড়ায় তিন ফুট চওড়া। ছাতে বারো ইঞ্চি পুরু খুঁটির কড়িবরগা, তার ওপর তক্তা বিছানো, কোনটারই ঘনত্ব দুই ইঞ্চির নীচে নয়। এগুলোর ওপর ছনের আচ্ছাদন, সবশেষে দুফুট কাদামাটির প্রলেপ। বেশিদিন হয়নি বানিয়েছে, এরমধ্যে শক্ত হয়ে বসে গেছে মাটি। অনায়াসে ওয়াগন চালিয়ে দেয়া যায়, ছাত বা গাড়ি কোনটাই এতটুকু টাল খাবে না।

বাসার শ গজের ভেতর কোন আড়াল নেই– এমন কিছু নেই যেখানে একজন গুপ্তঘাতক লুকাতে পারে। কোরাল, এডোব বার্ন দুটোই দুশো গজ দূরে।

নিত্যকার মত আজকের দিনটিও শুরু হলো সাদামাঠাভাবে। ভোর হওয়ার আধঘণ্টা আগে বিছানা ছাড়ল অ্যালান নট, টিউবয়েল থেকে গামলায় পানি ভরে মুখহাত ধুলো। কলটা নট এখানে আসার আগে থেকে আছে, বাড়ি তৈরির সময়ে ওটা সে টেনে নিয়েছে ভেতরে। পেছনের ঘরে ওর নিজের-টার উল্টোদিকের খাটিয়ায় যে-ছেলেটি ঘুমোচ্ছে, কাছে গিয়ে নট তার কাঁধ ধরে ঝাঁকাল। 'জিম ওঠ।'

এরপর রান্নাঘরে ফিরে এল সে, উনন ধরিয়ে চায়ের পানি চড়াল।

ইতিমধ্যে, ধূসর হয়েছে পুবাকাশ, ছেলেটা উঠে পড়েছে ঘুম থেকে। দরজা খুলল নট, রাইফেল হাতে বেরিয়ে এল কার্নিশের ছায়ায়। সঙ্গে সঙ্গে ওর পিছু নিল ছেলেটা, হাতে রাইফেল।

অ্যালান নট দীর্ঘদেহী মানুষ, সৌম্যদর্শন। গায়ের রঙ তামাটে, চোখ দুটো গভীর নীল। মাথায় টাক পড়েনি এখনও, তবে কানের কাছে পাক ধরেছে চুলে।

নটকে দেখলে মনে হয় ওর বয়েস চল্লিশ, কিন্তু আদপে তা নয়। মাত্র বত্রিশ।

কেন-যেন খুঁতখুঁত করছিল ওর মন, তাই বাড়ির ছায়া থেকে সরে আসার আগে বলল, 'তুমি এখানেই থাক, জিম।'

জিম ডেভিডসন জবাব দিল না। বারো বছর বয়েস অনুপাতে ও একটু লম্বাই; রোগা, দড়ির মত পাকানো স্বাস্থ্য। ফলে কোনকিছু ওর শরীরের মাপমত পাওয়া যায় না। মাথায় ঝাঁকড়া কালো চুল, এখানে-সেখানে কাঁচির দাগ রয়েছে। শান্ত চেহারা। নটের দিকে তাকাল ও, ধূসর চোখজোড়ায় একই সঙ্গে ফুটে উঠেছে অন্ধ বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা– এবং ভালবাসা।

দুকদম এগিয়ে পেছনে তাকাল অ্যালান নট, জিমের মুখখানা দেখে বিষম খেল ভেতরে ভেতরে। ছেলেটা যখনই ওভাবে তাকায়, ভয়ের হিমশীতল একটা সাঁড়াশি ওকে চেপে ধরে। ঈশ্বর, ও যেন কখনও জানতে না পায়…

পাঁচ বছর হতে চলেছে। বরফশীতল ভয়ের পাঁচটা বছর। ইচ্ছে করেই ছেলেটাকে নিয়ে এখানে এসে আত্মগোপন করেছে সে, যেখানে আসে একমাত্র ইন্ডিয়ানরা।

আর কটা বছর সময় দাও ওকে। দশ, ভাবল নট। ততদিনে বাইশ পুরবে ছেলেটার বয়েস। হয়তো তখন বুঝতে পারবে…

সতর্ক চোখে উঠন পার হলো নট। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে রাইফেলটা ঝুলিয়ে রেখেছে হাতে, কিন্তু বিপদে এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে কাঁধ বরাবর তুলে গুলি ছুড়তে পারবে ও।

উঠন পার হতে হতে নট দেখল, দ্রুত ফর্সা হয়ে আসছে আকাশ। সামনে খোলা প্রান্তর, চারপাশ জনশূন্য, ভোরের বাতাসে ঘাসের ডগা দুলছে মৃদুমন্দ। ওই ঘাসের মধ্যে অন্তত শখানেক ইন্ডিয়ান যোদ্ধা লুকিয়ে থাকতে পারে, ও জানে। হয়তো তা আছেও; উপযুক্ত কারণ না থাকলে এরকম অস্বস্তি বোধ হয় না তার।

দূরের চড়াইয়ের মাথায় একটা মনুষ্যমূর্তিকে টলতে টলতে এগোতে দেখল সে। ওটা কোন কোম্যাঞ্চি নয়, নট নিশ্চিত, তবে ওদেরই কোন ফাঁদ হতে পারে।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে, তারপর সতর্ক দৃষ্টি মেলে পিছিয়ে এল বাসার দিকে। ওর গলা শুকিয়ে কাঠ; শক্ত লাগছে বুকের ভেতরটা।

এ-ই হয় এখানে বাস করলে, সর্বক্ষণ ভয় থাকে মনের মধ্যে। এ-দেশে বসবাস করার পূর্বশর্ত এটা। কারও কারও মাঝে ভোঁতা হয়ে যায় অনুভূতিটা, বিপদের আশঙ্কাকে উপেক্ষা করতে শুরু করে। যাদের ভোঁতা হয়ে যায়, তারাই মরে।

নটের অনুভূতি ভোঁতা হয়নি। কখনও হবে না। কারও কাঁধে যখন অন্যদের রক্ষা করার দায়িত্ব বর্তায়– এবং লোকগুলো যদি তার ভালবাসার জন হয়– প্রতিদিন প্রতিপলে ভয়ের ছুরি তাকে তাড়া করতে বাধ্য।

ও ফিরে আসতেই ফিসফিস করে ছেলেটা শুধাল, 'কোম্যাঞ্চি?'

'জানি না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক।'

এখন মানুষটাকে বেশ কাছে দেখতে পাচ্ছে ওরা। 'শ্বেতাঙ্গ মেয়ে!' জিম বলল।

'হতে পারে। দেখে তো মনে হচ্ছে। আমরা অপেক্ষা করব।'

কোম্যাঞ্চিরা ধূর্ত জাত। আর সকলে যেমন, ওরাও মরতে পছন্দ করে না। ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয়া সম্ভব হলে, সম্মুখ যুদ্ধে যাবে না। কারণ জানে, এতে মৃত্যুর ঝুঁকি আছে। এক্ষেত্রে হয়ে থাকতে পারে সেরকম। হয়তো এটা একটা টোপ। একজন বন্দীকে দৃষ্টিসীমার ভেতর ছেড়ে দিয়ে বাইরে টেনে আনতে চাইছে ওদের।

তরুণীটি এখন আরও কাছে এসে পড়েছে। ওর রোদে-পোড়া ধূলিমলিন চেহারা দেখতে পাচ্ছে নট। চোখে পড়ছে ছেঁড়া জামা-কাপড়, এবং মাঝে-মধ্যে বিধ্বস্ত জুতো। তবু অনড় রইল সে, মেয়েটা যখন আড়াইশো গজের ভেতর এসে গেল কেবলমাত্র তখনই নড়ল নিজের জায়গা ছেড়ে।

'তুমি এখানে থাকো। আমি ওকে নিয়ে আসছি,' জিমকে বলে, দ্রুত পা চালিয়ে এগোল নট।

ওকে দেখে মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল মেয়েটা। হকচকিয়ে জমে গেল, তারপর এগিয়ে এল। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল ও, আর উঠল না।

নট হাত বাড়াল ওর দিকে। তবে তোলার আগে, চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর বোলাল একবার। তারপর পাঁজাকোলা করে মেয়েটিকে তুলে নিল ও, ঝটপট পিছু হটল।

কবাট মেলে ধরল জিম, মেয়েটাকে নট ওদের শোবার ঘরে বয়ে নিয়ে এল। জিম যখন চাদর টেনে সমান করে দিল, ওকে সে আলতোভাবে শুইয়ে দিল নিজের বিছানায়।

দুজন পুরুষ অসহায় ভঙ্গিতে চেয়ে আছে নীচের দিকে, বুঝতে পারছে না কী করবে। পাছে শুনতে পায় মেয়েটা, চাপা গলায় মুখ খুলল জিম, 'চোট পেয়েছে, মিস্টার নট?'

'জানি না।' নট ঝুঁকে মেয়েটার জুতোজোড়া খসাল একে একে। 'পা কেটে গেছে, বেশি হাঁটার ফলে। এক গামলা পানি আর তোয়ালে নিয়ে এসো।'

চলে গেল ছেলেটা। নট রান্নাঘরে টিউবওয়েল চাপার আওয়াজ পেল।

হতবুদ্ধি হয়ে গেছে ও, ঝুঁকে মেয়েটাকে দেখল খুঁটিয়ে, কাপড়-চোপড়ে রক্ত খুঁজল। সাবধানে ওকে পাশ ফেরাল সে, পেছনটাও পরখ করল একইভাবে। তারপর জোরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

পানি আর তোয়ালেসহ ফিরে এল জিম। মেয়েটির পা বিছানার কিনারা থেকে ঝুলিয়ে দিল নট, চেটো দুটো পানিতে ডোবাল। 'গামলাটা ধরে রাখ,' বলল ও। জমাট রক্ত আর প্রেইরির মাটি ধুয়ে সাফ করল সে, তারপর ভাল করে মুছে ওগুলো যথাস্থানে তুলে দিল আবার।

'এসো,' ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠে বলল নট। 'এখন ওর ঘুম দরকার। অনেকদূর থেকে এসেছে।'

'আপনি চেনেন, মিস্টার নট?'

'না। তবে মনে হয় রবার্ট উইলিয়মসের মেয়ে।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল জিমের মুখ, চোখ ইশারায় বন্ধ দরজাটা দেখাল সে।

ওপর-নীচ মাথা ঝাঁকাল নট। 'বোধ হয়, বাছা। বাবা-মা বেঁচে থাকলে নিশ্চয় এভাবে বাইরে আসত না ও।'

'ওরা আসবে এখানে?'

শ্রাগ করল নট। 'কোম্যাঞ্চির মতিগতি বোঝা যায় না, বাছা। হয়তো ফিরে গেছে। তিনশো মাইল দূরে চলে গেছে এতক্ষণে।'

মুখ ফ্যাকাসে, কিন্তু জিমের চোখ অচঞ্চল। 'আবার ঠিক এ-মুহূর্তে তিনশো গজ দূরেও থাকতে পারে।'

সায় জানাল নট। 'আমরা সাবধান থাকব।'

আর একবার মেয়েটার দিকে তাকাল সে, ওর রোদজ্বলা মুখ আর চুলের জট দেখল। তারপর বেরিয়ে গিয়ে পেছনের ছোট্ট কামরার দরজাটা বন্ধ করে দিল আস্তে।

রাইফেল পোর্টের সামনে দাঁড়াল ও, বাইরে তাকাল। সূর্য তার ঊর্ধ্বাকাশ যাত্রা শুরু করেছে। তাপতরঙ্গ নাচছে সামনের উঠনে। নট ভেবে পেল না মেয়েটা পালিয়েছে কীভাবে। অসম্ভব ঠেকছে, যদিও সেটাই বাস্তব।

আড়চোখে জিম ডেভিডসনের দিকে তাকাল ও। ভয়ের শীতল এবং আচমকা একটা খোঁচা অনুভব করল। অজানা আশঙ্কায় ওর বুক কাঁপছে। তবে এর স্বরূপ বুঝতে পারছে না, এতই মৃদু।

একটা বিষয়ে সে নিশ্চিত। মেয়েটা ওদের জীবন পালটে দেবে, ওরা তা পছন্দ করুক বা না করুক। ওকে সরিয়ে ফেলতে হবে এখান থেকে। অথচ জিমকে একা রেখে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব।

এটাই, অনুমান করল নট, ওর বিপদ আর ভয়ের কারণ। লোকালয়ের আরেক নাম মানুষ। অসংখ্য মানুষ। ওদের মধ্যে এমন কেউ থাকতে পারে যে ঘটনাটা জানে। হয়তো এমন কেউ আছে যে ফাঁস করে দেবে।

আর কটা বছর হাতে পেলে চিন্তা ছিল না। কিন্তু তা পাবে না ও। এভাবে এখানে আত্মগোপন করে থাকা চরম বোকামি হয়েছে জানাকথা, পরিণতি যা-ই হোক, সত্য তাকে ঠিক খুঁজে নেবে।

দুই

সারাদিন পাহারা দিল ওরা, কিন্তু দৃষ্টিসীমার ভেতর সন্দেহজনক নড়াচড়া ধরা পড়ল না কোথাও। শেষ বিকেলে ঘোড়ার যত্ন নিতে বাইরে বেরোল নট। জিম আর ওর ব্যবহারের জন্যে ওদের কোরালে দুটো মাস্টাং আছে।

রাইফেলহাতে জিম দাঁড়িয়ে রইল বাড়ির দরজায়। নট তার-টা সঙ্গে নিয়ে, শুকনো ঝরনায় নেমে গেল ঘোড়াসমেত। মাস কয়েক আগে, বৃষ্টির সময় ওখানে একটা গর্ত খুঁড়েছে সে, ঘোড়াগুলো তাতে মুখ ডুবিয়ে পানি খেল। গর্তটা দৈর্ঘ্য-প্রস্থে চার আর গভীরতা তিন ফুট। ঝরনা শুকিয়ে গেলেও, নীচের স্তরের পানি

এখনও চুইয়ে এসে নিয়মিত অল্পস্বল্প জমা হয়। ভেতরটা শ্যাওলায় সবুজ।

যখন পানি খাওয়া শেষ হলো, ওদের ফিরিয়ে আনল সে। তারপর খড় খেতে দিয়ে বাসায় ফিরে এল।

প্রথমে জিম ডেভিডসন ঢুকল ভেতরে, নট পিছু নিল। শোবার ঘরের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল মেয়েটা।

মাথায় হাত রাখল ও, চুলের জট ছাড়াতে ব্যর্থচেষ্টা করল। ওর চোখে আতঙ্কের স্মৃতি। তবে পাশাপাশি আরও কিছু আছে। সংকল্প। এমনকী ক্রোধ।

নট জিজ্ঞেস করল, 'তুমি উইলিয়মসের মেয়ে?'

মাথা ঝাঁকাল ও।

'তোমার মা-বাবা… মানে কাজটা কোম্যাঞ্চিদের?'

আবার সেই মাথা ঝাঁকান, আনমনে।

'তুমি পালালে কীভাবে?'

'টানেল। বাবা বহুদিন আগে খুঁড়েছিলেন।' ওর গলা ভাঙা ফ্যাঁসফ্যাঁসে, কিন্তু গেল এক-দেড় বছরের মধ্যে এই প্রথম কোন মেয়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে নট।

ও বলল, 'খিদে?'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা, অর্থাৎ পেয়েছে।

'তা হলে বসে যাও। তৈরি আছে।'

মেয়েটির দিকে পেছন ফিরিয়ে চুলোর পাড়ে গেল নট। খাবার সাজাতে শুরু করল– বীন, কফি আর অ্যান্টিলোপের টাটকা স্ট্যু।

গোগ্রাসে খেতে শুরু করল মেয়েটা, মাঝে মাঝে চোখ তুলে ক্ষমাপ্রার্থনার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে নট নয়তো জিমের দিকে। ক্ষমাপ্রার্থনা, এভাবে খাচ্ছে বলে। ক্ষমাপ্রার্থনা, মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে ওর মা-বাবার বিকৃত লাশ পড়ে থাকা সত্ত্বেও মুখে খাবার রুচছে বলে।

কিন্তু জীবন তো থেমে থাকে না। মেয়েটা শক্তসমর্থ, কর্মঠ– নইলে চল্লিশটা দুস্তর মাইল পাড়ি দিতে পারত না। এরকম শরীরের চাহিদা বেশি হবে এটাই স্বাভাবিক।

নট আর জিম খেতে বসল ওর সঙ্গে। কথাবার্তা বিশেষ হলো না।

যখন সারা হলো ওর, নট বলল, 'জিম, তোমার সেই ছোট জুতোজোড়া আছে?'

'হ্যাঁ।'

'নিয়ে এসো। এবং মোজা।'

মেয়েটার উদ্দেশে ফিরল নট। 'মাপমত হবে না বোধহয়। প্রথম দিকে পায়ে লাগবে। তবে একেবারে না থাকার চেয়ে ভাল।'

'ধন্যবাদ।'

জিম জুতোমোজা এনে দিল ওকে। ঝুঁকে ওগুলো একে একে পরতে শুরু করল মেয়েটা।

'তোমার নাম কী?'

'সামান্থা। সামান্থা উইলিয়মস। বাবা ডাকতেন সামা।'

ওর চোখে আর্দ্রতা দেখতে পেল নট, তড়িঘড়ি বলল, 'তা হলে আমরাও তাই ডাকব। কোথাও কোন আত্মীয়স্বজন?'

মাথা নাড়াল মেয়েটা।

'কেউ না?' নটের কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন হতাশা।

আবার মাথা নাড়াল সামান্থা।

'কিন্তু এখানে তো তোমার থাকা হবে না।'

'জানি, সম্ভব নয়।'

'মানে আমি ঠিক ওভাবে··· ইয়ে, আমাদের কোন আপত্তি নেই··· কিন্তু ভাল···'

'ঠিক আছে, মিস্টার নট। অসুবিধেটা আমি বুঝি।'

অস্ফুট স্বরে বলল নট, 'ভাল দেখায় না আরকী।'

'আমি এমনিতেও ফিরে যেতাম,' মেয়েটা বলল দৃঢ় কণ্ঠে।

আচমকা উঠে দাঁড়াল নট, দুই লাফে পৌঁছে গেল একটা রাইফেল পোর্টের কাছে। মেয়েটি যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে সন্দেহজনক নড়াচড়া ধরা পড়েছে ওর চোখে। অস্পষ্ট চকিত নড়াচড়া। অনেকক্ষণ চেয়ে রইল ও, কিন্তু বহু দেরি হয়ে গেছে। কী ছিল ওটা, কোম্যাঞ্চি না অন্যকিছু, বুঝতে পারল না। তবে একটা কিছু যে নিশ্চয় তাতে ভুল নেই।

নীরবে নজর রাখল সে। দেখতে পেল না আর কিছু। ঘাসের ঢেউয়ের ভেতর কোনরকম প্রাণস্পন্দন নেই।

টেবিল ছেড়ে দরজার উদ্দেশে এগোল জিম। নট জানতে চাইল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'বার্ন সাফ করতে।'

'আজ থাক।'

তীক্ষ্ণ হলো জিমের দৃষ্টি, কিছুক্ষণ থেমে রইল নটের মুখের ওপর। চুলোর কাছে গেল নট, কফিপট তুলে নিয়ে নিজের আর সামান্থার কাপ ভরে নিল আবার।

সামান্থা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কিছু দেখতে পেয়েছেন?'

'ঠিক জানি না। তবে মনে হলো পেয়েছি।'

ভয়ার্ত শোনাল সামান্থার কণ্ঠ। 'এখানেও এসে পড়েছে। বাবা– তাঁরও মনে হয়েছিল এরকম।'

'হতে পারে। আমরা ভেতরে থাকব।'

'ওরা কী–'

'না, ঢুকতে পারবে না। আগুনও ধরাতে পারবে না বাড়িতে। খাবার আর পানি দুটোই আছে আমাদের। অপেক্ষার খেলায় আমরাই জিতব।'

কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। জয়-পরাজয় নির্ভর করে ইন্ডিয়ানরা বাড়ির বাসিন্দাদের ধরার ব্যাপারে কতটা আগ্রহী তার ওপর। এবং সেজন্যে ওরা কতটা মাশুল গুনতে রাজি।

'তখন ফিরে যাওয়ার কথা বললে কেন?' প্রশ্ন করল নট। 'তোমার বাড়ির

তো সব গেছে?'
সামান্থার চোখে ক্রোধ জেগে উঠল, তারপর জেদ। 'তবু যাব।'
শ্রাগ করল নট। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। ফেরা অসম্ভব বুঝতে পারবে ও।
ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সামান্থা বলল, 'আমার জন্ম এখানে। বাবা তাঁর জীবন কাটিয়েছেন। পাঁচ হাজার গরুবাছুর আছে আমাদের। কিন্তু বাঁচতে হলে টাকা চাই– সেটা পাব কোথায়? সামান্য যেটুকু সোনা ছিল সবই চাপা পড়েছে বাড়ির ধ্বংস্তূপের নীচে।'
'গরুগুলো বিক্রি করতে পারো তুমি। পারবে না?'
'হয়তো পারব। কিন্তু কিনবেটা কে! খদ্দের পেলে আমি মাথাপিছু দুই ডলারে বেচতে রাজি।'
এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল নট। কেউ কিনবে না। বিশেষ করে এমন একটা সময়ে, কোম্যাঞ্চিরা যখন মারমুখী। কিন্তু ও একাকী থাকবে এখানে, ভাবাই যায় না।
বিরক্তি বাড়ল ওর। জাহান্নামে যাক, সামান্থা ভাল করেই জানে এ অসম্ভব। নটের সন্দেহ হলো শেষপর্যন্ত ওকে হয়তো জোর করে সরিয়ে ফেলতে হবে অন্য কোথাও।
নিজের খালি কফি কাপ আলগোছে নামিয়ে রেখে নীরবে উঠে পড়ল জিম, একটা রাইফেল পোর্টে গিয়ে দাঁড়াল, দেয়ালে কাঁধ ঠেকিয়ে তাকাল বাইরে। চিন্তাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে ওকে দেখতে লাগল নট।
জিমকে সে পোষ্য নিয়েছে ওর বয়েস যখন সাত। পরবর্তী পাঁচটা বছর অন্তত একশোবার সেই দিনটির কথা স্মরণ করেছে সে– এবং এখন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, আবার স্মরণ করল।
জঘন্য একটা ভুল। নটের জন্যে। ভুল স্যামুয়েল ডেভিডসনের জন্যেও।
স্যাম ডেভিডসনকে ধরতে অচেনা এক শহরে গিয়েছিল সে। স্যামের বিরুদ্ধে হুলিয়া ছিল, খুনের অভিযোগে।
সীমান্তের শহর যেমন হয়, এখানেও ছিল একটা স্টেজ ডিপো-কাম-স্যালুন, গুটিকতক বাসাবাড়ি আর ট্রেডিং পোস্ট একটা। অধিবাসীদের অধিকাংশই দুর্বৃত্ত, পিস্তলবাজ– এবং সেহেতু আইনের চোখে দোষী।
যা হয় এসব জায়গায় গেলে, স্নায়ুর চাপে ভুগছিল অ্যালান নট। হাত নিশপিশ করছিল পিস্তলের কাছে।
স্টেজ ডিপোতে স্যামের নাগাল পায় নট, বারে দাঁড়িয়ে ড্রিংক করছিল। চিনতে ভুল হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। অনেকদিন ধরে ওর পেছনে লেগেছিল সে, অল্পক্ষণের জন্যে দেখেওছে বার কয়েক, কিন্তু ধরতে পারেনি।
দরজার দিকে পেছন ফিরে ছিল স্যাম। নট ওকে পিস্তল ফেলে দিতে আদেশ করে, কিন্তু স্যাম আচমকা ঘুরে দাঁড়ায়।
হয়তো পিস্তলের দিকে হাত বাড়াবার উদ্দেশ্য ছিল না ওর। আসল ব্যাপার কোনও দিন জানতে পাবে না নট। যেহেতু নিজে নার্ভাস ছিল, পিস্তল বের করেই ট্রিগার টিপে দেয় ও।

এত বছর পরেও ঘটনাটা ছবির মত ভাসছে ওর চোখে। যখনই মনে পড়ে, নিজেকে অপরাধী ভাবে সে।

খুন করার উদ্দেশ্যে গুলি ছোড়েনি ও, ছুঁড়েছিল মুহূর্তের উত্তেজনার বশে। আহত করতে। কিন্তু স্যাম ঘুরে দাঁড়িয়েছিল চকিতে, ফলে সরাসরি বুকে আঘাত হানে বুলেট। আর সেসময়ে, ওর হাত পিস্তল থেকে দূরে ছিল।

এখন ভ্রূকুটি করে আছে নট, ঠোঁট কামড়ে পোর্টের ওপাশে শূন্য প্রান্তরের দিকে চেয়ে আছে। আচ্ছা, স্যাম সত্যিই পিস্তল বের করতে যাচ্ছিল, নাকি দুহাত মাথার ওপর তুলতে চেয়েছিল আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে? স্টেজ ডিপোতে যারা ছিল তখন, তাদের ভাষ্য স্যাম আত্মসমর্পণ করছিল। ওরা দাবি করে, নট খুন করেছে স্যামকে।

ঘটনার সময়ে ছেলেটা– স্যামের সন্তান– ঘুমোচ্ছিল ডিপোর আরেক কামরায়। ওর পক্ষে থেকে যাওয়া সম্ভব ছিল না। ওখানে নয়। কেউ ওকে পোষ্য নিতে চায়নি, আর তা ছাড়া সৎভাবে একটা ছেলেকে মানুষ করবে সে-যোগ্যতাও ছিল না ওদের কারও।

একের পর এক ভুল। কাণ্ডজ্ঞানহীন অহেতুক সব ভুল। ঠিক যেমনটা করেছিল স্যাম নিজে। রাগের মাথায় স্ত্রীকে খুন করে ও। হুলিয়া জারি হয় ওর নামে। ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে সে, পশ্চিমে পালিয়ে আসে, ছেলেকে সঙ্গে করে। ক্যালিফোর্নিয়ায় যাচ্ছিল স্যাম, নতুনভাবে জীবন শুরু করার আশায়।

বাধ্য হয়ে অ্যালান নট নিজেই ছেলেটাকে নিয়ে রওনা দেয় পুবে।

পথে, সে উপলব্ধি করে তার দোষে কী সর্বনাশ হতে চলেছে জিমের। এতিমখানায় মানুষ হবে। বড়জোর কাজ পাবে কোন খামারে, দ্বিগুণ খাটিয়ে নেয়ার মতলবে মালিক চাকরি দেবে ওকে।

নিজের পেশার প্রতি ঘেন্না এসে গিয়েছিল ওর, অপরাধবোধ জন্মেছিল। কিছুটা অহমের কারণে, কিছুটা পরোপকারী বলে, অন্য পথে সরে যায় ও, রওনা হয় দক্ষিণে। সেই থেকে ছেলেটাকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে নট। যে-ভুল করেছে বলে ওর সন্দেহ, তা সংশোধনের চেষ্টা করছে। ওর বিশ্বাস এভাবে, জিমকে তার বাবার মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ দেয়ার চেষ্টা করার ভেতর দিয়ে, হয়তো নিজের অপরাধবোধকে সে পারবে হালকা করতে।

প্রান্তরে আবার নড়ে উঠল কী যেন। এবার পালক আর রঙচঙে তামাটে একটা মুখ চকিতে ধরা পড়ল নটের চোখে তবু নড়ল না সে। ঘাড় ফেরাল না, এমনকী একটা কথা পর্যন্ত বলল না। কোমাঞ্চিরা নিঃসাড়ে এগিয়ে আসছে বাসার দিকে, অথচ নট নির্বিকার, স্মৃতিরোমন্থনে এতটা মগ্ন। আপন ছেলের মত জিমকে ভালবাসতে শিখেছে ও। আর এই ভালবাসার হাত ধরে এসেছে ওর ভয়– জিম সত্য জেনে ফেলবে। ওর প্রতি ছেলেটার শ্রদ্ধা আর ভালবাসা ঘৃণায় রূপান্তরিত হবে।

বাইরে, ক্রমশ সাহসী হয়ে উঠছে ওরা। একজন ইন্ডিয়ান যোদ্ধা লম্বা ঘাসের আশ্রয় ছেড়ে গোলাঘরের আড়াল অভিমুখে ছুটল।

একঝটকায় রাইফেল উঁচু করল নট, দূরত্ব হিসেব করল মনে মনে, ছুটন্ত

লোকটা থেকে একটু সামনে লক্ষ্যস্থির করে টিপে দিল ট্রিগার।

টলে উঠল ইন্ডিয়ান, হোঁচট খেল, হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে। তারপর বার দুয়েক খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল ওর দেহ।

'খতম!' জিম উল্লসিত। ভয়ের লেশমাত্র নেই ওর কচি কণ্ঠে। এখনও। কিন্তু নট ভয় পাচ্ছে। জানে, অন্যদের যা বিশ্বাস করিয়েছে সে, ওদের দুর্গ ততখানি দুর্ভেদ্য নয়। দীর্ঘমেয়াদি এবং লাগাতার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে এরকম কিছু তৈরি হয়নি আজতক। সদর দরজাটা কাঠের। ভেঙে ঢোকা যাবে, পুড়িয়ে দেয়াও সম্ভব।

ঘাড় ফেরাল ও। সামা দাঁড়িয়ে ঘরের মাঝখানে। মুখ সাদা, কাঁপছে ঠকঠক। অন্য একটা আক্রমণের দৃশ্য ভাসছে ওর চোখে, ওদের বাড়ির শেষ অবস্থার কথা মনে পড়েছে। ওর ভয় যুক্তিসঙ্গত: এখানে কোন টানেল নেই।

পলকে মেয়েটাকে একবার দেখে নিয়ে, আবার প্রান্তরের উদ্দেশে চোখ ফেরাল নট। কোম্যাঞ্চিদের তাড়াবার একটামাত্র উপায় আছে। এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে চরম মাশুল গুনতে বাধ্য হয় ওরা। কেবল তা হলেই ওদের পিছু হটানো সম্ভব হবে।

নট বলল, 'কোনকিছু নড়তে দেখলে গুলি করবে, জিম।'

'আচ্ছা, মিস্টার নট।'

'দেখ, মিস্ কর না যেন।'

'করব না, মিস্টার নট।'

করবে না, নট জানে। বারো কেন, যেকোন বয়েসের পক্ষেই ছেলেটার নিশানা ভাল। পোষ্য নেয়ার পর থেকে ওকে নিয়মিত তালিম দিয়ে আসছে সে।

ঘরের মাঝখান থেকে সামাহ্বার কণ্ঠ শুনতে পেল নট। 'আর কোন বন্দুক আছে?'

'চুলোর পাশে। জান গাদা বন্দুক লোড করতে?'

'জানি।'

'বন্দুকের পাশেই গোলাবারুদ পাবে। ওগুলো এনে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখ। খুব বেশি গুলি নেই। কাজেই হিসেব করে খরচ কর।'

'করব, মিস্টার নট।'

বাইরে নজর রাখছে নট। দেখল বার্নের ওপাশে লম্বা ঘাসের ভেতর থেকে উঁকি মারছে একটা পালক। জিমের রাইফেলের গর্জন শুনতে পেল ও, হাত-পা ঝাপটানোর আওয়াজ ভেসে এল। তারপর আবার সবকিছু স্তব্ধ।

ধীরে লয়ে বয়ে চলে সময়। বন্দুক লোড করে, নটের বাঁয়ের একটা রাইফেল পোর্টে এসে অবস্থান নিল সামাহ্বা। নট বলল, 'যতটা পার আড়ালে থেক। ইন্ডিয়ানদের কারও কারও নিশানা কিন্তু দারুণ।'

দিনকে ভয় করে না ও। কিন্তু ভয় পাচ্ছে আসন্ন রাতকে। তখন ইন্ডিয়ানরা সহজে দালানের কাছাকাছি চলে আসতে পারবে। এবং তখনই ওরা চেষ্টা করবে বাসায় আগুন দিতে, কিংবা দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকতে।

রাতে লড়তে পছন্দ করে না ইন্ডিয়ানরা। কুসংস্কার, রাতে মৃত্যুবরণ করলে

যোদ্ধার আত্মা নাকি মুক্তি পায় না। কিন্তু তারমানে এই নয়, প্রয়োজনে অন্ধকারে লড়বে না।

আড়চোখে জিমের দিকে তাকাল সে। মূর্তির মত স্থির ছেলেটা, ঠিক যেভাবে একজন বালক খরগোশের গর্তের দিকে নজর রাখে। ব্যাপারটা ওর কাছে খেলার শামিল। এখনও।

জিম টের পেল নট ওকে দেখছে। ঘাড় ফেরাল সে। হাসল অপ্রতিভভাবে।

নট প্রত্যুত্তরে হেসে প্রয়াস পেল ওকে অভয় দেয়ার। তারপর মনোযোগ ফেরাল বাইরে।

আসলে সে একটা বোকা, ভাবল নট। অযথা ভয় পাচ্ছে। জিমের বাবাকে যেদিন হত্যা করে ওই লোকালয়ে পঞ্চাশের বেশি লোক ছিল না। মাত্র পঞ্চাশজন, এখন লাখো বর্গমাইল সীমান্তের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এমন পঞ্চাশজন লোক, ভায়োলেন্স যাদের জীবিকা– নিশ্চয় তাদের অনেকে মারাও গেছে এতদিনে।

বর্তমানকে ভয় কর– বাইরের ইন্ডিয়ান যোদ্ধাদের। ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হোক তার নিজস্ব নিয়মে।

কিন্তু তবু দূর হলো না ওর ভেতরকার সেই অস্বস্তিকর অনুভূতিটা।

তিন

বাসার পেছনে, পশ্চিম দিগন্ত বরাবর, সূর্য তার অদম্য তীব্রতা সমেত পাটে বসল। ডুবে গেল একসময়, উজ্জ্বল কমলা রঙে রাঙিয়ে দিল ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত মেঘপুঞ্জকে, তারপর সেই রঙ আস্তে আস্তে গোলাপি, তারপর বেগুনি হলো, এবং শেষমেশ একটুখানি পাণ্ডুর আলো জেগে রইল শুধু।

মাটির বুকে ছায়ারা লম্বা হয়েছে এখন, দৃষ্টিক্ষমতা কমে আসছে। আর এর ওপর নির্ভর করে, ইন্ডিয়ানরা এবার এডোব বার্নের দিকে এগোতে শুরু করল।

একজন, অন্যদের চেয়ে একটু বেশি সাহসী, প্রকাশ্যে দৌড় দিল। প্রায় একসাথে গর্জে উঠল নট, জিম আর সামান্থার বন্দুক। নিঃশব্দে ধরাশায়ী হলো যোদ্ধা, মাটিতে পড়ে আর একচুল এগোল না। কিন্তু বাকি সবাই ঠিক পৌঁছে গেল জায়গামত।

এরপর অনেকক্ষণ নতুন কিছু ঘটল না আর। এ-সময়ের ভেতর ক্রমশ কমে আসতে লাগল আলো, অবশেষে একটা পর্যায় এল যখন বার্নের কাঠামোটা ছাড়া অন্য সবকিছু ঝাপসা হয়ে গেল নটের চোখে। এবার ইন্ডিয়ানদের ফিসফাস গুঞ্জন শুনতে পেল সে। হ্রেষারবে প্রতিবাদ করে উঠল একটা ঘোড়া। মনে মনে খিস্তি করল নট।

ঘোড়াগুলো কবজা করে ফেলেছে ওরা। যদি তাড়িয়ে দেয়, সে আর জিম অসহায় হয়ে পড়বে।

ঘাড় ফিরিয়ে সামান্থার উদ্দেশে মুখ খুলল ও। 'অন্ধকারে খাবার বাড়তে পারবে আমাদের জন্যে?'

'যদি বলে দেন কোথায় আছে।' সামান্থার স্বর কোমল ভয়ার্ত, কিন্তু অবিচল। এবং মধুর। একজন নারীর কণ্ঠস্বর, জিমকে নিয়ে পাঁচ বছর একলা বসবাস করার পর তার জীবনে সামান্য উষ্ণতা।

নট বলল, 'চুলোর ডান দিকে একটা কৌটোর ভেতর রুটি আছে। ওখানেই তাকের ওপর গুড় পাবে। রুটিতে মাখিয়ে ফেল, তারপর পানি ভরে আন খানিকটা। সকাল হোক, তখন গরম খাবার খাব।'

কথাটা বলেই সখেদে সে ভাবল, হয়তো-আর কোনও দিনই আরেকটা সকাল দেখার সৌভাগ্য হবে না ওদের। বড়জোড় একটু খানি আলো দেখতে পাবে, যখন ভোরের দিকে রাতে যে-দরজা পুড়িয়ে দিয়েছে সেটা ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করবে ইন্ডিয়ানরা।

সে নিজে যদি ইন্ডিয়ান হত, এভাবেই সারত কাজটা। এবং সম্ভবত ওরাও তাই করবে।

'যাও, বাছা, খেয়ে নাও কিছু,' বলল নট। 'এখন আর গুলি করার মত কিছু নেই।'

ও টের পেল রাইফেল পোর্ট থেকে সরে রান্নাঘরের অপর প্রান্তে চলে যাচ্ছে জিম। চুলোর পাশে সাপারের আয়োজন করছে সামান্থা, থালাবাসন নাড়ার টুংটাং শব্দ হচ্ছে। পরিচিত শব্দ, সহস্রবার শুনেছে জীবনে।

জিমের দিকে ঘুরে গেল ওর চিন্তা। ছেলেটা আসলে ছেলেমানুষী করার সুযোগ পেল না কখনও, ভাবল। বাস্তবে নয়। আর সেজন্যেই, বোধ হয়, বারোতেই ও বেশ পরিণত। শান্ত। বিবেচক। বিচক্ষণ। এ-বয়েসেই সাবালক।

গুলি ছুড়তে পারে। নট নিশ্চিত, চাপের মুখে ঘাবড়ে যাবে না ছেলেটা। শেষপর্যন্ত মরতেই যদি হয়, দুজনে মিলিতভাবে বর্বরদের নাকাল করে তবে মরবে।

তা ছাড়া মেয়েটা রয়েছে। ভোরে প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ পাবে ও, বাবা-মায়ের রক্তের ঋণ শুধবে।

পেছনে মৃদু খসখস আওয়াজ শুনতে পেল নট, তারপর সামান্থার কণ্ঠস্বর। 'আপনার রুটি আর পানি।'

রাইফেলটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখল সে। হাত বাড়িয়ে রুটি নিয়ে খেতে শুরু করল।

সামান্থা বলল, 'আমাদের গরু উত্তরে চালান করা যাবে না কেন?'

'আগে হলে যেত।'

'বাবা বলেছিলেন ক্যানসাসে বেশকিছু চালান গেছে। এখান থেকে না—আরেকটু দক্ষিণ আর পুব থেকে। উনি শুনেছেন, ওখানে গরুর দাম মাথাপিছু বারো থেকে বিশ ডলার।'

'হতে পারে। আমি জানি না।'

আবার মুখ খুলল মেয়েটা, স্বগতোক্তির ঢঙে। 'বারো ডলার করে এক

হাজার। তারমানে বারো হাজার ডলার। ওই টাকা পেলে আমি লোক রাখতে পারব। মেরামত করাতে পারব আমাদের বাড়িটা। এখানে থাকতে পারব।'

নট বলল, 'গরু জড়ো করতে লোক লাগে। ড্রাইভেও লাগে। এজন্যে টাকার প্রয়োজন।'

'কিন্তু আমি যদি ওদের শেয়ার দিতে...'

মেয়েটার স্বর কোমল, কিন্তু জেদী। বিরক্তি বোধ করল নট, পরক্ষণে দমন করল সেটা। নিজের ঘরবাড়ি, পরিবার সব হারিয়েছে ও; ভয়ঙ্কররকমের নিঃসঙ্গ আর উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছে, তবু সাহস হারায়নি। কারও করুণ প্রার্থী না হয়ে, চরম বিপদের মুখেও, ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবছে।

জোর করে কণ্ঠে ধৈর্য টেনে আনল ও, বলল, 'কোম্যাঞ্চিদের ভয় আছে। তোমার গরু জড়ো করে উত্তরে চালান করতে হলে অনেক লোকলস্কর লাগবে।'

সামান্থার মৃদু দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেল সে, যেন হারস্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু ওর কণ্ঠস্বর, পরাজয় মেনে নিলেও, আগের মতই অবিচল রইল। 'আপনার কথাই বোধহয় ঠিক।'

এরপর খানিকক্ষণের নীরবতা। সেই ফাঁকে খাওয়া সারল নট। তারপর আবার শোনা গেল মেয়েটার কণ্ঠ; পেলব, প্রায় অস্ফুট। 'আমার জীবন বাঁচাতে টানেলটা খুঁড়েছিলেন তিনি। নিজের জীবন দিয়ে আমাকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছেন। তাঁর সবকিছুই ছিল মা আর আমাকে ঘিরে। আমি সেগুলো এভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে দেব না।'

নট বলল, 'এই বেলা তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও। কিছু যদি শুরু হয় তখন উঠে পড়!'

কীভাবে শুরু হবে ও জানে। আগুন ধরে এধরনের যেসব জিনিস আছে বার্নে, প্রথমে সেগুলো ছিঁড়ে নেয়ার শব্দ হবে। তারপর আরও ক্ষীণ শব্দ, অন্ধকারে চুপিসারে এগিয়ে এসে সেগুলো বাড়ির দরজার সামনে স্তূপ করে রাখার। হয়তো ওদের কয়েকটাকে খতম করতে পারবে সে, কিন্তু সবাইকে না। আঁধারে গুলি চালিয়ে নয়।

তারপর খসখস শব্দ, অর্থাৎ ওরা কবাটের নীচে আর আশেপাশে শুকনো খড়কুটো গুঁজে দিতে শুরু করবে। এবং হয়তো আগুন দেয়ার সময়েও আরও দু-একজনকে শেষ করতে পারবে ও।

নট উৎকর্ণ। মড়াৎ করে একটা কিছু ভাঙার শব্দ হলো বার্নে, তারপর নখ দিয়ে আঁচড়ে ছেঁড়ার আওয়াজ। প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা। যা ভেবেছিল সে ঠিক সেটাই করছে।

চোখ ছোট করে অন্ধকারে দেখার প্রয়াস পেল ও, পোর্টে রাইফেল তৈরি। ওদের এই বাড়িটা দখল করতে সম্ভবত আপ্রাণ লড়বে ওরা, নট ধারণা করল, এবং সেজন্যে যদি প্রচুর লোকক্ষয় করতে হয় তাতেও পিছপা হবে না। ব্যাপারটা একটু বিস্ময়কর। কোম্যাঞ্চিরা, বলতে কি সমভূমির ইন্ডিয়ান মাত্রেই, ততক্ষণই লড়ে যুদ্ধ যতক্ষণ তাদের অনুকূলে থাকে। যখন বেড়ে যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ, ওরা ধরে নেয় লক্ষণ অশুভ, ভাগ্য তাদের বিপক্ষে, এবং ভঙ্গ দেয় রণে। কিন্তু এই

দলটা তা করছে না। ইতিমধ্যে তিনজনকে হারিয়েছে, যদিও সাফল্য অর্জন করতে পারেনি সামান্যতম। ভোরে যখন বাড়িতে চড়াও হবে তখন হারাবে কমপক্ষে আরও জনাছয়েককে।

ইন্ডিয়ানদের এই বেপরোয়া আচরণের পেছনে সম্ভাব্য দুটো কারণ আন্দাজ করতে পারছে নট। হয় যেকোন মূল্যে সামান্থাকে ওদের প্রয়োজন, আর নয়তো কাছেপিঠে এসে পড়েছে আর্মি, আটকেপড়া শ্বেতাঙ্গদের উদ্ধার করতে।

বাইরের মাটিতে আঁচড় কাটছে কী যেন, টের পেল ও। নিকুচি করি! আজ রাতে একটা তারা পর্যন্ত নেই। নিশ্চয়ই আকাশ মেঘলা। কিছুই দেখতে পাবে না সে।

অপেক্ষা করতে লাগল নট। এ যেন অনেকটা অন্ধকার নির্জন ঘরে নেংটি ইঁদুরের ছোটাছুটির শব্দ শোনা। আওয়াজ পাওয়া যাবে কিন্তু দেখা যাবে না চোখে।

পাশে কারও উপস্থিতি টের পেল সে, অনুমান করল জিম এসে দাঁড়িয়েছে, পরমুহূর্তে চমকে উঠল ঈষৎ যখন একেবারে কাছ থেকে নরম সুরে কথা বলল সামান্থা। 'কোন আশা নেই, তাই না? বাবা আর মায়ের যেমন ছিল তার চেয়ে বেশি না।'

রুক্ষ সুরে নট বলল, 'আমার তা মনে হয় না। দরজায় আগুন দেবে ওরা। কিংবা চেষ্টা করবে। আমরা যদি অনবরত পানি ঢালতে পারি, হয়তো পুড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারব। ভোর অবধি যদি দরজাটা টিকে যায়, আরেকটা দিন ধৈর্য ধরতে হবে ওদের।'

'সেটা ওদের আছে।'

'হয়তো-বা। এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে ওদের আচরণে কিন্তু তা মনে হচ্ছে না।'

'আপনার ছেলে?' হঠাৎ প্রশ্ন করল মেয়েটা।

'মানুষ করছি।' নটের কণ্ঠে স্পষ্ট বিরক্তি।

'কৌতূহল দেখাতে চাইনি আমি। দুঃখিত।'

'থাক।'

'ড্রাইভে আমাকে সাহায্য করবেন আপনি– মানে ক্যানসাসে গরু নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে?'

'না। কেউই করবে না।'

চকিতে রাইফেল তুলে আট-নয় গজ দূরের আবছা একটা ছায়া লক্ষ্য করে গুলি করল নট; দ্রুত, কোনরকম চিন্তাভাবনা না করে। আর্তচিৎকার ভেসে এল একটা, তারপর তড়িঘড়ি পিছু হটার আওয়াজ, এবং তারপর আবার নীরব-নিথর।

ফের অপেক্ষা। অপর রাইফেল পোর্টে জিম চুপ করে আছে। ঠিক এ-মুহূর্তে নটের মনে হচ্ছে জিম কোনদিন সত্য জেনে যাবে সে-ভয় আদপেই নেই ততদিন বোধহয় বেঁচে থাকবে না ওরা।

সম্ভব হলে ছেলেটাকে সে অন্য কোথাও পার করে দিত। কিন্তু জানে তা সম্ভব নয়। উইলিয়মসের দূরদৃষ্টি তার নেই। বাসার নীচ দিয়ে পালাবার জন্যে

কোন টানেল কাটেনি সে।

মেন্টো বিড়বিড় করে বলল, 'কথাটা আপনি এতটা রূঢ়ভাবে না বললেও পারতেন '

'দুঃখিত। তবে তোমার উচিত বাস্তবকে স্বীকার করে নেয়া। যদ্দিন ইন্ডিয়ানরা খেপে আছে, চালান দূরে থাক, গরু জড় করাই সম্ভব হবে না কারও পক্ষে। তোমার জন্যে সবচেয়ে ভাল হবে ফোর্ট ওঅর্থে গিয়ে অপেক্ষা করা। দুদিন আগে বা পরে, আর্মি এসে ঠিকই তাড়িয়ে দেবে ওদের।'

'ওখানে আমার খাওয়া-পরা দেবে কে?'

অভদ্রের মত নট বলল, 'চাকরি করবে। অনেকেই করছে।'

'একটা কথা না বলে পারছি না। আপনাকে আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না, মিস্টার নট।'

'কিছু আসে যায় না।'

'কী গোপন করছেন আপনি? মনে হচ্ছে...'

আচমকা ফেটে পড়ল নট। 'হয়তো আছে কিছু। যা-ই থাক, সেটা তোমার মাথাব্যথা নয়। পরিষ্কার?'

'হ্যাঁ। পরিষ্কার।'

সামান্থা সরে গেল। লজ্জা বোধ করল নট, এবং রাগ, লজ্জিত হয়েছে বলে। অপর পোর্টে গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটা, ও শুনতে পেল জিমের সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলছে সামান্থা। খেঁকিয়ে উঠল সে, 'ওরকম শব্দ করলে ইন্ডিয়ানদের আর কষ্ট করে টার্গেট করতে হবে না।'

জিম বলল, 'আপনি...' মাঝপথে থেমে গেল ছেলেটা। কিন্তু ওর কচি কণ্ঠে ক্ষোভের সুর ধরা পড়ল পরিষ্কার। নিজের ভুল উপলব্ধি করল নট।

সামান্থার দুঃখে সমবেদনা জানাতে পারে সে, বিশেষ করে ও যখন এরকম ভয়াবহ একটা শূন্যতার ভেতর দিন কাটাচ্ছে। ওর বাবা সারাজীবনের চেষ্টায় যা গড়েছিলেন তার কিছুটা রক্ষা করার ব্যাপারে ওর সংকল্পের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পারে। কিন্তু ওর জেদকে প্রশ্রয় দেয়া চলবে না। অসম্ভব একটা প্রস্তাব করেছে মেয়েটা, অথচ তা স্বীকার করতে চাইছে না।

অকপটভাবে নিজেকে বিচার করল নট। বুঝতে পারছে তার ক্রোধের মূল কারণ, এখানে মেয়েটার অস্বস্তিকর উপস্থিতি। সামান্থা পুরোদস্তুর একজন নারী, আর সে বহুদিন নারীসঙ্গ থেকে বঞ্চিত। যত সংগোপনেই হোক, এই শুষ্কতা তার চিন্তায় অনুপ্রবেশ করেছে। পাশাপাশি ইন্ধন জোগাচ্ছে ওর নিজের অপরাধবোধ এবং ভয়। জিমের সঙ্গে আরও বেশি সময় কাটাতে চাইছে সে।

ধীরে ধীরে কেটে গেল অনেকগুলো প্রহর। জিমকে ছেড়ে ঘরের আরেক প্রান্তে গেল সামান্থা। ও বসতেই ক্যাঁচ করে উঠল বাসায় তৈরি র-হাইডের একটা চেয়ার।

বাইরে, অস্পষ্ট আওয়াজ অব্যাহত রয়েছে। দরজার গায়ে ক্রমশ স্ফীত হচ্ছে কাঠ আর শুকনো খড়কুটোর স্তূপ। নট বলল, 'জিম, ঘুমোতে যাও।'

'আ-'

'ঘুমোতে যাও, বাছা।'
'যাচ্ছি, মিস্টার নট।'
ঘুটঘুটে অন্ধকার কামরার আরেক মাথায় তাকাল নট। 'তুমিও ঘুমোতে যাও, মেয়ে।'
'আমার নাম সামান্থা।'
'ঠিক আছে, সামান্থা। তুমিও ঘুমিয়ে নাও একটু। আর…মানে, আমি দুঃখিত।'
'এর অর্থ কী–'
'এর অর্থ কিছুই নয়। আমি দুঃখিত, ব্যস।'
এরপর ওখানে চেয়ার পেতে ঠায় বসে রইল সে, ক্রুদ্ধ বিষণ্ন চোখে চেয়ে আছে বাইরের অন্ধকারের ভেতর। ভাবছে, রাইফেল পোর্টগুলো এমনভাবে বানানো উচিত ছিল যেন দরোজাটাও দেখা যায়। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। তা যখন হয়নি, এখন আর এ-ব্যাপারে আফসোস বৃথা।
হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল বাইরে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এর কারণ বুঝতে পারল সে। দরজার গায়ে ইন্ডিয়ানরা যেসব শুকনো খড়কুটো জড়ো করেছে তাতে এবার ওরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।
নট জানে দিয়াশলাই নেই ওদের কাছে– বলতে গেলে, জোগাড় করতে পারে না কখনও। কিন্তু সে এও জানে, অনেক সময় মাটির পাত্রে ভরে জ্বলন্ত কয়লা সাথে আনে ওরা।
আগুন বাড়ছে দ্রুত। নট টানটান হয়ে আছে, মওকা খুঁজছে গুলি করার। পেল না। বার্নের ধার থেকে একপশলা বুলেট ছুটে এল, আঘাত হানল বাড়ির দেয়ালে। রাইফেল পোর্টের গায়ে ঘষা খেল একটা, খানিক চলটা ছিটকে এসে নটের মুখে আর মাথায় হুল ফোটাল।
ঝট করে মাথা নুয়ে একপাশে সরে গেল ও। অপ্রশস্ত পোর্টগুলোর ভেতর দিয়ে চুইয়ে-আসা আলোয় এখন সে জিম আর সামান্থাকে দেখতে পাচ্ছে। 'পানি তোল,' বলল নট। 'গামলা প্যান যা আছে ভরে ফেল সব। দরজার কাছে এনে রাখ।'
এখন আর অস্ত্রহাতে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। বাইরের আলোয় নিজেদের চেহারা দেখাবে না ইন্ডিয়ানরা। ভেতর থেকে কবাট ভিজিয়েও সুবিধে হবে না বিশেষ। এতটা পানি শুষে নেবে না কাঠ যাতে রক্ষা পেতে পারে আগুনের কবল থেকে। তবে অন্য আরেকটা উপায় আছে…
পাগলের মত টিউবওয়েল চাপতে লাগল জিম, আর সামান্থা বাসনপত্র এনে ধরল কলতলায়। নট ওর হাত থেকে নিল সেগুলো, নামিয়ে রাখল দরজার কাছে এনে।
দশ মিনিট পর, ঘরে এমন কোন বাসন বাদ রইল না যাতে পানি ভরা হয়নি। নট বলল, 'তোমরা পজিশন নাও রাইফেল পোর্টে। যতটা পার মাথা নিচু করে রাখবে। আর গুলি ছুঁড়বে রাইফেলের আগুন লক্ষ্য করে। কারণ এর চেয়ে বেশি কিছু দেখতে পাবে না।'

'আর আপনি?' জিম প্রশ্ন করল।
'দরজা খুলব। আগুন নেভাব।'
'যাবেন না-মিস্টার নট, না!'

boighar.com

'রাইফেল পোর্টে যাও।' এক ঝটকায় ভারি হুড়কোটা নামিয়ে দরজা খুলে ফেলল নট। আঁকড়ে ধরল সবচেয়ে কাছের গামলাটা, আধেয়টুকু ছুঁড়ে দিল দাউদাউ আগুনের ওপর। গামলাটা একপাশে ঠেলে দিয়ে আরেকটা তুলে নিল সে, একইভাবে খালি করল। তাৎক্ষণিকভাবে কোন প্রভাব বিস্তার করল না ওগুলো, কেবল দপ করে স্ফুলিঙ্গ ছড়াল কিছু, খানিকটা বাষ্প উঠল হিস করে। উন্মত্তের মত হাত চালাতে লাগল ও, যথাসম্ভব ক্ষিপ্রগতিতে, আশেপাশে বুলেট আছড়ে পড়ছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

চমৎকার নিশানা হচ্ছে ও, নট জানে-ঘরের অন্ধকার পটভূমিতে আগুনের শিখায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

তবে এত পরিশ্রমের কিছুটা সুফল পেতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে। আগুন কমে আসছে ধীরে ধীরে, সবকটা গামলা খালি হওয়ার আগেই নিভে গেল পুরোপুরি।

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল ও, কবাটের বাইরের অংশ শেষবারের মত ভিজিয়েই দরজা বন্ধ করতে চেষ্টা করল। কিন্তু পোড়া কাঠ আর খড়কুড়োটার মাঝে আটকে গেল পাল্লা, মুক্ত করার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠল নট।

কোম্যাঞ্চিদের বুনো চিৎকার শুনতে পেল সে, ধেয়ে আসছে ওরা। ঘরের দুই রাইফেল পোর্ট থেকে নাগাড়ে গুলি ছোড়ার আওয়াজ পাচ্ছে। সময়মত দরজা বন্ধ করা সম্ভব হবে না, বুঝতে পারল নট। ভারি একটা কাঠ আটকে গেছে কবাটের নীচে, সরতে চাইছে না। ওটা খসাতে পারার আগেই তার ওপর চড়াও হবে ওরা, ভেতরে ঢুকে পড়বে...

হাল ছেড়ে দিয়ে, দরজার পাশ থেকে ছোঁ মেরে রাইফেল তুলে নিল ও। একলাফে সরে গেল পেছনে, দরজা দিয়ে প্রথম ইন্ডিয়ানের ধেয়ে আসার অপেক্ষায় রইল।

কিন্তু বাস্তবে ঘটল ঠিক এর উল্টোটি। অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল, বহু মানুষের চিৎকার আর লং ব্যারেল রিভলভারের আওয়াজ। এবং অবিশ্বাস্যভাবে, একটা বিউগলের তুর্যনিনাদ।

তবু অপেক্ষা করতে লাগল ও, সামান্যতম অসতর্ক হলো না। কোম্যাঞ্চিদের নতুন কৌশল হতে পারে এটা। অল্পক্ষণের মধ্যেই বোঝা যাবে।

চার

আপনারা সবাই ভাল তো?' স্বস্তিকর একটা চিৎকার শোনা গেল খানিক বাদে।

এখনও চলছে গোলাগুলি, তবে ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। দগ্ধ খড়কুটো

পেরিয়ে দরজার বাইরে পা রাখল নট। দেখার পক্ষে খুব বেশি অন্ধকার। তবে ঘোড়া আর সেগুলোর আরোহীদের অবয়ব দেখতে পেল সে। সৈন্যদের মালপত্র গণনা আর রোল-কল শুনতে পেল।

গলা চড়াল ও, 'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন। ভাল আছি।' পুব দিগন্ত অল্প-স্বল্প চোখে পড়ছে এখন। আকাশ ধূসর, নীচের মাটি কালো।

আবার সেই কণ্ঠস্বর, 'কেউ চোট পেয়েছে?'

'না, পায়নি, ক্যাপ্টেন।'

'আপনারা কে?'

'অ্যালান নট। জিম ডেভিডসন। সামান্থা উইলিয়মস, মানে রবার্ট উইলিয়মসের মেয়ে। আমাদের পুবে থাকে।'

'দেখেছি।' এবার সহানুভূতির সুরে। 'প্রায় সবই গেছে। ওর বাবা-মাকে আমরা কবর দিয়েছি। তা ও পালাল কীভাবে?'

'টানেল।'

আকাশ ফরসা হচ্ছে। বক্তাকে এবার দেখতে পাচ্ছে নট– লম্বা, ধূলিধূসর, র-হাইডের মত একহারা। গোঁফ আছে, চুল কদমছাঁট। ক্যাপ্টেনের সঙ্গীদেরও দেখা যাচ্ছে। ইন্ডিয়ানদের লাশ সরাচ্ছে একটা দল, অন্যরা আগুন ধরাচ্ছে রান্নার। জিম আর সামান্থা বেরিয়ে এল বাইরে, ওর পেছনে ভোরের ঠাণ্ডা পাণ্ডুর আলোয় দাঁড়িয়ে রইল অনিশ্চিত ভঙ্গিতে।

নট বলল, 'সামান্থা উইলিয়মস, ক্যাপ্টেন। আর ও–জিম।'

ঘোড়া থেকে নামল ক্যাপ্টেন, টুপি খুলে ফেলেছে। 'রিচার্ডস, ম্যাম। খুশি হলাম আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে। আমরা একটু দক্ষিণে ছিলাম, আমাদের সেন্ট্রি গুলির আওয়াজ শুনতে পায়।'

boighar

সামান্থা বলল না কিছু।

ক্যাপ্টেন এবার ভালভাবে লক্ষ্য করল ওকে। 'কিছু ভাববেন না, ম্যাম। আমরা আপনাকে এসকর্ট করে নিয়ে যাব।'

'ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন। তার প্রয়োজন হবে না। আমি থাকছি।'

আড়চোখে নটের দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন, তারপর সামান্থার ওপর স্থির হলো দৃষ্টি। ধৈর্য আর সমবেদনার সুর বাজল তার কণ্ঠে। 'ঠিক আছে, ম্যাম। আমরা পরে আলাপ করবখ'ন এ-ব্যাপারে।'

জবাব দিল না সামান্থা। নট তাকাল ওর মুখের দিকে। অনমনীয়, প্রায় নির্লিপ্ত। পরনের ছেঁড়া স্কার্টটা সামান্য উঁচু করে ঘুরে দাঁড়াল সামান্থা। 'আমি খাবারের ব্যবস্থা করছি।'

নট বলল, 'আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন, ক্যাপ্টেন?'

'আমি আমার লোকদের সাথে খাব। ধন্যবাদ। আমাদের রেশন, মানে, আপনাদের কাছে বোধহয় বাড়তি চিনি নেই, আছে?'

'নিশ্চয়ই। জিম–'

ক্যাপ্টেন হাঁকল, 'বওরেন! এই কিশোরের সঙ্গে যাও তুমি।'

সামান্থার পেছন পেছন বাসায় ঢুকে গেল জিম। কর্পোর্যাল অনুসরণ করল

ওকে। মিনিট দুয়েক পর বেরিয়ে এল সে, হাতে চিনির ক্যান।

এখন আলো ফুটেছে। স্পষ্ট দেখার পক্ষে যথেষ্ট। জনাত্রিশেক সৈন্য রয়েছে উঠনে। নট জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কম্যান্ডে কত লোক আছে, ক্যাপ্টেন?'

'দুজন লেফটেন্যান্ট, আর নন-কমিশন একশো আটচল্লিশ। তিনজন স্কাউট আর একজন ট্র্যাকার। আসুন, মিস্টার নট, আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

নট হাঁটতে লাগল ওর পাশে। একজন সেপাই এসে ক্যাপ্টেনের ঘোড়া নিয়ে গেল।

এরমাঝে বেশ কয়েকটা আগুন ধরিয়ে ফেলেছে ওরা। বেকন জ্বাল দিচ্ছে, পানি চাপিয়েছে কফির। বিধ্বস্ত চেহারা সবার, অধিকাংশ লোক তাকাল না পর্যন্ত।

'আপনি কদ্দিন হলো বাইরে, ক্যাপ্টেন?' জানতে চাইল নট।

'কাল তিন হপ্তা পুরবে। অনেক পেছনে পরেছে আমাদের সাপ্লাই ওয়াগন। বিশ্রাম নেয়া দরকার। কিন্তু হতচ্ছাড়া কোম্যাঞ্চিগুলো তা আর নিতে দিচ্ছে কোথায়!'

'নাগাল পাচ্ছেন না বুঝি?'

'পাচ্ছি। তবে যেখানে ওরা ধরা দিতে চাইছে। ছোটখাট দুটো লড়াই হয়েছে। দুবারই, বেগতিক বুঝে পালিয়ে গেছে ওরা।'

একটু দূরে, আলাদা একটা আগুনের ধারে চারজন লোককে চোখে পড়ল নটের। একজনের পরনে ক্যাভালরি ইউনিফর্ম, শোল্ডার স্ট্র্যাপে সেকেন্ড লেফটেন্যান্টের ব্যাজ। রিচার্ডস বলল, 'লেফটেন্যান্ট মিলস—মিস্টার নট।'

তরুণ অফিসারের সাথে করমর্দন করল নট। ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে মিলসকে, নেহাত কাঁচা বয়েস। এবার বাকি তিনজনের উদ্দেশে ঘুরল সে।

ট্র্যাকারের দিকে চোখ পড়ল ওর, গায়ের রঙ তামাটে, চুল কালো। ক্যাপ্টেন বলল, 'জেসাস স্যাচেজ, আমাদের ট্র্যাকার।' নির্বিকারভাবে বসে রইল লোকটা, কাজেই নট আলতো করে মাথা ঝোঁকাল শুধু।

'মিস্টার কোয়েড,' পরিচয় দিচ্ছে রিচার্ডস। 'মিস্টার লিও কোয়েড। আমাদের অন্যতম স্কাউট।'

কোয়েড প্রাচীন তুলটকাগজের মতই বুড়িয়ে গেছে, এবং তেমনি শুষ্ক। চোখ দুটো ফ্যাকাসে নীল, চারপাশের খসখসে ত্বকে ছোট ছোট অসংখ্য ভাঁজ। বেশির ভাগ দাঁত নেই। তবু অসাধারণ এক তীক্ষ্ণতা আর সতর্কতার ছাপ রয়েছে কোয়েডের চেহারায় যা ওর বয়েসকে ম্লান করে দিয়েছে। নটের সঙ্গে হাত মেলাল সে, তারপর রিচার্ডসের উদ্দেশে বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি, ক্যাপ'ন্। ভোরের আগেই ম্যাক-গিকে ধরতে চাই।'

ঘাড় কাত করল রিচার্ডস। কোয়েড এগিয়ে গেল তার অপেক্ষমাণ ঘোড়ার দিকে।

তৃতীয় লোকটার দিকে তাকাল নট। এতক্ষণ ওদের দিকে পেছন ফিরে ছিল সে।

এবার যখন ঘুরল লোকটা নট তার পেটের ভেতর অদ্ভুত এক শূন্যতা বোধ করল। রিচার্ডসের কণ্ঠ অস্পষ্ট শোনাল ওর কানে। 'এর নাম জ্যাক প্যালেন্স,

আমাদের আরেক স্কাউট।'

মুচকি হাসছিল প্যালেন্স। নিজের হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, নট।'

'আমিও।' প্যালেন্সের সঙ্গে করমর্দন করল নট।

প্যালেন্স বলল, 'খানা রেডি, ক্যাপ'ন্।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার প্যালেন্স।'

ঘুরে বাসার উদ্দেশে রওনা হলো নট। কয়েক কদম গিয়ে, ঘাড় ফেরাল সে, পেছনে তাকাল। প্যালেন্স লক্ষ করছে ওকে, হাড্ডিসার মুখে এখনও লেগে আছে সেই মুচকি হাসি।

প্যালেন্স লম্বা, তবে রোগা এবং একটু কুঁজো। কিন্তু পেশীগুলো দড়ির মত পাকানো। দাড়ি কামায় না অনেকদিন। গায়ের রঙ স্যাঁচেজের মতই তামাটে। মাথা সোজা করল নট, এগোল বাসার দিকে, প্যালেন্সের মুখ পরিষ্কার ভাসছে ওর চোখে।

জ্যাক প্যালেন্সের মত লোককে ভোলা যায় না কখনও। ক্যাপ্টেন রিচার্ডসের যেমন, ওরও আলাদা একধরনের ব্যক্তিত্ব আছে। পিস্তল ঝুলিয়েছে কোমরে, নিচু করে বাঁধা উরুর সাথে। হোলস্টার আর বেল্ট দুটোই ময়লা, দাগ পড়েছে ঘাম আর ধূলোবালির। কিন্তু পিস্তলটা তেল-দেয়া, মসৃণ—র‍্যাটল সাপের ফণার মতই বিষাক্ত।

ভোলা যায় না জ্যাক প্যালেন্সের মুখ অথবা চোখকেও। ঔদ্ধত্য আর নিষ্ঠুরতা একইসঙ্গে স্থান পেয়েছে সেখানে। প্যালেন্সরা সীমান্তে এসেছে সুযোগের সন্ধানে। অপরাধ ওদের পেশা, কেউ পথের কাঁটা হলে তাকে খুন করতে দ্বিধা করে না। এরা যুগের সৃষ্টি, সৃষ্টি বিশেষ এক নীতির যে-নীতি নিজের জানমাল হেফাজত করার ব্যাপারে মানুষের জন্মগত অধিকারকে অস্বীকার করে।

কিন্তু জ্যাক প্যালেন্সকে মনে পড়ার পেছনে অ্যালান নটের কারণ অন্য। পাঁচ বছর আগে স্যামুয়েল ডেভিডসনকে যেদিন হত্যা করে নট, সেই ছোট্ট স্টেজ ডিপোতে প্যালেন্স উপস্থিত ছিল।

পঞ্চাশজন লোক। ওদেরকে খসিয়ে ফেলার জন্যে রয়েছে সীমান্তের দশ লাখ বর্গমাইল জায়গা। অথচ প্যালেন্স কিনা হাজির হয়েছে এখানে এসে। মনে মনে গাল বকল নট। বাসায় ঢুকে গেল।

মাংস ভাজার সুবাস, টাটকা বিস্কুট আর কফির গন্ধ স্বাগত জানাল ওকে। সামান্থা স্মিত হাসি উপহার দিল। 'কর্পোর‍্যাল দিয়ে গেছে খুশি হয়ে।'

'ভাল মানুষ।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামান্থাকে জরিপ করল নট, ওর চেহারার নতুন এক বৈশিষ্ট্য অস্থির করে তুলল ওকে।

আঁচড়ে চুল বেঁধেছে মেয়েটা। ধুলোবালি সাফ করেছে জামা-কাপড় ঝেড়ে, ছেঁড়া জায়গাগুলোতে সেফটিপিন আটকে দিয়েছে। মুখে রঙ ফিরে এসেছে, উত্তেজনার রঙ, নট ভাবল। কিন্তু শুধু এটুকু নয়, ওর অস্বস্তির আরেকটা কারণ আছে। অদ্ভুত দ্যুতি দেখা যাচ্ছে মেয়েটার চোখে।

বসে খেতে শুরু করল ও। জিম জিজ্ঞেস করল, 'ওদের সঙ্গে আমরা যেতে

পারি না, মিস্টার নট?'

'না, বাছা। তবে আমাদের ঘোড়াগুলো ধরে আনতে যতটা যেতে হয় যাব।'

দরজায় গেল সামান্থা, বাইরে পা রাখল। ওই লোকগুলোর প্রতি আগ্রহ বোধ করায় ওকে দুষতে পারল না নট। এই সীমান্তে ভীষণ একলা জীবন কাটাতে হয় একজন নারীকে।

দ্রুত খাওয়া সেরে উঠে পড়ল ও, দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে আছে সামান্থা, আলাপ করছে, বাসা থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে। খানিক বাদে সরে গেল স্যাঁচেজ আর প্যালেন্সের সঙ্গে রিচার্ডস আর লেফটেন্যান্ট মিলস রয়েছে যে-আগুনের পাশে সেদিকে এগোল।

ভ্রূকুটি করল নট। মেয়েটার ওপর নজর রাখল। রিচার্ডস আর মিলস দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাল ওকে। স্যাঁচেজ, ট্রাকার, একবার পলক তুলেই খাবারের দিকে নিজের মনোযোগ ফেরাল আবার। সহজ ভঙ্গিতে হাত-পা ছড়িয়ে বসল প্যালেন্স, অপেক্ষা করছে পরিচয় পর্বের জন্যে।

আলতোভাবে ওর হাতটা ঝাঁকাল সামান্থা, একটুক্ষণ কথা বলে সরে এল। প্যালেন্স পিছু নিল ওর। আগুন থেকে দশ-পনেরো গজ তফাতে এসে থামল দুজন, আলাপ করল। তারপর ওকে রেখে পা চালিয়ে বাসায় ফিরে এল সামান্থা।

ওর চোখে ইতিপূর্বে যে-দ্যুতি দেখেছিল নট এখন তা আরও জোরাল হয়েছে। শ্বাসহীন কণ্ঠে সামান্থা বলল, 'মিস্টার নট, আমরা সাহায্য পাচ্ছি!'

'কিসের সাহায্য?'

'আমার বাবার গরু উত্তরে চালান করার! মিস্টার প্যালেন্স সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। উনি বলেছেন ওদের আরেক স্কাউট, মিস্টার কোয়েড, সাহায্য করবেন, এবং সম্ভবত ট্র্যাকারও। উনি বললেন, ক্যাপ্টেন যেহেতু এখন কোম্যাঞ্চিদের নাগাল পেয়েছেন, একজনের বেশি স্কাউট দরকার হবে না তাঁর।'

'বিনিময়ে তুমি তাকে কী দেবে বলেছ?' সীমাহীন এক আতঙ্কের গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে নট। যা আশঙ্কা করেছিল কার্যত তাই ঘটেছে। প্যালেন্স যতই না চেনার ভান করুক, সে ঠিক বুঝেছিল লোকটা তাকে চিনে ফেলেছে।

'শেয়ার দেয়ার।'

'কত?'

'দশ পার্সেন্ট।'

অসহায়ভাবে গুঙিয়ে উঠল নট।

উত্তেজনায় সামান্থা অধীর, ফলে খেয়াল করল না ব্যাপারটা। 'উনি আরও বললেন কোম্যাঞ্চিরা যেহেতু পিছু হটতে শুরু করেছে, গরু জড়ো করা এখন আর কঠিন হবে না। আপনাকে দশ পার্সেন্টের প্রস্তাব দিতে বলেছেন, তবে অন্যদের পাঁচ দিলেই চলবে।'

'ওর দয়া,' বিরস কণ্ঠে বলল নট।

এই প্রথম, সামান্থার উৎসাহে ভাটা পড়ল। নটের দিকে তাকাল সে, দুচোখ থেকে মিনতি ঝরে পড়ছে। 'এ ছাড়া আমি আর কী করতে পারি বলুন? আমার টাকা নেই যে লোক ভাড়া করব।'

ঘাড় ফিরিয়ে জিমের দিকে তাকাল নট। কৈশোরের আনন্দ কী, আজও তা উপভোগ করার সুযোগ পায়নি ছেলেটা। ওর বদ্ধমূল ধারণা হলো, এই ক্যাটল্ ড্রাইভ শেষ হওয়ার আগেই জিম সত্য জেনে যাবে।

তখন কী হবে? কোথায় যাবে ছেলেটা? ওর মত যাওয়ার জায়গাই-বা কোথায়? অনেক আঘাত সয়েছে জীবনে, মাকে হারিয়েছে, বাবাকে হারিয়েছে—হারিয়েছে আপনজনের স্নেহ-মমতা। আর এখন যদি নটকে হারায় এভাবে…

নট বলল, 'গরু জড়ো করতে আমি তোমাকে সাহায্য করব, কিন্তু তোমাদের সাথে উত্তরে যাব না।'

'কেন?'

তপ্ত চোখে ওপর পানে তাকাল নট। 'এখানে আমার নিজের বাড়ি আছে। আমি সেটা ইন্ডিয়ানদের হাতে ছেড়ে যেতে চাই না।'

অপছন্দ থেকে ক্রমশ ওদের মাঝে বিদ্বেষ জেগে উঠছে পরস্পরের প্রতি। তবু যখনই মেয়েটাকে দেখছে নট, একধরনের বুভুক্ষা ওকে স্পর্শ করছে।

খোলা দরজায় নক করল কে যেন, সচকিত হয়ে চোখ তুলে নট দেখতে পেল প্যালেন্স দাঁড়িয়ে আছে। এক মুহূর্ত অপলকে ওকে মাপল লোকটা, তারপর জিমকে ছুঁয়ে সামান্থার দিকে ঘুরে গেল তার দৃষ্টি।

'ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমি আলাপ করেছি, মিস উইলিয়মস,' বলল প্যালেন্স। 'তাঁর কোন আপত্তি নেই। আপনাকে যাতে সাহায্য করতে পারি সেজন্য উনি আমাকে ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছেন। স্যাচেজ আর কোয়েডকেও অব্যাহতি দেবেন বলেছেন।'

নটের দিকে ফিরল সে। 'তোমাকে চেনা-চেনা মনে হচ্ছে, নট। এর আগে কোথাও কি আমাদের দেখা হয়েছে কখনও?'

নিজের অজান্তেই জিমের দিকে চলে গেল নটের দৃষ্টি। ছেলেটা স্থির চোখে লক্ষ্য করছে ওকে। বুকের ভেতর চিনচিনে ব্যথা অনুভব করল নট। সেদিন কতদূরে, যখন ওকে দেখলেই ঘৃণা ফুটে উঠবে ওই কচি চোখ দুটোয়? কত দূরে?

ও বলল, 'হতে পারে। আমার মনে পড়ছে না।'

'কিন্তু আমার যেন পড়ছে। নট। নট। নামটার মধ্যে একটা পরিচিত ছন্দ আছে।'

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে নট চেয়ে রইল ওর দিকে। প্যালেন্সের চোখে বিদ্রূপ।

'মিস উইলিয়মসকে আমি বলেছি, তার গরু জড়ো করার ব্যাপারে সাহায্য করব। কিন্তু উত্তরে যেতে পারব না।'

সরু হলো প্যালেন্সের চোখ। 'আমার বিশ্বাস তুমি তোমার মত বদলাবে,' বলল সে। 'তুমি গরুবাছুর চেন, আর এই দেশটাও তোমার জানা। তোমাকে ছাড়া আমরা অসহায়।'

নট জবাব দিল না। প্যালেন্সের বিদ্রূপ এবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে আরও। 'মিস্টার নট, আমি চেষ্টা চালিয়ে যাব তোমাকে কোথায় দেখেছি মনে করতে যাইহোক, আশা করি উত্তরে যাওয়ার ব্যাপারে তুমি তোমার মত বদলাবে

তোমাকে ছাড়া চলবে না আমাদের। আর সেক্ষেত্রে, আমাদের বা মিস উইলিয়মস কারোরই কোন লাভ হচ্ছে না এতে। হচ্ছে কি?'

উঠে বাইরে বেরিয়ে গেল নট। সামান্য বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল পেছন থেকে। জিম আসতে চাইছিল, কিন্তু নট বিরক্তির সুরে বলল, 'তুমি বাসায় থাক, জিম।'

আহত দেখাল ছেলেটাকে। প্যালেন্স হাসল একগাল, তারপর নটের পেছন পেছন বেরিয়ে এল বাইরে। বাসা থেকে শোনা যাবে না এতটা তফাতে এসে নট থামল। 'তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ।'

'অবশ্যই। এবং বুঝেছি ছেলেটাকে তুমি কী চোখে দেখ– আর ও তোমাকে তুমি নিশ্চয় চাও না, ও জানুক তুমি ওর বাবাকে খুন করেছ।'

ঝাঁ করে রক্ত চড়ে গেল নটের মাথায়। 'তোমাকে আমার খুন করা উচিত।'

সংকুচিত হলো প্যালেন্সের চোখ। কুৎসিত অশুভ কিছু প্রবেশ করল ওগুলোতে, হিংস্র পশুর দৃষ্টি, খুন করা যার নেশা। মিহি সুরে প্যালেন্স বলল, 'চেষ্টা করে দেখতে পার, নট। তবে স্যামুয়েল ডেভিডসনকে যত সহজে কাত করেছ আমাকে তা পারবে না।'

হাতের মুঠি চাপল নট। বুঝতে পারছে রাগে তার শরীর কাঁপছে।

সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলছে প্যালেন্স, কিন্তু তাতেই প্রচণ্ড ধার আছে। 'গরু জড়ো করতে যেমন, তেমনি ড্রাইভের ব্যাপারেও আমাদের সাহায্য করবে তুমি। এমন নয় যে তোমাকে আমার চা-ই। কিন্তু আমাদের লোকবল যত বেশি হয় তত ভাল। নইলে কখনোই সফল হতে পারব না। এবং আমি ওই দশ পার্সেন্ট পেতে চাই।'

'যদি না যাই?'

'তা হলে ছেলেটার কাছে তোমার পরিচয় ফাঁস করে দেব। বলে দেব, তুমি ওর কত বড় সর্বনাশ করেছ।'

মুচকি হেসে, ঘুরে দাঁড়াল প্যালেন্স, চলে গেল ধীর পায়ে। হতাশাভরে পেছন থেকে ওর দিকে চেয়ে রইল নট। ঘণ্টাখানেক আগে, বাসার আধখোলা দরজার পেছনে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিল সে। আর এখন আরও ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে পড়েছে।

এর পরিসমাপ্তি ঘটার আগেই, সে খুন করবে প্যালেন্সকে– আর নয়তো নিজেই খুন হয়ে যাবে। তবে বেঁচে থাকলে, সম্পূর্ণ আলাদা এক মানুষে পরিণত হবে। না হয়ে উপায় নেই, জিমকে নিজের কাছে রাখার জন্যে এমন কিছু নেই যা করতে পারে না সে।

পাঁচ

আটটা নাগাদ বিদায় নিল সৈন্যরা, পলাতক ইন্ডিয়ানদের ট্রেইল ধরল। প্যালেন্স আর স্যাঁচেজ রয়ে গেল পেছনে, কথা দিয়েছে নটকে তার ঘোড়ার পাল ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে। গতরাতে কোম্যাঞ্চিরা তাড়িয়ে দিয়েছে ওদের, তবে ওর বিশ্বাস খুব একটা দূরে যায়নি ঘোড়াগুলো। সকাল নটায় বেরিয়ে পড়ল ওরা, ফিরল দুপুরের ঠিক আগে, বাইশটা ঘোড়াসহ!

নট স্পষ্টতই মনমরা, উদ্বিগ্ন। ক্যানসাসে গরুর পাল নিয়ে যেতে পারবে এই আনন্দে নাচতে শুরু করেছে জিম। এমনকী সামান্থাও যেন আমূল বদলে গেছে। বিশ্রাম আর স্নানের পর, নটের ধোয়া অথচ বেঢপ পোশাকে অনেক বেশি প্রাণবন্ত আর উৎফুল্ল দেখাচ্ছে ওকে। বাবা-মাকে হারানোর শোক এখনও রয়েছে ওর চোখে, তবে অধিকাংশ সময় নানান গৃহস্থালি কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখে শোক ভুলে থাকছে। মাঝে মাঝে এমন সব শব্দ করছে, নট আর জিম একরকম বাধ্য হয়েছে সরে আসতে।

বিকেলে, ফিরে এল কোয়েড, ঘোড়া থেকে নেমে জিন খসাল। ঘোড়ার গা ভাল করে মালিশ করল ও, কোরালে নিয়ে গিয়ে খড় খেতে দিল। তারপর বাড়ির ছায়ায় নট যেখানে বসে আছে, উঠন পেরিয়ে সেখানে গেল। বার্নের ধারে বসেছে প্যালেন্স আর জিম, বন্দুকবাজের হামবড়াইতে ছেলেটা মুগ্ধ হয়ে গেছে।

ফ্যাকাসে তীক্ষ্ণ চোখ দুটো ছোট করে নটের দিকে তাকাল কোয়েড। 'ক্যাপ'ন্ বললেন তুমি একটা গরুর পাল ক্যানসাসে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছ।'

মাথা ঝাঁকাল নট।

'এবং যারা সাহায্য করবে তাদের প্রত্যেককে পাঁচ পার্সেন্ট করে শেয়ার দিচ্ছ।'

'ঠিক। গরুগুলো মিস উইলিয়মসের।'

'তুমি যাচ্ছ?'

মাথা ঝাঁকাল নট।

'এবং প্যালেন্স আর স্যাঁচেজও নিশ্চয়ই?'

নট আবারও মাথা ঝাঁকাল। আরেকটু সংকুচিত হলো কোয়েডের চোখ! 'তুমি মনে হচ্ছে খুব খুশি নও এতে?'

'তাই।' খোলসা করল না নট।

যেন নিজেকে শোনাচ্ছে, কোয়েড বলল, 'স্যাঁচেজ লোক ভাল। আধা কোম্যাঞ্চি আধা মেক্সিক্যান। ইন্ডিয়ান রক্ত বাপের তরফের। যদ্দূর জানি, একটা হামলার সময় ওর মাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল এক কোম্যাঞ্চি। রেঞ্জাররা উদ্ধার করে ওকে, কিন্তু ততদিনে স্যাঁচেজ গর্ভে এসেছে। কোম্যাঞ্চিদের ঘৃণা করে মহিলা। স্যাঁচেজও। দক্ষ ট্র্যাকার। ইন্ডিয়ানদের মতই চিহ্ন পড়তে পারে।'

নট চুপ করে রইল। কোয়েডকে ওর ভাল লাগতে শুরু করেছে। লোকটার বয়েস সত্তর কিংবা আরেকটু বেশি। চেহারায় তার ছাপ পড়েছে। কিন্তু বয়েস এতটুকু কাবু করতে পারেনি ওকে। এখনও পাকা চামড়ার মত কর্মঠ।

নটকে একটুক্ষণ জরিপ করল কোয়েড, তারপর মুখ বাড়িয়ে তামাকের পিক ফেলল একটু দূরে। 'প্যালেন্স সম্বন্ধে জান কিছু?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল নট।

কোয়েডের প্রাচীন চোখে এখন ক্রোধের আগুন জ্বলছে। ঘৃণা ঝরে পড়ল ওর কণ্ঠে। 'খুনী! তবে ট্র্যাক করতে জানে। বিপদে বুদ্ধি হারায় না। পিস্তলে হাত চালু। সম্ভব হলে, পুরো পালটাই মেরে দেবে।'

নটের পাশে আয়েস করে বসল কোয়েড, সিগারেট বানাল। 'তুমি এর মধ্যে নিজেকে জড়ালে কেন?'

'ড্রাইভের কথা বলছ?' কপাল কোঁচকাল নট। 'ওকে খাওয়া-পরার একটা সুযোগ করে দিয়ে আমার দায়িত্ব শেষ করতে, বোধ হয়। ইন্ডিয়ানরা ওর বাবা-মাকে মেরে ফেলেছে, বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। ওর কোন টাকাপয়সা বা যাওয়ার জায়গা নেই কোথাও। এখন গরুগুলো যদি চালান করতে পারে, বাড়িটা মেরামত করে নিয়ে কাজের লোক রাখতে পারবে।'

'তোমার গরুবাছুরও নিচ্ছ?'

নট মাথা নাড়াল। 'আমি খুব বেশিদিন হয় এখানে আসিনি। এত নেই যে বিক্রি করব।'

উঠনের ও-ধারে প্যালেন্স আর ছেলেটা যেখানে বসেছে সেদিকে তাকাল কোয়েড। 'তোমার ছেলে?'

'না।' আবারও সংক্ষেপে সারল নট।

'ওকে সাথে নিচ্ছ?'

'নিতে হচ্ছে।'

'দেখে মনে হয় খুউব ভাল ছেলে। শান্ত। বুদ্ধিমান, বড় মানুষের মত।'

'দুষ্টুমি করার সুযোগ পায়নি কখনও। খেলার সাথী পায়নি যে করবে। আমিই ওর সব।'

'ওর কথা তুমি খুব ভাব, না?'

অপলকে কোয়েডের দিকে চেয়ে রইল নট। 'ভাবি।' ঠিক। জিমকে নিয়ে অনেক ভাবে সে। ছেলেটাকে প্যালেন্সের সাথে দেখে আবার সেই অস্বস্তি জেগে উঠল ওর ভেতরে।

এই গতকাল সকালেও, তার মনে হয়েছে সে নিরাপদ, আত্মগোপন করতে পেরেছে। কিন্তু এখন আর তা ভাবছে না। প্যালেন্স হাজির হয়েছে এখানে। ওর দুর্বলতা লোকটা জানে। আগামী কয়েকটা মাস ওর সঙ্গে কাটাতে হবে তাকে, এসময়ের ভেতর যে-কোন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। সামান্থার গরু ক্যানসাসে পৌঁছে দিতে হবে, ওখানেও হয়তো দেখা হয়ে যাবে আরও অনেকের সাথে যারা জানে সব কথা।

জিম কি পারবে সইতে যে-আঘাত পেতে যাচ্ছে? ওর ওপর ছেলেটার শ্রদ্ধা

ভালবাসা কি এতই গভীর? সংশয় আছে নটের। পেটের ভেতর ভয়ের শীতল নিষ্পেষণ অনুভব করল সে।

'বার্নে গিয়ে তুমি বিশ্রাম নাও, কোয়েড,' নট বলল। 'কাল আমরা কাজে নেমে পড়ব।'

উঠে, অলস ভঙ্গিতে বার্নের দিকে এগোল সে, প্যালেন্সের শেষের কথাগুলো শুনতে পেল। '... তো এই ডেপুটি শেরিফ পিস্তল ফেলে দিতে বলল ওকে। ঘুরে দাঁড়াল লোকটা, সত্যি সত্যি, হাত সরিয়ে নিয়েছিল দূরে। তবু ডেপুটি গুলি করল। পরে অবশ্যি বলেছে সে ভেবেছিল লোকটা তার পিস্তল বের করতে যাচ্ছিল। কিন্তু এই বান্দা তখন ছিল সেখানে। নিজের চোখে দেখেছি। বুঝেছ, বাছা, আইনের মানুষ হলেই যে সবসময় ভাল হবে তার কোন মানে নেই। আমাদের এই লোকটা ছিল নিষ্ঠুর খুনী, এখন যেখানেই থাকুক, জানে সে কী ছিল।'

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল নট। অনুভব করল তার মুঠি শক্ত হয়ে গেছে।

'জিম!' বাজখাঁই কণ্ঠে ডাকল সে।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল জিম। সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলে এল ওর কাছে। 'কী হয়েছে, মিস্টার নট?'

অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করল সে। 'কিছু না। কিছু না, বাছা।' জোর করে মুখে হাসি ফোটাল ও। 'এতক্ষণ তোমাকে কী লেকচার ঝাড়ছিল ও?'

অস্বস্তির সুরে জিম বলল, 'কিছু একটা নিশ্চয় হয়েছে, মিস্টার নট। আমি বুঝতে পারি। আপনি আর আমি অনেকদিন হলো আছি একসঙ্গে...'

'থাকবও তাই, বাছা।' এখন হঠাৎ সাত বছরের জিমকে মনে পড়ল ওর। নিরানন্দ একটা ছেলে, ভয়ঙ্কররকমের একা। মনে পড়ল নট ঘুমিয়ে গেছে ভেবে রাতে কীভাবে কেঁদে উঠত জিম। এও মনে পড়ে ওর, দিনের বেলায় কখনও কোন ব্যাপারে অভিযোগ করেনি জিম, চোখের পানি ফেলেনি একফোঁটা। ছেলেটার সাহস ওঁর বিবেকের দংশন আর অপরাধবোধকে দিন-দিন তীব্র করে তুলেছে আরও, রাতে বিছানায় শুয়ে নিয়তিতাড়িত সেই দিনটির ছোটখাট প্রতিটি ঘটনা বারবার স্মরণ করেছে নট, নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার প্রয়াস পেয়েছে সে কোন ভুল করেনি।

এবং আজও সব মনে আছে ওর, এতই ভেবেছে ঘটনাটা নিয়ে।

'কী মনে হয়, এই ক্যাট্‌ল্ ড্রাইভে আনন্দ পাবে তুমি?' নট জিজ্ঞেস করল সস্নেহে। 'ভীষণ খাটুনির কাজ, তবে এখনকার মত এতটা একা লাগবে না।'

'আপনি কাছে থাকলে আমার কখনও একা লাগে না, মিস্টার নট।'

'কখনোই না?'

বাধ্য কণ্ঠে ছেলেটি বলল, 'কখনোই না। সত্যি, স্যার। আপনাকে পেলে আমার আর একলা মনে হয় না নিজেকে। তবে ক্যানসাসে যেতে— ওখানে যেতে আমার ভালই লাগবে, মিস্টার নট।'

'তা হলে আমরা যাব।' ছেলেটার কাঁধে হাত রাখল নট। অপ্রশস্ত, কিন্তু পেশীবহুল। সহসা দলামত কী যেন উঠে এল ওর গলার কাছে, আচমকা ঘুরে

দাঁড়াল সে। পেছন থেকে জিম চেয়ে রইল ওর দিকে, চোখ বিমূঢ়। একটু বাদে, আবার সে ফিরে গেল বন্দুকবাক্স যেখানে রয়েছে সেখানে।

হনহন করে বাসার দিকে এগোচ্ছে নট, রাগে ওর সারা শরীর জ্বলছে। প্যালেন্স এখন ওর মনে ভীতি জাগাবার তালে আছে। কাহিনিটা বলে দিয়েছে ছেলেটাকে, শুধু নামগুলো গোপন রেখে। এই কাহিনির সুতোয় জিমকে গেঁথে ফেলবে ও। ডেপুটি যে-লোকটাকে হত্যা করেছে সহানুভূতিশীল করে তুলবে তার প্রতি, আর ডেপুটিকে ঘৃণা করতে শেখাবে। তারপর যদি কখনও বোঝে নটকে দিয়ে ওর কার্যোদ্ধার হচ্ছে না, তখন ওকে জানিয়ে দেবে সেই ডেপুটি আর নিহত লোকটার পরিচয়। এবং সেখানেই চুরমার হয়ে যাবে নটের সমস্ত স্বপ্ন।

মাসখানেক লাগবে সামান্থার গরু জড়ো করতে; তারপর, কমপক্ষে, আরও দুমাস ক্যানসাসে পৌঁছুতে। দীর্ঘ তিনটি মাস একসঙ্গে থাকবে ওরা সবাই।

প্যালেন্সের হাতে ছুড়ি আছে। কিন্তু যদি সেটা ব্যবহার করে, নট ওকে খুন করবে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল সে।

বাসায় ফিরে এল ও। সামান্থা চুলোর পাড়ে দাঁড়িয়ে কাজ করছিল, পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফেরাল।

ওর মুখের রোদে-পোড়া ভাবটা প্রায় চলে গেছে। ফোসকা পড়েনি, তবে নট অনুমান করল চামড়া উঠে যাবে। নিজের পোশাকে যা মনে হয়নি, ওর বেঢপ প্যান্ট-শার্টে মেয়েটার নারী-সুলভ চেহারা খোলতাই হয়েছে আরও।

ওর গাল কান্নায় ভেজা, নটকে দেখে সচকিত হয়ে হাতের পিঠ দিয়ে মুছে ফেলল।

জিমের মত, এ-মেয়েটিও শক্ত আত্মাভিমানী। গোপনে নিজের দুঃখমোচন করে, আর বাইরের পৃথিবীকে দেখায় কেবল সাহসটাকে। নট বলল, 'আমি দুঃখিত।'

'ধন্যবাদ। বাবা আর আমি খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম। মেনে নেয়া...'

'স্বাভাবিক।' নট জানে ব্যাপারটা মেনে নেয়া কঠিন। যুদ্ধের সময় ও যখন ইউনিয়ন আর্মির সঙ্গে রণাঙ্গনে, ওর স্ত্রী আর শিশুপুত্রকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে শত্রুরা। সম্ভবত ওর নিজের এই ক্ষতির মাঝেই ব্যাখ্যা মিলবে কেন সে পথ বদলে জিমকে নিয়ে আত্মগোপন করেছে দক্ষিণে এসে। হয়তো এসময়ে নিজের ছোট্ট ছেলেটির কথাই ভাবছিল ও...

হঠাৎ একটা শ্লোক মনে পড়ল ওর– 'ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনিই মানুষকে দেন আবার তিনিই কেড়ে নেন'– এবং এই অভাবিত ঘটনায় সে বিস্মিত হলো। কারণ, ও গির্জায় যায় না বহুকাল।

একটা রাইফেল পোর্টে গিয়ে দাঁড়াল সে, বাইরে তাকাল। বাড়ির ছায়া ছেড়ে বার্নের উদ্দেশে হাঁটা দিয়েছে কোয়েড। রাইফেল পোর্টের পাশ দিয়ে যখন যায় প্যালেন্সের দিকে ও একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল মুহূর্তের জন্যে ওর মুখাবয়ব সেসময় স্পষ্ট দেখতে পেল নট।

প্রচণ্ড আক্রোশ ফুটে আছে সেখানে– থমথমে একটা মুখ। প্রতিদিন

প্রতিমুহূর্তে শয়তানের ভয়ে একজন ধর্মান্ধ লোক যেমন করে থাকে নিজের চেহারা।

নটের শঙ্কা বাড়ল। ভাবল, সামাহ্বাকে সাহায্য করতে রাজি না হলেই ভাল ছিল। কিন্তু এ ছাড়া আর কী-বা করতে পারত সে।

এদিকে, তলে তলে, এখানে নানান খেলা চলছে। একদিকে রয়েছে প্যালেন্সের লোভ, বেশি মুনাফার সুযোগ যদি থাকে, সামান্য দশ পার্সেন্টে ও তুষ্ট হবে না। তারপর এখন অপ্রত্যাশিতভাবে ফাঁস হয়ে গেছে প্যালেন্সের প্রতি কোয়েডের আক্রোশ। আছে স্যাঁচেজ, জবাব দেয় না কারও কোন কথার, অসম্ভব চাপা, এত যে অনেক সময় মনে হয় উদ্ধত, বিষণ্ন...

আর আছে ও নিজে– একটা অপরাধকে চেপে রেখেছে, এবং একরকম যেকোনও কাজ করতে রাজি আছে সেটা গোপন রাখতে।

দূর-প্রান্তরে ধুলো উড়তে দেখল ও। সেদিকে মেলে দিল দৃষ্টি। একটা লোক এগিয়ে আসছে, হাঁটু-সমান ঘাসের ভেতর দিয়ে হেঁটে।

রাইফেল পোর্চ ছেড়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল নট। রোদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে চোখ ছোট করল।

এখন আরও কাছে এসে গেছে লোকটা, ওর পরনের নীল ধূলি-ধূসর ক্যাভাল্রি ইউনিফর্মটা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।

কোয়েড যোগ দিল ওর সঙ্গে। তারপর প্যালেন্স আর জিম। স্যাঁচেজ ভূতের মত নিঃশব্দে ওদের পেছনে এসে দাঁড়াল, ওর তামাটে মুখাবয়ব ভাবলেশহীন।

ঢালের নীচে নেমে সোজা ওদের দিকে হেঁটে এল লোকটা। লম্বা, বয়সে তরুণ, চুল আর চোখ দুটোই মিশকাল। ওদেরকে দেখে হাসল সে, সামনের পাটির কয়েকটা দাঁত ঝিক করে উঠল।

লোকটা বলল, 'শুনলাম তোমরা গরুর পাল নিয়ে উত্তরে যাচ্ছ।'

'এবং তুমি ঠিক করেছ আমাদের সাথে যোগ দেবে,' চাঁছাছোলা গলায় বলল কোয়েড।

আবার হাসল লোকটা উৎফুল্ল ভঙ্গিতে। 'ঠিক।' নটের দিকে ফিরল সে, তারপর নিজের হাত বাড়িয়ে দিল। 'ইয়ান রাশ, স্যার। বন্ধুরা ডাকে ইয়ান।'

আলতো চাপ দিয়েই হাতটা ছেড়ে দিল নট। 'ডেজার্টার?'

'বলতে পারো বেশি টাকার চাকরি করতে ছেড়ে এসেছি।'

'আমি তোমাকে নেব একথা কিন্তু বলিনি।'

বেহায়ার মত হাসল রাশ। 'নেবে। আমি জানি। কারণ তোমার লোক দরকার।'

নট বলল, 'ডেজার্টারকে নেয়ায় ঝুঁকি আছে। যে-লোক এক চাকরি ছাড়ে, সে অন্য জায়গায়ও তা-ই করতে পারে।'

'তবে বখরা না নিয়ে নয়। তারপর ছাড়লেই-বা কী এমন এল গেল?'

'ওকে তোমার লাগবে, নট,' নিজের অভিমত প্রকাশ করল প্যালেন্স।

ভুরু কোঁচকাল নট। রাশকে আসলেই তার দরকার। যত সাহায্য এসময় জোগাড় করা সম্ভব, তার সবই দরকার হবে। সামাহ্বা এক হাজার গরু চালান

করতে চাইছে, এত বড় পাল তাড়িয়ে নিতে প্রচুর লোক লাগে। মাথা ঝাঁকাল ও। 'বেশ। পাঁচ প্যার্সেন্ট পাবে। তবে সৈন্যরা যদি তোমার খোঁজে আসে, আমি কিন্তু তোমাকে আশ্রয় দেব না।'

শ্রাগ করল রাশ। হাসিটাও ওর মলিন হলো না। 'চলবে। মিস্টার নট। চলবে। তা আমরা রওনা হচ্ছি কখন?'

'কাল। ভোরে। বার্নে তোমার ঘুমানোর ব্যবস্থা করে নাও। আর, হ্যাঁ, ওখানে সিগারেট বারণ।'

ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল ছোট্ট দলটা। বাড়ির দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল সামান্থা, হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে কৌতূহলভরে তাকাল নবাগতের দিকে। চলে যাচ্ছিল রাশ, মেয়েটাকে দেখে ফিরে দাঁড়াল। ওকে ঝেড়ে ফেলতে হনহন করে এগিয়ে গেল নট।

ও যখন উপস্থিত হলো রাশ যাত্রার ঢঙে টুপি খুলে কুর্নিশ করছে সামান্থাকে। 'ম্যাম। তোমার গোলাম।'

তরুণ সৈনিকের চোখে কৌতুক খেলা করছে লক্ষ করে সামান্থার মুখ আরক্ত হলো।

'মিস উইলিয়মস,' রুক্ষ সুরে বলল নট, 'এর নাম ইয়ান রাশ। ডেজার্টার, তবে ড্রাইভের ব্যাপারে সাহায্য করতে চাইছে আমাদের। ওকেও দলে নিয়েছি আমি।'

দুজোড়া চোখ মিলিত হলো পরস্পর. হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠল সামান্থার চোখের তারায়।

নট অনুভব করল তার মাথায় খুন চড়ে যাচ্ছে। সংক্ষেপে বলল সে, 'তোমার থাকার জায়গা বার্নে, মিস্টার রাশ।'

ওর উদ্দেশে দাঁত কেলিয়ে হাসল সেপাই, তারপর সামান্থার দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ কটাক্ষ হেনে, ঘুরে বিদায় হলো ওখান থেকে।

'তুমি দেখছি ইশকুলে পড়ুয়া মেয়ের মত লাল হয়ে গেছ,' নির্দয় কণ্ঠে বলল নট।

প্রচণ্ড রাগে ঝলসে উঠল মেয়েটার চোখ, হাত ওঠাল চড় মারতে। ঝট করে কনুইয়ের কাছে হাতটা চেপে ধরল নট, বলল, 'একটা ব্যাপার এখনই পরিষ্কার হয়ে–' তারপর থেমে গেল আচমকা। ও নিজেও ছেলেমি করছে। ঈর্ষাকাতর একটা ছেলে। তা ছাড়া শুধু সামান্থার ওপর নয়, ও ক্রুদ্ধ হয়েছে ইয়ান রাশের নির্লজ্জ আদেলখাপনার কারণে।

'ভুলে যাও,' বলল নট।

মেয়েটাকে ছেড়ে দিল ও, দেখল দৌড়ে বাসার ভেতর ঢুকে যাচ্ছে সে। আবার সেই অজানা আশঙ্কা ফিরে এল নটের মাঝে, গভীরতর হলো ওর কপালের ভাঁজ। এমনিতেই বিচিত্র মানুষ রয়েছে ওদের দলে, তার ওপর এখন এসে জুটেছে এক লেডি-কিলার।

উঠনের অপর প্রান্তে বার্নের সামনে-দাঁড়ানো লোকগুলোর দিকে ও চেয়ে রইল অপলকে। ওদের সবাই তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বিপজ্জনক মানুষ।

প্রত্যেকের নিজস্ব একটা লক্ষ্য আছে, ভিন্ন ভিন্ন মতলবে গাঁটছড়া বেঁধেছে একসঙ্গে।

নটের অতীত সম্পর্কে তার জ্ঞানকে পুঁজি করে, প্যালেন্স চেষ্টা নেবে দশ পার্সেন্টের বেশি মুনাফা করার। কোয়েড, বিশেষ কোন কারণে, অন্তর থেকে ঘৃণা করে প্যালেন্সকে। ইয়ান রাশ চরম সুবিধাবাদী লোক, বিবেকের বালাই নেই। গরমে কুকুর যা করে, ও তেমনিভাবে পিছু নেবে সামান্থার। স্যাচেজ একটা হেঁয়ালি, তবে নট ধারণা করল দলের মধ্যে সম্ভবত ও-ই হচ্ছে সবচেয়ে বিপজ্জনক।

সরে এল ও, এখনও ভুরু কুঁচকে আছে। একটু কঠোর হয়ে যাচ্ছে ওর বিচার। তবে এসময়ে নরম হওয়ার চাইতে কঠোর হওয়া শ্রেয়। শ্রেয় সাবধান থাকা।

ছয়

ভোরের প্রথম আলো ফুটতে রওনা হলো ওরা। পুবের দিগন্তবিস্তৃত তৃণভূমিতে, যেখানে স্প্যানিশ স্পার ব্র্যান্ডের কয়েক হাজার লংহর্ন গরু চরছে সেখানে যাচ্ছে।

নট তার ওয়াগনটা সঙ্গে নিয়েছে, তিন মাস চলার উপযোগী রসদ, খাবার আর কম্বল বহন করছে ওটা। কোয়েড চালাচ্ছে, সামান্থা বসে রয়েছে ভেতরে। ওদের পেছনে রয়েছে জিম, ঘোড়ায় চেপে।

কোয়েড স্বেচ্ছায় ওয়াগনের দায়িত্ব নেয়ায় হালকা হয়ে গেছে নটের বিরাট এক বোঝা। ওর ধারণা সামান্থা আর জিম নিরাপদ থাকবে এর ফলে। কারণ, ও মনে করে, কোয়েডকে বিশ্বাস করা যায়। অন্তত, দলের অন্য যে-কারও তুলনায়।

নিজের বাড়িটা সামান্থা আর একটিবার দেখতে চাওয়ায়, সরাসরি সেদিকে এগোল ওরা, ঠিক করেছে ওদের প্রাথমিক কাজকর্ম সম্পন্ন করার জন্যে আপাতত ওখানেই ক্যাম্প করবে। মাটির বুকে জোড়া ট্র্যাক কেটে সোজা এগিয়ে চলেছে ওয়াগন, পেছনে নটের নেতৃত্বে অন্যরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, নজর রাখছে প্রায় পাঁচ মাইল চওড়া প্রান্তরের চতুর্দিকে।

এধরনের সমতল জমিতে প্রচণ্ড গরমের সময় গরুবাছুর বিশেষ কয়েকটা জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। ঝোপঝাড় পরিপূর্ণ গিরিখাত নয়তো ছড়ানো-ছিটানো পাথরচাঁইয়ের আনাচেকানাচে, যেখানে তিনশো গজ দূরের জিনিসও চোখে পড়ে না, লুকিয়ে থাকে ওরা। কিংবা পেয়ালা আকৃতির কোন খানাখন্দে।

তবু ক্রমশ বড় হতে লাগল ওদের পাল, পথের ডানে-বাঁয়ে যেখানে যত গরু দেখতে পাচ্ছে নিয়ে আসছে ধরে। অধিকাংশই বলদ। বুড়ো ষাঁড়ও আছে অল্পকিছু। আর বকনা আর গাভী।

ডান প্রান্তের শেষমাথায় রয়েছে ইয়ান রাশ, তার পাশে প্যালেন্স এবং তার

পাশে অ্যালান নট নিজে। নটের বাঁয়ে জেসাস স্যাচেজ, বরাবরের মত নীরব, নির্বাক, প্রায় গোমড়া। তবে নিজের দায়িত্বটুকু ঠিকভাবে পালন করছে।

দুপুরে, ট্রেইল ড্রাইভের দায়িত্ব কিশোর জিমের হাতে তুলে দিল নট। এবং ওর কাছেপিঠে রইল সে, যাতে বিপদ দেখা দিলে এগিয়ে যেতে পারে ছেলেটার সাহায্যে।

প্রয়োজনের তুলনায় লোকের বড় অভাব ওদের; অভাব নটের প্রতি অন্যদের আস্থার। দলের কেউই বিশ্বস্ত নয়। কিন্তু নট নিরুপায়। এদের নিয়ে ওকে চলতে হবে। অবশ্য একটা ব্যাপারে ওর বিন্দুমাত্র সংশয় নেই: দলের সবাই কঠিন লোক, কারও নিরাপত্তার জন্যে তাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

সূর্যাস্তের সময়, যখন যাত্রাবিরতি করল ওরা, সাফল্যের পরিমাণ দেখে অভিযোগ করার মত কিছু খুঁজে পেল না সে। এমনকী বুড়ো অথর্ব কয়েকটা জানোয়ারকে বাদ দেয়ার পরেও, সাতাশিটা গরুবাছুর রইল ওদের কাছে। প্রথম দিনের সাফল্য হিসেবে সংখ্যাটা নেহাত মন্দ নয়।

সামান্থার বাড়ির ভেতরের দেয়ালগুলো কালো হয়ে গেছে পুড়ে; দরজা রাইফেল পোর্ট কিছুই অবশিষ্ট নেই। কড়িবরগাসমেত ধসে পড়েছে ছাত, আগুনের গ্রাস থেকে যদি কিছু রক্ষা পেয়েও থাকে সব চাপা পড়েছে এর তলায়। তবু ভেতরে গেল মেয়েটা, খুঁজতে শুরু করল ধ্বংসস্তূপের নীচে।

জানে সকলে এরকম পরিস্থিতিতে কেমন হয় মনের অবস্থা, সামান্থার পাগলামিতে তাই বাধা দিল না কেউ। খানিক বাদে সরে এল ও, পেছনে টেনে আনছে একটা টিনের ট্রাংক। তালা ভেঙে ট্রাংকের ডালা খুলল ও, রাতের ঘনায়মান অন্ধকারে হাতড়ে ভেতর থেকে বের করল কয়েকটা জামাকাপড়, তারপর শুকনো ঝরনাবক্ষের দিকে অদৃশ্য হলো। নট ওর নিজের ঝরনায় যেরকম খুঁড়েছে, এখানেও তেমনি একটা গর্ত আছে। ও অনুমান করল মেয়েটা সম্ভবত স্নান করতে চাইছে।

চুপ করে বসে রইল সে আগুনের পাশে, চোখে-চোখে রাখল সবাইকে। হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল ইয়ান রাশ, দাঁড়াল হাত-পা ঝাড়া দিয়ে।

ঠাণ্ডা সুরে নট বলল ওকে, 'তুমি এখানেই থাক।'

রাশ হাসল একগাল, কিন্তু ওর চোখ জ্বলছে শ্বাপদের মত। একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বসে পড়ল সে, কটমট করে তাকাল নটের মুখের দিকে। 'আমি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম ওর বাবার কোন জামা-কাপড় আমি পরতে পারি কিনা।'

'যেগুলো গায়ে আছে সেগুলোই পরে থাক।'

'ক্যানসাসে নয়। তুমি ভেবেছ গুলি খাওয়ার শখ হয়েছে আমার?'

ধমকে উঠল নট, 'যেগুলো আছে গায়ে সেগুলোই পরে থাক।'

'এই ড্রাইভ শেষ হওয়ার আগেই হয়তো, তোমারগুলো পরব।' হিংস্রতা ফুটল রাশের কণ্ঠে।

উঠে দাঁড়াল নট। জানে এবার সে কী করতে যাচ্ছে। ইচ্ছে করলে হয়তো এই তুচ্ছ ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করতে পারে ও, কিন্তু আগে বা পরে, ইয়ান রাশ এবং দলের অন্যদেরকে ওর পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতে হবে, হয় তারা ঐক্যবদ্ধ

থাকবে নয়তো মরবে।

'এখনই চেষ্টা করে দেখো, মিস্টার রাশ,' বলল ও।

'আমি ওভাবে-'

'কথা ঘুরিয়ে লাভ নেই, রাশ। আমি জানি তোমার মতলব। নাও, মোকাবেলা করো, নইলে আমার সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও তোমাকে ছুঁচো ভাববে।'

রাশ ঝট করে হাত বাড়াল ওর হোলস্টারের দিকে। ড্র করার কোন লক্ষণ দেখা গেল না নটের মাঝে। তার পরিবর্তে বিদ্যুৎগতিতে লাথি হাঁকাল সে।

পিস্তলটা স্পর্শ করার সুযোগই পেল না রাশ। নটের বুট আঘাত হানল ওর কব্জিতে, ব্যথায় ককিয়ে উঠল সে, পিছু হটল একলাফে।

আক্রমণ শানাল নট; ঠাণ্ডা মাথায়, মেপে। জানে, দলে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে না সে-আদৌ নয়। বেয়াদপির সাজা দিতে চাইছে না। এমনকী আড়াল করছে না সামান্থাকেও।

আসলে নিজের অস্থিরতাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে ও। এখন সে যা করবে, কিছুটা হলেও দলীয় শৃঙ্খলা ফিরে আসবে তাতে। সামান্থা আরেকটু নিরাপদ থাকবে। এবং হয়তো ভয়ঙ্কররকমের কোন বিস্ফোরণ এড়ানো সম্ভব হবে ভবিষ্যতে।

দড়াম করে রাশের চোয়ালে ঘুসি মারল ও। আনন্দ পেল টলতে টলতে লোকটা পিছিয়ে যাচ্ছে দেখে। রাশের চোখে খুনের নেশা জেগেছে লক্ষ্য করে শিহরণ বোধ করল।

ওর এই প্রতিক্রিয়া থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য জানল নট। রাশ সুযোগসন্ধানী, কিন্তু কাপুরুষ নয়।

হঠাৎ ঘাড়ের পাশে ব্যথা অনুভব করল ও। রাশ পালটা আক্রমণ করেছে। কিন্তু নট দমল না এতে, বরং খুশি হলো। কারণ এখনও যেটুকু দ্বিধা অবশিষ্ট ছিল ওর মাঝে, এবার তাও কেটে গেল।

নির্দয়ভাবে এগোল সে, সংক্ষিপ্ত অথচ সাঁই-সাঁই ঘুসি ছুড়ছে দুহাতে, প্রতিপক্ষের শরীর কেটে-ছড়ে যাচ্ছে। পিছু হটল রাশ, মার এড়াতে চেষ্টা করছে, সুযোগ পেলে পাল্টা আঘাত হানছে। কিন্তু নট অবলীলায় হজম করে ফেলেছে সেগুলো।

দীর্ঘ পাঁচটা বছর আত্মগোপন করে আছে সে, প্রতিমুহূর্তে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে; ভয় আর সন্দেহের কাঁটায়। পাঁচটা বছর এসব কুরে কুরে খেয়েছে ওর হৃদয়। কোন কাজে মন বসেনি, দিনগুলো কেটেছে দুঃসহভাবে। এখন ভেতরের সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণাকে মুক্তি দিল ও আর তার তোড়ে খড়কুটোর মত উড়ে গেল ইয়ান রাশের প্রতিরোধ।

হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল লোকটার, অশ্রাব্য খিস্তি করছে। উঠল সে, আবার পড়ে গেল। তারপর ঘুরে, টলতে টলতে ছুটল হোলস্টারের দিকে, মরিয়া হয়ে উঠেছে পিস্তল বের করার চেষ্টায়।

তাড়া করল নট; ঝাঁপিয়ে পড়ল রাশের ওপর, পেড়ে ফেলল মাটিতে। রিভলভারটা খসে গেল ওর কম্পিত হাত থেকে, অন্ধকারের ভেতর হারিয়ে গেল।

হাঁচড়েপাঁচড়ে এগোল রাশ, চোখ ক্যাম্পফায়ারের পাশে পড়ে-থাকা রাইফেলের ওপর।

অন্যরা পথ ছেড়ে দিচ্ছে ওকে, নির্লিপ্ত নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে উপভোগ করছে এই মারামারি। রাইফেলের কাছে পৌঁছে গেল রাশ, আঁকড়ে ধরল, এপাশে ঘুরিয়ে উঁচু করল নিশানা করার জন্যে।

রাইফেলের বিকট গর্জনে খানখান হয়ে গেল রাতের নৈঃশব্দ্য। আগুনের আলোয় সাদা দেখাল বারুদের ধোঁয়া।

নট তার উরুতে বুলেটের আঁচড় অনুভব করল। পরক্ষণে লোকটার ওপর চড়াও হলো সে।

ঘুরে গেল রাইফেল। ব্যারেলটা আছড়ে পড়ল ওর খুলির পাশে। দুনিয়া অন্ধকার দেখল নট। এলোমেলো পায়ে সোজা এগোল আগুনের দিকে।

আর এক কদম, তারপর এর ভেতর পড়ে যাবে ও। এবং সামলে উঠতে পারার আগেই দ্বিতীয় গুলিতে তাকে সাবড়ে দেবে রাশ।

আপ্রাণ চেষ্টা করল ও ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার। ব্যর্থ হলো। উত্তুঙ্গ শিখার ভেতর পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে, শরীরে জ্বলন্ত কয়লার ছ্যাঁকা লাগতেই গড়ান দিল হাত-পা ছুড়ে।

প্রায় ওর মুখের ওপরেই বিস্ফোরিত হলো বুলেটটা। রাতের স্তব্ধ বাতাসে একরাশ স্ফুলিঙ্গ ছিটাল।

উন্মত্ত ভঙ্গিতে ক্রমাগত এপাশ-ওপাশ করতে লাগল নট, দুটো কারণে। তার জামাকাপড়ের আগুন নিভিয়ে ফেলতে হবে, নইলে অল্পক্ষণের ভেতর জ্যান্ত একটা মশালে পরিণত হবে সে। দুই, বুলেটের ছোবল এড়াতে।

অবশেষে আবার খাড়া হলো ও। শত্রুর রাইফেল তৈরি, সরাসরি চেয়ে আছে ওর পেটের দিকে, কিন্তু সেসব তোয়াক্কা না করে ধেয়ে গেল নট।

রাশ ট্রিগার টিপছে এই সময় ঝাঁপিয়ে পড়ল জিম। ছেলেটার শরীর আর পায়ের ধাক্কায় নড়ে গেল ওর নিশানা, নটের পায়ের কাছে ধুলোর বুকে বুলেটটা নিরীহভাবে আঁচড় কাটল। পরমুহূর্তে রাশের ওপর চড়াও হলো নট।

রাইফেলটা আঁকড়ে ধরল ও, কেড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলল একপাশে। দুহাতে রাশকে মাটি থেকে উঁচু করল ও, নিক্ষেপ করল আগুনের ভেতর।

কষ্টেসৃষ্টে সোজা হতে শুরু করেছিল রাশ, প্রচণ্ড এক ঘুসিতে নট ওকে ফেরত পাঠাল আগের জায়গায়। এবার হাত-পা ছড়িয়ে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল ও। শ্বাস চলছে, তবে জ্ঞান নেই।

নটের উরুর একটা জায়গা থেকে মৃদু ধোঁয়া উঠছিল এখনও, থাবড়া মেরে নেভাতে গিয়ে হাতে ছ্যাঁকা খেল ও, খিস্তি করল অস্ফুট স্বরে।

জিমের উদ্দেশে তাকাল নট, মুখ ছাই করে ছেলেটা ওকে লক্ষ্য করছে।

একগাল হাসল সে। ওর সহজ সাবলীল হাসি জিমের ভয়ার্ত মুখের রঙ ফিরিয়ে আনল।

'থ্যাংকস, বয়। আর একটু হলেই গিয়েছিলাম।'

তারপর ঘুরে, প্যালেন্স আর কোয়েডের মুখোমুখি হলো ও। কঠিন সুরে

বলল, 'এখানে সবার কথা চলবে না। আমার কথাই এখানে আইন। পরিষ্কার?

'হ্যাঁ, পরিষ্কার,' জবাব দিল কোয়েড়। সূক্ষ্ম হাসি খেলা করছে ওর বলিরেখাপূর্ণ মুখাবয়বে, প্যালেন্সের ডান দিকে এক কদম পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, হাত পিস্তলের বাঁট ছুঁই-ছুঁই।

সবিস্ময়ে নট উপলব্ধি করল কোয়েড আশা করছে প্যালেন্স গ্রহণ করবে চ্যালেঞ্জটা। এবং যদি করে, পিস্তল ধরতে পারার আগেই মারা পড়বে।

কোয়েডের এই নীরব সমর্থনে তার খুশি হওয়া উচিত, ভাবল নট। কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা তাকে ভাবিয়ে তুলল। পথে কোন সুযোগ পেলে প্যালেন্সকে খুন করবে কোয়েড।

অথচ ওর দলে লোক তেমন নেই বললে হয়। মাত্র একজনের অভাবেই নির্ধারিত হয়ে যেতে পারে সাফল্য, ব্যর্থতা কিংবা মৃত্যু।

নট দেখল ক্যাম্পফায়ারের আলোর কিনারে দাঁড়িয়ে আছে সামান্থা, ওকে লক্ষ করছে। মেয়েটা রীতিমত একটা চমক দিল ওকে। স্নান করে মেয়েলি পোশাক পরেছে, চুল আঁচড়ে ছোট্ট খোপা বেঁধেছে মাথার পেছনে।

ওর চোখ দুর্বোধ্য, নট বুঝতে পারল না এইমাত্র সে যা করেছে তাতে ওর অনুমোদন আছে কি-না। সামান্থার দিকে হেঁটে গেল সে, বুকের ভেতরে কী যেন ঘাই মারছে থেকে থেকে।

মেয়েটার সাথে বিশেষ পরিচয় নেই ওর, ফলে প্রেম করতে পারছে না। একজন নারীর কাছে পুরুষের চিরন্তন যে-আকাঙ্ক্ষা– সারাদিনের রুক্ষ কঠিন কর্মক্লান্তির পর একটুখানি প্রশান্তি, পেলবতা, নিঃসঙ্গ মানুষের আদিমতম ক্ষুধার নিবৃত্তি–সেটাই উতলা করে তুলেছে ওকে।

'তুমি দেখেছ?' প্রশ্ন করল নট।

নীরবে মাথা ঝোঁকাল সামান্থা।

'হয়তো আবার ঘটবে। আমি চাই না তুমি এর ভেতর আস।'

'আসব না।'

ওর চোখ-মুখের ভাষা পড়তে পারল না নট। জানে চেষ্টা করলেও এর স্বরূপ বুঝতে পাবে না সে। হালকা সুরে ও বলল, 'তোমাকে এই পোশাকে সুন্দর দেখাচ্ছে।'

'ধন্যবাদ।'

'কিন্তু আমার পরামর্শ, আগেরগুলো পরলেই তুমি ভাল করবে।'

'কেন?'

বিরক্তি প্রকাশ পেল নটের কণ্ঠে। 'ইয়ান রাশের চোখ পড়েছে তোমার ওপর। প্যালেন্সেরও। ওরা নিঃসঙ্গ মানুষ, নারীসঙ্গ পায়নি অনেকদিন। আমি বসে রাখব, তবু অহেতুক উস্কানি দেয়ার কোন অর্থ হয় না।'

আরক্ত হলো সামান্থার চেহারা, চোখ নামাল। 'তা ছাড়া,' খেই ধরল নট, 'প্রায় সারাটা পথই ইন্ডিয়ানরা ট্রেইল করবে আমাদের। সঙ্গে মহিলা আছে আমাদের এটা ওদের জানতে না দেয়াই মঙ্গলজনক।'

'ঠিক আছে, বদলে ফেলছি,' সংক্ষেপে বলল সামান্থা।

'আর স্নান– এটাকেও যথাসম্ভব কমিয়ে ফেল। এবং যখনই করবে, আমাকে জানিয়ো– পাহারায় থাকব।'

পলকে পলক তুলল মেয়েটা, এই প্রথম কৌতুক ঝিলিক মারল ওর চোখের তারায়। 'মিস্টার নট, তারমানে আপনি বলছেন একমাত্র আপনার কাছেই আমি নিরাপদ? একমাত্র আপনিই তা হলে রক্তমাংসের মানুষ নন?'

এবার অস্বস্তির পালা নটের। ঠাণ্ডা সুরে ও বলল, 'তুমি চাও তোমার গরু ক্যানসাসে নিয়ে যেতে। আমি সে-ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। এর বাইরে–'

'এর বাইরে কোন ব্যাপারে আপনি জড়াবেন না নিজেকে। এই তো, মিস্টার নট? আপনি চান না অযথা কোন জটিলতার সৃষ্টি করুক একটা মেয়ে। ঘাবড়াবেন না। আমি আপনার জীবনকে জটিল করব না। নিজেকে জড়াব না আপনার সঙ্গে।'

মেয়েটা রেগে গেছে, তবু এ-ই বোধহয় ভাল। ওকে অনাবিল হাসি উপহার দিল নট। 'সব পুরুষই মেয়ে দেখলে কাদা হয়ে যায় না।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল সামান্থার মুখ। নির্দয়ভাবে ঠোঁট কামড়াল নিজের। নিচু অথচ ক্ষিপ্ত সুরে বলল, 'জাহান্নামে যাও!' তারপর ঘুরে একছুটে ও হারিয়ে গেল বিধ্বস্ত বাড়ির অন্ধকারের ভেতর।

প্রমাদ গুনল অ্যালান নট। একধরনের যন্ত্রণা অনুভব করল বুকের ভেতর; অস্বস্তি বেড়ে গেল। এমনিতেই সবাই সবার গলার কাঁটা হয়ে উঠেছে, তার ওপর মেয়েটার এই মনোভাব তীব্রতর করে তুলবে ওদের সমস্যা।

সাত

ঘুরে ক্যাম্পফায়ারের উদ্দেশে এগোল সে। ওর চারপাশে নিকষ কালো রাত। যারা আগুনের ধারে রয়েছে তারা অপলকে দেখছে ওকে, নানান দৃষ্টিতে।

জিম হতবুদ্ধি, অস্থির। কাছে গিয়ে ছেলেটার কাঁধ চেপে ধরল নট, স্মিত হাসল। জিম ওকে কখনও মারামারি করতে দেখেনি। কখনও ক্রুদ্ধ হতে দেখেনি এতটা। হাসি আর স্পর্শের ভেতর ছেলেটি যেন বরাভয় খুঁজে পেল।

প্যালেন্স সতর্ক চোখে তাকাল, কেশে গলা সাফ করে বলল, 'আমার সঙ্গে কক্ষনো ওরকম করো না, নট। সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু তোমাকে খুন করব।'

'তা হলে তুমিও অমন ব্যবহার করো না কখনও।'

কোয়েড স্থাণু সতর্ক, কিন্তু নির্বাক। বরাবরের মত, হাত পিস্তলের কাছাকাছি, চোখ প্যালেন্সের ওপর। ওকে দেখে খাঁচায়-বন্দী ক্ষুধার্ত বাঘের ছবি মনে পড়ে গেল নটের, লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে লোভাতুর নয়নে চেয়ে আছে শিকারের দিকে। ওর খিদে বাড়বে বৈ কমবে না, কিন্তু যদি ধৈর্যশীল হয়, অপেক্ষায় থাকে সুযোগের– খাঁচার গরাদ হয়তো খসে পড়বে একদিন।

নড়ে উঠল ইয়ান রাশ, চোখ মেলল, উঠে বসল কোনমতে।

কঠোর দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল নট। 'যাও, স্যাঁচেজের কাছ থেকে গরু

পাহারার দায়িত্ব বুঝে নাও গিয়ে।'

বিদ্রোহ দেখা দিল রাশের চোখে, তারপর নিভে গেল। দাঁড়াল ও, হাত-পা ঝেড়ে গোমড়া মুখে ওর ঘোড়ার কাছে গেল। ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেল নট, ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে, অবশেষে মিলিয়ে গেল।

রাত আবার নীরব-নিথর। ক্যাম্পফায়ারের আলোর কিনারে, নিজের বিছানার দিকে এগোল প্যালেন্স। কোয়েড পিছু নিল আড়ষ্ট ভঙ্গিতে।

নট স্নেহের সুরে বলল, 'ঘুমোতে যাও, জিম। সকাল এখানে তাড়াতাড়ি আসে।'

জিমের কচি চোখ দুটো এখনও হতবিহ্বল, তবে ওর অস্বস্তি দূর হয়েছে। নটের ক্রোধের কারণ ও বোঝেনি– বুঝতে পারেনি। রাশ আগুনের ধার থেকে সরে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু সেটা ওর কাছে একজন মানুষের নিরীহ একটা ইচ্ছে বলে মনে হয়েছে। শরীরের বাড় যা-ই হোক, সংসার সম্বন্ধে ছেলেটা অনভিজ্ঞ– জানে না নারীঘটিত ব্যাপারে কোনও কোনও পুরুষ কতটা পশু হয়ে ওঠে।

পরিণাম-ভয় রাশকে সংযত রাখবে, এ-ব্যাপারে নট, এমনকী এখনও পর্যন্ত, পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। সামান্থা ঝরনার দিকে অদৃশ্য হওয়ার সময় রাশের চোখে সে যে-দৃষ্টি দেখেছিল সেটা তার সুবিধের ঠেকেনি। ওর মনের তোলপাড় প্রকাশ পেয়েছিল ওই দৃষ্টিতে। কল্পনায় সামান্থাকে স্নানের জন্যে বিবস্ত্র হতে দেখে তপ্ত, উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল রাশ।

সবচেয়ে ভাল হয় রাশকে এখন তাড়াতে পারলে। কিন্তু এ-মুহূর্তে লোকটাকে হাতছাড়া করা সম্ভব নয় ওর পক্ষে। ক্যাপ্টেন রিচার্ডস ইন্ডিয়ানদের কতটা শায়েস্তা করতে পারবে ও জানে না। স্যাচেজকে বোধহয় এখন ওর সামনে পাঠানো উচিত, দেখে আসবে পথঘাটের অবস্থা। ড্রাইভের সময়ে ডানে-বাঁয়ে দুজন পাহারাদার দরকার হবে ওর। প্যালেন্স আর সে নিজে থাকবে। ঘোড়া সামলাতে লাগবে একজন, এর দায়িত্ব দেবে রাশকে। আর কোয়েড, আগের মতই, ওয়াগন চালাবে।

রান্নার ভার সামান্থার। জিম পেছনে থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে গরুবাছুর। এমনিতেই বাড়তি মানুষ নেই ওদের। আর যদি লড়তে হয় শেষপর্যন্ত, আরও টান পড়বে।

কম্বলের তলায় ঢুকে ক্যাম্পফায়ারের শিখার দিকে চেয়ে রইল জিম। আগুনে কিছু কাঠ ফেলল নট, তারপর সরে গেল অন্ধকারের ভেতর। গরু যেখানে রয়েছে সেদিক থেকে স্যাচেজকে আসতে দেখল ও। আপনমনে হাঁটতে লাগল সে, ভ্রূকুটি করে আছে।

আশ্চর্য, ছোট ছোট সব ঘটনা কীভাবে নির্ধারণ করে একজন মানুষের জীবনের পথ: ওর জীবনের ওপর সম্ভবত সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে ডেভিডসনের ওই এতিম ছেলেটি। এবং তারপর এখন– সামান্থা, প্যালেন্স আর এই ক্যাট্‌ল্ ড্রাইভ।

কোনকিছু স্থির থাকে না, অনুমান করল সে। থাকবে, এরকমটা ভাবাই তার বোকামি হয়েছে।

পাহাড়ের ঢালে কীসের যেন শব্দ পেল ও, থমকে কান খাড়া করল। দূর থেকে আগুন, আর তার পাশে ঘুমন্ত লোকদের অবয়বগুলোকে ক্ষুদ্র অস্পষ্ট দেখাচ্ছে।

ওই শব্দ একজন মহিলার কণ্ঠস্বরের, সামান্থার কণ্ঠের। ওর বাবা মায়ের কবরে প্রার্থনা করছে।

শৈশবে যেসব প্রার্থনা শিখেছে আবৃত্তি করছে সেগুলো। 'ঈশ্বর আমার পথপ্রদর্শক, আমি বিচলিত হব না। তিনি আমাকে বাধ্য করলেন সবুজ তৃণভূমিতে শুয়ে পড়তে। আমাকে পরিচালিত করলেন...'

সতেজ কোমল অনিশ্চিত একটা স্বর, তবু আস্থা আর বিশ্বাসে ভরপুর। ওর বিশ্বাসকে কাজে লাগানো যায়, ভাবল নট। তার নিজেরটা, এ-মুহূর্তে, দুর্বল।

একটুক্ষণ চিন্তা করল ও, তার কিছু হয়ে গেলে কী দশা হবে মেয়েটার। সংযম হারাবে রাশ। মেয়েটাকে ভোগ করবে। তারপর যখন মিটে যাবে তৃষ্ণা, ছিবড়ের মত ছুড়ে ফেলবে একপাশে...

প্যালেন্স ওকে ব্যবহার করবে ভিন্ন স্বার্থে। সম্পূর্ণ অন্য এক জিনিস ওর কাছে দাবি করবে সে– ওর জমিজমা, গরু...

স্যাচেজ কোনওরকম আগ্রহ না দেখানোই স্বাভাবিক। যদি ওর ওপর মেয়েটির নিরাপত্তার ভার পড়ে, ও তা নির্দ্বিধায় ঝেড়ে ফেলে নিজের পথ দেখবে। কোয়েড সম্ভবত নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করবে ওকে, যদি তাতে প্যালেন্সের ওপর ওর আক্রোশ মেটানোর সুযোগ নষ্ট না হয়।

জিম... একমাত্র কোয়েড ছাড়া ওদের কেউই সম্ভবত কোনওরকম দরদ দেখাবে না ছেলেটাকে।

সামান্থা আর জিমের নিরাপত্তার জন্যে ওর উচিত হবে এখনই এই ড্রাইভ থেকে সরে দাঁড়ানো। উচিত হবে যেতে অস্বীকার করা, ছেলেটার কাছে প্যালেন্সকে সত্য বলতে দেয়া। ছেলেটার বিশ্বাস আর ভালবাসা জয় করতে পাঁচ বছর সময় পেয়েছে সে। সামান্য কয়েকটা কথায় ধ্বংস হয়ে যাবে না সে-সব।

কিন্তু নট জানে নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে সে। এমন কথা উচ্চারণ করতে পারে প্যালেন্স যা ওর এত যত্নে-গড়া স্বপ্নসৌধকে নিমেষে মিশিয়ে দেবে ধুলোয়।

নিজের বিষণ্ন চিন্তায় এতটা আচ্ছন্ন ছিল সে যে খেয়াল করল না, ঢাল বেয়ে আলতো পায়ে নেমে আসছে সামান্থা।

ওকে দেখতে পেল মেয়েটা, ঈষৎ ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কে ওখানে, মিস্টার নট আপনি?'

'হ্যাঁ,' সচকিত হয়ে সাড়া দিল নট।

সহজ কণ্ঠে মেয়েটা বলল, 'ওরাই ছিল আমার সব, ওদের আমি ভালবাসতাম।'

জবাব দিল না নট, জানে না কী বলতে হয় এসময়ে।

সামান্থা শুরু করল আবার, 'জিম– ও আপনাকে সেইরকম ভালবাসে, মিস্টার নট। নিশ্চয় ওর সাথে আপনি খুব ভাল ব্যবহার করেন।'

‘চেষ্টা করি। তবে জানি না কতটুকু–’

‘জিমের কাছে আপনার কিছু লুকাবার আছে, তাই না?’ প্রশ্ন করল সামান্থা।

‘হ্যাঁ।’ কথাটা বেরিয়ে গেল মুখ ফসকে।

‘এবং মিস্টার প্যালেন্স সেই গোপন কথাটা জানেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘আর সেজন্যেই আপনি এই ড্রাইভে যাচ্ছেন?’

‘তাই।’

‘আপনার কী ধারণা, আমরা সফল হব না?’

কিছুক্ষণ চুপ রইল নট, তারপর একসময় বলল, ‘হয়তো হব, তবে সম্ভাবনা কম। আমাদের হাতে লোক নেই। কারও ওপর বিশ্বাস রাখা যাচ্ছে না। কোয়েড ঘৃণা করে প্যালেন্সকে। কেন, তা জানি না– তবে করে। এবং মওকা পেলে খুন করবে।’

‘তা হলে করছে না কেন? এতদিন করেনি কেন?’

কাঁধ ঝাঁকাল নট। এর উত্তর তারও জানা নেই। হঠাৎ ওর মনে হলো, শুধু প্যালেন্সের মৃত্যু নয়, কোয়েডের চাহিদা আরও বেশি। লোকটাকে ভেঙে ফেলতে চায় ও, ধ্বংস করতে চায়। আর কেবল তা হলেই ওর অন্তরের জ্বালা জুড়াবে।

‘প্যালেন্স দশ পার্সেন্টে সন্তুষ্ট থাকবে না,’ ও বলল।

‘আমারও তাই সন্দেহ।’

‘তবু ঝুঁকি নিয়েছ?’

সামান্থার কণ্ঠ শান্ত। ‘মিস্টার নট, আমার আর কোন উপায় নেই। এখানে থাকতে হলে ঝুঁকি নিতে হবে। আর নয়তো চলে যেতে হবে– কিন্তু, মরে গেলেও, আমি তা যাব না।’

শান্ত, কিন্তু ইস্পাতকঠিন। রাতের অন্ধকারে ওর মুখ ঝাপসা দেখছে নট।

ও বলল, ‘তোমার জন্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক ইয়ান রাশ। ওর থেকে সাবধান। কক্ষনো যেন একা না পায়…’

‘তারমানে তখনকার মারামারির কারণ– আমি?’ মৃদু গলায় বলল সামান্থা।

‘তোমার পিছু নিতে চেয়েছিল।’

সামান্থা নীরব। নট জানে ওকে সে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। ভাল। সতর্ক থাকার জন্যে ভয়টা জরুরি।

‘আগুনের কাছাকাছি ঘুমিয়ো,’ নট পরামর্শ দিল।

‘আচ্ছা, মিস্টার নট।’ চলে গেল সামান্থা, সন্ত্রস্ত অসহায় একটা মেয়ে, যার নিরাপত্তা নির্ভর করছে একটা পুরুষের ওপর। মৃত্যুভয় ওকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাকে পরাজিত করেছে ও। কিন্তু এখনকার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই দূরদেশে, বাবা-মায়ের স্নেহ-মমতায় ও মানুষ। একটা মেয়ের যতটুকু নিরাপত্তা দরকার তার সবই পেয়েছিল। এই প্রথম ও জানছে প্রেম নানা চেহারার হয়।

নট ওকে আগুনের পটভূমিতে রেখায়িত হতে দেখল, দেখল নিদ্রিত জিমের পাশে কম্বল টেনে শুয়ে পড়ল সামান্থা।

ভুরু কোঁচকাল নট। বুঝতে পারছে তারও তখন গিয়ে শুয়ে পড়া উচিত, কিন্তু

গেল না। অপলকে চেয়ে রইল ঘুমন্ত অবয়বগুলোর দিকে।

মোটামুটিভাবে ওদের সবাইকে বুঝে ফেলেছে ও, এখন প্রত্যেকের ওপর নজর রাখতে হবে। কেবল স্যাচেজ– ওই দোআঁশলা মেক্সিক্যান একটা হেঁয়ালিই রয়ে গেছে এখনও।

কীসের আশায় এই ড্রাইভে যোগ দিয়েছে ট্র্যাকার? নট নিশ্চিত ওর আগ্রহের কারণ, আর যা-ই হোক, টাকা নয়। ওর ভেতরে পশুত্ব অনেক বেশি সক্রিয়, অর্থের মোহ নেই।

কারও সঙ্গে মেশে না। মেয়েদের ব্যাপারেও আগ্রহ নেই তেমন।

কিন্তু বিপজ্জনক লোক, ভাবল নট। হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

আবার অস্বস্তির পীড়ন শুরু হলো ওর মাঝে, অজানা আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল। সফল হবে না ড্রাইভ। মৃত্যু আর ধ্বংস ক্যানসাস অবধি তাড়া করবে ওদের। যারা শরিক হয়েছে ড্রাইভে, হুমকির সম্মুখীন হবে তাদের প্রত্যেকের জীবন– আমূল বদলে যাবে।

তবু পিছিয়ে আসবে না সে। মেয়েটাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, বলা যায় বাধ্য হয়েছে দিতে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

যেকোনও বিপদের জন্যে এখন কেবল তৈরি থাকতে হবে ওকে। এসময় আশায় বুক বাঁধা ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই ওর সামনে।

আট

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল ওরা। প্রত্যেকেই গম্ভীর, স্বল্পবাক। নিজের নিজের বিছানাপাটি গুটিয়ে নিয়ে জিন চাপাল ঘোড়ার পিঠে, তারপর মুখহাত ধুতে ওঅটর হোলের দিকে এগোল।

ছোট করে আগুন জ্বালল নট। ওয়াগন থেকে খাবার এনে সামান্থা নাস্তা বানাল। আগুনের পাশে গোড়ালির ওপর বসেছে মানুষগুলো, টিনের থালা থেকে তুলে নিয়ে খাচ্ছে নীরবে, মাঝে মাঝে তেতো কফিতে চুমুক দিচ্ছে। একমাত্র জিমকেই উৎফুল্ল দেখাচ্ছে অন্য সকলের চেয়ে।

আগের দিন যেসব গরুবাছুর জড়ো করা হয়েছে কোয়েডকে সেগুলো পাহারা দেয়ার নির্দেশ দিল নট। সামান্থার জন্যে একটা ঘোড়া ধরে জিন চাপাল ও, মেয়েটিকে বলল ক্যাম্পের কাজ শেষ হলে কোয়েডের কাছে গিয়ে থাকতে।

আজ সকালে নটের নির্দেশমত আগের পোশাকগুলো পরেছে সামান্থা। কিছুটা আতঙ্কভরা চোখে ও চেয়ে রইল নটের গমনপথের দিকে, দেখল জিমের সঙ্গে চলে যাচ্ছে। নিজের অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল সামান্থা, তার ভুলে অবাঞ্ছিত একটা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

প্যালেন্স গরুগুলোর পাশ দিয়ে এগোনোর সময়, ঠায় ওর দিকে তাকিয়ে রইল কোয়েড। আর বন্দুকবাজ, ওর ওপর নজর রাখা হচ্ছে টের পেয়ে, সোজা

সামনে রাখল চোখ, ভুরুতে ঈষৎ ভাঁজ। ভয় পায়নি, ভাবল নট। বোকা হয়ে গেছে। এই প্রথমবারের মত অনুভব করছে কোন কারণে তার ওপর ব্যক্তিগত আক্রোশ রয়েছে কোয়েডের।

প্যালেন্সের পেছনে আছে স্যাঁচেজ, দেখে মনে হয় না প্যালেন্স বা কোয়েড কারও কোন অস্তিত্ব রয়েছে ওর চেতনায়। চোখ মাটিতে রেখে এগোচ্ছে সে, সভ্য মানুষ যেভাবে বই পড়ে তেমনিভাবে ট্র্যাক করছে। মাঝে-মধ্যে মাথা তুলছে ও, জরিপ করছে চারপাশের এলাকা।

ট্র্যাকারের পিছু নিল রাশ, শেষবারের মত ঘাড় ফিরিয়ে একবার কটাক্ষ হানল সামান্থার দিকে। নটের শীতল চাহনি অনুভব করল সে, ঘুরে তাকাল। অকস্মাৎ তপ্ত চ্যালেঞ্জ জেগে উঠল ওর চোখে, যেন বলতে চাইল, 'একবার থামিয়েছ, কিন্তু সবসময় তো আর তুমি কাছেপিঠে থাকবে না।'

গরুগুলোর পাশ কাটিয়ে খানিকদূর যাওয়ার পর থামল প্যালেন্স, ঘুরে দাঁড়াল। স্যাঁচেজ আর রাশ অল্পক্ষণের ভেতর ধরে ফেলল ওকে, লাগাম টানল। ওরা দেখল ধীরেসুস্থে এগিয়ে আসছে নট, চালচলনে উৎসাহের লেশমাত্র নেই।

নট তার ঘোড়া থামাল, পাশেই জিম। সূর্য আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে দিকচক্রবাল রেখার দিকে। আকাশ গোলাপি হচ্ছে।

'আমরা প্রথমে উত্তরে যাব,' নট বলল। হাত ইশারায় দূরের ছোট ছোট পাহাড়ের আবছা একটা সারি দেখাল ও। ধূসর ছোপগুলো বলে দিচ্ছে গাছপালা আছে ওখানে। সামনে ঘন কালো মেসকিট ঝোপ। ও বলল, 'ছড়িয়ে পড়। প্যালেন্স ডানে। তারপর রাশ। আমরা যেগুলোকে ধরব জিম তাদের তাড়িয়ে আনবে। আমি থাকব জিমের বাঁয়ে। আর শেষমাথায় স্যাঁচেজ। পুরো মেসকিট বনটা চষে ফেলবে, যদিও এত সকালে ওখানে কোনওকিছু থাকার সম্ভাবনা কম।'

'চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে প্যালেন্সের চোখ স্থির হলো নটের ওপর। ছেলেটাকে আমি আমার সাথে নিতে চাইছি।'

নিমেষে উজ্জ্বল হয়ে উঠল জিমের মুখ। অভিভাবকের দিকে তাকাল ও। 'যাই, অ্যালান?' ছেলেটা ওকে তুমি করে ডেকেছে নটের কান এড়ায়নি। কিন্তু এতে অখুশি হলো না সে। ভাবল এর ফলে জিম ওর আরও ঘনিষ্ঠ হবে।

দাঁত কেলিয়ে হাসল প্যালেন্স। 'ছেলেটা গল্প ভালবাসে। আর গপ্পো বলায়,' নিজের বুকে টোকা মারল সে, 'এই বান্দার জুড়ি নেই।'

'এটা গপ্পের সময় না,' রূঢ় কণ্ঠে বলল নট। 'তুমি একা যাও।'

একফুৎকারে নিভে গেল জিমের উৎসাহ, মুখ কালো করে ফেলল। খিকখিক করে ওদের উদ্দেশে হাসল প্যালেন্স। তারপর, 'ঠিক আছে, বাছা, আমরা ক্যাম্পেই নাহয় গল্প করবখন,' বলে বিদায় হলো ঘোড়া ছুটিয়ে।

অন্যরা প্রত্যেকেই যে-যার অবস্থানে গেল, সারবেঁধে এগোল উত্তরে। বেশির ভাগ সময়ে, ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে জিম কিংবা স্যাঁচেজ, কারোকেই দেখতে পেল না নট।

বহু সময় লাগল ওর রাগ পড়তে। ওর আর জিমের সম্পর্কে এরইমধ্যে ফাটল ধরাতে শুরু করেছে প্যালেন্স। ধীরে ধীরে, চাতুর্যের সাথে এখন কাজটা

করছে সে, জানে জিমের অসন্তোষকে ধাপে ধাপে উসকে দিতে হবে। তবে প্রক্রিয়াটা অব্যাহত থাকবে, এবং যত দিন গড়াবে নট সম্বন্ধে প্যালেন্সের সমালোচনার ঝাঁঝ এবং ধার দুই-ই বৃদ্ধি পাবে।

ছেলেটার মনে নিজের আসন পাকা করতে চায় প্যালেন্স, যাতে জিম ওকে শ্রদ্ধা করে। এইভাবে নটের ওপর নিজের প্রতিপত্তি বিস্তার করবে সে, তারপর ভবিষ্যতে অসাধু কোন মতলবে তা ব্যবহার করতে চাইবে। ঠিক এ-মুহূর্তে জিমের আনুগত্যের পুরোটাই রয়েছে নটের দিকে। একদিকে এর ভরসায় যেমন ঝুঁকি নিতে পারবে না নট, তেমনি ও জিমের বাবাকে খুন করেছে প্যালেন্স এই অভিযোগ করলেও বিশেষ কাজ হবে না তাতে– বরং জিম সেটা অবিশ্বাস করার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু পরে, প্যালেন্স যখন ছেলেটার আস্থা অর্জন করবে, অন্যরকম দাঁড়াবে পরিস্থিতি। বিশেষ করে ওর বাবা কীভাবে মারা গেছে তা জানানোর আগে প্যালেন্স যদি জিমের অসন্তোষকে সুচতুরভাবে তীক্ষ্মমুখ করে তুলতে পারে।

একটা মেসকিট ঝোপে ঢোকার সময় আবার চিন্তার ভাঁজ পড়ল নটের কপালে। ঝোপটা ছোট, তবে দুটো বকনা আর একটা বলদ পাওয়া গেল ভেতরে। ওদেরকে তাড়িয়ে বাইরে বের করল সে, উত্তরপুব দিকে রওনা করিয়ে দিল।

সবে দাবার ঘুঁটি চালতে শুরু করেছে প্যালেন্স, নট ভাবল, তবু এখনই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ওর মতলব। ব্যাপারটাকে এভাবে ফেনাবার পেছনে একটামাত্র কারণ থাকতে পারে। ক্যানসাসে গরুর পাল যখন পৌঁছাবে নিজের দশ পার্সেন্ট শেয়ারে সন্তুষ্ট হবে না ও। পুরোটা দাবি করবে।

যখন আসবে সেই সময়, নটকে সে– শক্ত হয়ে গেল ওর চোয়াল। আগাম হুঁশিয়ারি পেয়ে গেছে সে। ওর বিশ্বাস প্যালেন্সের মতলব এখন ও জানে। কাজেই, প্যালেন্স যেমন ব্যবহার করছে তাকে, গরুগুলো ক্যানস্যাস অবধি নেয়ার জন্যে সেও ব্যবহার করবে লোকটাকে। এ-কাজ যখন সমাধা হয়ে যাবে, প্যালেন্সের হুমকি মোকাবেলার জন্যে একটা উপায় বের করে ফেলবে ও। প্রয়োজন হলে ওকে হত্যা করবে।

ধীর লয়ে গড়িয়ে চলল সময়। প্রকৃতি স্তব্ধ, তপ্ত। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গরুবাছুরকে আর খোলা জায়গায় দেখা যাচ্ছে না। এখন কেবল ঝোপঝাড়ে মিলছে ওদের, যেখানে ছায়া আছে, আছে মাছি তাড়াবার জন্যে কাঁটাভরা ডাল।

চোদ্দটা গরুর ছোটখাট একটা পাল ওর কাছে নিয়ে এল স্যাঁচেজ, নিজের বারোটা তার সাথে যোগ করে সবগুলোসহ পুবে এগোল নট। জিম বিশটা গরু নিয়ে যাচ্ছিল। নিজেরগুলো ওদের সাথে জুড়ে দিয়ে পিছিয়ে এল সে, স্মিত হাসল ছেলেটার উদ্দেশে।

জিমের চোখে প্রশ্ন দেখতে পেল ও, মনমরা হয়ে আছে। প্রমাদ গুনল নট, এরকম অবস্থা ছেলেটার কখনও হয়নি এর আগে।

'মিস্টার প্যালেন্সকে তুমি পছন্দ করো না, না?' জিম জিজ্ঞেস করল।

'না।'

'কেন? তোমার সাথে তো ওর জানাশোনা ছিল না।'
নট বলল, 'কিন্তু ওর এই জাতটাকে আমি চিনি, বাছা।'
'এটা ঠিক না, নট। আমি ওকে পছন্দ করি।'
একদৃষ্টিতে ওর পানে চেয়ে রইল নট, বুঝতে পারছে, যত তুচ্ছই হোক এ-মুহূর্তে, প্যালেন্সের কাছে হার হয়েছে তার। 'কেন পছন্দ করো?'
বড়দের ভঙ্গিতে ব্যাপারটা নিয়ে চুপ করে একটুক্ষণ ভাবল জিম। পূর্ণবয়স্ক ঘোড়ার পিঠে এখন ক্ষুদ্রটি দেখাচ্ছে ওকে। নট তার বুকের ভেতর একটা চাপ অনুভব করল। মনে হলো কে যেন ওর টুঁটি চেপে ধরেছে।
'জানি না, নট,' বলল জিম। 'তবে করি। ওর কথা শুনতে ভালো লাগে আমার। মনে হয় অনেক জানে, বহু দেশ দেখেছে।'
কিছু বলবে বলে মুখ খুলছিল নট, কিন্তু কী ভেবে বন্ধ করে ফেলল। প্যালেন্স যে একজন নিষ্ঠুর খুনী জিমকে একথা বলে কোন লাভ হবে না। প্রমাণ বা সাক্ষীসাবুদ ছাড়া নয়। এরপরেও যে ফল হবে তার নিশ্চয়তা নেই। আসলে প্যালেন্স কী ধরনের মানুষ জিমকে স্বচোখে দেখতে হবে সেটা। বিশ্বাস করার আগে দেখতে হবে, পরোক্ষভাবে যেসব অভিযোগ করেছে নট ঠিক সেগুলোই প্যালেন্স করছে।
'ওদেরকে বেশি কাছাকাছি রাখার চেষ্টা করো না,' নট উপদেশ দিল। 'তা হলে চলতে কষ্ট হবে। তুমি স্রেফ তাড়িয়ে নিয়ে যাও, আর ঘাস খাওয়ার সুযোগ দিয়ো পথে।'
'আচ্ছা, নট।'
হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে অন্যদিকে চলে গেল নট। প্রায় দৃষ্টিসীমার বাইরে গিয়ে, পেছনে তাকাল সে। একজন ঘোড়সওয়ারকে ছেলেটার দিকে এগোতে দেখল, সঙ্গে তার বেশকিছু গরুবাছুর।
প্যালেন্স। একটা দিনের জন্যে ওকে বাধা দিয়ে লাভ নেই। ছেলেটার বন্ধুত্ব আর আনুগত্য অর্জন করতে সামনে আরও দিন পাবে প্যালেন্স।
ক্রুদ্ধ বিষণ্ন চোখে, নীরবে কাজ করে চলল ও। সন্ধ্যায় ক্যাম্পে ফিরে এল ওরা, সারাদিনে যেসব গরুবাছুর জড়ো হয়েছে সেগুলো সঙ্গে করে।

একভাবে কাটছে প্রতিটি দিন আর সেইসাথে ক্লান্তিকর একঘেয়েমি বাড়ছে। চাপ পড়ছে ওদের ওপর, হাড়ে হাড়ে সেটা টের পাচ্ছে ওরা কিন্তু এড়াবে তার জো নেই। রিচার্ডস উত্তরে তাড়িয়ে দিয়েছে কোম্যাঞ্চিদের, কিন্তু এ-পথ দিয়ে যখন যায় তার রসদ ফুরিয়ে এসেছিল। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল দলের লোকজন। ওদেরকে আবার সে দক্ষিণে নিয়ে যাবে, আর যখন তা যাবে, ফিরে আসবে কোম্যাঞ্চিরা।
তাই উদয়াস্ত পরিশ্রম করছে ওরা। রাতে অধিকাংশ সময় কাটছে গরু পাহারায়, ফলে ঘুম কম হচ্ছে।
ভোর হলে পুরুষরা আর ঝরনায় যাচ্ছে না মুখহাত ধুতে। সকলেই দাড়ি রাখতে শুরু করেছে। এখন উষ্কখুষ্ক নোংরা চেহারায় বিছানা ছাড়ছে ওরা। এবং সেভাবেই থাকছে সারাদিন।

স্পর্শকাতর হয়ে উঠছে প্রত্যেকের মেজাজ। জিমের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করা কঠিন হচ্ছে প্যালেন্সের পক্ষে, যদিও যে-প্ররোচনা সে শুরু করেছে তা বজায় রাখতে চেষ্টা করছে প্রাণপণ। ক্যাম্পে অথবা বাইরে যতবার মুখোমুখি হচ্ছে, কোয়েডকে চোখ রাঙাচ্ছে ও। আর কোয়েড তা ফিরিয়ে দিচ্ছে একই ভঙ্গিতে।

একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। অন্য যে-কারও চেয়ে স্যাঁচেজের সহ্যক্ষমতা বেশি, তবু ওর মাঝেও ক্লান্তির ছাপ পড়েছে। এর ফলে যেন আরও নীরব নির্বাক হয়ে গেছে ও। মাঝেমাঝে, নট কথা বলে ওর সাথে, রাতের পাহারা নয়তো রাউন্ড-আপ সংক্রান্ত কোন নির্দেশ দেয়, কিন্তু স্যাঁচেজ জবাবে কাঁধ বা মাথা ঝাঁকিয়েই তার দায় সারে।

ক্লান্তি রাশকেও রেহাই দেয়নি। সামান্থার প্রতি ওর লালসার উত্তাপ বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে এর ফলে। তবে সুযোগ পেলে ওর দিকে নজর দিতে ভোলে না সে, ঠিক যেভাবে ইঁদুরের দিকে নজর দেয় ক্ষুধার্ত বেড়াল। আর সামান্থা তখন আতঙ্কিত হয়ে ওঠে ভেতরে ভেতরে।

তবে আশার কথা, এসবের পাশাপাশি গরুর সংখ্যাও বাড়ছে দিনে-দিনে। প্রথম হপ্তায় প্রায় পাঁচশো গরু জড়ো করল ওরা। দ্বিতীয় হপ্তায় কিছু কম ধরা পড়ল, কিন্তু তৃতীয় হপ্তা নাগাদ একরকম শেষ হয়ে এল রাউন্ড-আপ, প্রায় হাজারখানেক গরু জড়ো করে ফেলল ওরা।

যত বড় হচ্ছে পাল, দিনের বেশি সময় ব্যয় হচ্ছে ওদের বেয়াড়া গরুবাছুর সংযত রাখতে গিয়ে। সামান্থা কোয়েড জিম আর স্যাঁচেজ এখন ওগুলোর কাছেই থাকছে সারাক্ষণ, কেউ দলছুট হওয়ার চেষ্টা করলে দাবড়ে ফেরত পাঠাচ্ছে জায়গামত। রাশ পাহারা দেয় ঘোড়া। ফলে রাউন্ড-আপের পুরো ঝক্কি সামলাতে হচ্ছে একা নট আর প্যালেন্সকে এবং স্বভাবতই অনেক মন্থর হয়ে গেছে ওদের কাজের অগ্রগতি।

রোজ সকালে বেরিয়ে যায় ওরা, ফেরে রাত করে। এবার অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ষাঁড়গুলোকে ধরে আনছে, সব লংহর্ন জাতের। এসব গরু খুব চতুর হয়, তাই তল্লাশির শুরুতে সহজেই ওদেরকে ধোঁকা দিতে পেরেছিল।

আজকাল স্যাডলে দিনযাপন করছে নট। রাতে যখন ঘুমোয়, ঘোড়ার লাগাম বাঁধা থাকে ওর কবজিতে। যতবার আসে ক্যাম্পে, পুরনো-টা বদলে তাজা ঘোড়া নিয়ে যায়। প্যালেন্সও এর ব্যতিক্রম নয়।

এর মাঝে যে-কবার পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে ওরা, আপনমনে গজরেছে। প্রতিবার নট আশা করেছে প্যালেন্সের আত্মসংযমে চিড় ধরবে। আশা করেছে রক্তক্ষয়ী একটা সংঘর্ষ হয়ে যাবে ওদের মধ্যে– এবং পরিণতিতে একজনের প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়বে ধুলোয়।

কিন্তু তা ঘটেনি। বলতে কী, রাউন্ড-আপের শেষ দিনটির আগে পর্যন্ত, যে-দিন ও সিদ্ধান্ত নিল ওদের এখানকার পাট চুকেছে, কিছুই ঘটল না।

তখন সময় সন্ধ্যা। ক্যাম্প থেকে তখনও বেশ কয়েক মাইল দূরে আছে ওরা। সামনে দুশো লংহর্ন ষাঁড় আর দুটো হাড্ডিসার বাছুর তাড়িয়ে নিয়ে এগোচ্ছে। ওই দলে বজ্জাত একটা ষাঁড় রয়েছে, শিংগুলো বিরাট, প্যাঁচানো। বড়

বড় চোখ দুটো লাল, গায়ের লোম গাঢ় নীলের ওপর ছাইসাদা।

নট হয়তো তাড়িয়েই দিত ওকে, কারণ জানে ক্যানসাস অবধি সারা পথে ওদের ঝামেলায় ফেলবে ওটা। কিন্তু বদমেজাজি বন্দুকবাজ অন্যরকম ভাবল। ষাঁড়টা ওর চোখে ধরা দিল গায়ের ঝাল মেটাবার একটা উপায় হয়ে।

তিনবার ষাঁড়টাকে দলে ফিরিয়ে আনল সে। চতুর্থবার যখন অদূরবর্তী একটা মেসকিট ঝোপ লক্ষ্যে ছুট লাগাল জানোয়ারটা, প্যালেন্স ল্যারিয়েট বের করে ধাওয়া করল ওকে।

অত্যন্ত পুরনো একটা কৌশল এটা, তবে প্রায় সর্বদাই সুফল দেয়। বজ্জাত ষাঁড় যতবার দলত্যাগ করে ততবার যদি গলায় ফাঁস পরিয়ে ফেরত আনা হয়ে তাকে, একসময় কাহিল হয়ে রণেভঙ্গ দেয় সে। কিন্তু প্যালেন্সের দুর্ভাগ্য, এই ষাঁড়টা সেরকম নয়। বছর সাতেক বয়েস হবে ওটার, ওজন কমপক্ষে পনেরোশো পাউন্ড। পিঠ বলবান ঘোড়ার মত উঁচু; বুনো বজ্জাত জানোয়ার।

বাতাসে শিস কেটে ছুটে গেল প্যালেন্সের ফাঁস, নিখুঁতভাবে আটকে গেল ষাঁড়ের প্রকাণ্ড দুই শিঙের গোড়ায়। ঝট করে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল প্যালেন্স।

বাঁধন ছেঁড়ার চেষ্টায় দড়িতে হ্যাঁচকা টান মারল ষাঁড়টা, সুরে-বাঁধা বেহালার তারের মত ঋজু হয়ে গেল ল্যারিয়েট। তির্যকভাবে পেছনে বাঁকা হলো ষাঁড়ের ঘাড়, মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ওটা।

এবং প্রায় তক্ষুণি স্যাডল সমেত ধরাশায়ী হলো প্যালেন্স। আর ওর ঘোড়াটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল।

এসময় সিকি মাইল দূরে ছিল অ্যালান নট। প্যালেন্সের মুখ দেখতে পাচ্ছিল না ও। কিন্তু এর চেহারা অনুমান করে নিয়ে হাসতে শুরু করল। এবং নানান সমস্যায় বিব্রত থাকা সত্ত্বেও, ক্রমশ চওড়া হলো ওর হাসি।

প্রায় একই সময়ে উঠে দাঁড়াল প্যালেন্স আর ষাঁড়টা, রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে রইল একে অন্যের দিকে। প্যালেন্সের হাত চকিতে তার কোমরের কাছে চলে গেল।

কিন্তু কোন পিস্তল উঠে এল না; আওয়াজ হলো না গুলির। পিস্তল খুঁজতে এবার মাটির দিকে চোখ নামাল প্যালেন্স।

খুর দিয়ে মাটিতে আঘাত করল ষাঁড়টা, মাথা নিচু করে আগুপিছু করল বার দুয়েক। নট ওর বাহনের পেটে স্পার দাবাল।

মুহূর্ত আগেও হাস্যকর একটা দৃশ্য ছিল এটা। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়েছিল প্যালেন্স, সিকি মাইল দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছিল ওর রাগ, এত ক্ষিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু এখন আর হাসির ব্যাপার নেই। আর সেকেন্ড কয়েক, তারপর ধেয়ে যাবে ষাঁড়টা, ছুঁচাল শিঙের মাথায় গেঁথে ফেলবে প্যালেন্সকে নয়তো ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে মাটিতে।

জোরকদমে ঘোড়া ছোটাল নট।

প্যালেন্সকে সে ঘৃণা করে, ঠিক এই মুহূর্তে ভুলে গেছে সেটা। কিংবা প্যালেন্স ওর বিরুদ্ধে যে-অস্ত্র প্রয়োগের হুমকি দিয়েছে সেই জ্ঞানকে ভয় করে। এমনকী

একটিবারের জন্যে ওর মনে হলো না, এখন কেবল একটু নীরব দর্শকের ভূমিকা নিলেই অতিসহজে এবং চিরতরে ওই বন্দুকবাজকে তার জীবন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারবে সে।

ওদের ব্যবধান যখন দুশো গজে নেমে এল ঝটিতি দড়ি বের করল নট। ষাঁড়টা দেখতে পায়নি ওকে কিন্তু প্যালেন্স পেয়েছে। বুলফাইটারের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ও, ষাঁড় তেড়ে আসতে শুরু করলেই ডানে কিংবা বাঁয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

নট আর শ-খানেক গজ দূরে আছে এই সময়ে সচল হলো ষাঁড়টা, প্রথমে একটু মন্থর গতিতে, তারপর ক্রমে বাড়তে লাগল বেগ ঠিক যেভাবে ট্রেনের গতি বৃদ্ধি পায় স্টেশন ত্যাগের পর।

ষাঁড়টাকে বাধা দেয়ার লক্ষ্যে সামান্য বাঁক নিল নট। মৃদু শব্দ করে ছুটে গেল ওর ল্যাসো…

ষাঁড়ের দুই শিং গলে আলতোভাবে নেমে গেল ফাঁস। প্যালেন্স যা করেছিল, নট তার ঘোড়ার রাশ টানল, ধাক্কা সামলাবার জন্যে জড়িয়ে ধরল ওর গলা।

যে-লোকটিকে খুন করতে চাইছে তার থেকে যখন মাত্র বারো ফুট দূরে আছে তখন দড়ি ছেঁড়ার চেষ্টা করল ষাঁড়টা, নটের স্যাডল স্থানচ্যুত হলো। লাফিয়ে উঠল ওর ঘোড়া, সামলে নিল পড়তে পড়তে। কিন্তু ষাঁড়টা ধরাশায়ী হলো, অটুট রইল নটের স্যাডলের বাঁধন।

ভূপাতিত ষাঁড়ের সামনে থেকে ঝটপট সরে গেল প্যালেন্স। জানোয়ারটার কাছে গেল নট, আচমকা পতনের ফলে ওটার বুদ্ধি ঘোলা হয়ে গেছে। নিজের ল্যাসোটা একটু ঝাঁকাল নট, শিঙের ঘোড়ায় এঁটে-বসা ফাঁস ঢিলে হয়ে গেল। ঝটকা মেরে দড়িটা খুলে নিল ও। তারপর নেমে প্যালেন্সের দড়ি খসিয়ে নিয়ে ফিরে গেল স্যাডলে।

বেশ কয়েকবার গোঁ গোঁ করল ষাঁড়টা, এলোমেলো পায়ে সিধে হলো কোনমতে। নট আর প্যালেন্সের দিকে চোখ পাকিয়ে একবার তাকাল ও, ঘুরে লেজ গুটিয়ে চম্পট দিল দলের উদ্দেশে।

প্রয়োজনের তাগিদ মিটতেই, যে-সুযোগ স্বেচ্ছায় হাতছাড়া করেছে তার কথা ভাববার অবকাশ পেল নট। রূঢ় গলায় ও বলল, 'আমার উচিত ছিল বেজন্মাটার খপ্পরে তোমাকে ছেড়ে দেয়া।'

নাক সিটকাল প্যালেন্স। 'তাই বলে ভেব না যেন, তোমার কাছে আমি ঋণী। আমি নিজেই সামলাতে পারতাম।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওর দিকে চেয়ে রইল নট। প্যালেন্স সকৌতুকে ফিরিয়ে দিল সেই দৃষ্টি। তারপর ঘাড় নামিয়ে, মাটিতে ওর পিস্তলটা খুঁজতে শুরু করল।

দড়ি গুটিয়ে নিয়ে প্যালেন্সের ঘোড়ার সন্ধানে গেল নট। লাগামে ধরে ফিরিয়ে আনল।

প্যালেন্স ওর স্যাডলের ছেঁড়া রশিতে গিঁট দিচ্ছিল। কাছেই ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল নট, কোনরকম সৌজন্য বিনিময়ের প্রয়োজন অনুভব করল না।

এখন আফসোস হচ্ছে ওর, বোকামির জন্যে নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে

করছে। প্যালেন্সকে বাঁচানো মারাত্মক ভুল হয়েছে ওর, জানে ভবিষ্যতে এজন্যে ওকে পস্তাতে হবে। ওর প্রতিক্রিয়ায় বুদ্ধির ছাপ ছিল না– যা করেছে সবটাই সহজাত প্রবৃত্তির বশে, মানবিক কারণে।

তবে যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। এখন আর দুঃখ করে কোন লাভ নেই।

নয়

মাঝরাতে গরু পাহারার দায়িত্ব নিতে কোয়েড ডেকে তোলার আগে পর্যন্ত মড়ার মত ঘুমোল নট। বিছানা ছাড়ার আগে পায়ে বুট গলাল ও, মাথায় হ্যাট চাপাল, কবজি থেকে লাগাম খুলে নিয়ে স্যাডলে উঠল।

রাতের হিমেল হাওয়ার ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে, ওদের অস্থায়ী কোরালের ধারে গিয়ে কোয়েডের স্থান দখল করল।

প্রচণ্ড ধকল ওর গ্লানি আর হতাশাবোধকে বাড়িয়ে তুলেছে। ক্লান্ত ঘুম ঢুলুঢুলু চোখে স্যাডলে বসে গরুগুলোর পাশ দিয়ে আধপাক ঘুরল নট, তারপর যখন দেখা হলো স্যাঁচেজের সঙ্গে তখন ফিরতি পথ ধরল। একটা ব্যাপারে কিছুটা হালকা বোধ করছে ও। রাস্তায় ওদের ব্র্যান্ডিংয়ের ঝামেলা পোয়াতে হবে না। পুরো পালটাই স্প্যানিশ স্পার মার্কার। শ-মাইলের মধ্যে অন্য কোন গরুবাছুর নেই।

মন্থর গতিতে গড়িয়ে চলল প্রহর, অবশেষে একসময় ধূসর আভার ছোঁয়া লাগল আকাশে। এর খানিক পর রাশ এসে অব্যাহতি দিল ওকে।

ক্যাম্পে ফিরে এল নট। অন্যরা উঠে পড়েছে। যাত্রার জন্যে মালপত্র বাঁধাছাঁদা করছে কোয়েড আর সামান্থা। ওয়াগনে ঘোড়া জুড়েছে, নড়াচড়ায় স্থানচ্যুত হতে পারে এরকম সব জিনিস আর পানির পিপেগুলো দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিয়েছে পাটাতনের সঙ্গে।

নীরবে আহার সারল সবাই, আগুন মেরে স্যাড়লে চাপল।

যথারীতি পুরোভাগে রইল স্যাঁচেজ। কারণ ওর কাঁধেই বর্তেছে ট্রেইল বাছাই আর পানির হদিস বের করার দায়িত্ব। প্যালেন্স ডান প্রান্তে রয়েছে, নট বাঁয়ে। একদম পেছনে থেকে গরু পাহারা দিচ্ছে জিম, নোংরা কাজ সন্দেহ নেই, তবে ও সামলাতে পারবে। আর তা ছাড়া ক্যাট্‌ল্ ড্রাইভে ওটাই হচ্ছে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা।

ডান প্রান্ত ধরে ধীরে গতিতে এগোল ওয়াগন, কোয়েড চালাচ্ছে। ঘোড়ার পালসহ রাশ বাঁ-দিকে আধমাইল দূরে রয়েছে।

পথে নামতেই, সাময়িকভাবে দূর হয়ে গেল নটের মানসিক অশান্তি। ক্যাট্‌ল্ ড্রাইভের এই এক মজা, তাগড়া লংহর্ন গরুবাছুর যখন তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটতে থাকে তখন সেই দৃশ্য দেখে মন ভরে ওঠে আনন্দে। প্যালেন্স আর সে আগুপিছু করছে বারবার, কোন গরু কাতার ভাঙলে, চিৎকার করে দাবড়ে তাকে

জায়গামত ফেরত পাঠাচ্ছে।

আজকের দিনটা হচ্ছে সবথেকে খাটুনির। ট্রেইল চলায় অভ্যস্ত করে তুলতে হবে গরুগুলোকে। ড্রাইভে নিজেদের জায়গা বেছে নেয়ার সুযোগ দিতে হবে। যারা নেতৃত্ব দেবে, অন্যদের সরিয়ে সামনে গিয়ে অবস্থান নিতে কিছু সময় লাগবে তাদের।

একবার যখন ফয়সালা হয়ে যাবে এর, প্রত্যেক দিন মোটামুটিভাবে একই জায়গা দখল করবে ওরা। ক্যানসাসে পৌঁছাবার আগেই, ওদের অধিকাংশের চেহারা চেনা হয়ে যাবে নটের, জেনে যাবে কার কী স্বভাব। এমনকী হয়তো কারও কারও নামকরণও করে ফেলবে সে।

দুপুর নাগাদ মাইল পাঁচেক অতিক্রম করল ওরা। এটুকু পথে তিনটে ঘোড়াকে কাহিল করে ফেলল নট, প্যালেন্স দুটো। তবে গরুগুলো এখন স্বেচ্ছায় আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে উত্তরে। সবচেয়ে খারাপ সময়টা কেটে গেছে।

ছোটখাট একটা চড়াইয়ের মাথায় স্বল্পক্ষণের জন্যে থামল নট, নীচের গরুবাছুরগুলোর দিকে তাকাল।

মাইলখানেক বা আরও বেশি জায়গা জুড়ে সারবেঁধে এগোচ্ছে ওরা। মেঘের আকারে ধুলো উড়ছে, দ্রুত চলাফেরার ধুলো নয়, ধীরগতিসম্পন্ন খুরের ধুলো। মাঝে-মধ্যে, যখন রাগতভাবে মাটিতে পা ঠুকছে কেউ, বা পরস্পরকে আক্রমণ করতে চাইছে, তখন ঘন ধুলোর স্তম্ভ চোখে পড়ছে।

গরুগুলোর ওপাশে, ওয়াগনটা দেখতে পেল ও, মন্থর গতিতে এগোচ্ছে, ঘোরা পথ বেছে নিয়েছে ক্ষুদ্র নালা ঝোপঝাড় আর এবড়োখেবড়ো রাস্তা এড়াতে। কখনও কখনও দৃষ্টির আড়াল হচ্ছে ওটা, তবে খানিক বাদে আরেকটু সামনে ফাঁকায় বেরিয়ে আসছে আবার।

ঘাড় ফেরাল নট। ঘোড়া দেখাশোনার ভার রাশকে দিয়ে ভরসা পাচ্ছে না ও। লোকটা বিশ্বস্ত নয়, আর্মি থেকে ওর পালানো তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ওই ঘোড়াগুলো খোয়া গেলে, যোজনবিস্তৃত এই প্রান্তরে ধুঁকে মরবে ওরা। তবু আর কোন উপায় নেই ওর। গরু-বাছুর ভাল চেনে না রাশ। কিন্তু ঘোড়া বোঝে। তা ছাড়া, ওকে সামান্থার কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছে নট।

ঘোড়ার পেটে স্পার ছোঁয়াল ও, এগিয়ে চলল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নাগাড়ে এগোল ওরা, সন্ধ্যার মুখে যাত্রাবিরতি করল। সারাদিনে আনুমানিক বারো-তেরো মাইল পাড়ি দিয়েছে।

এইভাবে কাটতে লাগল দিন– শুধুই বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে পথচলা। পেছনে পড়ে থাকল ধু-ধু মাইল। গরুগুলো অভ্যস্ত হয়ে উঠল তাদের ছকবাঁধা জীবনে।

হাড়ভাঙা পরিশ্রম করছে সবাই, রাতে ঘুমোয় পালা করে, বন্য জন্তুজানোয়ারের মত নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি করে খাবার নিয়ে। তবে স্যাচেজ এর ব্যতিক্রম; যথারীতি নীরব নির্বাক। এবং, ধকল সত্ত্বেও, অক্লান্ত।

প্রত্যেক দিন পুরোভাগে থাকে ও। রাতে পালা করে পাহারা দেয় অন্যদের সঙ্গে। যখন পারে খেয়ে নেয়, ক্বচিৎ ঘুমোয়।

নট লক্ষ করেছে নৈশপ্রহরা শেষ হলে অন্ধকারে গায়েব হয়ে যায় ও।

ক্যাম্পের দিকে না গিয়ে এর উল্টো দিকে যায়।

অন্ধকারে মানুষ কীভাবে ট্রেইল জরিপ করে বুঝতে পারে না নট। তবু যখনই স্যাঁচেজকে কথাটা জিজ্ঞেস করেছে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে লোকটা শুধু বলেছে, 'জরিপ। কালকের ট্রেইল খুঁজতে যাচ্ছি।'

কোম্যাঞ্চিরা ফিরে এসেছে, উত্তরের পথে আজকাল এরকম কিছু আলামত প্রায়ই চোখে পড়ছে নটের। ঘোড়সওয়ারদের ট্রেইল, তবে ছোট ছোট দু-তিনটে দলের বেশি নয়। কখনও পরিত্যক্ত ক্যাম্প, ধূলিধূসর মাটিতে পোড়া ছাই। তারপর নবম দিনের মাথায়, শকুনের আনাগোনা নজরে পড়তে আরেকটা জিনিস আবিষ্কার করল ও। কাছে গিয়ে শিউরে উঠল ভয়ে।

একজন মানুষের লাশ। নগ্ন বিকৃত, হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে খোলা প্রান্তরে, মাত্র পঞ্চাশ ফুট ওপরে অধৈর্য হিংস্রতায় ঘুরপাক খাচ্ছে শকুনের দল।

শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এল ওর, বুঝতে পারছে গরুর পাল চলে যাওয়ার পর শকুন দেখে কোন কৌতূহলী কোম্যাঞ্চি যদি আসে এদিকে, কী মনে করবে সে। ওদের ট্রেইল মাইলখানেকও হবে না এখান থেকে। লাশের অদূরে নটের ট্র্যাক দেখতে পাবে লোকটা। ফলে সঙ্গত কারণেই ধরে নেবে, এই কোম্যাঞ্চি যোদ্ধাকে নির্যাতন করে হত্যা করেছে ড্রোভাররা।

ঘুরে দাঁড়াল নট। জোরকদমে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে এল ওয়াগনের কাছে। চেঁচিয়ে বলল, 'কোয়েড, তোমার ঘোড়াটা নিয়ে আমার সঙ্গে এসো। একটা বেলচাও নিয়ো।'

লাগাম টেনে ওয়াগন থামাল কোয়েড। পেছনে হাত বাড়াল বেলচার খোঁজে। যখন পেল ওটা, ওয়াগনের পেছন থেকে নিজের ঘোড়া খুলে নিয়ে স্যাডলে চাপল।

উদ্বিগ্ন চোখে নটের দিকে তাকাল সমান্থা। 'কোন গোলমাল?'

'মরা ইন্ডিয়ান। আমাদের ট্রেইলের এত কাছে ওর লাশ ফেলে যেতে চাই না আমি।'

তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে সামান্থার দিকে তাকাল নট। এক মাস আগে যা ছিল, তার চেয়ে রোগা হয়েছে ওর মুখাবয়ব। ওজন হারিয়েছে অনেকটা।

এখন আগের চাইতে আকর্ষণীয় লাগছে ওকে। চোখদুটো আরও আয়ত দেখাচ্ছে, ঠোঁট নরম। ফলে আরও শীর্ণ পরনির্ভরশীলটি মনে হচ্ছে। সামান্থার মুখে রঙ ছড়াচ্ছে লক্ষ করে দৃষ্টি সরিয়ে নিল নট। আবারও বুকের ভেতর চিনচিনে ব্যথা অনুভব করল সে, মেয়েটাকে কাছে টেনে নেয়ার জন্যে ব্যাকুলতা বোধ করল, এবং সেই সাথে ওর নিরাপত্তার ব্যাপারে দ্বিগুণ উদ্বেগ। তার যদি কিছু হয়ে যায়...

'কিছুক্ষণ পারবে না চালাতে?' জিজ্ঞেস করল নট।

'পারব।'

'আমরা তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।'

গরুগুলোর পাশ কাটিয়ে আধপাক ঘুরে এগোল নট। পেছনে গিয়ে দেখতে পেল জিমকে, ধুলোয় সারা শরীর মাখামাখি। ছেলেটার কাছে গেল ও।

লাল হয়ে আছে জিমের চোখ, কোটরের চারপাশে ধুলো আর অশ্রুর সংমিশ্রণে কাদার ছোপ। ছেলেটাও ওজন হারিয়েছে। ঘোড়ার পিঠে অত্যন্ত ক্ষুদ্র আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে। নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে নটের দিকে তাকাল ও।

জোর করে মুখে হাসি ফোটাল নট। 'সব ঠিক?'

নীরবে ওপর-নীচ মাথা ঝাঁকাল জিম।

নট বলল, 'আপাতত একপাশে সরে যাও। ধুলোর বাইরে থাক।'

ঘাড় কাত করল জিম, ঘোড়ার মুখ ঈষৎ ঘুরিয়ে নিয়ে প্রান্ত বরাবর এগোল। নট নিজের কাজে রওনা হলো।

লাশের ওপর আবার বসে পড়েছিল শকুনগুলো, মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে আকাশে উড়ল ডানা ঝাপটে, কর্কশ চিৎকার জুড়ল।

দোল খেয়ে মাটিতে নামল নট, কোয়েড অনুসরণ করল ওকে। লাশের দিকে কয়েক মুহূর্ত অপলকে চেয়ে রইল সে। নট জিজ্ঞেস করল, 'বুঝতে পারছ কিছু?'

মাথা নাড়াল কোয়েড। 'কোম্যাঞ্চিদের সাথে শত্রুতা আছে এরকম কোন গোত্রের কাণ্ড হয়ে থাকতে পারে। যদিও একটু অসম্ভবই মনে হচ্ছে। ওরা হলে খুন করে স্ক্যাল্প, মানে চুলসুদ্ধ মাথার ছাল তুলে নিয়ে যেত। ঘোড়া বন্দুক থাকলে সেগুলোও নিত। কিন্তু এভাবে নির্যাতন করত বলে আমার মনে হয় না।'

নটের চোখ আপনাআপনি ঘুরে গেল উত্তরে, স্যাঁচেজের দিকে। গতরাতে স্কাউটিংয়ে বেরিয়েছিল স্যাঁচেজ। এ-পথে এসেছিল...

শ্রাগ করল ও। ইতিমধ্যে গর্ত খোঁড়া শুরু করে দিয়েছে কোয়েড। একটুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল নট, তারপর ওর কাছ থেকে বেলচাটা নিয়ে কবর খোঁড়া শেষ করল। লাশটা ধরাধরি করে তুলে এনে গর্তে ফেলল ওরা, বীভৎস বিকৃত ক্ষতগুলো দেখে নট মুখবিকৃত করল। মাটি থেকে নিহত ইন্ডিয়ানের জামাকাপড় আর অস্ত্রশস্ত্র কুড়িয়ে নিল ও, গর্তে ফেলে দিয়ে মাটি ভরাট করার দায়িত্ব ছেড়ে দিল কোয়েডের ওপর।

যখন শেষ হলো ওর কাজ, নট বলল, 'চল, এবার পাল থেকে কয়েকটা গরু ধরে আনতে হবে।'

স্যাডলে চাপল কোয়েড। গরুগুলোর পেছনে গেল ওরা, সুকৌশলে গোটা ত্রিশেক বেছে বের করে নিয়ে পশ্চিমে ঘুরিয়ে দিল ওদের।

সরাসরি কবরের ওপর দিয়ে ওদের ছোটাল ওরা। দুর্গন্ধে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে এদিক-ওদিক সরে যাওয়ার চেষ্টা করল অবলা জীবগুলো, কিন্তু নট আর কোয়েড বেত মেরে সোজা রাখল।

খাপ থেকে পিস্তল বের করল নট। গরুগুলো কবর মাড়িয়ে চলে যাওয়ার পর, অপেক্ষাকৃত দুর্বল হাড্ডিসার একটাকে বেছে নিয়ে মেরে ফেলল গুলি করে। তারপর ও আর কোয়েড জায়গামত ফিরিয়ে নিয়ে গেল বাকি গরুবাছুর। এরপর ঘোড়া থামাল নট, পকেটে হাত ঢোকাল তামাক বের করার জন্যে।

কোয়েডের দিকে তাকাল ও। 'স্যাঁচেজের কাণ্ড নাতো?'

কোয়েড শ্রাগ করল। 'হতে পারে। ও ভীষণ ঘৃণা করে ওদের। আর সেজন্যে বোধহয় ওকে দোষ দেয়া যায় না। ওর মা যেমন কোম্যাঞ্চিদের ঘৃণা করে, তেমনি

ছেলেকেও করে। অত্যাচার সইতে না পেরে নবছর বয়েসে বাড়ি থেকে পালিয়েছে ও।'

'কার কাছে শুনলে– স্যাচেজ?' নট বিস্মিত।

'খেপেছ, না। ও কক্ষনো কারোকে কিছু বলে না। পুরনো দিনের লোকজন যারা ওকে চেনে তাদের মুখে শুনেছি। তা-ও আট-দশ বছর আগে হবে।'

'তুমি তারমানে অনেকদিন হলো চেন ওকে?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে তো তোমার জানার কথা এর আগে কখনও কোম্যাঞ্চিদেরকে এভাবে খুন করেছে কিনা?'

নাক দিয়ে দুর্বোধ্য একটা শব্দ করল কোয়েড। বলল, 'ইন্ডিয়ানদের খুন করেছে জানি।'

'তুমি ওর ব্যাপারে নিশ্চয়ই আরও অনেককিছু জান।'

কোয়েড জবাব দিল না।

'দেখো, তুমি নিশ্চয় বোঝ ওর কারণে আমরা বিপদে পড়ব, নাকি? কোম্যাঞ্চিরা খেপে উঠবে এর ফলে। একটাকে নাহয় মাটি চাপা দিয়েছি। কিন্তু যেগুলোর হদিস জানব না, লুকাতে পারব না সেগুলোর কী হবে?'

'ওদেরই কারও হাতে হয়তো একদিন মারা পড়বে ও।'

ঝট করে কোয়েডের দিকে তাকাল নট। ওই ইন্ডিয়ানের হত্যাকারী স্যাচেজ একথার পাশাপাশি বৃদ্ধ স্কাউট ওকে কায়দা করে আরেকটা কথা জানিয়ে দিয়েছে। এ-ব্যাপারে নাক গলানো ওর উচিত হবে না।

কোয়েডকে ওয়াগনের দিকে চলে যেতে দেখল নট। আশেপাশের দলছুট গরুগুলোকে দাবড়ে নিজেদের জায়গায় ফেরত পাঠাল ও, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল যেখানে ওরা নিহত ইন্ডিয়াকে কবর দিয়ে একটা গরু মেরে রেখে এসেছে সেদিকে।

চক্কর মারছে শকুনের দল। কেউ কেউ ইতিমধ্যেই চড়াও হয়েছে ষাঁড়টার ওপর।

শকুন দেখে ইন্ডিয়ানরা যদি তদন্ত করতে আসে, ওই মরা ষাঁড় তাদের কৌতূহল মেটাবে। কবরের ওপর গরুবাছুর উঠিয়ে দেয়ার ফলে সম্ভবত এখন আর বোঝা যাবে না ওই জায়গায় মাটি আলগা। তবু ওর দুশ্চিন্তা দূর হলো না।

এগোল সে, জিমের কাছে গিয়ে কথা বলল ওর সাথে। ছেলেটার বিধ্বস্ত চেহারা দেখে মায়া হলো নটের। উদ্বেগের সঙ্গে খেয়াল করল মাত্র কয়েক হপ্তায় ভীষণ রোগা হয়ে গেছে জিম।

ও এখনও ছেলেমানুষ। ওকে এভাবে গাধার মত খাটিয়ে নেয়ার কোনও অধিকার তার নেই। প্যালেন্সকে মুখের ওপর 'না' বলে দিয়ে, ওদের প্রস্তাব ওর প্রত্যাখ্যান করা উচিত ছিল। এমনিতেও ড্রাইভ শেষ হওয়ার আগেই জিমকে হারাবে সে। সহসা ওর বুক কেঁপে উঠল শঙ্কায়, পেটের ভেতর কী যেন সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

সামনে এগোল নট, ওই কোম্যাঞ্চি যোদ্ধার মৃত্যু সম্পর্কে স্যাচেজকে জেরা

করবে, যদিও জানে লাভ হবে না কোন। স্যাঁচেজ স্রেফ অস্বীকার করবে দোষ।

গরুবাছুরের কিনারা ঘেঁষে এগিয়ে চলল সে, একদম সামনে গিয়ে স্যাঁচেজের পাশাপাশি হলো।

উদাসীন চোখে ওকে একবার দেখল লোকটা, মাথা ঝোঁকাল। একটু বেঁটে, হৃষ্টপুষ্ট গড়ন ওর, পা দুটো ধনুকের মত বাঁকা। কোমরে একফালি নেকড়া জড়িয়ে, চুল লম্বা রেখে তাতে যদি পালক গুঁজে দেয় অবিকল কোম্যাঞ্চি মনে হবে ওকে, নট ভাবল। মেক্সিক্যান রক্তের কোন ছাপই নেই ওর চেহারায়।

'পেছনে এক ইন্ডিয়ানের লাশ দেখলাম,' নট বলল।

কোনওরকম ভাবান্তর দেখা গেল না স্যাঁচেজের মাঝে। নটের দিকে এমনকী সে একবার তাকাল না পর্যন্ত।

নট বলল, 'তুমি খুন করেছ, বল করোনি? কাল রাতে তুমি এদিকে এসেছিলে।'

এবার ঝট করে তাকাল স্যাঁচেজ; চোখের মেকি বিস্ময়, তিরস্কার। ওর ন্যাকামিই নটকে বলে দিল তার অনুমান ঠিক। ও বলল, 'তা হলে এজন্যেই তুমি যোগ দিয়েছ আমাদের সাথে? যাতে কোম্যাঞ্চিদের খুন করার সুযোগ পাও?'

একটা কাঁধ উঁচুনিচু করল স্যাঁচেজ। 'কী বলছ আবলতাবল?'

নট বুঝল এখানে এই মুহূর্তে স্যাঁচেজকে ওর বরখাস্ত করা উচিত। ফেরত পাঠানো উচিত আর্মিতে। যদি অস্বীকার করে যেতে, মেরে ফেলা উচিত ঠিক যেভাবে সে একটা সাপকে মারবে।

কিন্তু নট এও জানে, তা সে করবে না। করা সম্ভব নয়– এসময়ে মাত্র একজন লোকের থাকা না থাকায় জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়ে যেতে পারে।

'তোমার খোদার দোহাই লাগে,' সক্রোধে বলল ও, 'আর ওদের ছায়া মাড়িয়ো না। তুমি কি চাও গোটা জাতটাই আমাদের ওপর খেপে উঠুক?'

নিরুত্তর রইল স্যাঁচেজ, এমন ভান করল যেন শুনতেই পায়নি। নিদারুণ বিরক্তিতে ছেয়ে গেল নটের মন, ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে ও ফিরে এল নিজের জায়গায়।

ভীষণ হতাশা বোধ করছে সে। মনে হচ্ছে ওরা সবাই জেনেশুনে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে।

boighar

হয়তো তাই যাচ্ছে, কিন্তু এখন ফেরার পথ বন্ধ। ফিরতে গেলে আরও ঘোরাল হয়ে উঠতে পারে সমস্যা, প্রত্যেকের মাথার ভেতর যেসব শয়তানি কিলবিল করছে, আচমকা সেগুলো হিংস্র আকার ধারণ করতে পারে।

নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হলো ওর, যেন ফাঁদে আটকা পড়েছে। সামনে ওত পেতে আছে বিপদ, আবার ফিরতে গেলেও আছে আরেক সমস্যা।

দশ

দিনরাত অবিশ্রাম পরিশ্রম অব্যাহত রয়েছে ওদের। হঠাৎ এরমাঝে উত্তুরে বৃষ্টির কবলে পড়ল ওরা, বাধ্য হলো কাদার সাগরে দুটো দিন কাটাতে, ভিজে একশা হয়ে গেল, রাতে শুলো ভেজা কম্বল মুড়ি দিয়ে– কিন্তু শীত কাটল না।

গরুবাছুর ঠিকমত এগোল বটে, তবে যতবার বিজলি চমকাচ্ছে আকাশে ঘাবড়ে যাচ্ছে ওরা, ভয়ার্ত চোখে তাকাচ্ছে চারপাশে। পাছে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় ওগুলো, তাই এখন আলতো পায়ে চলাফেরা করছে লোকজন, কথা বলছে মৃদু সুরে, তীক্ষ্ণ আচমকা কোন শব্দ করছে না।

কিন্তু এই অমানুষিক পরিশ্রম তার কুপ্রভাব বিস্তার করল ওদের মেজাজের ওপর। তখন রাত, সবে বৃষ্টি থেমেছে। ইয়ান রাশ হেঁটে যাচ্ছে ক্যাম্পফায়রের ধার দিয়ে এই সময় ওখান থেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল স্যাচেজ। অনিচ্ছাকৃতভাবে পরস্পর ধাক্কা খেল ওরা, রাশের কপি মাটিতে ছলকে পড়ল।

ধক করে জ্বলে উঠল রাশের চোখ, সক্রোধে কাপটা অন্ধকারের ভেতর ছুড়ে ফেলে দিল সে। তারপর পাঁই করে ঘুরে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল স্যাচেজের চোয়ালের হাড়ে, গনগনে আগুনের ওপর আছড়ে ফেলল ওকে।

গড়ান দিয়ে সরে গেল স্যাচেজ, উঠে এল খোলা ছোরাহাতে। ওর সমস্ত মুখাবয়বের মধ্যে কেবল চোখজোড়া চকচক করছে; অন্য সবকিছু ভাবলেশহীন, শীতল।

পায়ের আঙুলের ওপর শরীরের ভর চাপিয়ে, শিকারী কয়োটের ভঙ্গিতে চকিতে রাশের দিকে এগোল সে। ছোরাধরা হাতটা সামনে রেখেছে, কোমরের সামান্য নীচে। ফলার মুখ ওপর দিকে।

একঝটকায় হোলস্টার থেকে নিজের পিস্তল বের করল রাশ। আগুনের চারপাশে মুখোমুখি ঘুরতে শুরু করল ওরা।

ঘোড়া ছুটিয়ে ঘটনাস্থলে এসে পড়ল নট। কিন্তু একটু দেরিতে। একশো গজ দূর থেকে ওকে দেখতে পেয়েছিল স্যাচেজ, দ্রুত আক্রমণ করল সে। রাশের পিস্তল গর্জে উঠল, প্রতিধ্বনি তুলল বর্ষণক্লান্ত রাতের স্তব্ধ প্রকৃতিতে।

লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো গুলি। কিন্তু নট বুঝল কী সর্বনাশ করেছে ওই আওয়াজ। গরুগুলোকে দেখতে না পেলেও, ও জানে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে ওরা, আর একটা অবাঞ্ছিত শব্দ হলেই ছুটে পালাবে।

ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল নট। লাফিয়ে আগে বাড়ল জানোয়ারটা, খুরের গায়ে কাদা ছিটাল।

জিম একলাফে সরে দাঁড়াল পথ থেকে, ওর চোখে নগ্ন আতঙ্ক। মুহূর্তের জন্যে সামান্থার ফ্যাকাসে মুখখানা দেখতে পেল নট, ওয়াগনের পেছন থেকে উঁকি দিচ্ছে বাইরে। পরক্ষণে ওর ঘোড়ার কাঁধ ধাক্কা মারল রাশকে, কাদায় ফেলে দিল।

প্রায় একই সময়ে শূন্যে গা ভাসাল নট, ঝাঁপিয়ে পড়ল রাশের ওপর। কাদার ভেতর হাঁচড়েপাঁচড়ে এগোল ও, কর্দমাক্ত হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে পিস্তলটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল।

পলকের জন্যে একবার ওটা হাতে পেল সে, খসে গেল, ছোঁ মারল আবার। হাঁটু ভাঁজ করে ওর পেটে আঘাত করল রাশ, বাতাসের অভাবে নট খাবি খেল। তবু যুঝতে লাগল সে, প্রয়াস পেল পিস্তল ছিনিয়ে নেয়ার। আবার যদি গুলি হয়, ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে সমস্ত গরুবাছুর। ছুটে পালাবে রাতের অন্ধকারে, ফের ধরে আনতে কালকের পুরো দিন লেগে যাবে। এবং এতকিছুর পরেও, সবগুলো ফিরে পাবে না।

অনেক কষ্টে পিস্তলটা ফের আঁকড়ে ধরল ও, রাশের হাত থেকে ছিনিয়ে ছুড়ে ফেলল অন্ধকারে। তারপর উঠে দাঁড়াল।

বেপরোয়া ভঙ্গিতে তেড়ে এল রাশ। একপাশে সরে গেল নট, রদ্দা মারল ওর ঘাড়ে।

নিঃসাড়ে পেছন থেকে এগিয়ে এল স্যাঁচেজ, ছোরাহাতে এগোল রাশের দিকে। ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল নট, পিস্তল বেরিয়ে এসেছে হাতে। 'আয়, হারামজাদা।' দাঁতে দাঁত চেপে বলল ও, রাগে ভব্যতা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। 'আজ তোর একদিন কি আমার।'

রাশ যেন গুলি ছুড়তে না পারে সেজন্যে এতক্ষণ আপ্রাণ লড়েছে নট। এবার সে নিজেরটা ব্যবহারের হুমকি দিল। কারণ জানে, একমাত্র নিশ্চিত মৃত্যুভয়ই রুখতে পারবে দোআঁশলাকে।

থমকে দাঁড়াল স্যাঁচেজ, জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল ওর দিকে। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে ছোরাটা ফেরত পাঠাল খাপে, চেহারা যথারীতি নির্লিপ্ত।

এবার ঘুরে রাশকে চোখ রাঙাল নট। 'ফের যদি গুলি ছোড়, ওই পিস্তল কেড়ে নিয়ে আমি ওটা তোমার গলার ভেতর ঢুকিয়ে দেব।'

উঠে পড়ল রাশ, কাদা-মাখা ট্রাউজারে হাতের কাদা মোছার ব্যর্থ চেষ্টা করল। 'আমি ঘুমোলে ওই বেজন্মাটা আমাকে ছুরি মারবে।'

'তা পারে,' নট বলল। 'তবে যদি মারে, আমি ওর ঘিলুর রঙ দেখব।'

গটগট করে ক্যাম্পফায়ারের দিকে হেঁটে গেল ও, গা জ্বালা করছে রাগে। কফি ঢালল একটা কাপ তুলে নিয়ে। দুই চুমুকে শেষ করে, শার্টের আস্তিনে মুখ মুছে বলল, 'রাশ, তুমি আর স্যাঁচেজ গিয়ে প্যালেন্স আর কোয়েডের জায়গা নাও।'

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ওকে ভস্ম করে ফেলতে চাইল ওরা। নট বুঝতে পারছে এই ড্রাইভ কোনও দিন সফল হবে না। তার উচিত এখনই সামান্থা আর জিমকে নিয়ে ফিরতি পথ ধরা। পড়ে থাক গরুবাছুর, ওগুলোর দখল নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরুক অন্যরা।

স্যাঁচেজ আর রাশ রওনা হয়ে গেল ঘোড়ায় চেপে, ভুরু কুঁচকে ওদের পানে চেয়ে রইল সে। সন্দেহ নেই, এরকম তুচ্ছ সব কারণে সামনে আরও ঝগড়াবিবাদ, আরও অর্থহীন মারামারি হবে। এগুলো এড়ানো সম্ভব নয়। কারণ

এই দীর্ঘ যাত্রায় প্রতিমুহূর্তে ওদের সঙ্গী হবে ক্লান্তি আর উত্তেজনা, হতাশা আর ভয়। ফলে প্রচণ্ড চাপ পড়বে প্রত্যেকের স্নায়ুর ওপর। তবে একটা কাজ বোধহয় সে করতে পারে: কেউ যাতে খুন না হয় তার ব্যবস্থা অন্তত, সে-চেষ্টা তাকে করতে হবে।

এমন নয় যে ওদের কারও প্রতি তার দরদ আছে। সে নিজেও ক্লান্ত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তার চিন্তাভাবনাকেও প্রভাবিত করছে এ-সব। সহযাত্রীদের ঘৃণা আর অবজ্ঞা করতে শেখাচ্ছে– শুধু কোয়েডকে ছাড়া। কিন্তু ওই চারজনকেই ওর প্রয়োজন। গরুর পাল ক্যান্সাসে নিয়ে যেতে হলে ওদের সাহায্য নিতে হবে।

গরুগুলো যেখানে বিশ্রাম নিচ্ছে সেদিক থেকে ক্যাম্পে ফিরে এল কোয়েড আর প্যালেন্স। ঘোড়া বেঁধে সোজা ক্যাম্পফায়ারের ধারে চলে এল কোয়েড, হাত দুটো মেলে ধরল আগুনের ওপর। বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডায় কাঁপছে ও। আরও বুড়োটে দেখাচ্ছে ওকে; চেহারা মলিন। যথেষ্ট বয়েস হয়েছে ওর, গেল কিছুদিনের ধকল সেটাই এখন দেখিয়ে দিচ্ছে চোখে আঙুল দিয়ে। কেন-যেন নটের হঠাৎ সন্দেহ হলো, এই ড্রাইভের শেষটা দেখে যাওয়ার সৌভাগ্য হবে না কোয়েডের।

প্যালেন্স এসে যোগ দিল ওদের সঙ্গে, আগুনের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল। নট দেখল ওদের প্রত্যেকের জন্যে আলাদা থালায় সেদ্ধ গরুর মাংস বাড়ল সামাস্থা, তারপর কাপ এগিয়ে দিল দুটো। ওরা কফি ঢেলে নিল তাতে।

যখন শেষ হলো খাওয়া, এঁটো থালাবাসনগুলো নিয়ে গিয়ে ওয়াগনের একটা গামলার ভেতর রেখে কোয়েড ফিরে এল আগুনের কাছে, ওর পাইপে তামাক ঠাসতে শুরু করল। চোখ তুলে আকাশটা একবার দেখল ও। 'পরিষ্কার হয়ে আসছে।'

জবাব দিল না কেউ। প্যালেন্স তার মালপত্র হাতড়ে কালো দোমড়ানো একটা মেক্সিক্যান সিগার বের করল। ধরিয়ে নিয়ে ঘনঘন দম দিল কয়েকটা।

আগুনের ওপাশে, প্যালেন্সের দিকে চাইল কোয়েড, চোখে বিদ্বেষ। 'জানো নিশ্চয়, বর্ডার আর গালফ কোস্ট অঞ্চলে তোমার বেশ দুর্নাম।'

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল প্যালেন্স।

প্যালেন্সের অস্বস্তি বাড়িয়ে তোলার জন্যে ইচ্ছে করে একটুক্ষণ নীরব রইল কোয়েড, পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে শুরু করল আবার। 'হ্যাঁ। ভীষণ দুর্নাম। কেউ কেউ বলে তুমি নাকি অনেক মানুষ খুন করেছ– ষোলোটা।'

আবারও কোন জবাব দিল না প্যালেন্স। অপলকে চেয়ে আছে কোয়েডের মুখের দিকে।

'অনেকে বলে এর সবগুলোই ছিল ফেয়ার ফাইট– মানে আত্মরক্ষার জন্যে আরকী! তবে দু-একটা বোধহয়…'

কর্কশ সুরে ধমকে উঠল প্যালেন্স, 'দেখ, বুড়ো, তোমার মতলবটা কী স্পষ্ট করে বল!'

'সেটাই তো বলতে যাচ্ছি। তুমি বাধা না দিলে এতক্ষণে বলেও ফেলতাম। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, কিন্তু কারও কারও মতে, তুমি একটা ঘেয়ো কুকুর, ওই ষোলোজনের প্রত্যেককেই পিঠে গুলি করেছ।'

নিমেষে প্যালেন্সের সমস্ত রক্ত মুখে এসে জমা হলো। টানটান হয়ে গেল শরীর, চোখ দুটো জ্বলে উঠল শ্বাপদের মত।

'চুপ করো, কোয়েড!' বলল নট। 'এমনিতেই আমরা অনেক ঝামেলায় আছি, দয়া করে তুমি আর সেটা বাড়িয়ো না।'

'আমি ঝামেলা বাড়াচ্ছি?' ন্যাকা সাজল কোয়েড। 'ও কারও পিঠে গুলি করেছে এটা আমার কথা নয়। যেসব জায়গায় ঘটনাগুলো ঘটেছে আমি ছিলাম না সেখানে। শোনাকথা ছাড়া আর কীসের ওপর আমি ভরসা করব, বল?'

অতিকষ্টে আত্মসংযম বজায় রাখল প্যালেন্স। ওদিকে কোয়েড তখনও বলে চলেছে, 'যা শুনেছি কেবল তাই বলছি। তবে তুমি হয়তো আমাকে সোজা রাস্তাটা বাতলে দিতে পারবে।'

'তাই দেব তোকে, বুড়ো বেজন্মা কোথাকার!' চোয়াল চেপে খিস্তি করল প্যালেন্স।

হুমকি আর খিস্তি দুটোই উপেক্ষা করল কোয়েড। দায়সারাভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'তবে এখন আমি শুধু একটা খুনের ব্যাপারে জানতে চাই। তা হলেই চলবে।'

সাগ্রহে শুনছে নট। এবার বোধহয় জানা যাবে প্যালেন্সের ওপর কোয়েডের আক্রোশের কারণ। পুরোপুরি সজাগ রয়েছে ও, জানে এই আলোচনা বিনা নোটিসে যেকোনও মুহূর্তে গোলাগুলিতে মোড় নিতে পারে।

'ঘটনাটা সনোরার। তুমি হয়তো বলতে পারবে কত নম্বর কিন্তু আমি পারব না। এর আগে কটাকে নিকেশ করেছ জানি না কিনা।'

প্যালেন্সের কপালে ছোট্ট ভাঁজ জেগে উঠল। চোখ ছোট করে কোয়েডের দিকে তাকিয়ে আছে ও, পলক পড়ছে না। জিম দাঁড়িয়ে একপাশে, ফ্যাকাসে মুখে শুনছে ওদের কথাবার্তা।

জ্বলন্ত একটা লাকড়ি তুলে নেয়ার জন্যে একটু থামল কোয়েড, নিবে-যাওয়া পাইপটা ধরিয়ে নিল ফের। তারপর কেঁশে গলা সাফ করে যোগ করল, 'এই লোকটা ছিল মেক্সিক্যান। নাম হেরামিয়ো। বয়েস কুড়ি-একুশ। ওরা বলে হেরামিয়োর বউয়ের ওপর তোমার নজর পড়েছিল, সেজন্যেই ওকে তুমি খুন করেছ।'

প্যালেন্সের মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে খানিকটা। এখন প্রায় পাণ্ডুর। খেঁকিয়ে উঠল সে, 'তাতে তোমার কী হে, বুড়ো? তোমার এত মাথাব্যথা কেন?'

'মাথাব্যথা?' অবাক হওয়ার ভান করল কোয়েড। 'কেন, আমার মাথাব্যথা থাকবে কেন! হেরামিয়ো বা ওর বউকে যেখানে আমি চিনিই না।'

'তা হলে এত কথা কীসের, ব্যাটা বুড়ো গর্দভ?'

'কৌতূহল, বলতে পার। ওরা বলে হেরামিয়োর কাছে নাকি কোনও পিস্তল ছিল না। স্রেফ একটা ছুরি। বন্দুকের বিরুদ্ধে ছুরি, ওদের কথায়। যারা তোমাকে সবথেকে ঘৃণা করে তারা পর্যন্ত বলেছে, তুমি ওকে সামনে থেকেই গুলি করেছ—তবে কিনা, ছুরিটা ও বের করার সুযোগই পায়নি।'

'তুমি একটা মিথ্যুক? ছুরিটা ও থ্রো করার জন্যে বের করেছিল!' আচমকা

থেমে গেল প্যালেন্স। ওর হাবভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠল ও হঠাৎ বুঝতে পেরেছে, যে-মতলবে কোয়েডের এত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সফল হয়েছে সেটা। হুমকির সুরে প্যালেন্স বলল, 'কেন, তোমার কী মনে হয়?'

'আমার? কেন, এইমাত্র তুমি যা বললে ঠিক তাই। আমি তোমাকে মিথ্যুক বলব না। আমি শুধু বলছিলাম লোকে কী–'

'মিথ্যে কথা বলে ওরা!'

'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই।' কোয়েডের কণ্ঠে এখন সহানুভূতির প্রলেপ।

বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে ওকে মাপল প্যালেন্স। তারপর আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে হনহন করে ঢুকে গেল অন্ধকারের ভেতর, পেছনে নির্দয়ভাবে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নিজের ঘোড়াটাকে।

'কোয়েড, তোমার মতলবটা কী?' প্রশ্ন করল নট।

'মতলব? কী বলছ তুমি আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'হেরামিয়োকে তুমি চেন? বা ওর বউকে?'

'জীবনে দেখিইনি কখনও।'

'তা হলে কেন...?'

সূক্ষ্ম হাসি খেলে গেল কোয়েডের মুখে, ওর চোখ আগুনের ওপর। কিন্তু কোন জবাব দিল না।

প্যালেন্সকে খেপিয়ে তুলতে চাইছে ও। কোয়েডের তৎপরতা শুরু হয়েছে এবার, পরিষ্কার বুঝতে পারল নট, আজ রাতের ঘটনাটা তারই সূচনা মাত্র। ও নিশ্চিত, প্যালেন্স যে-ষোলোটা খুন করেছে তার প্রত্যেকটির খুঁটিনাটি সবকিছু কোয়েড জানে। নট এও বুঝতে পারছে, প্যালেন্স ওইসব প্রসঙ্গও তুলবে, ধাপে ধাপে, যেমন আজ রাতে একটা তুলেছিল।

ও জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কদ্দিন হলো প্যালেন্সের পেছনে লেগে আছ?'

ঘাড় ফেরাল কোয়েড, ওর চোখে চোখ রাখল। 'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না, নট। প্যালেন্সের পেছনে আমি লাগিনি।'

'তা হলে ওর সম্বন্ধে এতকিছু জানলে কীভাবে?'

ভাঁজ পড়ল বুড়োর ফোকলা গালে। 'বলতে পার, আমি ওর একজন ভক্ত।'

'ভক্ত না কচু! তুমি আসলে ঘৃণা করো ওকে।'

দায়সারা ভঙ্গিতে একটা কাঁধ ঝাঁকাল কোয়েড। চুপ করে রইল ঝাড়া দশ সেকেন্ড, তারপর বলল, 'না, আসলে তুমিই ওকে ঘৃণা করো, নট। কেন?'

নট খেঁকিয়ে উঠল, 'সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

ওপর-নীচ মাথা ঝাঁকাল কোয়েড। 'ঠিক আমারই মত।'

'তারমানে তুমি ঘৃণা করো ওকে?'

এই অভিযোগ স্বীকার বা অস্বীকার কোনটিই করল না কোয়েড। তবে অনেকক্ষণ পর ও কেবল বলল, এত আস্তে যে নটের কানে প্রায় অস্পষ্ট শোনাল কথাটা, 'বেজন্মাটাকে বাগে পেয়েছি অ্যাদ্দিনে। অ্যাবিলেনে জ্যান্ত পৌঁছুতে হবে না।'

এগারো

পরিষ্কার উজ্জ্বল একটা দিন। সকালের তপ্ত রোদে শুকিয়ে গেছে ধরণী। বেলা নটা নাগাদ দেখা গেল, কাদা নয়, ওরা এগোচ্ছে স্যাঁতস্যাঁতে অথচ শক্ত মাটির ওপর দিয়ে।

তবু, যেসব ঝরনা আগে খটখটে ছিল, সেগুলোতে এখন খলখল করে ছুটে চলেছে ঘোলা পানির স্রোত, সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ডালপালা আর মরা গাছের গুঁড়ি।

এসব দুরন্ত ঝরনা পার হওয়া বেশ কঠিন, সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ফলে হাতেগোনা ট্রেইল ক্রু দলটার প্রত্যেকের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ল। সামান্থা আর কোয়েড উভয়ই ওয়াগন ছেড়ে এগিয়ে গেল ওদের সাহায্য করতে। কিন্তু এই বাড়তি সাহায্য সত্ত্বেও, সন্ধ্যা নাগাদ দেখা গেল সারাদিনে মাত্র সাত মাইল এগোতে পেরেছে ওরা। এবং কারোরই ঝগড়া করার শক্তিটুকু পর্যন্ত নেই, এত ক্লান্ত। রাতের আহার শেষ হওয়ামাত্র যে-যার কম্বলের নীচে গিয়ে ঢুকল, যতক্ষণ না ডেকে তোলা হলো নৈশ পাহারার দায়িত্ব নিতে ঘুমোল নিঃসাড়ে।

আজ রাতে ওদের স্যাডল পার্টনার অদলবদল করল নট। স্যাঁচেজ পাহারা দেবে প্যালেন্সের সঙ্গে, অন্যদিকে কোয়েড আর রাশ। আর জিম সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে অস্বীকার করায়, নট নিজে রইল ওর সাথে।

সকালে উধাও হয়ে গেল রাশ। ভোরের একটু আগে নট যখন বিছানা ছাড়ে তখনও সে ছিল। কিন্তু নাস্তার সময়ে পাত্তা পাওয়া গেল না।

মনে মনে ওর চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করল নট। 'রাশকে তোমরা কেউ যেতে দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল সহকর্মীদের।

মাথা ঝাঁকাল কোয়েড, মাংসের টুকরোটা গালের একপাশে চালান করে বলল, 'আমি দেখেছি। মনে করলাম গরুর কাছে যাচ্ছে। দেখো, ওখানেই আছে হয়তো এখনও।'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল প্যালেন্স। 'নেই। আমি ওখান থেকেই আসছি।'

রাগে দাঁতমুখ খিঁচাল নট। 'এজন্যেই বলে ডেজার্টারদের কক্ষনো বিশ্বাস করতে নেই। যাক, খোদা যা করে, মঙ্গলের জন্যেই করে। ব্যাটা আর না এলেই বাঁচি।' কফিপান সেরে কাপ আর এঁটো থালা ওয়াগনের গামলায় রেখে দিল ও। সামান্থার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি পারবে না ওয়াগন চালাতে?'

'আলবত পারব।' ওর মুখের ওপর একটুক্ষণ থেমে রইল সামান্থার দৃষ্টি, কোমল হলো। 'খুউব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে। আমি সত্যি দুঃখিত, এরকম জেদ করেছিলাম বলে।'

দাড়িতে হাত বোলাল নট, এ-কদিনেই বেশ ঘন হয়ে গেছে। 'এখন আর দুঃখ করে লাভ কী!' কথাটা বলেই অনুশোচনা হলো ওর, তড়িঘড়ি যোগ করল,

'খামোকা মন খারাপ করো না। তুমি দায়ী নও।'

'কোন্ ব্যাপারে?'

'এই যে আমি এসেছি সেজন্যে।'

'রাশকে ছাড়া চলবে আমাদের?'

'চালিয়ে নেব, কোয়েড ওর জায়গা নেবে।'

মেয়েটার দিকে আরও একটা মুহূর্ত চেয়ে রইল সে। মলিন হয়ে গেছে চেহারা, তবে সেই সঙ্গে খানিকটা ভারিক্কিও এসেছে। আগের চেয়ে, মনে হয়, বড় হয়েছে চোখ দুটো, ঠোঁট আরেকটু পেলব। ওর পর্যবেক্ষণের সামনে বেশিক্ষণ টিকতে পারল না সামান্থা, অন্যদিকে তাকাল।

আগুনের ধারে ফিরে এল নট। 'কোয়েড, তুমি ঘোড়ার ভার নেবে। ওয়াগন সামান্থা নিজেই চালাতে পারবে।'

ঘাড় কাত করল কোয়েড, দোল খেয়ে স্যাডলে চাপল। সিকি মাইল দূরে, ঘোড়াগুলোকে যেখানে রোপ-কোরালে রাখা হয়েছে রওনা হয়ে গেল সেদিকে।

নট ওর কর্দমাক্ত ঘোড়ার পিঠে উঠল। জমাট কাদায় আড়ষ্ট হয়ে আছে ওর জামাকাপড়, এত যে শরীরের বেশ কয়েক জায়গায় ছড়ে গেছে। গরুবাছুরের উদ্দেশে এগোল ও, একটা চড়াইয়ের মথায় উঠে মাইলখানেক দূরে একদল সৈন্যকে দেখতে পেল।

রাশের আকস্মিক অন্তর্ধানের কারণ এতক্ষণে বুঝতে পারল সে। অন্যদের আগেই, ওদেরকে দেখে ফেলেছিল লোকটা। তাই গা ঢাকা দিয়েছে আপাতত।

দলের অন্যরা এসে পড়ল ওর পেছনে, গরুসহ উত্তরে এগোল। নট ঢাল বেয়ে নেমে গেল সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হতে।

একদম সামনে রয়েছে রিচার্ডস, পাশে একজন লেফটেন্যান্ট। রিচার্ডসের প্যান্টের একটা পা ছেঁড়া, তলা দিয়ে রক্তমাখা ব্যান্ডেজ উঁকি দিচ্ছে। লেফটেন্যান্টের বাঁ হাত স্লিংয়ে বাঁধা।

শুধু যে ওরাই আহত এমন নয়। প্রত্যেকের শরীরে কমবেশি এরকম কাটা-ছেঁড়ার চিহ্ন রয়েছে। ক্লান্ত ঝোড়ো কাকের মত দেখাচ্ছে একেকজনকে।

ঈষৎ মাথা ঝুঁকিয়ে সম্ভাষণ জানাল নট। এক হাত উঁচু করল রিচার্ডস, সৈন্যদের নির্দেশ দিল থামতে। ঘোড়া থেকে নেমে মাটিতে নেতিয়ে পড়ল ওরা। বেশির ভাগ লোক নট কিংবা সিকি মাইল দূরবর্তী গরুর পালের দিকে একটিবার চোখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে রিচার্ডস নামল স্যাডল থেকে, নট নেমে এগিয়ে গেল তার কাছে। 'ক্যাপ্টেন,' বলল ও, 'আপনার ওপর দিয়ে মনে হচ্ছে ঝড় বয়ে গেছে।'

রিচার্ডস হাসল একগাল। 'নিজের চেহারাটাও একবার আয়নায় দেখুন, মিস্টার নট।'

নট তার দাড়ির অরণ্যে হাত ঘষল। 'ওদের নিশ্চয় বাগে পেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। বেশির ভাগ অক্কা পেয়েছে, অন্যদের তাড়িয়ে দিয়েছি উত্তরে। শিগ্‌গিরই আর ফিরবে বলে মনে হয় না।'

'কোথায় হয়েছিল লড়াই?'

'তা এই মাইল পঞ্চাশেক দূরে হবে।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ক্যাপ্টেন। 'আমাদের সঙ্গে বিশেষ লোকজন নেই। কয়েকটা ওয়াগন ফেলে আসতে হয়েছে। খুব যে স্বস্তি পাচ্ছি তা নয়, কাঠি দিয়ে ভিমরুলের চাকে খোঁচা দিলে যেমন হয় আরকী।'

এরপর নীরবে কেটে গেল অনেকক্ষণ। এমনকী রিচার্ডসের লোকেরাও কথাবার্তা বলল না নিজেদের মধ্যে। অবশেষে একসময় পলক তুলল রিচার্ডস। 'তো, আপনার কী খবর, মিস্টার নট? শুরুটা ভালই করেছেন মনে হচ্ছে।'

'তবে যাচ্ছি কিন্তু উত্তরেই।' সখেদে হাসল নট। 'কী ঘটবে জানি না। আমাদেরও লোক কম। তার ওপর রাস্তার কুকুরের মত কামড়াকামড়ি করছে নিজেদের মধ্যে।'

চোখ ছোট করে ওর দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন। 'আপনার ওখান থেকে চলে আসার একটু পরেই, মিস্টার নট, আমরা একজন লোককে হারিয়েছি। ওর নাম রাশ।'

'তাই? কী মনে হয় আপনার, পালিয়েছে, নাকি ইন্ডিয়ানদের খপ্পরে পড়েছে?'

'পালিয়েছে, নট।' রিচার্ডসের চোখ স্থির, অন্তর্ভেদী। নট নিজের দুটো মেলাল ওগুলোর সঙ্গে। বুঝতে পারছে রাশকে রক্ষা করা তার বোকামিই হচ্ছে– কিন্তু সে নিরুপায়...'

'চরিত্রহীন লোক,' রিচার্ডস বলল। 'পোস্টে ফেরার পর ওর কোর্ট-মার্শাল হত।' তিক্ততার ছাপ ফুটল তার কণ্ঠে। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'কী যেন নাম ওই মহিলার– মিস উইলিয়মস। এই ড্রাইভে তিনিও আছেন আপনাদের সঙ্গে?'

মাথা ঝাঁকাল নট, অস্বস্তিতে বুক খচখচ করছে।

'তা হলে আপনাকে, বোধ হয়, আমার জানানই উচিত। রাশের বিরুদ্ধে হত্যা আর ধর্ষণের অভিযোগ আছে। আমাদের লোকের টানাটানি, নইলে আগেই বিচার হয়ে যেত।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল নট। তারপর প্রশ্ন করল, 'আপনি ঠিক জানেন? কোন ভুলচুক–'

'আমরা জানি, মিস্টার নট। সাজা হবে ওর– ফাঁসি। ওর সারা মুখে মেয়েটার খামচির দাগ ছিল, কাপড়ে রক্ত।' ক্যাপ্টেনের তিক্ততা এবার ঘৃণায় রূপ নিল। 'একেবারে বাচ্চা মেয়ে– মোটে চোদ্দ।'

'ও আমাদের সাথেই ছিল, ক্যাপ্টেন,' বলল নট। 'আজ ভোর অবধি। ওকে আমাদের দরকার; কিন্তু আপিন যদি ধরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারেন আমি খুশিই হব।'

মাথা ঝাঁকাল ক্যাপ্টেন। 'আন্দাজ করেছিলাম পালিয়ে আপনাদের কাছেই এসেছে। তা ছাড়া যাবেই-বা আর কোথায়? কিন্তু আমাদের তখন খোঁজার সময় ছিল না। এখনও নেই। আমার লোকেরা ক্লান্ত, মিস্টার নট। যেভাবেই হোক, ওদের আমার পোস্টে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। না হলে যাদের চোট মারাত্মক, তাদের আমি বাঁচাতে পারব না।'

প্রতিবাদ করল নট, 'কিন্তু তাই বলে আপনি এভাবে–'

ম্লান হাসল রিচার্ডস। 'পারি এবং ঠিক তাই করব, মিস্টার নট। ওকে খোঁজার জন্যে সময় নষ্ট কতে পারব না আমি। আমার পরামর্শ, অ্যাবিলেনে পৌঁছে আপনি ওকে আইনের হাতে তুলে দেবেন। ওরাই পাঠিয়ে দেবে আমাদের কাছে।'

'আর তার আগে পর্যন্ত?'

'নজর রাখবেন। কড়া নজর।'

রিচার্ডস তার ঘোড়ার উদ্দেশে ঘুরে দাঁড়াল। 'গুডলাক, মিস্টার নট।' ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে-দাঁড়ান সার্জেন্টকে ইশারা করল সে, লোকটা হাঁকল, 'গেট রেডি!'

স্যাডলে চাপল রিচার্ডস, তারপর ওর লেফটেন্যান্ট। নটের দিকে চোখ নামিয়ে ক্যাপ্টেন বলল, 'ইন্ডিয়ানদের মূল অংশটাকে আমরা ভেঙে দিয়েছি, তবে কাছেপিঠে এখনও ছোট ছোট বেশ কয়েকটা দল আছে। ওরা আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে।'

সার্জেন্টের হুঙ্কার শোনা গেল, 'মাউন্ট!'

বিরসমুখে বিদায় জানাল নট। 'গুডলাক, ক্যাপ্টেন,' বলল। তারপর চেয়ে চেয়ে দেখল ধীর গতিতে দক্ষিণে চলে যাচ্ছে ক্যাপ্টেন, পেছনে ক্লান্ত জখমী সৈন্যদল। ধুলোর দীর্ঘ ট্রেইল উড়িয়ে সাপ্লাই আর অ্যামুনিশন ওয়াগনগুলো অনুসরণ করছে। তবে ওইসব ওয়াগনে এখন গোলাবারুদ বা রসদ যতটা আছে, তার চাইতে বেশি ঠাঁই পেয়েছে আহত লোকজন।

কাতারবন্দী গরুবাছুরের দিকে চোখ ফেরাল নট। রাশ যদি এক্ষুণি ফিরে আসে, ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে আর্মির কাছে সোপর্দ করতে পারবে সে। কিন্তু নট জানে, আজ বা আগামীকালের মধ্যে ওর টিকিটিও দেখা যাবে না। তারপর যখন সে নিশ্চিত হবে রিচার্ডস চলে গেছে বহুদূরে, আর ফেরার সম্ভাবনা নেই, কিংবা এগিয়ে গিয়ে তার নাগাল পাওয়া যাবে না, তখন আবার চেহারা দেখাবে নিজের।

অদৃষ্টবাদীর ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল নট, ফিরে গেল গরুবাছুরের কাছে।

সেদিন বা তার পরের দিনও ফিরল না রাশ। তৃতীয় দিনের মাথায় কাক-ভোরে ক্যাম্পে আবির্ভূত হলো সে।

অপলকে ওর দিকে একটুক্ষণ চেয়ে রইল নট, দৃষ্টিতে একই সঙ্গে ফুটে উঠেছে নিদারুণ ঘৃণা আর ক্রোধ। 'নিরাপদ সময়টা ঠিকই আন্দাজ করে নিয়েছ, না?'

বেহায়ার মত হাসল রাশ। 'চেষ্টা করেছি।'

'রিচার্ডসের সঙ্গে যেতে হয়নি বলে ভেব না তুমি বাঁচতে পারবে। অ্যাবিলেনে পৌঁছেই আমি তোমাকে ধরিয়ে দেব।'

'অ, ক্যাপ্টেন তা হলে তোমাকে বলে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ, বলেছেন।'

একটুক্ষণ ওকে মাপল রাশ। তারপর বলল, 'নট, কথাটা কিন্তু সত্যি নয়।'

'আর খামচির দাগগুলো? রক্ত?'

রাশের চোখ স্থির, বড্ডবেশি সরল। ভীষণ মর্মাহত দেখাচ্ছে ওকে, কিন্তু নট বুঝতে পারল লোকটা অভিনয় করছে।

'আমি এক মহিলার সাথে ছিলাম, ঠিক। বিবাহিত মহিলা। ওর স্বামী

আমাদের হাতে নাতে ধরে ফেলেছিল। মেয়েটা তখন এমন ভান করল যেন আমি ওকে জোর করছিলাম। খামচিগুলো ওই সময়ের। তারপর ওর স্বামীও যোগ দেয় এতে। আমার ভাগ্য, আরও রক্ত বেরোয়নি।'

মাথা ঝাঁকাল নট। 'হতে পারে। আমি তোমার কোর্ট-মার্শাল অফিসার নই কথাটা তুমি ওদেরকেই বল।'

'বলব, নট। বলব।'

'তবে এরমাঝে যদি,' আচমকা ইস্পাতকঠিন হয়ে গেল নটের চোখ, 'তোমাকে আমি মিস উইলিয়মসের সঙ্গে কথা বলতে দেখি, বা তাকাও ওঁর দিকে– তুমি খতম হয়ে যাবে। বোঝা গেছে?'

'আমাকে চোখ রাঙিয়ো না, মিস্টার।' রাশের ভালমানুষি বিদায় নিয়েছে। এখন নগ্ন হিংস্রতা ফুটে উঠেছে চোখে, ঠোঁট দুটো বেঁকে গেছে কুৎসিত ভঙ্গিতে।

নটের শরীর শক্ত হয়ে গেল। 'বেশ তো, এখনই হয়ে যাক।'

ঢিল পড়ল রাশের চেহারায়। 'এখন না, নট।' স্পর্ধাভরে হাসল ও। 'অ্যাবিলেনের কাছাকাছি যাই আগে। এতটা পথ একা পাড়ি দেয়া সম্ভব নাও হতে পারে।'

'সেক্ষেত্রে নিজের কাজে যাও– জলদি।'

স্যাডলে চাপল রাশ, ঘোড়ার পাল যেখানে আছে রওনা হয়ে গেল সেদিকে। কিছুক্ষণ ওর ওপর নজর রাখল নট, দেখল অন্যরাও যাচ্ছে যে-যার কাজে। তারপর ক্যাম্প পরিষ্কার আর ওয়াগনে মালপত্র তোলার ব্যাপারে সামান্থাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল ও।

প্রচণ্ড গরম পড়েছে আজ। একতিল হাওয়া নেই। মাছি ভনভন করছে ক্যাম্পের সর্বত্র। সামান্থার কপাল চকচক করছে ঘামে। চুল আঁচড়েছে ও, তাতে রেশমের মত জেল্লা।

ওর হয়ে ওয়াগনে ঘোড়া-জুড়ল নট। ক্লান্ত হেসে মেয়েটা বলল, 'থ্যাংকস।'

'ওয়েলকাম,' বলে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াল নট, অনেক সময় নিয়ে ওকে চেয়ে চেয়ে দেখল, ভুরু কুঁচকে আছে। শেষমেশ, স্পষ্ট ভাষায় বলেই ফেলল সে, 'রাশ বিপজ্জনক লোক। সাবধানে থেক। আর্মি ওকে খুঁজছে– খুন আর ধর্ষণের অভিযোগে।'

ঘাড় কাত করল সামান্থা। 'সবাধান থাকব আমি। তবে আপনিও থাকবেন। সুযোগ পেলে ও আপনাকে খুন করবে।'

'জানি।' দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত নীরবে কেটে গেল এরপর। নট বুঝতে পারছে এবার তার চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু গেল না।

ও বলল, 'সামা…?'

পলকে পলক তুলল সামান্থা। কী এক দুর্বোধ্য ভাষা ফুটে উঠেছে ওর চোখে। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ওকে বুকের ভেতর টেনে নিল নট।

মেয়েটা কাঁদছে এখন, নটের বাহুপাশে শিশুর মত কাঁদছে ফুলে ফুলে। কণ্ঠস্বর আধবোজা, ধরা। 'আমি দুঃখিত। আমাকে তুমি শাস্তি দাও। সব দোষ আমার।'

চিবুকে ধরে ওর মুখখানা উঁচু করল নট। মেয়েটার গাল কান্নায় ভেজা, ঠোঁট কাঁপছে।

মাথা ঝোঁকাল নট, আলতো চুমু খেলো ওর ঠোঁটে। পরক্ষণে সামান্থার হাত জড়িয়ে ধরল ওর গলা, সাড়া দিল তৃষিতের মত যেন মৃত্যুর শিয়রে এসে পড়েছে।

পিছু হটল নট। এমনভাবে তাকাল সামান্থার দিকে যেন শেষবারের মত দেখছে, মানের ভেতর গেঁথে নেয়ার চেষ্টা করছে ওর খুঁটিনাটি সমস্ত বৈশিষ্ট্য। তবে এখন ওর মুখে যে-হাসি ফুটল তা বরাভয়ের। 'সব ঠিক হয়ে যাবে, সামা। ঠিক হয়ে যাবে।'

মাথা ঝাঁকাল সামান্থা, চোখ নটের মুখের ওপর স্থির। তারপর প্রায় অবসন্ন ভঙ্গিতে, ওয়াগনের সিটে উঠে বসল ও। নট বেরিয়ে গেল ক্যাম্প ছেড়ে।

রাতের আবাস থেকে উত্তরে আধমাইল এগিয়েছে গরুবাছুর। ধুলোর মেঘ চিরে ছুটে চলল নট। চকিতে একবার পেছনে তাকাল ও, সামান্থাকে দেখল, ঋজু ভঙ্গিতে চালকের আসনে বসে, ঘর্ঘর শব্দে ওয়াগনটা এঁকেবেঁকে ধূলিধূসর প্রান্তর ভাঙছে।

আস্তে আস্তে রক্ত চড়তে শুরু করল নটের মাথায়। জিম বা সামান্তা–ওদের কারও কোন ক্ষতি হতে দেবে না সে। প্রয়োজনে দলের সবাইকে হত্যা করবে নির্দ্বিধায়, কিন্তু ওদের অক্ষত রাখবে।

গরুবাছুরের পেছনে থেকে ধূলোর মাঝ দিয়ে এগোচ্ছিল জিম। ওর চেহারা, সামান্থার মতই, ক্লান্ত বিষণ্ন। নটের দিকে তাকিয়ে হাসল ও।

'সব ঠিক?' জিজ্ঞেস করল নট।

'অবশ্যই।' টানটান হলো জিম। ওর স্যাডলে বসার ভঙ্গি, ঘাড় গোঁজ করে মাথা একপাশে ঈষৎ হেলিয়ে রাখা– মুহূর্তে মনে করিয়ে দেয় প্যালেন্সকে।

অন্ধকার হলো নটের মুখ। কিশোর মাত্রেই একজন আদর্শ পুরুষের সন্ধান করে– এমন কারোকে যাকে সে শ্রদ্ধা আর অনুকরণ করতে পারবে। মাসখানেক আগেও জিমের জন্যে সেই-একজন ছিল অ্যালান নট। আর এখন তা হয়েছে জ্যাক প্যালেন্স।

সফল হয়েছে লোকটার মতলব। জিমের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছে। প্যালেন্সের দৃষ্টিকোণ থেকে এর পরের কাজটুকু একেবারে সোজা।

নতুন আরেকটা ভয় বাসা বাঁধল নটের মনে। প্যালেন্স যদি বলে দেয় ছেলেটাকে, এখন আর কোন সন্দেহ নেই, জিম থাকতে চাইবে না ওর সঙ্গে। যদি তাই ঘটে শেষপর্যন্ত, তখন কোথায় যাবে জিম?

নটের মন তক্ষুণি এর উত্তর জোগাল। ছেলেটাকে দলে ভেড়াবার ফিকিরে আছে প্যালেন্স। ওর চক্রান্তের অন্যতম অংশ এটা। জিমকে সঙ্গে নিতে চায় পছন্দ করে বলে নয়, প্যালেন্সকে আদর্শ করে একদিন সে তার মত হতে চাইবে বলে।

কাজেই ব্যাপারটা আর নটের প্রতি জিমের শ্রদ্ধা-ভালবাসার মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে নেই। এর সঙ্গে এখন ছেলেটার ভবিষ্যতের প্রশ্ন জড়িত। প্যালেন্সের মত

নিকৃষ্ট একটা খুনী হবে না সৎ মানুষ, তা নির্ভর করছে নট সম্পর্কে প্যালেন্স ওকে কী বলে তার ওপর।

নট উপলব্ধি করল, ক্রমশ সে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাচ্ছে প্যালেন্সের কূটনীতির জালে।

বারো

ব্লাশ ফিরে আসার পর ঘটনাবিহীনভাবে দুটো দিন কেটে গেছে। তৃতীয় দিন ভোরে কম্বলের নীচ থেকে বেরিয়ে, পশ্চিমে যেখানে ঘোড়ার পাল থাকার কথা সেদিকে তাকাল নট। আঁতকে উঠল ও। প্রান্তর বিরান, ঘোড়াগুলোর চিহ্নমাত্র নেই।

পেটের ভেতর শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো ওর, ঝটপট নজর বোলাল চারদিকে। তারপর স্যাডলে চাপল একলাফে, এই অঞ্চলে যে-টিলাটা সবচেয়ে উঁচু তার মাথায় গিয়ে উঠল। আবার চারদিক জরিপ করল ও। নাহ, বেমালুম উবে গেছে ঘোড়াগুলো।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ক্যাম্পে ফিরে এল নট। ইচ্ছেকৃতভাবে একটা ঝুঁকি নিয়েছিল ও। কাল রাতে ঘোড়া পাহারার কোন ব্যবস্থা করেনি। এ-যাবৎ যেসব ঝুঁকি নিয়েছে সে তার সবগুলোই সফল হয়েছে। কিন্তু এবার দুর্ভাগ্য ওর: রাতে পাহারা না থাকায়, কোম্যাঞ্চিরা এসে ধরে নিয়ে গেছে ঘোড়া।

ক্যাম্পে ঢুকেই চিৎকার করে বলল ও, 'স্যাঁচেজ! প্যালেন্স! এক্ষুণি চল। ও ঘোড়াগুলো আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে!'

নিজেদের স্যাডল হর্সগুলো সবসময় হাতের কাছে রাখার সুফল এবার পেল ওরা। অন্তত, পায়ে হাঁটতে হচ্ছে না কারোকে। চোরাই ঘোড়া ট্রেইল করার জন্যে সাথে বাহন রয়েছে।

ক্যাম্পের চৌহদ্দি পেরোনোর পর স্যাঁচেজকে ইশারা করল নট, ট্র্যাকার এগিয়ে গেল সামনে, চোখ মাটির দিকে। ঘোড়ার পাল ট্রেইল করা কঠিন হবে সেজন্যে ওকে আগে যেতে বলা হয়েছে তা নয়। আসলে এই সাথে আরও একটা ব্যাপার ঝটপট জানতে হবে নটকে। এর সঙ্গে কজন ইন্ডিয়ান জড়িত। যদি অনেক হয়, দলের প্রত্যেকের সাহায্য নেয়ার প্রয়োজন পড়বে ওর। নয়তো প্যালেন্স আর স্যাঁচেজ থাকলেই যথেষ্ট।

ট্রেইলের ডানে-বাঁয়ে বার কয়েক সামনে-পেছনে করল স্যাঁচেজ, ঢুঁ মারল গিয়ে বিভিন্ন ঝোপঝাড়ে। কয়েক মিনিট পর, নটের কাছে ফিরে এল ও।

দুলকি চালে ছুটছিল তিনজন। স্যাঁচেজ ধরে ফেলল ওদের, চেঁচিয়ে বলল, 'দুঘণ্টা!' তিনটে আঙুল উঁচু করল সে।

মাথা ঝাঁকাল নট। এরপর থেকে নীরবে এগোতে লাগল ওরা, খাটিয়ে মারছে ঘোড়াগুলোকে। কারণ, প্রত্যেকেই জানে আজকের মধ্যে কোম্যাঞ্চিদের নাগাল না

পেলে আর কখনও ধরতে পারবে না ওদের। ইন্ডিয়ানরা রাতেও পথ চলতে পারবে, কিন্তু ওদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

নটের ডান পাশে রয়েছে স্যাচেজ, চেহারায় অদ্ভুত এক সংকল্পের ছাপ ফুটে উঠেছে। চোখ সংকুচিত কিন্তু উজ্জ্বল। ঠোঁট, যেমন থাকে সর্বদা, দৃঢ়বদ্ধ; কিন্তু নট লক্ষ্য করল মাঝে মাঝে কোণ দুটো তিরতির কাঁপছে। ওকে দেখে ক্ষুধার্ত হায়েনার চেহারা মনে পড়ল নটের, শিকারের পেছনে ছুটছে।

প্যালেন্স আছে নটের বাঁয়ে। ভাবলেশহীন চেহারা। নটের যেমন, ওর কাছেও এটা স্রেফ জরুরি একটা কাজ– যেখানে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের কোনও প্রশ্ন ওঠে না, মোকাবেলার জন্যে এগিয়ে যেতে হয়।

নট ভ্রূকুটি করে আছে। ভয় হচ্ছে ওর, কোম্যাঞ্চিদের নাগাল পাবে না সময়মত। তবে আরও একটা ব্যাপারে চিন্তিত সে– সামান্থার সঙ্গে ক্যাম্পে রাশকে রেখে এসেছে। কোয়েড রয়েছে ওখানে, কিন্তু তার ওপর পুরোপুরি ভরসা করতে পারছে না ও। বুড়ো হয়েছে লোকটা, আর রাশ ভয়ঙ্কর ধূর্ত।

ওর উচিত ছিল জ্যাক প্যালেন্সকে রেখে রাশকে সঙ্গে আনা। তাড়াহুড়োয় ব্যাপারটা খেয়াল করেনি, কিন্তু এখন দেরি হয়ে গেছে অনেক।

তা ছাড়া, এ-কাজে ওর সেরা লোকদের সাহায্য প্রয়োজন। ঘোড়াগুলো উদ্ধার করতে না পারলে, ওরা অসহায় হয়ে পড়বে। ক্যানসাসে পৌঁছুতে পারবে না গরু নিয়ে।

প্রথম তিন-চার ক্রোশ সোজা পশ্চিমে এগোল ট্রেইল। কখনও রোদজ্বলা ধু-ধু প্রান্তর ধরে। আবার, মাঝে মাঝে, আঁকাবাঁকা চড়াই-উতরাই ভেঙে নয়তো ঘেসো জমির ভেতর দিয়ে।

অত্যন্ত দ্রুত এগিয়েছে কোম্যাঞ্চিরা। ঘোড়াগুলো কাহিল হয়ে পড়া সত্ত্বেও রেহাই দেয়নি।

ধুলো আর রোদের অত্যাচার থেকে বাঁচতে চোখ কুঁচকে আছে নট, দেখতে চেষ্টা করছে তাপতরঙ্গের ওপাশে কোন ধুলোর রেখা উড়ছে কিনা।

কিন্তু প্রহর গড়িয়ে চলল, পেছনে পড়ে থাকল মাইলের পর মাইল, তবু সামনে কিচ্ছু দেখতে পেল না।

শুকনো একটা ঝরনার পাশে এসে লাগাম টানল ও, অন্যদের ইশারা করল থামতে। ওর মাস্টাংয়ের ঘাড় আর গলায় ধুলো আর ঘামের ফেনা। প্রত্যেকটা ঘোড়াই কাঁপছে থরথর, শ্বাস নিচ্ছে হাঁ করে।

স্যাচেজের দিকে তাকাল নট। তর্জনী ইশারায় ট্রেইলটা দেখাল। 'ব্যবধান কমছে না বাড়ছে?'

'কমছে। খানিকটা।'

'আর কতদূর?'

'এক ঘন্টা বা একটু বেশি।'

ওপর-নীচ মাথা ঝাঁকাল নট। ইন্ডিয়ানদের গন্তব্য আঁচ করতে পারছে ও। সামনে, পশ্চিমে কোথাও গ্রাম রয়েছে, তিনজনে আক্রমণ করে সুবিধা হবে না। একবার ওই গ্রামে কোম্যাঞ্চিরা পৌঁছে গেলে আর উদ্ধার করা যাবে না

ঘোড়াগুলো। কিন্তু তার আগে যদি…

প্রথমে দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাল ও, তারপর ফের ছুটতে শুরু করল দ্রুতবেগে। অপর দুজন অনুসরণ করল।

ওদের সাফল্যের সম্ভাবনা কতটুকু তা অনুমান করতে স্যাঁচেজের মুখ জরিপ করল নট। অদ্ভুত সেই সংকল্প জেগে রয়েছে ওর থমথমে মুখে, সংকুচিত চোখজোড়া এখনও চকচক করছে।

ঘোড়া উদ্ধার বা ড্রাইভের সাফল্যের ব্যাপারে স্যাঁচেজের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই, নট ভাবল। ওর যত আগ্রহ কোম্যাঞ্চি নিধনে, গোটা কোম্যাঞ্চি জাতটার ওপর ওর যে-আক্রোশ তার চরিতার্থতায়।

ঘোড়া চোরদের ধরার ব্যাপারে লোকটার ব্যাকুলতা উপলব্ধি করে, ওকে সে সুযোগ দিল নেতৃত্ব দেয়ার। ইন্ডিয়ান, বা যাদের দেহে সামান্যতম ইন্ডিয়ান রক্ত বইছে তারা বুঝতে শেখে সর্বশক্তিতে একটা ঘোড়া কতদূর ছুটতে পারে। এমন বহু ঘটনা ও দেখেছে– শুনেছে কয়েকটা– সেখানে একজন ইন্ডিয়ান বা দোআঁশলাকে গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে তার ঘোড়া।

পশ্চিম আকাশে ঝুলে রয়েছে সূর্য, গনগনে একটা পেতলের বলের মত। তাপতরঙ্গ নাচছে প্রান্তরে। নাগাড়ে এগিয়ে চলেছে তিন ঘোড়সওয়ার।

সূর্যাস্তের দুঘণ্টা আগে, হাত উঁচু করল স্যাঁচেজ, তর্জনী তুলে সামনে নির্দেশ করল। চোখ ছোট করে ওদিকে তাকাল নট।

ধুলো উড়ছে। পাতলা কুয়াশার মত, তবে কোথায় খুঁজতে হবে জানা থাকলে স্পষ্ট দেখা যাবে।

ছোটার বেগ বাড়াল স্যাঁচেজ। হোঁচট খেল নটের ঘোড়া, টলে উঠল, তারপর ছুটতে লাগল আবার। গম্ভীর চেহারায় নটের পাশাপাশি এগোচ্ছে প্যালেন্স, সারা মুখ ধুলো আর ঘামে একাকার। নটের যেমন, ওর চোখও লাল, ঠোঁট দুটো চেপে বসেছে পরস্পর।

স্যাঁচেজের দিকে আর একবার তাকাল নট, ভাবছে আর খানিক বাদেই শুরু হবে ওর কোম্যাঞ্চি নিধন।

ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে উভয় পক্ষের ব্যবধান। তিন ড্রোভার এখন ছড়িয়ে পড়েছে, ডানে-বাঁয়ে দুজন, এবং সামনে একজন। যুক্তি আছে এভাবে এগোনোর পেছনে। গরু যতটা নয়, ঘোড়া তার চেয়ে বেশি অনুসরণ করে নেতাকে, এমনকী সেই ঘোড়ার সওয়ারি যদি একটা লাশ হয় তবু। ইন্ডিয়ানদের ঘোড়াগুলো এবার মোটামুটি দেখতে পাচ্ছে নট। ডানের-টা সাদাকালো– পিন্টো। বাঁয়ে যেটা রয়েছে সেটা কুচকুচে কালো। আর লীড হর্সটা সম্ভবত সোরেল, ধুলোর কারণে ঠিকমত বুঝতে পারল না নট।

সিকি মাইল দূরে রয়েছে ওরা। কিন্তু ঝটপট কমে আসছে এই দূরত্ব। দ্রুত অথচ নিশ্চিত গতিতে এগিয়ে চলেছে তিন ধাওয়াকারী। তবে ধুলোবালি আর ঘাম মিলেমিশে ওদের ঘোড়াগুলোর ঘাড় গর্দান আর নিতম্বে ফেনার সৃষ্টি হয়েছে, কষ্ট হচ্ছে শ্বাস নিতে।

এতক্ষণ মাঝে মাঝে পেছন ফিরে তাকাচ্ছিল ইন্ডিয়ানরা। এবার দুপক্ষের

ব্যবধান যখন মাত্র তিনশো গজে নেমে এল, ডানের আর বাঁয়ের দুই কোম্যাঞ্চি, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, তাদের চোরাই মাল ফেলে রেখে অন্যদিকে ছুটে পালাতে শুরু করল।

বাঁয়ের ইন্ডিয়ানকে তাড়া করল প্যালেন্স। নট ঝট করে তাকাল স্যাঁচেজের দিকে, আশা করছে ও ডানে যাবে। কিন্তু কার্যত তা গেল না দোআঁশলা ওর চোখ পালের গোদাটার ওপর।

শ্রাগ করল নট, ডানে মোড় নিয়ে ধাওয়া করল পলাতক ইন্ডিয়ানকে।

ঘোড়ার পালের ডান দিকে, আধ মাইল দূরের একটা পাহাড় লক্ষ্য করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে কোম্যাঞ্চি। নট স্থির নজর রাখছে ওর ওপর, পেছনে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করছে না। প্যালেন্সের ওপর আস্থা রাখা যায়, ওর শিকার ফসকাবে না। স্যাঁচেজও নিজের কাজে দক্ষ। নটের একমাত্র লক্ষ্য এখন এই কোম্যাঞ্চিকে বধ করা, যাতে ও ডেরায় গিয়ে আরও লোকজন নিয়ে ফিরে আসতে না পারে।

একটা পাহাড়ি ফাটলের ভেতর ঢুকে গেল কোম্যাঞ্চি, আর বেরোল না।

আশেপাশে তাকাল নট, ধুলো সন্ধান করল। ডান দিকে ক্ষীণ একটা ধুলোর রেখা চোখে পড়ল ওর, ঝোপঝাড় ভেঙে ঘোড়া ছোটাল সেদিকে, আচমকা খাড়া পাড় ধসে ঘোড়াসহ পরে গেল শুকনো একটা ক্রীকের নীচে।

সঙ্গে সঙ্গে, কোম্যাঞ্চি যোদ্ধার চালাকি বুঝতে পারল ও। ক্রীকে ঢোকার পরপরই ঘোড়া থেকে নেমে গেছে লোকটা, কিন্তু ওর ঘোড়া এগিয়েছে, সিকি মাইল দূরে ছুটছে এখনও

ক্রীকের খাড়া দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইন্ডিয়ান যোদ্ধা, হাতে শর্ট-ব্যারেল রাইফেল।

নট রাইফেল বের করার চেষ্টা করল না। কোমরে-ঝোলানো পিস্তলের দিকে ছোঁ মারল ওর হাত। চোখ মাত্র ইঞ্চিখানেক ওপাশে কোম্যাঞ্চির গান মাযলের ওপর স্থির।

ইন্ডিয়ানটা যখন ড্র করে ওকে দেখতে পেয়েছিল নটের মাস্টাং, গুলি হওয়ার আগমুহূর্তে একপাশে সরে গেল সে। নটের আস্তিনে আঁচড় বসাল বুলেট, ক্রীকের দেয়ালে গিয়ে আছড়ে পড়ল, বেশকিছু লাল মাটি বর্ষণ করল ওর মাথায়।

সিঙ্গল-শর্ট রাইফেলটা ফেলে দিয়ে বেল্টে গোঁজা কুঠারের দিকে হাত বাড়িয়েছে কোম্যাঞ্চি যোদ্ধা, এই সময়ে খাপমুক্ত হলো নটের পিস্তল।

গুলি করল নট, অতিকষ্টে ওর ভয়চকিত মাস্টাংকে সামলে নিয়ে ফের ট্রিগার টিপল।

ক্রীকের দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেল ইন্ডিয়ান যোদ্ধা। পাড়ের বেশ খানিকটা আলগা মাটি ঝুপ করে খসে পড়ল ওর মাথায়। ঘুরে কুঠারটা নিক্ষেপ করল ও, আবার গুলি করল নট।

চকচকে কাঠের হাতলে র-হাইড-দিয়ে-বাঁধা পাথরের কুঠারখানা শূন্যে বার কয়েক ডিগবাজি খেয়ে ছুটে এল নটের দিকে, চ্যাপ্টা পিঠটা আঘাত করল ওর বুকে।

অব্যক্ত একটা শব্দ করল নট, ওর ফুসফুসের সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল।

ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ল ও, বুকে প্রচণ্ড জ্বালা অনুভব করল যেন জ্বলন্ত কয়লার ছ্যাঁকা লেগেছে।

নিতম্ব দিয়ে মাটিতে পড়ল সে, পিস্তলটা এখনও রয়েছে হাতে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত বুড়ো আঙুলের সাহায্যে হ্যামারটা পেছনে টেনে ধরল নট, কোম্যাঞ্চি যোদ্ধার ওপর সতর্ক নজর রেখে উঠে দাঁড়াল হাঁচড়েপাঁচড়ে।

কিন্তু ইন্ডিয়ানটা আর বেঁচে নেই। নিজের দেহের ভারে বেশ কিছুক্ষণ ক্রীকের দেয়ালে সেঁটে রইল সে, তারপর পা দুটো যখন শিথিল হয়ে গেল, আস্তে আস্তে এমনভাবে নেতিয়ে পড়ল ক্রীকের মেঝেতে যেন ভীষণ ক্লান্ত। শেষমেশ একসময় তপ্ত ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল মুখ থুবড়ে, সারা শরীর নিস্পন্দ।

পিস্তলের হ্যামারটা এবার ধীরে ধীরে নামিয়ে আনল নট, রিলোড করে ফেরত পাঠাল হোলস্টারে। বুকে যে-জায়গায় ব্যথা পেয়েছে আলতো করে সেখানে একটা হাত রাখল ও, ইন্ডিয়ান যোদ্ধার কাছে দিয়ে ওকে ধাক্কা মারল বুকের ডগা দিয়ে।

চিত হয়ে গেল লোকটা, প্রাণহীন শূন্য চোখে চেয়ে রইল হলদেটে আকাশ পানে।

পলক তুলল নট, মাস্টাংয়ের খোঁজে তাকাল এদিক-ওদিক। ক্রীকের দেয়াল ধরে প্রায় দশ গজ সামনে হেঁটে গেল ও, দেখল মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। স্যাডলে চাপল সে, নিহত ইন্ডিয়ানকে অনুসরণ করে যে-পথে ঢুকেছিল ফাটলের ভেতর সেই ঢাল বেয়ে আবার উঠে এল সমতল প্রান্তরে।

থেমে গেছে ঘোড়াগুলো, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মহানন্দে ঘাস খাচ্ছে। স্যাডলহর্ন থেকে ওর দড়িটা তুলে নিল নট, ফাঁস পরাল এক মাথায়।

দল থেকে গজ পঞ্চাশেক দূরে-দাঁড়ানো কালো একটা রোয়ানের দিকে সাবধানে এগোল সে। ওদের মাঝে দূরত্ব যখন আর মাত্র পঞ্চাশ ফুট, মাস্টাংয়ের পেটে স্পার ছোঁয়াল ও, নিপুণহাতে ল্যাসো ছুড়ল, কালো ঘোড়ার মাথা গলে ঝুপ করে ঢুকে গেল ওটা।

লাফিয়ে আগে বাড়ল রোয়ান, দড়িতে টান পড়তে থমকে গেল। নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল সে কম্পিত পায়ে. চোখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগল মাস্টাং আর তার আরোহীকে।

মাটিতে নামল নট। লাগাম আর স্যাডল চালান করল তাজা ঘোড়ার পিঠে, তারপর মাস্টাংকে ছেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল জানোয়ারটা, পরপর কয়েকটা গড়ান দিল। যতটা মনে হচ্ছিল, নট ভাবল, আসলে ততখানি ক্লান্ত হয়নি ও।

এবার রোয়ানের পিঠে সওয়ার হলো সে। বাকি ঘোড়াগুলোর চারপাশে চক্কর মারল একবার, ফিরিয়ে নিয়ে চলল যেদিক থেকে এসেছে ওরা সেদিকে। অন্ধকার হতে বেশি বাকি নেই, তবে এখনও অনায়াসে মাইল ছয়েক রাস্তা পাড়ি দেয়া যাবে। আর যদি উজ্জ্বল তারা থাকে, সারারাতই চলতে পারবে, হয়তো।

মাইলখানেক গেছে এমন সময় প্যালেঙ্গকে দেখতে পেল নট, দক্ষিণ থেকে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। চারদিকে নজর বোলাল ও, কিন্তু স্যাঁচেজের ছায়ামাত্র

চোখে পড়ল না কোথাও।

প্যালেন্স যখন ওর পাশাপাশি হলো, নট জিজ্ঞেস করল, 'খতম?'

মাথা ঝাঁকাল বন্দুকবাজ। 'তোমার-টা?'

'হ্যাঁ। কিন্তু স্যাচেজ গেল কোন্ চুলোয়!'

কাঁধ ঝাঁকাল প্যালেন্স। ল্যারিয়েট বের করল, সামনে গিয়ে একটা তাজা ঘোড়া ধরল নিজের জন্যে। লাগাম আর স্যাডল চাপাতে পেছনে রয়ে গেল ও। মিনিট কয়েক পর আবার ধরে ফেলল নটকে।

দোআঁশলা এখন কোথায় তা আন্দাজ করতে পারছে নট। সন্দেহ নেই, ওর শিকারকে ও কাবু করেছে। কিন্তু আর দুজনের মত ওকে হত্যা করেনি ঝটপট। এ-মুহূর্তে পেছনে কোথাও আছে লোকটা, ইন্ডিয়ান যোদ্ধাকে ধীরেসুস্থে এবং যন্ত্রণা দিয়ে বধ করার কৌশল আবিষ্কার করছে। কিংবা হয়তো নিজেই অক্কা পেয়েছে। তবে কেন যেন এই দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারল না নট।

আপনমনে গজরাতে গজরাতে এগিয়ে চলল ও। আজ কালে ওরা তিনজনই ভীষণ অবসন্ন ছিল। আর এখন প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। এ-অবস্থায় যদি সারারাত ট্রেইলে কাটায়...

তার ওপর এখন আরেকটা বাড়তি ঝামেলা কাঁধে চেপেছে। নিয়মিত ঘোড়া পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে পরের বার ভাগ্য ওদের সহায় নাও হতে পারে।

মাথার ওপর উজ্জ্বল নক্ষত্রের চাঁদোয়া, পশ্চিম আকাশে মাঝরাত অবধি জেগে রইল আধখানা চাঁদ। সারারাত ট্রেইলে কাটাল ওরা, ক্যাম্পে পৌঁছাল সূর্য যখন সবে উঁকি দিচ্ছে।

কোলের ওপর রাইফেল রেখে ওয়াগনের সিটে বসে আছে কোয়েড। আরেক পাশে ঘুঁটে দিয়ে আগুন ধরাচ্ছে রাশ। একনজরেই যা বোঝার বুঝে নিল নট। কোনওরকম উচ্চবাচ্য করল না। তবে মনে মনে হাঁপ ছাড়ল ও; কোয়েড পরিস্থিতি নিজের আয়ত্তে রেখেছিল।

রাশ আগুন ধরানো অবধি অপেক্ষা করল নট, তারপর রুক্ষ সুরে আদেশ করল, 'রাশ, তুমি ঘোড়া পাহারা দাও গিয়ে।'

আগুন চোখে ওর পানে তাকাল লোকটা, তারপর কোয়েডকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে গটগট করে হেঁটে গেল তার ঘোড়ার কাছে, স্যাড়লে চাপল। সামান্থা আর জিম বেরিয়ে এল ওয়াগন থেকে, নির্লিপ্ত উদাসীন চোখে তাকাল নট আর ওর পেছনে-দাঁড়ানো প্যালেন্সের দিকে।

ওরা ক্লান্ত, ভাবল নট। এত যে কোন ব্যাপারে উৎসাহ পাচ্ছে না। 'সব ঠিক তো?' ও জিজ্ঞেস করল।

একসঙ্গে মাথা ঝাঁকাল ওরা, জোর করে মুখে হাসি ফোটাল নট। ওর মনে হচ্ছে যেন এক হপ্তা ঘুমায় না। এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে ড্রাইভের ধকল, মানুষের শরীরে যা সহ্যের বাইরে। কিন্তু থামলে চলবে না। তাতে লোকসান বৈ লাভ হবে না কিছু। স্যাচেজ যদি বেঁচে থাকে, যখন সম্ভব হবে ঠিক ধরে ফেলবে ওদের।

তেরো

যাত্রার শুরুতে সেদিন দলের পুরোভাগে রইল নট। মাঝসকালে স্যাচেজ এসে বুঝে নিল তার দায়িত্ব। লোকটা ওদের কাছে আসতেই দাঁতমুখ খিঁচিয়ে নট জানতে চাইল, 'এত দেরি হলো কেন?'

দায়সারা ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল স্যাচেজ, বিভোর হয়ে গেল নিজেতে। নট বুঝতে পারল এর চেয়ে বেশিকিছু জানা যাবে না দোআঁশলার কাছ থেকে।

পিছিয়ে বাঁ ধারে সরে গেল ও, যেখানে কোয়েড রয়েছে। 'আস্তে খচ্চর,' বিরক্তির সুরে বলল নট। 'ইন্ডিয়ানটাকে নির্ঘাত জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে কোথাও।'

মাথা ঝাঁকাল কোয়েড। 'অসম্ভব না।'

'এখন যদি লাশটা আবিষ্কার করে ওরা...' মাঝপথে বক্তব্য অসমাপ্ত রাখল নট। সারা সকাল চলতি পথে ইন্ডিয়ানদের অসংখ্য চিহ্ন দেখতে পেল ও। মূল অংশকে রিচার্ডস উত্তরে তাড়িয়ে দিলেও, কাছেপিঠে ছোটখাট অনেকগুলো দল রয়েছে। যুদ্ধে বেরিয়েছে, শিকারে নয়। ও যাকে হত্যা করেছে, তার মুখে রঙ ছিল।

'পেছনে গিয়ে একটু রেহাই দাও জিমকে,' কোয়েডকে অনুরোধ করল নট। 'বলবে ওয়াগনে গিয়ে ঘুমিয়ে নিতে।'

ঘাড় কাত করল বুড়ো, চলে গেল নিজের কাজে। নট লক্ষ করল জিমের কাছে গেল ও, সামান্য কথাবার্তা হলো দুজনার, তারপর কোয়েড ডান দিকে ঘুরে ওয়াগন অভিমুখে এগোল।

এরপর অনেকক্ষণ ছেলেটার ওপর নজর রাখল নট। মাঝে মাঝে ধুলোয় সম্পূর্ণ ঝাপসা হয়ে গেল ওর দৃষ্টি। ও জানে ছেলেটা ভীষণ ক্লান্ত, বিছানায় পড়লেই ঘুমিয়ে যাবে। তবু রাজি হয়নি বিশ্রাম নিতে, আর তা হয়নি বলেই ওর জন্যে গর্বে নটের বুক ফুলে উঠল। মাথা সোজা করল ও, গরুবাছুরের পাশাপাশি চলতে লাগল। এখন বেশ হালকা বোধ করছে, রাগ বিরক্তি কমে গেছে আগের চেয়ে।

তবে দুশ্চিন্তা কমেনি একতিল। ওদের নাগালের মধ্যে বিস্ফোরণ অপেক্ষা করছে একটা, অ্যাবিলেনের রেল স্টেশনের চেয়েও কাছে। ইন্ডিয়ানরা যদি জোটবেঁধে হামলা নাও করে, দলের ভেতরে খেয়োখেয়িই শেষপর্যন্ত বিস্ফোরণের জন্ম দেবে। সবারই ধৈর্যের বাঁধ শেষপর্যন্ত ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

জিমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওয়াগনের দিকে খানিকদূর এগিয়েছিল কোয়েড, পরে কী ভেবে ডান প্রান্তে যেখানে প্যালেন্স রয়েছে সেখানে চলে গেছে। নট দেখল কথা বলছে ওরা। তারপর আচমকা প্যালেন্স থমকে দাঁড়াল।

এতদূর থেকেও পরিষ্কার দেখতে পেল ও, প্যালেন্সের উদ্দেশে দাঁত বের করে হাসছে কোয়েড। তারপর ইচ্ছেকৃতভাবে পেছন ফিরল সে, ধীরেসুস্থে এগোল ওয়াগনের দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ ওর পানে চেয়ে রইল প্যালেন্স। যখন বুড়ো স্কাউট কয়েকশো গজ দূরে চলে গেল, ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ও, মূল পাল থেকে যেসব গরুবাছুর পিছিয়ে পড়েছে ধাওয়া করল সেগুলোকে। ওর প্রতিটি চলাফেরায় ক্রোধের ছাপ সুস্পষ্ট। নট বুঝতে পারল কোয়েড আবার বিদ্রূপ করছিল ওকে।

ও আশা করল সুমতি হবে কোয়েডের, উপলব্ধি করবে ওই বন্দুকবাজকে বেশি ঘাঁটানো সমীচীন হবে না। প্যালেন্স তা হলে খুন করবে ওকে। কোয়েড যদি লড়তে অস্বীকার করে তবু।

বিকেল চারটে নাগাদ, উঁচু দুই পর্বতপ্রাচীরের মধ্যবর্তী একটা উপত্যকায় পৌঁছাল ওরা চমৎকার সবুজ সতেজ ঘাস রয়েছে, সরু ঝরনা আছে একটা, আর প্রচুর জ্বালানি কাঠ।

জায়গাটার অবস্থানগত কারণে নট সিদ্ধান্ত নিল স্বচ্ছন্দে দুটো দিন বিশ্রাম নেয়া চলে ওখানে। পালা করে দুজন লোক গরু আর ঘোড়া পাহারা দেবে, অন্যরা আরাম করবে– এবং ঘুম।

সামনে এগোল ও, ফিরে আসতে ইশারা করল স্ন্যাচেজকে। তারপর ওয়াগনের কাছে গেল, চেঁচিয়ে কোয়েডকে নির্দেশ দিল ক্যাম্প করতে।

নিজেদের গরজে থেমে গেছে গরুবাছুর, গোগ্রাসে ঘাস খাচ্ছে। অন্যরা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল নট, তারপর বলল, 'কোয়েড, তুমি আর রাশ প্রথম পালা নেবে। উপত্যকার প্রত্যেক মাথায় একজন করে দুদিন এখানে থাকব আমরা, একটু ঘুমিয়ে নেয়ার চেষ্টা করব।'

জিম কাঠকুটো কুড়িয়ে এনে আগুন ধরাল, রাতের রান্না চাপাল সমান্থা। আসনপিঁড়ি হয়ে মাটিতে বসে পড়ল নট আর প্যালেন্স, খাবারের অপেক্ষায় রইল।

ওদের সবার মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে। তবে ঠিক হয়ে যাবে এটা, নট আশা করছে, খানিক ঘুম আর বিশ্রামের সুযোগ পেলে।

ক্রুদ্ধ রক্তচক্ষু মেলে প্যালেন্স তাকাল ওর দিকে। 'ওই বুড়ো গর্দভটাকে আমার কাছ থেকে দূরে রাখ, নট। নাহলে আমি কিন্তু বেজন্মাটাকে খুন করে ফেলব। ঢের সহ্য করেছি– আর না!'

'আমি কথা বলব ওর সাথে।'

'তার চেয়ে বেশিকিছু করো। আমারও ধৈর্যের একটা সীমা আছে।'

খেঁকিয়ে উঠল নট, 'আহ্, বললাম তো কথা বলব। এবার তুমি চুপ করো।'

'খবরদার! কক্ষনো আমার সাথে এভাবে কথা বলবে না!' তড়াক করে উঠে দাঁড়াল প্যালেন্স। ওর মুখে ধুলো আর-ঘামের মুখোশ। টানটান ঠোঁট জমাট ধুলোয় কালো, ফাঁক দিয়ে সাদা দাঁত উঁকি দিচ্ছে। ডান হাত ঈষৎ বেঁকে গেছে থাবার মত, পিস্তলের ধূলিমলিন বাঁটের ছইঞ্চি দূরে নিশপিশ করছে।

'চুপ করে বস,' নট বলল শান্ত কণ্ঠে।

প্যালেন্সের গলা চড়ে গেল আরেক পর্দা। 'নিকুচি করি তোর, উঠে দাঁড়া! তোকেও আমার এখন আর সহ্য হচ্ছে না!'

ক্লান্ত চোখে বন্দুকবাজের দিকে তাকাল নট। ক্রমশ বিপদসীমায় পৌঁছে যাচ্ছে ওর রাগ, দমন করার ব্যর্থপ্রয়াস পেল। সহসা সে উপলব্ধি করল সামনে-

দাঁড়ানো এই লোকটার প্রতি তার ঘৃণা কী নিদারুণ, মুখিয়ে আছে ওকে হত্যা করার বাসনায়। উপলব্ধি করল এই লড়াই ওর জন্যে কতটা জরুরি।

এর ফলাফল কী হবে সে-ব্যাপারে আর মাথা ঘামাল না ও। একটিবার ভাবল না পর্যন্ত পিস্তলে প্যালেন্স কতটা ক্ষিপ্র।

আড়ষ্ট পায়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল নট। মানসিক প্রস্তুতি নিল প্যালেন্সকে গুলি করার জন্যে।

হঠাৎ পেছনে সামান্থার কণ্ঠ শোনা গেল; ভয়চকিত, কাঁপা-কাঁপা। 'থাম! থামলে তোমরা?'

ঝট করে মেয়েটার পানে তাকাল নট। ওর ভয়বিস্ফারিত চোখ, আর কিশোর জিমের মলিন মুখখানা নজরে পড়ল।

পরক্ষণে সে উপলব্ধি করল, প্যালেন্সের সঙ্গে গান ফাইট হলে, সম্ভবত তারা দুজনেই মারা যাবে। আর সেক্ষেত্রে এখানেই ইতি ঘটবে ড্রাইভের, সামান্থা আর জিমের বাঁচামরা নির্ভর করবে একমাত্র কোয়েডের ওপর। কিন্তু কোয়েড যথেষ্ট বুড়ো হয়েছে, স্যাঁচেজ বা রাশের বিরুদ্ধে টিকতে পারবে না।

পিস্তলটা হোলস্টার থেকে ছোঁ মেরে বের করার মুহূর্তে, সিদ্ধান্ত পাল্টাল নট, তবে প্যালেন্সের সঙ্গে লড়বার ব্যাপারে নয়– ওর কৌশল সম্পর্কে।

বন্দুকবাজের পা লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল ও, টের পেল কাঁধের ধাক্কা লাগল ওগুলোতে, ওর মাথার ইঞ্চিখানেক ওপর দিয়ে, সগর্জনে বেরিয়ে গেল প্যালেন্সের বুলেট।

এলোমেলো পায়ে পিছিয়ে গেল বন্দুকবাজ, ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল মাটিতে। বন্য জন্তুর মত বুকে হেঁটে এগোল নট, চেপে ধরল প্যালেন্সের পিস্তল-ধরা কবজিটা।

নির্দয়ভাবে মোচড় দিল ও, পারলে প্যালেন্সের হাত ভেঙে ফেলতে চাইছে। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল প্যালেন্স, ছেড়ে দিল পিস্তল, বাঁ-হাত ঘুরিয়ে এনে থাবা বসাল নটের মুখে, চোখ উপড়ে ফেলার প্রয়াস পেল।

মাথা সরিয়ে নিল নট, কবজি ছেড়ে দিয়ে প্যালেন্সের গলা টিপে ধরার জন্যে দুহাত একসঙ্গে ওঠাল ওপরে।

চকিতে ভাঁজ হয়ে গেল প্যালেন্স। হাঁটু জড়ো করে সবেগে আঘাত করল নটের তলপেটে। নিমেষে তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল নটের শরীরে, বন্দুকবাজের গলা ছেড়ে দিল ও; পরপর দুটো ঘুসি মারল লোকটার আক্রোশ-বিকৃত মুখের ওপর। ও দেখল দরদর রক্ত ঝরছে প্যালেন্সের নাক থেকে, দ্বিতীয় আঘাতে দাঁত ভাঙার আওয়াজ পেল।

মানুষ নয়, পাগলা কুকুরের মত লড়ছে ওরা, ধস্তাধস্তি করছে মাটিতে শুয়ে, রাগে গরগর করছে।

গড়াতে গড়াতে ওয়াগনের ধারে চলে গেল উভয়ে। নটের চুল আঁকড়ে ধরল প্যালেন্স, নিজের মাথাটা সজোরে ঠুকে দিল পোড়-খাওয়া মুখের ওপর নট অনুভব করল তার সমস্ত বোধশক্তি লোপ পাচ্ছে।

ঝট করে ওর হাত উঠে গেল ওপরে, প্যালেন্সের টুঁটি চেপে ধরল, দুই বুড়ো

আঙুল আস্তে আস্তে বসে যাচ্ছে শ্বাসনালীর গোড়ায়। চুল ছেড়ে দিয়ে এবার নটের কবজি দুটো আঁকড়ে ধরল প্যালেন্স, মুঠি ছাড়াতে চেষ্টা করল।

একপাক গড়িয়ে প্যালেন্সের বুকের ওপর চেপে বসল নট, পাগলের মত মাটিতে ঠুকতে লাগল বন্দুকবাজের মাথা। ওর মুখ ধুলোবালি রক্ত আর পুঞ্জিভূত ক্রোধে একাকার। প্যালেন্সের সমস্ত হুমকি এখন হুড়হুড় করে মনে পড়ে যাচ্ছে, এবং সে-সবের সামনে নিজের ভয় আর অসহায়ত্বের কথা।

প্যালেন্সের টুঁটি ছেড়ে দিল সে। ওর রক্তাক্ত বিকৃত মুখে অবিরাম ঘুসি মারতে লাগল।

এতই ক্রুদ্ধ, নট টের পেল না ওর শক্তি ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে। শুরুতে চোখ-ধাঁধানো ক্ষিপ্রতায় লড়ছিল ও। কিন্তু এখন হাত ভারি হয়ে এসেছে সীসের মত, আর চলতে চাইছে না।

একধাক্কায় ওকে বুকের ওপর থেকে ফেলে দিল প্যালেন্স, ওয়াগনের চাকায় ভর রেখে সোজা হলো। নটকে মোকাবেলার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল ও, শ্বাস নিচ্ছে হাঁ করে, নাল পরানোর আগে খুর চেরার সময় ঘোড়ার যেরকম হয়, তেমনি বিদঘুটে শব্দ হচ্ছে গলার ভেতর।

কোনরকম সাহায্য ছাড়াই উঠে দাঁড়াল নট, তেড়ে গেল বন্দুকবাজের দিকে, পেটে আর মুখে ঘুসি মারল। আবার হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল প্যালেন্সের, একপাশে সরে গিয়ে ওর ঘাড়ে রদ্দা মারল নট।

ধুলোয় মুখ গুঁজে লুটিয়ে পড়ল প্যালেন্স। হামা দিতে শুরু করল, নট নজর রাখল, মাথা ঝুলে পড়েছে বুকের কাছে, ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে।

প্যালেন্স যখন ওর লক্ষ্যে পৌঁছুল, বন্দুকবাজের মতলব বুঝে ফেলল নট। স্যাডলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ও, রাইফেলের কুঁদো আঁকড়ে ধরেছে।

স্বপ্নে যেমন হয় মাঝে মাঝে, নট অনুভব করল পাথর হয়ে গেছে সে, সাক্ষাৎ মৃত্যু ধেয়ে আসছে ওর দিকে অথচ ও তার বিরুদ্ধে কিচ্ছু করতে পারছে না।

পরক্ষণে উপলব্ধি করল ঘোরের মধ্যে বন্দুকবাজের দিকে ও এগিয়ে গেছে কয়েক কদম। স্যাডল স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেলটা সবে বের করেছে প্যালেন্স, এই সময় ওর কাছে পৌঁছে গেল নট, সবুট লাথি হাঁকাল।

বুটটা রাইফেলে আঘাত করল প্রথমে, ধাক্কা মেরে মাযলটা সরিয়ে দিল একপাশে। রাইফেলের কুঁদো সজোরে আছড়ে পড়ল প্যালেন্সের চোয়ালের ওপর, বিচ্ছিরি শব্দ হলো একটা কিছু মচকানোর।

আবার লাথি মারল নট, বুঝতে পারছে এখন ঝুঁকে রাইফেল কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করলে ও-ই উল্টে পড়ে যাবে।

এবার প্যালেন্সের গলায় আঘাত করল বুটের ডগা। যন্ত্রণায় বুকফাটা আর্তচিৎকার করল বন্দুকবাজ, খাবি খেল, রাইফেল সমেত দুহাত মাটিতে রেখে প্রয়াস পেল নিজের পতন রোধ করার।

নট পা তুলে দিল রাইফেলের ওপর, দেহের ভর চাপিয়ে ঠেসে ধরল মাটির সাথে। অপর পা দিয়ে ফের লাথি মারল ও, প্যালেন্সের পাঁজরে। গুঙিয়ে উঠল সে,

রাইফেল ছেড়ে দিয়ে গড়িয়ে সরে গেল একপাশে।

চাঁছাছোলা কণ্ঠে নট বলল, 'স্যাচেজ, এই বন্দুকটা নিয়ে যাও তুমি।'

স্যাচেজ এসে কুড়িয়ে নিল রাইফেলটা। নট ঘাড় ফেরাল প্যালেন্সের দিকে, মড়ার মত পড়ে আছে, তবে জ্ঞান হারায়নি।

জীবনে কখনও এরকম ক্লান্তি বোধ করেনি ও। হঠাৎ পাশে কারও উপস্থিতি টের পেল নট, চোখের কোণে দেখল পানির মগ হাতে সামান্থা দাঁড়িয়ে।

মগটা নিয়ে সরাসরি গলায় উপুড় করল সে, অর্ধেকের বেশি পানি ছলকে পড়ে ওর গাল আর বুক ভিজিয়ে দিল। মগটা ফিরিয়ে দিল ও, তাকাল মেয়েটির মুখের দিকে।

ওখানে তিরস্কার দেখতে পেল সে। এবং করুণা আর ক্রোধ। তবে এগুলোর আড়ালে, আবছাভাবে, আরও কিছু চোখে পড়ল ওর।

সমর্থন, কিংবা ভালবাসা নয়। আচ্ছা, বিশ্বাস– ওর বিচারবুদ্ধি আর শক্তির ওপর ভরসা।

টলতে টলতে ওয়াগনের কাছে গেল নট, একটা গামলা নিয়ে পানির পিপেয় ডোবাল। গামলাটা তুলল ও, খালি করল মাথায়।

যেরকম আবহাওয়া সে-তুলনায় পানিটা বেশ ঠাণ্ডা, সঙ্গে সঙ্গে আবার সম্পূর্ণ চাঙ্গা হয়ে উঠল সে।

ওয়াগনে ঠেস দিল নট, শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হওয়ার অপেক্ষায় রইল।

ওঠার জন্যে আর একবার চেষ্টা করল প্যালেন্স। হাত আর হাঁটুতে ভর রেখে উঁচু হলো খানিকটা, তারপর পড়ে গেল ধপাস করে, নিশ্বাসের সাথে এমন শব্দ হচ্ছে যেন অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

এতক্ষণ যে-কাজটি করতে ভয় পাচ্ছিল, এবার ঠিক সেটাই করল নট। জিমের দিকে তাকাল ও।

অবিচল ডাগর চোখে ছেলেটা লক্ষ্য করছে ওকে। ধাঁধায় পড়ে গেল নট, এত বিচিত্র আবেগের সংমিশ্রণ ফুটে উঠেছে ওর চেহারায়।

অচেতন বন্দুকবাজের উদ্দেশে ঘুরে গেল ছেলেটার দৃষ্টি। মুহূর্তের জন্যে ওর চোখে ক্রোধ দেখতে পেল নট, এবং করুণা– আর, বোধহয়, হতাশা। একটু বাদে নটের দিকে নজর ফেরাল ও, এখন শুধু ক্রোধ জেগে রয়েছে।

'তুমি ওকে এভাবে মারলে কেন? ও তোমার কী ক্ষতি করেছিল?'

কোমল সুরে নট বলল, 'ও আমাকে খুন করত, বাছা।'

আবার উদভ্রান্ত দেখাল কিশোর জিমকে। চোখের পানি উথলে উঠল। অসহায় ভঙ্গিতে কাঁপছে ঠোঁট দুটো।

আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করল ছেলেটা। ও দৃষ্টির আড়াল হওয়ার আগে, নট ওর অব্যক্ত গোঙানির আওয়াজ পেল– মানসিক যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত এক কিশোরের শব্দহীন কান্না।

অবসাদ ওর আক্ষেপকে বাড়িয়ে তুলেছে। তবে অবসাদই এর মূল কারণ নয়।

ইতিপূর্বে যা কেবলমাত্র নটের অধিকারে ছিল, জিম তার সেই আনুগত্য আর

শ্রদ্ধার একটা অংশ এখন প্যালেন্সকে দান করেছে। এই দুজনের টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে ওর কাঁচা হৃদয়– এবং একজন না মরা অবধি ক্ষতবিক্ষত হতে থাকবে।

www.boighar.com

চোদ্দ

সে-রাতে নিঃসাড়ে ঘুমোল নট, জানল না কাক-ভোরে রাশ আর কোয়েডের কাছ থেকে পাহারার দায়িত্ব বুঝে নিয়েছিল সামান্থা আর জিম। প্যালেন্সের ভয়ও বিচলিত করতে পারল না ওকে। কোয়েড যে-অভিযোগই করুক, ও জানে প্যালেন্স একটা নীতি মেনে চলে। নিরস্ত্র লোককে খুন করবে না কখনও। কারও পিঠে গুলি করবে না।

তবে স্বপ্ন দেখল ও, দুঃস্বপ্নের মিছিল। অসভ্য ইন্ডিয়ানদের আক্রমণের স্বপ্ন। কখনও, পশ্চিমের কল্পিত কোন এক শহরে গান ফাইটে লিপ্ত হলো প্যালেন্সের সঙ্গে। কিংবা রাশ চড়াও হচ্ছে সামান্থার ওপর, ওকে হত্যা করছে সে, কিন্তু সামান্থাও তখন আর নেই।

জেগে ধড়মড় করে উঠে বসল নট, ঘামে সারা শরীর ভেজা, রোদ সরাসরি চোখে এসে আঘাত করছে। ফ্যালফ্যাল করে চারপাশে তাকাল ও, তারপর চেপে-রাখা শ্বাস ছেড়ে দুহাতে নিজের চোখ ডলল।

রাশ আর কোয়েড নিজেদের কাজে চলে গেছে। প্যালেন্স আর স্যাঁচেজ ঘুমোচ্ছে এখনও। প্যালেন্স নাক ডাকছে। আর স্যাঁচেজ জীবজন্তুর মতই অসাড়। জিমও ঘুমোচ্ছে। কিন্তু সামান্থা সজাগ, ক্যাম্পফায়ারের পাশে বসে চেয়ে আছে ওর দিকে, চোখ মলিন।

'সুপ্রভাত,' নট বলল। 'অনেক বেলা অবধি ঘুমিয়েছি মনে হয়।'

'তার প্রয়োজনও ছিল।'

'তাই।' আড়চোখে সূর্যের দিকে তাকাল নট, এর অবস্থান থেকে অনুমান করল প্রায় দশটা বাজে। নিশ্চয় অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। নইলে বহুকালের মধ্যে ও এরকম বেলা করে ওঠেনি।

'কফি?'

উঠে পড়ল নট, মাথা নাড়াল। 'আগে একটু সাফসুতরো হয়ে নিই।' শ্লথ পায়ে ওয়াগনের কাছে গেল ও, ব্যাগ হাতড়ে ক্ষুর ধোয়া জামাকাপড় আর কাপড়কাচা সাবান বের করল। তারপর ওগুলো নিয়ে হাঁটা দিল ঝরনার উজানে। কিছুদূর গিয়ে যখন আড়াল পেল একটা, সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে নেমে পড়ল পানিতে।

ঠাণ্ডা পানি নিমেষে দূর করল ওর সমস্ত জড়তা। যখন গোসল শেষ হলো, মুখে সাবান ঘষল সে, হাতের আন্দাজে দাড়ি কামাল। এরপর, নোংরা জামাকাপড় ভিজিয়ে সাবান মাখাল তাতে, অভ্যস্ত হাতে ধুয়ে নিয়ে চিপে মেলে দিল একটা

গাছের ডালে। পাড়ে উঠল নট, কাপড় পরে পিস্তলটা বেঁধে নিল কোমরে, ক্যাম্পে ফিরে এল।

গতরাতের মারামারিতে ওর ঠোঁট ফেটে গেছে। এক চোখ ফোলা। নট অনুমান করল হয়তো কালসিটেও পড়েছে।

জিম জেগেছে, অনেকদিন পর আজ ওকে বেশ ঝরঝরে দেখাচ্ছে। কিন্তু নটের দিকে যখন তাকাল দ্বিধা আর সংশয়ের ছাপ ফুটল চেহারায়।

সোজা আগুনের ধারে চলে গেল নট, কফি ঢেলে নিল একটা কাপে। জিভ পুড়িয়ে পানীয়টুকু শেষ করল সে, সামান্থার বাড়িয়ে দেয়া টিনের থালাখানা নিয়ে নীরবে নাস্তা খেতে শুরু করল।

'আচ্ছা, আমরা কতটা পথ এসেছি বলতে পার?' একটুক্ষণ বাদে জানতে চাইল সামান্থা।

শ্রাগ করল নট। 'অর্ধেক, মনে হয়। একটু কমবেশি হতে পারে। সম্ভবত টেক্সাসেই আছি এখনও. তবে শিগগিরই বোধহয় চেরোকি স্ট্রিপে উঠব।'

'এখন মনে হচ্ছে আমরা না এলেই বুঝি ভাল ছিল,' আনমনে বলল সামান্থা। 'কোনদিনই হয়তো...'

'তবু এসেছি যখন আমরা সফল হবই।' এই ড্রাইভে বেরোনোর পর আজই প্রথম আত্মবিশ্বাসের সুর বাজল নটের কণ্ঠে।

'এখানে আর কদিন থাকব?'

'আজকের দিন, আর রাতটা। কাল ফের ট্রেইলে।'

জিমের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও, কেমন যেন নিচু আর ভয়ার্ত। 'অ্যালান।'

ছেলেটার দিকে ফিরল সে। ওর পাশ দিয়ে দক্ষিণের ধূসর শৈলশিরার পানে তাকিয়ে আছে জিম। ঘাড় ফিরিয়ে এবার সেদিকে তাকাল নট।

একজন ইন্ডিয়ান ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। ঝুঁকে নীচের উপত্যকাটা পর্যবেক্ষণ করছে। একটু বাদে আরেকজন যোদ্ধা যোগ দিল তার সাথে, এবং আরও একজন। দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত ওখানে অনড় দাঁড়িয়ে রইল ওরা, তারপর ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল দৃষ্টির আড়ালে।

সামান্থা শুধাল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে. 'এর মানে কী?'

'কিছু না। ছোট ছোট কয়েকটা দল প্রথম থেকেই আছে কাছেপিঠে। ওদের ট্র্যাক দেখেছি আমরা, কিন্তু এবারই ওরা নিজেদের চেহারা দেখাল।'

'কেন?'

'জানি না।' কণ্ঠে জোর করে সাহস ফোটানোর প্রয়াস পেল নট। 'ইন্ডিয়ানদের মতিগতি বোঝা কঠিন। বিশজন না হওয়া পর্যন্ত ভয় নেই, কিন্তু তারপর...'

উঠে, ঘোড়ার কাছে গেল ও। স্যাড্‌লে চেপে বেরিয়ে গেল ক্যাম্প ছেড়ে। ঘোড়ার পাল যেখানে রয়েছে তার কিনারে পৌঁছে ল্যাসো ছুড়ে একটা সোরেল ধরল সে, লাগাম আর স্যাডল-এর পিঠে চালান করে দক্ষিণের শৈলশিরার পাথুরে চড়াই বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল।

সাবধানে এগোচ্ছে ও, তরাই আর আশেপাশের ঢালগুলোর ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। যখন মাথায় পৌঁছুল, চারদিকে একটা চক্কর মারল ওদের ট্রেইলের

খোঁজে।
তিনজনকে দেখতে পেয়েছিল সে। কিন্তু এখানে আটটা ঘোড়ার ট্র্যাক চোখে পড়ল, পশ্চিমে চলে গেছে।
ক্যাম্পের উদ্দেশে ফিরে চলল নট, কপালে চিন্তার ভাঁজ। সামান্থাকে যা-ই বলুক, ইন্ডিয়ানদের আকস্মিক আবির্ভাবে শক্তি বোধ করছে ও। কারণ জানে, কিছু নেয়ার না থাকলে ওরা কারও পিছু নেয় না।
'ঘোড়া? সম্ভব। স্ক্যাল্প? তাও সম্ভব? কিন্তু ঘোড়া বা স্ক্যাল্প যেটাই ওদের চাহিদা হোক না কেন, এভাবে নিজেদের চেহারা ওদের দেখাত কিনা সে-ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে ওর। সেক্ষেত্রে যে-কোনদিন ভোর-রাতে আচমকা হামলা চালাত। ক্যাম্পবাসীরা কিছু টের প্াওয়ার আগেই, আক্রমণ করে ছারখার করে দিত সবকিছু।
স্যাঁচেজকে চায়? এই সম্ভাবনাটি এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি যুক্তিপূর্ণ মনে হলো ওর কাছে। হ্যাঁ, বোধহয় স্যাঁচেজকেই চায় ওরা। তবে সেজন্যে ক্যাম্পে হানা দেয়ার মত প্রস্তুতি এখনও ওদের নেই।
মন্থর গতিতে এগোচ্ছে নট। ক্যাম্পে পৌঁছাবার আগে বার কয়েক রাস্তা বদল করল ও, ঝরনার ভাটিতে গরুবাছুর যেখানে চলছে তার শেষমাথায় চলে গেল।
স্যাডলে বসে সকালের রোদ পোয়াচ্ছে কোয়েড, মহাসুখে পাইপ টানছিল। নটকে আসতে দেখে হাসল সে, বলল, 'উন্নতি হয়েছে।'
নট ওর সদ্য-কামানো গালে হাত ঘষল, তারপর দক্ষিণের শৈলশিরার দিকে ইশারা করল মাথা ঝাঁকিয়ে। 'দেখেছ?'
ঈষৎ মাথা ঝোঁকাল কোয়েড। 'আটজন ছিল,' নট বলল, 'বুঝতে পারছ কিছু? কোম্যাঞ্চিদের তুমি আমার চাইতে ভাল চেন।'
জবাব দেয়ার আগে আর একবার পাইপ টানল কোয়েড। 'ঘোড়া, স্ক্যাল্প দুটোই ওদের লক্ষ্য হতে পারে।'
'কিন্তু তুমি তা মনে করো না?'
'না, করি না। তেমন হলে তুমি ওদের দেখতে পেতে না।'
'তবে কি স্যাঁচেজ?'
'আমার তাই বিশ্বাস।'
'তা হলে অপেক্ষা করছে কেন?'
ভুরু কোঁচকাল কোয়েড। 'দলে ভারি হওয়ার জন্যে, হয়তো ইন্ডিয়ানরা সুযোগ-সুবিধে সব নিজেদের দিকেই রাখতে পছন্দ করে।'
নট বলল, 'স্যাঁচেজকে আমি তোমার জায়গা নিতে পাঠাচ্ছি। ওর পেট থেকে যদি কিছু আদায় করতে পার, আমাকে জানিয়ো।'
ঘাড় কাত করল কোয়েড; নট ঘুরে ক্যাম্পের উদ্দেশে ফিরে চলল। এখন ও নিশ্চিত অচিরেই ওদের ইন্ডিয়ান হামলা মোকাবেলা করতে হবে। একে ওরা সংখ্যায় অল্প, তায় গরুবাছুর আছে সঙ্গে, ফলে ওদের বাঁচার আশা নিতান্তই কম নিজেদের সুবিধেমত এক-এক করে ওদেরকে বধ করতে পারবে ইন্ডিয়ানরা ক্যাম্পে যদি আর কোন গোলমাল নাও হয়, বাইরের শত্রুর হাতে নিহত হবে ওরা

ও যখন ফিরল স্যাচেজ তখন খাচ্ছে। নট বলল, 'খাওয়া শেষ হলে, তুমি কোয়েডের জায়গা নেবে।'

ঝরনার ধার থেকে এগিয়ে এল প্যালেন্স। গোসল শেভ এগুলো করেছে, কিন্তু কাপড় পাল্টায়নি। 'তুমি রাশের জায়গা নাও,' নির্দেশ দিল নট। 'চোখ খোলা রেখ। কাছেপিঠে একটা ওঅর পার্টি ঘুরঘুর করছে।'

ওর উদ্দেশে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানল বন্দুকবাজ। নটের চেয়ে ওর মুখে কাটা-ছেঁড়া বেশি, চোখ জ্বলছে বিদ্বেষে। 'আমাকে সাবধান করছ কেন? তুমি তো চাও আমি যেন মরি।'

মাথা ঝাঁকাল নট। 'চাই। কিন্তু এ-মুহূর্তে নয়। এখন আমার ঠেকা।'

'তার চেয়ে বরং দোয়া কর, ইন্ডিয়ানরা যেন আমাকে তাড়াতাড়ি শেষ করে। নয়তো ফের যদি কখনও তুমি আমার গায়ে হাত তোল, আমি তোমার রক্ত দেখব।'

ভেংচি কাটল নট। 'চেষ্টা করে দেখতে পারো। যখন খুশি। তবে গুলিটা সোজা মাথায় করো, কারণ তা না হলে– তুমিই মরবে।' আচমকা তীক্ষ্ণ হয়ে গেল ওর কণ্ঠস্বর 'যাও, এবার কাজে যাও। নাকি এখনই করবে চেষ্টাটা?'

ক্ষণিকের জন্যে ওর মনে হলো প্যালেন্স হয়তো করবে সেই চেষ্টা, এবং উপলব্ধি করল আর কোন পরোয়া করে না সে। ওর হুমকি ঢের সহ্য করেছে। এখন এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, যেখানে কোন হুমকিই আর ওকে আতঙ্কিত করতে পারবে না। এ-অবস্থায় প্যালেন্সের সাথে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাওয়াই বোধহয় সবদিক থেকে মঙ্গলজনক, হয়তো অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এর ফলে।

প্যালেন্সের চোখ স্বাভাবিকের তুলনায় ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, শীতের বরফের মত ঠাণ্ডা। সরু ঠোঁট দুটো আরও সরু আরও চওড়া হয়ে গেছে, তাতে রঙ নেই। নট জানে ড্র-তে প্যালেন্সকে ও হারাতে পারবে না। আরও জানে, প্যালেন্স যদি পয়লা গুলিতে খতম করতে না পারে ওকে, আঘাত সামলে নিয়ে এক গুলিতে লক্ষ্যভেদ করতে পারবে সে।

আচমকা ঘুরে দাঁড়াল প্যালেন্স, লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল। স্যাডলে চেপে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ওর ওপর নজর রাখল নট।

খানিক বাদে ফিরে এল রাশ আর কোয়েড, ঘুমিয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। সামান্থাও ওয়াগনে উঠে ঘুমাল। চিন্তিত চোখে জিমের দিকে তাকাল নট। ওয়াগনের ছায়ায় ঘুমোচ্ছে। চকিতে দক্ষিণের শৈলশিরার উদ্দেশে নজর ফেরাল সে– এখন খাঁ-খাঁ করছে।

একটা ব্যাপারে সন্দেহ নেই, ও ভাবল। ছেলেটাকে কোম্যাঞ্চিরা হত্যা করবে না। ধরে নিয়ে যাবে, মানুষ করবে নিজেদের মত করে।

তবে ওর উচিত হবে এবার রওনা দেয়া, তাড়াতাড়ি। এখানে আর বেশিক্ষণ থাকলে, যে-উদ্দেশ্যে কোম্যাঞ্চিরা অপেক্ষা করছে তা সিদ্ধির জন্যে ওরা আরও সময় পেয়ে যাবে।

তাই, দুপুরের পরপর, গরুবাছুরসহ উত্তরে রওনা হলো ওরা, একদিনের পথ

আধবেলায় পাড়ি দেয়ার লক্ষ্যে দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে।

পথে যতবার পেছনে তাকাল নট, ইন্ডিয়ান যোদ্ধাদের ধুলো চোখে পড়ল। সহিষ্ণু শকুনের মত, নাছোড়ভাবে ওরা লেগে রইল ড্রোভারদের ট্রেইলে।

প্রথম দিন আট, দ্বিতীয়তে দশ। তৃতীয় দিনে আরও চারজন যোগ দিল দলে, এবার কাছে সরে এসেছে ওরা, গরুর পালের মাইলখানেক পেছনে থেকে অনুসরণ করছে।

ওয়াগনটাকে তাই এবার কিছুটা কাছে সরিয়ে এনেছে নট। এখন গরুবাছুরগুলোর ডানে, সিকি মাইল দূর দিয়ে এগোচ্ছে ওটা। ঘোড়ার পালটাকেও সরিয়ে এনেছে। কেবল নিজে আরেকটু পিছিয়ে জিমের কাছাকাছি চলে গেছে। ছেলেটা ভয় পাচ্ছে এখন, আর সেটা সে গোপন করার চেষ্টা করছে না।

এ যেন মরুপ্রান্তরে ধুঁকে মরার শামিল, মাথার ওপর সনিষ্ঠ ধৈর্যের ঘুরপাক খাচ্ছে কুৎসিত শবভুক পাখির দল, শিকারের জীবনপ্রদীপ নিভে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। এ যেন গান মাযলের কালো গহ্বরের দিকে চেয়ে থাকা, জানছে সামনে নিশ্চিত মৃত্যু, কিন্তু ঠিক কখন আসবে তা জানে না।

যখন দলে ভারি হবে, হামলা করবে ইন্ডিয়ানরা। কিংবা যার প্রতীক্ষায় রয়েছে সে এসে পড়লে।

নট এখন একরকম নিশ্চিত কোম্যাঞ্চিদের লক্ষ্য প্রতিশোধ নেয়া। সম্ভবত স্যাঁচেজ ওদের নেতৃস্থানীয় কারোকে হত্যা করার ফলে এতটা ভয়াবহ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। হয়তো কোন সর্দার কিংবা সর্দারের ছেলে। ওঝাশ্রেণীর কারোকে হত্যা করলেও অনেকসময় এরকম খেপে ওঠে ইন্ডিয়ানরা।

সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে ইন্ডিয়ানরা ক্রমশ ব্যবধান কমিয়ে আনছে। বিশজনের শক্তিশালী একটা দল, এ-মুহূর্তে ওদের মাত্র আধমাইল পেছনে রয়েছে।

আরেকটু পিছিয়ে, কিশোর জিমের পাশে চলে এল নট। ধুলো আর ঘামের নীচে ছেলেটার মুখাবয়ব পাণ্ডুর দেখাচ্ছে। শুষ্ক ধুলোমাখা ঠোঁট দুটো জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিচ্ছে ঘন ঘন। পেছনে তাকাল ও, তারপর নটের দিকে:

'ওদের মতলব কী? এখনও সেটা সারছে না কেন?'

'কোনকিছুর জন্যে অপেক্ষা করছে, বাছা।'

'কীসের জন্যে?'

শ্রাগ করল নট। 'আরও ইন্ডিয়ান, হয়তো-বা।'

'আর আমরা কী করব? ওদের আক্রমণের প্রতীক্ষা?'

সামনে তাকাল নট। রুক্ষ দুর্গম পর্বতসারি, এখান থেকে দশ-পনেরো মাইল দূরে। যদি ওখানে পৌঁছুতে পারে ওরা, হয়তো প্রতিরোধ গড়ে তোলার মত জায়গা মিলবে। হয়তো নিজেরাই কোন অ্যামবুশের ব্যবস্থা করে চিরতরে ঝেড়ে ফেলতে পারবে এই ইন্ডিয়ানদের।

'ওই পাহাড়ি এলাকায় পৌঁছে আমরা থামব,' বলল ও। 'অ্যামবুশ করার চেষ্টা করব ওদের। সে-পর্যন্ত, এখন যা করছি তা-ই করে যেতে হবে। জিম, তুমি আমার জায়গায় চলে যাও। ওরা যদি সত্যি সত্যি হামলা করে, আমি এখানে থাকতে চাই।'

'আমি তোমার সঙ্গে থাকব।' জিমের চোখ নিষ্কম্প, দৃষ্টিতে ভয় সত্ত্বেও চোয়াল শক্ত।

'তোমাকে যা বললাম তাই করো। আমি তোমার চেয়ে দ্রুত গুলি ছুড়তে পারি। সেজন্যেই থাকছি এখানে।'

জিম বলল, 'অ্যালান...'

'বল?'

ঠোঁট ভেজাল ছেলেটা, ব্যর্থচেষ্টা করল উপযুক্ত ভাষা খোঁজার। শেষমেশ বলল, 'কিছু না, বোধ হয়। কিছু না, অ্যালান।'

নটের গলার ভেতর কী যেন চাপ বাঁধল, অপলকে ও চেয়ে দেখল জিম চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। ঠিক এ-মুহূর্তে ছেলেটার জন্যে ওর বুক গর্বে ফুলে উঠল আরও। জিম কিশোর, অথচ সারাটা পথ পরিশ্রম করেছে প্রাপ্তবয়স্কের মত। একজন কিশোরের ক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক, ভয় আছে ওর মাঝে, কিন্তু সাবালকের মত তাকে সংযত রাখছে। আর এই সঙ্গে, অবসাদ আর ভয় সত্ত্বেও, নট যাকে ঘৃণা করে তাকে ওর পছন্দ বলে নটের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার কথা ভাবতে পারছে। কোন সন্দেহ নেই, তখন ঠিক একথাই বলতে চেয়েছিল ছেলেটা।

তাগিদ অনুভব করে স্যাচেজ তার চলার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। ডান ধারে, প্যালেন্স ঊর্ধ্বশ্বাসে সামনে-পেছনে করছে অনবরত, গরুবাছুরগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কারোকে কিছু বলার দরকার হয়নি, তবু সবাই জানে ওদের বাঁচার যা কিছু আশা তা আছে সামনের ওই পাহাড়ি অঞ্চলে।

যেসব গরু দলছুট, চেঁচিয়ে লাগামের প্রান্ত দিয়ে বাড়ি মেরে তাদের খেদিয়ে নিয়ে চলেছে নট। মাঝে মাঝে পেছনে তাকাচ্ছে, জানে এসময়ে অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটলে ওর পক্ষে তা সামাল দেয়া কঠিন হবে।

আস্থার সঙ্গে, ইন্ডিয়ানরাও আঠার মত লেগে রইল ওদের পেছনে। গরু-ঘোড়ার আর পাহাড়ি অঞ্চলের মাঝখানে দূরত্ব, ধীরে হলেও, ক্রমশ কমে আসতে লাগল

সময় যেন ফুরোচ্ছে না। সূর্যটাকে মনে হচ্ছে আকাশের এক জায়গায় স্থির। নট দেখল ইন্ডিয়ানরা কাছে এসে পড়ার সাথে সাথে কোয়েড আরও ভেতর দিকে সরিয়ে এনেছে ওয়াগন। সামান্থাকে দেখতে পাচ্ছে ও, ঋজু ভঙ্গিতে বসে আছে বুড়ো স্কাউটের পাশে।

ইন্ডিয়ানরা অপেক্ষা করছে কেন? এখন তো ওরা ইচ্ছে করলেই কাবু করতে পারে ড্রোভারদের বিশজনের বিপক্ষে সাত। অর্থাৎ একজন ড্রোভারের বিরুদ্ধে তিনজন ইন্ডিয়ান। তার ওপর ছড়িয়ে রয়েছে ওরা, সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ার সময়টুকু পর্যন্ত পাবে না।

তারমানে সংখ্যাবৃদ্ধি নয়, ইন্ডিয়ানদের এখনও সংযত থাকার কারণ অন্য। কারও প্রতীক্ষায় রয়েছে। যখন আসবে সে, কেবলমাত্র তখনই আক্রমণ করবে।

তাই পেছনে আর ডানে-বাঁয়ে দিগন্ত বরাবর নজর রাখল নট। যার অপেক্ষায় আছে ইন্ডিয়ানরা, সময় থাকতে তার আগমন যদি দেখতে পায়, হয়তো আত্মরক্ষার একটা ব্যবস্থা নিতে পারবে ও। অন্তত দলের সবাইকে ওয়াগনের

কাছে জড়ো করে সেখান থেকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে।

অদম্য তেজে পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ল সূর্য। পাহাড়ের সারি নিশ্চিতভাবে কাছে এসে গেল। এখন স্পষ্ট চোখে পড়ছে ওগুলো, প্রতিটা শৈলশিরা, প্রতিটা পাথরস্তূপ আর গিরিখাত।

পালা করে সামনে-পেছনে তাকাতে তাকাতে, গরুবাছুর তাড়িয়ে নিয়ে চলল নট। অগভীর একটা গিরিখাত দেখতে পেল সে, প্রথমে চওড়া তারপর ক্রমশ খাড়া হয়ে উঠে গেছে ওপর পানে। এর দুপাশে উঁচু নগ্ন পাহাড়প্রাচীর, ঢালগুলো অসম্ভব খাড়া, প্রচুর আলগা পাথর ছড়ানো-ছিটানো, ফলে ঘোড়াসহ ওঠা অসম্ভব।

গিরিখাতের ওপাশে কী আছে জানে না ও। তা ছাড়া এ-মুহূর্তে জানলেও কিছু ইতরভেদ ঘটত না, কারণ আসন্ন আক্রমণ মোকাবেলায় একমাত্র ওই জায়গাতেই সামান্য যা একটু আড়াল পাওয়ার আশা আছে ওদের।

আবার ঘাড় ফেরাল নট। দূর-পেছনে আর ডানে ধুলোর মেঘ দেখতে পেল।

লাগাম টানল ও, চারপাশের ধুলো থিতিয়ে এলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। আগুয়ান ধুলোর মেঘের গোড়ায় অনেকগুলো বর্শার ফলা চোখে পড়ল। চেষ্টা করল গুনতে, কিন্তু এখনও বহুদূরে থাকায় ব্যর্থ হলো।

সময় হয়েছে। দ্রুতগতিসম্পন্ন ওই অশ্বারোহীরা এসে পড়ার আগেই, গিরিখাতে ঢোকানোর জন্যে গরু আর ঘোড়াগুলোকে সামনের দীর্ঘ চড়াইয়ের ওপর তুলে দিতে হবে। যদি তা না দেয়...

একঝটকায় পিস্তল বের করে শূন্যে পরপর কয়েকটা গুলি ছুড়ল নট। দেখল জিম ঘাড় ফিরিয়েছে, প্যালেন্স তাকাল পেছনে, কোয়েড ওয়াগন সামান্য ঘুরিয়ে নিল যাতে পেছনটা দেখতে পায়। কেবল স্যাঁচেজ আর রাশকে ধুলোর আধিক্যে দেখতে পেল না ও।

তবে যাদেরকে পেয়েছে দেখতে তারা সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছোড়ার কারণ বুঝে গেল। প্যালেন্স তার পিস্তল বের করে খালি করল শূন্যে, সেই সাথে স্বভাবসিদ্ধ উন্মত্ত ভঙ্গিতে চেঁচাতে লাগল। জিম স্ক্যাবার্ড থেকে টেনে বের করল রাইফেল, গুলি করল, পরমুহূর্তে লিভার টেনে আরেকবার। কোয়েড কষে চাবুক হাঁকাল ঘোড়ার পিঠে, বিদ্যুৎবেগে ছুটতে শুরু করল ওয়াগন।

ওদিকে গরুবাছুরের পেছনে, ইন্ডিয়ানরা থেমে গেছে, অপেক্ষা করছে আরও যারা আসছে তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে। গরুগুলোর ছোটার বেগ বেড়ে গেছে এখন, ফলে আরও ঘন এবং আরও বিশাল হয়েছে ধুলোর মেঘ।

ওই অগভীর গিরিখাত, ওই জীবনরক্ষাকারী পাথরগুলোকে এখন মনে হচ্ছে যোজন দূরে। নট জানে না ওখানে সে সময়মত পৌঁছুতে পারবে কি-না।

পনেরো

অনন্ত ছুটে চলা। ধুলোয় এখন চারদিক আঁধার দেখছে নট, কেবল ওর আশেপাশের গোটা পঞ্চাশেক গরুবাছুর ছাড়া।

বারবার আগুপিছু করে, অপেক্ষাকৃত দুর্বল মন্থর কয়েকটা গরুকে পাল থেকে বের করে দিল ও। এরকম করার পেছনে ওর যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। ইন্ডিয়ানদের রুখতে হলে যেভাবে হোক তাড়াতাড়ি একটা সুবিধেজনক আড়ালে পৌঁছুতে হবে ওদের। এ-অবস্থায় সঙ্গে দুর্বল গরুবাছুর থাকলে তারা তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না অন্যদের সাথে, এবং তার ফলে হয়তো গোটা পালটাকেই ফেলে রেখে ওদরকে পালাতে হবে।

ধুলোয় কাশির দমক শুরু হলো ওর। মনে হলো নাক আর গলা বন্ধ হয়ে গেছে।

গরুগুলো এবার ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। শুষ্ক চওড়া গভীর একটা ক্রীকে জলপ্রপাতের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা, দূরাগত মেঘগর্জনের মত হুঙ্কার দিতে দিতে একসঙ্গে অপর পাড়ে গিয়ে উঠল।

এখান থেকে দীর্ঘ গিরিখাতটাকে অনেক নিচু আর সমতল দেখাচ্ছে, কিন্তু নট জানে আসলে এটা ওর চোখের ভুল। ওই গিরিখাত যথেষ্ট উঁচু।

পেছনে তাকিয়ে ও দেখতে পেল, ইন্ডিয়ান দল দুটোর মধ্যে দূরত্ব এখন মাত্র সিকি মাইলের। নবাগতদের পরিষ্কার গুনতে পারছে সে। আটজন। এর অর্থ, দুপক্ষের মধ্যে লোকসংখ্যার বৈষম্য এখন চার-এক। মনে মনে নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দিল নট।

প্রথম দলটা এগিয়ে গেল পরের আটজনের সঙ্গে মিলিত হতে। পরস্পর জোট বাঁধল ওরা, একটুক্ষণ শলাপরামর্শ করল নিজেদের মধ্যে, তারপর জোরকদমে ফের পিছু-ধাওয়া শুরু করল। যখন শেষ গরুবাছুরগুলো নেমে গেল ক্রীকে, নট অনুসরণ করল ওদের। মাত্র পঞ্চাশ ফুট দূরের জিনিসও দেখতে পাচ্ছে না ও, ধুলো এতই ঘন।

আকাশে গুলি ছুড়ল সে, চিৎকার করল উন্মত্ত সুরে। অপর প্রান্তে উঠে রিলোড করে নিল পিস্তল। তারপর পেছনে তাকাল আবার।

ইন্ডিয়ানগুলো যেন অশরীরী, হলদে ধুলোর মেঘের ভেতর দিয়ে অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে। স্ক্যাবার্ড থেকে ছোঁ মেরে ওর রাইফেলটা তুলে নিল নট, স্যাডল ছেড়ে একলাফে নামল মাটিতে। খুব কাছে এসে পড়েছে ওরা। গরুবাছুরগুলো চড়াইয়ের মাঝামাঝি পৌঁছানোর আগেই ইন্ডিয়ানরা ঘেরাও করে ফেলবে ওদের, কুকুরের মত গুলি করে হত্যা করবে মানুষগুলোকে। যেভাবেই হোক, রুখতে হবে ওদের, ছত্রভঙ্গ করে দিতে হবে। যেন ড্রোভাররা আরও কিছুটা সময় পায় হাতে।

একটা পাথরচাঁইয়ের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিল নট মনিবকে ফেলে রেখে

সামনে ছুটে পালাল আতঙ্কিত সোরেল, লাগামটা ল্যাগব্যাগ করে লুটাচ্ছে ধুলোয়। নট অপেক্ষা করছে, ঘামছে দরদর, থিতিয়ে-আসা ধুলোয় শ্বাস নিচ্ছে শব্দ করে।

বুক চিতিয়ে এগিয়ে এল ইন্ডিয়ানরা, দলবেঁধে। পাথরচাঁইয়ের মাথায় রাইফেলটা রাখল নট, সযত্নে স্থির করল নিশানা। ওরা যখন আর দুশো গজ তফাতে, গুলি করল ও।

একেবারে সামনের ঘোড়াটা ডিগবাজি খেল সামনের দিকে, আরোহীকে ত্রিশ ফুট দূরে নিক্ষেপ করে উল্টে পড়ল মাটিতে। পেছনের ঘোড়া দুটো ধাক্কা খেল ভূপাতিত ঘোড়াটার সঙ্গে, নিজেরাও ধরাশায়ী হলো। বাদবাকি ইন্ডিয়ানরা থমকে দাঁড়াল, ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল ডানে-বাঁয়ে।

ফের গুলি করল নট। আরেকটা ঘোড়া মৃত্যুশয্যা নিল। সুচিন্তিতভাবে ঘোড়াগুলোকে ঘায়েল করছে ও। এরকম ধুলোর মেঘে নিশানা হিসেবে ওরা অপেক্ষাকৃত বড়। তা ছাড়া মানুষ মারলে যা হত, বাহন হারিয়ে ধাওয়াকারীদের গতি অনেক বেশি শ্লথ হয়ে পড়ছে।

উঠে, ক্রীকের মুখ থেকে পিছিয়ে গেল নট। একরাশ গুলি ছুটে এল ওর দিকে, ঘুরে গরুবাছুরের পিছু নিল সে। এক্ষুনি ঘোড়াটাকে দরকার হবে ওর, তা নাহলে ইন্ডিয়ানরা ক্রীকের এপারে এসে ওকে বধ করবে।

চোখ ছোট করে ধুলোর মেঘের ভেতর তাকাল ও। সোরেলটা নেই! পড়িমরি করে ওপর পানে ছুট লাগাল নট, শ্বাস নিতে বেগ পাচ্ছে।

চলতি পথে একবার পেছনে তাকাল ও, দেখল আবার সংঘবদ্ধ হয়েছে ইন্ডিয়ানরা, ক্রীকের ভেতর ঢুকছে। ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল সে, হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে টাল সামলে নিল কোনমতে। বড়জোর আর মিনিট দুয়েক, এরমধ্যে যদি ঘোড়ার নাগাল না পায়, এখানেই ওকে প্রতিরোধ গড়তে হবে। একা।

ফের পেছনে তাকাল নট। একজন কোম্যাঞ্চি পৌঁছে গেছে ক্রীকের এপাশে।

থামল নট, হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল ও, গুলি ভরা আছে কিনা দেখে নিয়ে যথাস্থানে রেখে দিল ওটা, পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে রাইফেলহাতে অপেক্ষা করতে লাগল।

পেছনে একটা চিৎকার শোনা গেল··· একটা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ··· 'নট! কোথায়···'

চেঁচিয়ে উঠল সে, 'এখানে!'

সবেগে ওর দিকে ছুটে এল জিম, পেছনে টেনে আনছে নটের সোরেলটাকে। দৌড়ে গেল নট, লাগাম আঁকড়ে ধরে একলাফে চড়ে বসল স্যাডলে। ক্রীক থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে-আসা ইন্ডিয়ানদের উদ্দেশে গুলি ছুড়ল একটা, তারপর স্পার দাবাল ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে, ঝড়ের বেগে অনুসরণ করল জিমকে।

জিম ওর প্রাণরক্ষা করেছে। ঘোড়া ছাড়া, এখানে একাকী, বাঁচতে পারত না সে।

ও জানে কী রকম আতঙ্কের মধ্যে ছিল ছেলেটা। জানে ফিরে আসতে কতটা দুঃসাহসের প্রয়োজন হয়েছে।

৮

চড়াইয়ের অর্ধেকটা গিয়ে গরুবাছুরের শেষ অংশের নাগাল পেল ওরা। রাজখাঁই গলায় চিৎকার করল নট, 'প্ল্যালেন্স! স্যাচেজ! রাশ!' একপাশে বাঁক নিল ও, গরুগুলোর পাশ কাটিয়ে ওপরে ছুটল।

ধুলোর ভেতর থেকে একজন ঘোড়সওয়ারকে বেরিয়ে আসতে দেখল সে, তারপর আরেকজনকে। নট চিৎকার করে বলল, 'নাম! আটকাও বেজন্মাগুলোকে!'

লাফিয়ে মাটিতে নেমে পড়ল ওরা, ধুলোর ঘুর্ণিপাকের মধ্যে বসে ইন্ডিয়ানদের আসার অপেক্ষায় রইল।

নট জিজ্ঞেস করল, 'জিম! ওয়াগন কোথায়?'

জিম আগেই থামিয়ে ফেলেছে ওর ঘোড়া। লড়াইতে শরিক হতে স্যাডল থেকে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছিল এখন। ডাক শুনে হত বিহ্বল আতঙ্কিত চোখে ফিরে তাকাল নটের দিকে, হাত ইশারায় দেখিয়ে দিল।

'তুমি এসো আমার সঙ্গে!' চেঁচিয়ে আদেশ করে নট এগোল সেদিকে।

এবড়োখেবড়ো চড়াই ধরে ওপরে উঠে যাচ্ছে ওয়াগন। একহাতে লাগাম আর অন্য হাতে লম্বা বেণী-করা চাবুক নিয়ে চালকের আসনে দাঁড়িয়ে আছে কোয়েড, ভয়চকিত টিম হর্সগুলোর নিতম্বে সপাং সপাং বাড়ি মারছে।

ওর পাশের সিটে বসে আছে সামান্থা, প্রাণপণে দুহাতে চেপে ধরেছে সিটের গদি। নটের মনে হলো ওরা দুজনেই ছিটকে পড়ে যাবে ওয়াগনের ঝাঁকুনিতে, কিন্তু ওদের সৌভাগ্য, তা পড়ল না।

তবে ওয়াগনের অনেক মালপত্র পড়ে গেল পথের ওপর। পানির পিপে, রসদ, রান্নার সরঞ্জাম আর জ্বালানি কাঠ। পেছনে রাইফেলের তীক্ষ্ণ গর্জন শুনতে পেল ও, বুঝল ড্রোভাররা গুলি ছুড়তে শুরু করেছে।

ছত্রভঙ্গ হয়ে গরুবাছুর উঠে আসছে চড়াইয়ের ওপরে। মুহূর্তের জন্যে চোখের কোণে নট দেখল একেবারে সামনেরগুলো অদৃশ্য হচ্ছে গিরিখাতের ওপাশে। ওয়াগনটা প্রায় পৌঁছে গেছে মাথায় এই সময় ওটার পাশাপাশি হলো নট, চেঁচিয়ে বলল, 'কোয়েড!'

চূড়ার কিনারে একঝাঁক উঁচু বোল্ডারের দিকে ইশারা করল ও। চোয়াল চেপে নিবিষ্ট মনে চালাচ্ছে কোয়েড, তাই প্রথমে নট বুঝতে পারল না ইশারাটা ওর বোধগম্য হয়েছে কিনা। তারপর দেখল ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়েছে কোয়েড, এগিয়ে যাচ্ছে ওর নির্দেশিত আশ্রয়ের দিকে।

লাগাম টেনে থামল নট, ঘাড় ফিরিয়ে জিমকে আদেশ করল, 'ওদের সঙ্গে যাও!'

দ্বিধা করছিল জিম, নট ধমকে উঠল, 'তোমাকে যা বললাম তাই কর!'

ঝটিতি ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল জিম, জোরকদমে ছুটল ওয়াগনের পেছন পেছন।

গরু আর ঘোড়ার পাল চলে যাওয়ায় ধুলো এখন দ্রুত থিতিয়ে আসছে। এর মাঝ দিয়ে নট দেখতে পেল, ড্রোভার তিনজন যে-পাথরস্তূপের আড়ালে ঠাঁই নিয়েছে ইন্ডিয়ানরা চড়াই বেয়ে ধেয়ে আসছে সেটার দিকে।

একলাফে স্যাডল থেকে নেমে পড়ল ও, কবজির সাথে লাগাম জড়িয়ে নিয়ে

রাইফেলটা তুলল কাঁধের কাছে, ঝটপট গুলি ছুড়তে লাগল হানাদার ইন্ডিয়ানদের নিশানা করে।

এত কাছ থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললে হয়। কিছু টের পাওয়ার আগেই খতম হয়ে গেল দুই কোম্যাঞ্চি, অন্যরা ক্রসফায়ারের মরণফাঁদ থেকে বাঁচতে ছুটে পালাতে শুরু করল ঢালের নীচে।

স্যাডলে চাপল নট, পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সহযোগীদের কাছে গেল। প্যালেন্স আর রাশ উঠে পড়েছে, কিন্তু স্যাঁচেজ পলায়নপর যোদ্ধাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছে এখনও। সামনেই মাটিতে পড়ে আছে তিনজন, খানিকটা নীচে আর একজন।

অবশেষে স্যাঁচেজ যখন বুঝতে পারল আর গুলি চালিয়ে লাভ নেই তখন উঠে সামনে এগোল সে, ভূপাতিত এই ইন্ডিয়ানকে কাতরাতে দেখে রাইফেলের কুঁদোর আঘাতে তার খুলি চৌচির করে দিল।

প্রতিবাদ করল না নট, তবে ওর গা গুলিয়ে উঠল। চেঁচিয়ে ডাকল ও, 'চলে এসো,' তারপর সবাইকে নিয়ে এগোল চূড়ার দিকে। পাথরচাঁইগুলো যেখানে বেশ উঁচু আর পরস্পর প্রায় সেঁটে রয়েছে সেই জায়গাটা দেখাল ও। 'প্যালেন্স। সাঁচেজ। রাশ। তোমরা ওখানে ঢোক।'

চূড়ার ওপাশে ওয়াগনের কাছে গেল নট। একটা পানির পিপে এখনও অক্ষত রয়েছে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কোয়েড আর সামান্থা ওয়াগনের নীচে আশ্রয় নিয়েছে। জিম তার ঘোড়া বাঁধছে চাকার সঙ্গে।

মাটিতে নেমে জিমেরটার পাশে নিজের সোরেলটাকে বাঁধল নট। কিছুক্ষণ আগে একটানা গোলাগুলির শব্দে কানে যেমন তালা লেগে গিয়েছিল, এখন অখণ্ড স্তব্ধতাকেও তেমনি অসহনীয় মনে হচ্ছে। জোরাল আর ফ্যাঁসফ্যাঁসে শোনাল ওর কণ্ঠস্বর। 'জিম...ধন্যবাদ, বাছা। তুমি ফিরে না গেলে আমি নির্ঘাত মারা পড়তাম।'

লজ্জায় লাল হলো জিমের পাণ্ডুর মুখ, তবে চোখ থেকে খানিকটা ভয় কেটে গেল। নটের হাত স্পর্শ করল ওর কাঁধ, আঁকড়ে ধরল।

বুকে হেঁটে ওয়াগনের নীচে গিয়ে ঢুকল ও, জিম পিছু নিল। কোয়েডকে একগাল হাসি উপহার দিল নট। 'তুমি একজন টিমস্টার বটে। একেই না বলে ড্রাইভিং।'

কোয়েড পাল্টা হাসল। 'ভয় পেলে মানুষ অনেককিছু করতে পারে। আমি ভয় পেয়েছিলাম।'

সামান্থা, প্রায় কাঁদ-কাঁদ চেহারা, বলল, 'এরকম একটা অবস্থায় তোমরা রসিকতা–'

ভয় আর অবসাদে ওর এখন ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে, নট উপলব্ধি করল। প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে ও বলল, 'দেখো তো, আমাদের পানি আর খাবার কতটা আছে।'

একটুক্ষণ সংশয়ের দৃষ্টিতে ওর পানে চেয়ে রইল সামান্থা। তারপর লক্ষ্মী মেয়ের মত উঠে ওয়াগনের ভেতরে গিয়ে ঢুকল। ভয়ের প্রাথমিক ধাক্কা কেটে

যেতে জিম ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করেছিল। নট বলল, 'টিম হর্সগুলোকে খোল, জিম। একটু পেছনে নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখ কোথাও।'

ছেলেটার কাঁপুনি কমল। বাইরে গিয়ে বাঁধন খুলতে শুরু করল ও। খানিক বাদে, মাটিতে পড়ে গেল ওয়াগনের সামনের অংশ, নট শুনতে পেল ঘোড়াগুলো আস্তে আস্তে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

নীচের ফাঁকা ঢালটা উঁকি মেরে জরিপ করল ও। একটা ইন্ডিয়ানকেও দেখা যাচ্ছে না, শুধু কয়েকজনের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে এখনও। আরও নীচে, শুকনো ক্রীকের ওপাশে, কয়েকটা ঘোড়ার লাশ চোখে পড়ল ওর। কিন্তু কোন প্রাণের আভাস পেল না।

'এরপর?' কোয়েড প্রশ্ন করল।

'অপেক্ষা। শিগগিরই তা হলে জানতে পাব কী চায় ওরা, এবং সেজন্য কতটা মাশুল গুনতে রাজি।'

'যদি স্যাঁচেজকে চায়? ওকে তুলে দেবে ওদের হাতে?'

তক্ষুণি জবাব দিল না নট। বুঝতে পারছে এর উত্তরে ও একটা কথাই বলবে। এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল সে।

'মনে রেখো, ও যতটা শ্বেতাঙ্গ, ইন্ডিয়ানও তেমনি।'

'ঠিক। কিন্তু ও আমাদের লোক।' বলল বটে, কিন্তু নট জানে কথাটা সম্পূর্ণ সত্যি নয়। স্যাঁচেজের কাজকর্মে ইন্ডিয়ানদের প্রভাব বেশি। চিন্তাভাবনায়ও।

আসলে, অনুমান করল ও, এর সাথে একটা নীতির পশ্ন জড়িত। স্যাঁচেজকে ইন্ডিয়ানদের হাতে তুলে না দিলে ওদের সবার জীবন হুমকির সম্মুখীন হবে, তবু ওর কিছুই করার নেই। তা ছাড়া ব্যাপারটাকে ইন্ডিয়ানরা ঘৃণার চোখেও দেখতে পারে, ভাবতে পারে ড্রোভাররা ভয় পেয়েছে, আর সেক্ষেত্রে ওরা দ্বিগুণ তেজে আক্রমণ করবে।

নটের ডান দিকে শৈলশিরার পেছনে নেমে গেল সূর্য। ওর সামনের ঢাল ছায়াচ্ছন্ন। এর ওপাশে তরাইতে ছায়াদের দীর্ঘ প্রসারিত সব আঙুল ছুড়ে দিয়েছে শৈলশিরা আর টিলাটক্কর। সব জায়গায় ছায়া আর উজ্জ্বল রোদের জাফরি-কাটা নকশা।

নট দেখল আকাশ কমলা, গ্রীষ্মের বাতাসের সাথে ভেসে আসছে অসংখ্য ছেঁড়াখোঁড়া সাদা মেঘ, ক্রমশ গাঢ় সোনালি হচ্ছে। ইন্ডিয়ানরা যদি এক্ষুণি হামলা না করে, ভাবল ও, সম্ভবত সকালের অপেক্ষায় থাকবে।

টিম হর্সগুলো বেঁধে রেখে ফিরে এল জিম। এর কয়েক সেকেন্ড পর, হামাগুড়ি দিয়ে ওয়াগনের নীচে এসে ঢুকল সামান্থা।

'পানি বড়জোর অর্ধেক পিপে আছে, ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল ও। 'ঢাকনা খুলে গিয়ে বেশিটাই পড়ে গেছে। তবে খাবারে টান পড়বে না।'

রাত নামার আগে স্থলভাগকে রঙহীন করে মুছে গেল আলো। আরও ধীরে ধীরে তবে নিশ্চিতভাবে, অদৃশ্য হলো সমস্ত মেঘের রঙ। ওদের চারপাশের সবকিছু এখন ফ্যাকাসে, ধূসর প্রকৃতি স্তব্ধ। বাতাস ঠাণ্ডা।

ওয়াগনের নীচ থেকে বাইরে বেরিয়ে এল নট। ছড়ান-ছিটান পাথরের

আড়ালে আত্মগোপন করে সোজা চলে গেল শেরশিরার মাথায়।

এপাশে, ক্রমশ ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে রুক্ষ কঠিন ভূপৃষ্ঠ, প্রায় শ-মাইলের মত। সামান্য যা কিছু ঘাস জন্মেছে তা নেহাত বেঁটে আর পাতলা। এমনকী একটা টিকটিকি পর্যন্ত গা ঢাকা দিয়ে উঠে আসতে পারবে না।

ঢাল যেখানে সমান হয়ে গেছে সেদিকে তাকাল ও। দেখল, বেশ কয়েক মাইল দূরে গরুবাছুর আর ঘোড়াগুলো চরছে।

ঘুরে ওয়াগন অভিমুখে ফিরে চলল নট। এখনও নিরাপদ নয় ওরা। দলগত শক্তির পাল্লা ইন্ডিয়ানদের দিকেই ভারি। ভোরে তিনদিক থেকে চুপিসারে এগিয়ে আসতে শুরু করবে ওরা। ডানের আর বাঁয়ের পাথরচাঁইগুলোর মাঝ দিয়ে, এবং দক্ষিণের গিরিখাত ধরে। উত্তর থেকে আসার সম্ভাবনা কম, তবু ওদিকেও পাহারা রাখতে হবে।

ও যখন ওয়াগনের কাছে পৌঁছুল তখন প্রায় অন্ধকার। 'চটপট খাওয়াদাওয়া সেরে ফেলতে হবে,' বলল নট। 'পরে হয়তো আর সময় পাব না।'

জিমকে সঙ্গে করে ওয়াগনের নীচ থেকে বেরিয়ে এল সামান্থা। কোয়েড এরইমধ্যে কিনারে চলে গেছে, নজর রাখছে দক্ষিণের ঢালের ওপর। 'এখনও পাবে না,' নিচু গলায় বলল সে। 'ওই যে, আসছে ওরা।'

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল নট। সন্ধ্যার বিলীয়মান আলোয় ঝাপসা দেখাচ্ছে সবকিছু, কিন্তু ইন্ডিয়ানদের ধাবমান ঘোড়ার খুরের শব্দ ওর কানে ঠিকই পৌঁছুল।

'ওয়াগনের নীচে!' বলল নট। তারপর অন্যদের উদ্দেশে গলা চড়িয়ে যোগ করল, 'সাবধান! আসছে!'

ওর কণ্ঠ সবে মিলিয়েছে এমন সময়ে গিরিখাতের অপর প্রান্তের পাথরচাঁইগুলোর আড়াল থেকে রাইফেলের গর্জন ভেসে এল। নীচে, আর্তনাদ করে উঠল কয়েকটা ইন্ডিয়ান, পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে দূরাগত কয়োটের ডাকের মত মিলিয়ে গেল সেই আওয়াজ।

কোয়েডের রাইফেল গর্জে উঠল। সামান্থা ফিরে গেছে ওয়াগনের তলায়। জিমও। ছেলেটার রাইফেলের নল খানিকটা বেরিয়ে আছে বাইরে, নট ওয়াগনের তলায় ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় শুনতে পেল ও-ও গুলি ছুড়ছে।

যথাসম্ভব ত্বরিতগতিতে গুলি ছুড়তে লাগল নট। যখন শেষ হয়ে গেল বুলেট, রাইফেলটা একপাশে ফেলে দিয়ে হোলস্টার থেকে ছোঁ মেরে পিস্তল বের করল।

ইন্ডিয়ানরা কখনও স্বেচ্ছায় রাতে যুদ্ধ করেছে এমন কথা কস্মিনকালেও শোনেনি ও। এখনও অবশ্য পুরোপুরি রাত হয়নি, নট ভাবল, কিন্তু আর অল্পক্ষণের মধ্যে হয়ে যাবে। অসময়ে ওদের এই আক্রমণ বলে দিচ্ছে ওরা মরিয়া। নইলে সকাল অবধি অপেক্ষা করত।

নীচের ঢালে, একের পর এক মারা পড়ছে ইন্ডিয়ানরা। একটা ঘোড়া ধরাশায়ী হলো, চাপা দিল আরোহীকে, বুকফাটা চিৎকার করে উঠল লোকটা। বাকি তিন ড্রোভার যে-পাথরচাঁইগুলোর আড়ালে আছে, সেখান থেকে অবিরাম গুলিবর্ষণের আওয়াজ ভেসে আসছে।

দক্ষিণের ঢালে হানাদারদের আক্রমণে ভাটা পড়ল, একটুক্ষণ ইতস্তত করল

ওরা, তারপর ঘুরে যেদিক থেকে এসেছে ছুটে পালাল সেদিকে। কেবল আহত একজন পড়ে রইল পেছনে, ক্রল করে সরে যেতে চেষ্টা করছে ওদের মাঝ দিয়ে। কম্পিত আঙুলে নট ওর অস্ত্রশস্ত্র রিলোড করতে শুরু করল।

ষোলো

রাইফেলে গুলি ভরা শেষ হয়েছে, এই সময় ডান দিকে শব্দ শুনতে পেল ও। ঝট করে ঘাড় ফেরাল, অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল রাশ প্যালেন্স আর স্যাঁচেজ সামনের ফাঁকা জমিটুকু পেরিয়ে ওয়াগনের দিকে এগিয়ে আসছে। ওদের একজন আহত, অন্য দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটছে।

বিড়বিড় করল ও, 'বাপ জন্মেও শুনিনি ইন্ডিয়ানরা রাতে যুদ্ধ করে। ওদের বাধ্য না করলে হয়তো করতও না।'

নাক সিটকাল কোয়েড। 'এটা নির্ভর করে ওরা কেন যুদ্ধ করছে তার ওপর। এই দলটার লক্ষ্য প্রতিশোধ নেয়া।'

'কীভাবে জানলে তুমি?'

'ওদের ভাষা একটু-আধটু জানি। চড়াই বেয়ে উঠে আসার সময়ে যেসব চিৎকার করছিল সেগুলো থেকে বুঝেছি।'

'স্যাঁচেজ?'

'হ্যাঁ। সর্দারের ছেলেকে খুন করেছে ও। এখন ওকেও সেইভাবে ওরা হত্যা করতে চাইছে। শর্ট-লেগ নামে ওকে ডাকছে কোম্যাঞ্চিরা।'

ওয়াগনের ধারে পৌঁছে কোয়েডের শেষের কথাগুলো শুনে ফেলল ওই তিনজন। স্যাঁচেজের পায়ে চোট লেগেছে। ক্রল করে ওয়াগনের নীচে গিয়ে আশ্রয় নিল ও। এমনিতে নীরব, তবে মাঝে-মধ্যে ব্যথায় কোকাচ্ছে।

নট গড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। বলল, 'আমি দেখছি ওর জখমটা বেঁধে দেয়ার মত কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

এবার কোয়েড সামান্থা আর জিম ফাঁকায় বেরিয়ে এল।

রাশ বলল, 'আমার কথা, ওকে ধরিয়ে দাও।'

ঘৃণা ঝরে পড়ল কোয়েডের কণ্ঠে। 'নট, তোমার উচিত ছিল প্রথম দিনই এই শয়তানটাকে ক্যাপ্টেন রিচার্ডসের হাতে সোপর্দ করা।'

'তোমার আবার এত কথা কিসের, বুড়ো?' ঘেউ ঘেউ করল রাশ। 'তোমার আয়ু তো প্রায় শেষ। এমনকী তুমি এখন আর মেয়েছেলেদের ব্যাপারেও উৎসাহী নও।'

'নিজের ভাল চাইলে তুমিও হবে না!'

ধমকে উঠল নট, 'চুপ করো তোমরা। আমারা ওকে ধরিয়ে দেব না। ও আমাদের লোক।'

'তা হলে কী করব?' মিহি সুরে জানতে চাইল রাশ।

'যা করেছি এতক্ষণ–লড়াই।'

'ভোট হোক,' জেদ ধরল রাশ। 'প্রাণটা যখন আমাদের, তখন আমাদেরও কিছু বলার অধিকার থাকা উচিত।'

ক্রুদ্ধ স্বরে কোয়েড বলল, 'তোমার কিছু বলার নেই। এমনিতেও তুমি ফাঁসিতে লটকাবে।'

এতক্ষণ চুপ করে ওদের উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় শুনছিল প্যালেন্স. এবার সে মুখ খুলল। 'ভোট হোক, নট।'

'তুমি ওকে ধরিয়ে দিতে চাও?'

'আলবত।'

নট বলল, 'কোয়েড?'

'তুমি জান আমি কী বলব। না।'

'সামা?'

'আমরা ওকে ধরিয়ে দিতে পারি না। অন্তত, ওদের কাছে নয়।'

'জিম?'

'না, নট।' জিমের চোখ নীচে, প্যালেন্সের দিকে তাকাচ্ছে না।

'ভোটে হেরে গেছ তোমরা দুজন,' নট রায় ঘোষণা করল। অতএব, এ-ব্যাপারে আর কোন কথা নয়।'

প্যালেন্স বা রাশ কেউই জবাব দিল না।

নট জিজ্ঞেস করল, 'কোয়েড, তোমার কি ধারণা, আজ রাতে আবার আসবে ওরা?'

'মনে হয় না। একবার দেখো তাকিয়ে।'

তরাইয়ের দিকে চোখ ফেরাল নট। আগুনের ছোট্ট একটা শিখা নাচছে, উজ্জ্বল হচ্ছে ক্রমশ।

'রাতের মত ক্যাম্প করছে,' বলল কোয়েড। 'তবে ভোর-রাতে নতুন করে হামলা চালাবে।'

'তা হলে সবাই এই বেলা খেয়ে নাও। আর আমি দেখছি ওর চিকিৎসার ব্যাপারে কী করা যায়।' ওয়াগনের কোনা ঘুরে হাঁটা দিল নট। রাশ গুড়ি মেরে এর নীচে গিয়ে ঢুকল, ভাবখানা ঘুমোতে যাচ্ছে।

এত কাছ থেকে প্রায় বিস্ফোরণের মত শোনাল গুলির আওয়াজ। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল নট, পিস্তল বেরিয়ে এসেছে হাতে।

তবে কোন ইন্ডিয়ান ওই গুলির জন্যে দায়ী নয়। নট যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে মাত্র চার-পাঁচ কদম দূরে ওয়াগনের নীচে ছোড়া হয়েছে ওটা।

সঙ্গে সঙ্গে এর অর্থ বুঝতে পারল ও। তিন লাফে জায়গামত পৌঁছে গেল সে, ঝুঁকে পড়ে আঁকড়ে ধরল রাশের পা। হেঁচড়ে বাইরে বের করে আনল ওকে। ক্ষিপ্ত হয়ে, নির্দয়ভাবে ওর পাঁজরে লাথি মারল।

ককিয়ে উঠল রাশ, বাঁকা হয়ে গেল। পিস্তলটা হোলস্টারে রেখে দিয়ে, আবার লাথি মারল নট। ওর সমস্ত অন্তর বিষিয়ে উঠেছে ঘৃণায়, একটা সাপকে মেরে ফেলার সময়ে যেমন ওঠে।

কোয়েডের গলা শুনতে পেল ও। 'কোন লাভ নেই। স্যাচেজ মারা গেছে।'

থেমে গেল নট। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ভূলুণ্ঠিত বাঁকাচোরা অস্পষ্ট অবয়বের দিকে।

'এখন আর আগের খুনের জন্যে নয়–এটার জন্যেই অ্যাবিলেনে তোমার ফাঁসি হবে।'

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল রাশ। প্রথমে নট ভেবেছিল ভয়ে কাঁপছে, তারপর টের পেল লোকটা হাসছে–বদ্ধপাগলের মত। হাতের মুঠি চাপল ও। হনহন করে সরে গেল অন্ধকারের ভেতর, জানে ওখানে থাকলে লোকটাকে সে খুন করে ফেলবে।

স্যাচেজকে ওর ভাল লেগে গিয়েছিল তা নয়। কিন্তু মানুষ কখনও ওভাবে বাঁচে না–স্বার্থের কারণে সহযোগীদের খুন করে। ওটা পশুর স্বভাব।

প্রায় আধঘণ্টা দূরে সরে রইল ও, স্তব্ধ অন্ধকারে পায়চারি করে প্রশমিত করল রাগ। তারপর ফিরে এল, একশো ফুট দূরে থাকতে নিজের পরিচয় জানিয়ে।

স্যাচেজকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। রাশ প্যালেন্স আর কোয়েড ওয়াগনের নীচে রয়েছে। জিম আর সামান্থা পাশাপাশি বসে আছে ওয়াগনের সামনের অংশে।

সামান্থা বলল, 'কয়েকটা ঠাণ্ডা বিস্কুট আছে এখানে।'

গোটা দুয়েক তুলে নিল নট, জোর করে খেল।

'এখন কী হবে?' ভয়ার্ত কণ্ঠে শুধাল সামান্থা।

'মরেই যখন গেছে,' নট বলল, 'স্যাচেজকে আমি ওদের ক্যাম্পে রেখে আসব। তারপর দেখি কী হয়।'

'এতে কোন লাভ হবে মনে হয়?'

'হতেও পারে। ঠিক জানি না। ওদেরও অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। স্যাচেজকে পেলে হয়তো লোকসানটা আর বাড়াতে চাইবে না।'

ওয়াগনের ওপাশে গেল ও, নিজের ঘোড়াটা খুলে নিল। 'কোয়েড,' ডাকল নট।

বুকে হেঁটে ওয়াগনের নীচ থেকে বেরিয়ে এল বৃদ্ধ স্কাউট। নট বলল, 'স্যাচেজকে ঘোড়ায় তুলব, আমাকে একটু সাহায্য করো। কোথায় ও?'

'ওইদিকে। লাশটা দিয়ে আসতে যাচ্ছ ওদের?'

'হ্যাঁ। মরেই যখন গেছে, এখন আর ওরা কষ্ট দিতে পারবে না ওকে।'

অন্ধকারে পথ দেখিয়ে নিয়ে এগোল কোয়েড, নট পিছু নিল। ধরাধরি করে স্যাচেজের লাশ স্যাডলে তুলল ওরা। ভয় পেয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল সোরেল, কিন্তু নট শক্ত করে ধরে রাখল লাগাম, তারপর নিজেও উঠে বসল।

'যদি আমি আর ফিরতে না পারি,' মৃদু সুরে ও বলল স্যাডল থেকে, 'আমি চাই তুমি আমার হয়ে একটা কাজ করো।'

'নিশ্চয়, অ্যালান।'

'রাশকে খুন করবে। তারপর চেষ্টা করবে সামা আর জিমকে সঙ্গে নিয়ে

অ্যাবিলেনে চলে যেতে। জাহান্নামে যাক গরুবাছুর। কেবল তোমরা চলে যেয়ো।'

'ঠিক আছে। তুমি কোন চিন্তা করো না– আমি পারব।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল নট, রওনা হলো পাহাড়ের নীচে।

অত্যন্ত সহজভাবে ব্যাপারটাকে অন্যদের কাছে ব্যাখ্যা করেছে ও. ইন্ডিয়ানদের ক্যাম্পে স্যাঁচেজের লাশ দিয়ে আসতে যাচ্ছে। ইচ্ছে করেই এভাবে বলেছে, যাতে ওর অভাবে দলীয় শৃঙ্খলার আরও অবনতি না ঘটে। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা এত সহজ নয়। আদৌ সহজ নয়।

নীচে ওরকম প্রকাশ্য জায়গায় আগুন থাকা সত্ত্বেও, নট জানে ইন্ডিয়ানরা পাহারায় রয়েছে। কারণ ওরা জানে রাতে ওদের ক্যাম্প আক্রান্ত হতে পারে।

তাই ধীর গতিতে এগোচ্ছে ও, ঘোড়াটাকে স্বেচ্ছায় পথ বেছে নিয়ে নেমে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছে। তবু, যতটা করা চলে। তার চেয়ে বেশি শব্দ করছে ওটা।

তরাইতে পৌঁছে ডানে মোড় নিল নট, বাতাসের বিপরীতে। এ পথে গেলে ইন্ডিয়ানদের ঘোড়াগুলো টের পাবে না ওর সোরেলের গায়ের গন্ধ। এবং ওর উপস্থিতি ফাঁস করে দিতে পারবে না।

শুরুতে ক্রীকের পাড় ধরে সিকিমাইল এগোল ও, তারপর ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে ক্রীক পার হলো।

ইন্ডিয়ান ক্যাম্পের সাথে দূরত্ব যত কমে আসছে, ওর উত্তেজনা বাড়ছে। বাঁ-হাতে লাগাম ধরে আছে সে, হাঁটুর সাহায্যে স্থির রেখেছে স্যাঁচেজের লাশ, ডান হাতে রয়েছে পিস্তল।

মন্থর লয়ে গড়িয়ে চলেছে সময়। ওর সমস্ত ইন্দ্রিয় চিৎকার করছে তাড়াহুড়ো করার জন্যে, কিন্তু নট অবিচল।

এখন আগুনটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ও। এর আশেপাশে যেসব ইন্ডিয়ান ঘুমোচ্ছে তাদের জবুথুবু অবয়বগুলো চোখে পড়ছে। রাইফেল হাতে এমাথা-ওমাথায় টহল দিচ্ছে দুজন। নট জানে আলোর বাইরে, অন্ধকারের ভেতর আরও পাহারাদার রয়েছে। ওদের সে দেখতে পাওয়ার আগেই ওরা দেখে ফেলবে ওকে।

সজাগ সতর্ক হয়ে এগিয়ে চলল নট। আগুন আর ওর মাঝে ব্যবধান কমে আসছে একটু একটু করে, তিনশো গজ··· দুশো··· একশো। তবু রাতে অখণ্ড নীরবতায় ব্যাঘাত ঘটাল না কোন গুলির আওয়াজ। চিৎকার শোনা গেল না।

পঞ্চাশ গজ। ডান দিকে সন্দেহজনক নড়াচড়ার আভাস পেল নট। ঘোড়ার পাঁজরে আড়ষ্ট হয়ে চেপে বসল ওর স্পার। চমকে উঠে লাফিয়ে আগে বাড়ল জানোয়ারটা।

যে-ঝোপের ভেতর থেকে এসেছিল শব্দ সেখানে একটা রাইফেল গর্জে উঠল। ক্রুদ্ধ গুঞ্জন তুলে ওর পেছন দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেটটা। পরক্ষণে ছুটতে শুরু করল ঘোড়া, নট ওর পেটে অনবরত স্পার দাবাতে লাগল।

ঠিকমত প্রস্তুতি নেয়ার সময় পেল না ও, এত দ্রুত পৌঁছে গেল ইন্ডিয়ান ক্যাম্পের মাঝখানে। কোনমতে স্যাডলের ওপর কাত হলো সে, ডান বুটের ডগা

স্যাঁচেজের লাশের নীচে স্থাপন করল। তারপর পায়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে স্যাডল থেকে উঁচু করল লাশটা।

ভয় পেয়ে একপাশে সরে গেল ঘোড়া, লাশটা পিছলে ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে, একটা গড়ান দিয়ে থেমে গেল আগুনের কিনারে এসে। পরক্ষণে আলোর কেন্দ্র থেকে সরে গেল নট, ঘুটঘুটে অন্ধকার চিরে ঘোড়া ছোটাল ঊর্ধ্বশ্বাসে।

পেছনে অজস্র কণ্ঠে ইন্ডিয়ানদের দুর্বোধ্য চিৎকার শোনা গেল। এলোপাতাড়ি গুলি হলো কয়েকটা, দুটো তীর ছুটে এল। তারপর বিপদসীমার বাইরে এসে পড়ল সে, ঘোড়াটা ছুটতে লাগল স্বচ্ছন্দ গতিতে।

বাঁয়ে ক্রীকের দিকে বাঁক নিল ও। এমনকী এরকম আঁধারেও গরুবাছুরের খুরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ট্রেইলটা চিনতে কষ্ট হলো না ওর, ক্রীক থেকে উঠে চড়াইয়ের ওপর পানে রওনা হলো।

ভোরের প্রতীক্ষায় থাকা ছাড়া এখন আর কিছু করার নেই ওদের। তার আগে ও জানতে পারবে না স্যাঁচেজের লাশ ওদের উপহার দেয়ায় লাভ হয়েছে কি-না। হয়নি, এমনটি হওয়া খুবই সম্ভব। লোকটা মৃত বলে নিজেদেরকে প্রতারিত ভাবতে পারে ইন্ডিয়ানরা, আক্রমণ শানাতে পারে নবোদ্যমে। কিংবা বদলা নিতে চাইতে পারে সন্ধ্যার খণ্ডযুদ্ধে ওদের যেসব সহযোগী নিহত হয়েছে তাদের রক্তের।

তবে নট ওর সাধ্যানুযায়ী সবরকম চেষ্টা করেছে। তাই এখন শুধু আশা নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে ওদের।

সবাই ক্লান্ত, তবু একফোঁটা ঘুম এল না কারও। পুরুষরা ওয়াগনের সামনে বসে আছে, নজর রাখছে মাইলখানেক দূরের তরাইতে ইন্ডিয়ান ক্যাম্পের ওপর। কী চরছে ওখানে দেখার জন্যে দূরত্বটা অনেক বেশি, তবে অনুমান করে নিতে পারছে। স্যাঁচেজকে বিকৃত করছে ওরা, যদিও ওর দেহে প্রাণ নেই।

সামান্থা আর জিম একসঙ্গে গুটিসুটি মেরে বসে আছে, ওদের পিঠ ওয়াগনের গায়ে। নট পায়চারি করছে অস্থিরভাবে।

মাঝরাত নাগাদ, তরাইয়ের আগুন স্তিমিত হতে হতে একসময় নিভে গেল সম্পূর্ণ। দমকা হিমেল হাওয়া ছুটে এল স্থলভাগের দিক থেকে, আগের চেয়েও উজ্জ্বল হয়ে উঠল নক্ষত্ররাজি। কোথাও উচ্চকণ্ঠে একটা কয়োট ডেকে উঠল এবং চুপ করল। খানিক বাদে, আরেকটু দূরে, এর জবাব দিল আরেকটা।

সামান্থার পাশে এসে বসে পড়ল নট। জিমকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে রয়েছে মেয়েটি, ঠাণ্ডা আর আসন্ন ভোরের ভয় দূর করতে। ওর কণ্ঠ মৃদু, সাহসহীন। 'তোমার কী মনে হয়–'

'ওদের চলে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। স্যাঁচেজকে চাইছিল ওরা, পেয়েছে। জানে আক্রমণ করলে আবারও বহুলোক হারাতে হবে ওদের।'

'তারপরও যদি করে?'

'আমরা যতটা সম্ভব চড়া মাশুল গুনতে বাধ্য করব।'

এবার আরও কোমল সুরে সামান্থা বলল, 'আমি দুঃখিত। তোমাকে টেনে

এনেছি এর ভেতর। কাজটা উচিত হয়নি।'

নট জিজ্ঞেস করল, 'জিম ঘুমিয়ে পড়েছে?'

'জানি না। তবে মনে হয়।'

'কিন্তু আমার একটুও আফসোস্ নেই, সামা,' চাপা গলায় বলল নট। 'তুমি যদি ফোর্ট ওঅর্থে চলে যেতে–' হঠাৎ কেমন যেন আড়ষ্ট বোধ করল ও। 'ধেৎ, আমি জানি না কাল কী ঘটবে। আমি শুধু এটুকু বলতে চাই– সামা, আমরা যখন অ্যাবিলেনে পৌঁছুব, আমাকে বিয়ে করবে তুমি?'

অনেক, অনেকক্ষণ চুপ করে রইল মেয়েটা। নটের অস্থিরতা প্রায় অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেল। তারপর যখন শুনতে পেল ওর কণ্ঠ, মনে হলো বহুদূর থেকে আসছে, এতই মৃদু। 'হ্যাঁ, নট। করব।'

বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার মত একখানা জায়গা বটে, নট ভাবল। সময়ও। ঘুরে বসল ও, সামান্থার মুখখানা টেনে নিল নিজের কর্কশ দুই হাতের মাঝে। ভেজা-ভেজা ঠেকল ওর গাল। আলতো চুমু খেল ঠোঁটে; কোমল নিষ্পাপ মিষ্টি একটা পরশ অনুভব করল।

বুকে চিনচিনে ব্যথা শুরু হলো ওর, মেয়েটিকে পাওয়ার জন্যে ব্যাকুলতার ব্যথা, তবে আজ রাতে ব্যথাটা সুখের– কারণ আজ রাতে সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে।

সংকল্প আর ভয়-মাখা কণ্ঠে সামান্থা বলল, 'অ্যালান, চল, আমরা দূরে কোথাও যাই। জিম বোধ হয় ঘুমিয়ে আছে। আমরা জানি না– কাল কী ঘটবে। আমি চাই তুমি আমাকে ধরে রাখ। আমি–' থেমে গেল ও, মুখ ব্রীড়াবনত।

নটের রক্তে বান ছুটল। হাতুড়ির ঘা পড়তে শুরু করল বুকের ভেতর, এত জোরে যে মনে হলো পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে। জিমের কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিল সামান্থা, ছেলেটা নড়ে উঠল, কিছু বলল ঘুমের ঘোরে।

ওয়াগনের পেছন থেকে নিচু একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'আলো ফুটছে।'

নট বলল, 'ধেত্তেরি!' ও যা ভেবেছিল সময় তার চেয়ে দ্রুত বয়ে গেছে। আবার মেয়েটিকে চুমু খেল সে, এবার সবলে। তারপর যখন সরিয়ে নিল মুখ, রুদ্ধশ্বাসে সামান্থা বলল:

'অ্যালান, আমরা সারাজীবন...'

পায়ের পাতায় ভর রেখে উঠে দাঁড়াল নট। দেখল ওয়াগনের ওপাশে ফাঁকা জায়গায় কোয়েড দাঁড়িয়ে। পলক নামিয়ে সামান্থার দিকে তাকাল ও, ক্রমবর্ধমান ধূসর আলোয় আবছা চোখে পড়ল মুখখানা। ওর গালে অশ্রু, কিন্তু ঠোঁট হাসছে। জিমের উদ্দেশে নজর ফেরাল সে, ওকে লক্ষ করছে ছেলেটা– নির্লিপ্ত নিরাসক্ত দৃষ্টিতে। কিন্তু ওই শূন্যতাই মূর্ত করে তুলেছে ওর ক্রোধকে।

'ছেলেটা ঈর্ষান্বিত,' নট বলল মনে মনে।

কোয়েড যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে হেঁটে গেল ও, নীচের ইন্ডিয়ান ক্যাম্পের দিকে তাকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। এখনও যথেষ্ট অন্ধকার, শ-গজের বেশি নজর চলছে না।

অপেক্ষা করতে লাগল ওরা, উৎকণ্ঠায় ভুগছে। একটু বাদে প্যালেন্স রাশ

আর জিম যোগ দিল ওদের সঙ্গে। সামান্থা ওয়াগনের কাছে রয়ে গেছে, লক্ষ করছে ওদের।

ধীরে ধীরে বাড়ছে আলোর তেজ। আর সেই সাথে সবার দৃষ্টিশক্তি।

তবু, ইন্ডিয়ান ক্যাম্পটা যেখানে ছিল গতরাতে সেই জায়গাটা যতক্ষণ না স্পষ্ট দেখতে পেল, বুকভরে ভোরের তাজা বাতাস টানতে ভুলে গেল নট। ক্যাম্পটা নেই। মনেই হচ্ছে না কোনকালে এরকম কিছু ছিল ওখানে। কিচ্ছু নেই– কেবল বিকৃত তালগোল-পাকানো একদলা মাংসপিণ্ড ছাড়া।

সতেরো

আজকের দিনের অধিকাংশ সময় কাটল ওদের গরুবাছুর আর ঘোড়া জড়ো করে। ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল ওগুলো, তবে বেশিদূরে যায়নি। বিকেল নাগাদ, ফের উত্তরের ট্রেইল ধরল সবাই।

ইন্ডিয়ান আক্রমণের ফাঁড়া কেটে যেতে আপনা থেকেই আবার বৃদ্ধি পেল ড্রোভারদের পারস্পরিক শত্রুতা। দিনের বেশির ভাগ সময় ধুলোর ঘূর্ণিপাকের মাঝ দিয়ে নটের দিকে তাকিয়ে রইল প্যালেন্স। দূরত্ব আর ধুলোর কারণে পরিষ্কার দেখা না গেলেও, নট বুঝতে পারল ওর চোখ ক্রোধ আর বিদ্বেষে জ্বলছে। খালিহাতের মারপিটে প্যালেন্স এর আগে কখনও পরাজিত হয়েছে কি-না সে-ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে ওর। পিস্তল ব্যবহার করতে পছন্দ করে প্যালেন্স, ওতে সে অপরাজেয়। কিন্তু এরকম প্রহার, তাও জিমের সামনে, যাকে সে প্রভাবিত করতে চায়…

সেই রাতে ক্যাম্পে, বন্দুকবাজকে আবার সুকৌশলে বিদ্রূপ করতে শুরু করল কোয়েড। তবে কখনোই এমন পর্যায়ে গেল না যেখনে প্যালেন্সের আত্মসংযম ভেঙে পড়তে পারে।

দিন কয়েক আগের বিশ্রামের সুবাদে রাশও এখন আবার নজর দিয়েছে সামান্থার দিকে। ওর দৃষ্টিতে লালসার আগুন ধকধক করছে।

তবে, রাশের বিশ্রাম যতটা, এজন্যে তার চেয়ে বেশি দায়ী বোধহয় সামান্থার পরিবর্তিত ভাবভঙ্গি। বলতে কী, পরিবর্তন একটা আসলেই এসেছে ওর ভেতরে। চেহারা এখন আগের চেয়ে অনেক কমনীয় আর শান্ত হয়েছে। নট কাছেপিঠে থাকলে প্রায়শ হাসে। স্বেচ্ছায় তুচ্ছ সব ব্যাপারে এগিয়ে যায় ওর সাহায্যে।

ওদের সবার ওপর নজর রেখেছে নট। নজর রাখে পালেন্সের ওপর যখন সে জিমের সঙ্গে কথা বলে। তবে আজকাল আর ও ব্যাঘাত ঘটায় না ওদের নিভৃত আলাপে। রাশ যখন ক্যাম্পে থাকে তখন ওর ওপরে নজর রাখে। কোয়েডকে লক্ষ্য করে, কান পেতে শোনে ওর টিটকারি, সতর্ক থাকে পাছে কোয়েড সীমালংঘন করলে কোন বিস্ফোরণ ঘটে।

ওয়াগনটা এখন সামান্থাই চালায় সবসময়। এ ছাড়া আর কোন উপায়ও

নেই। কারণ, কোয়েড নতুন ট্রেইল খুঁজতে সাহায্য করছে ওদের।

এইভাবে, গড়িয়ে চলল দিন, ধীরে ধীরে পেছনে পড়তে লাগল মাইলের পর মাইল। কাইমারন পর্বত অতিক্রম করল ওরা, উত্তরপুবে বাঁক নিয়ে অ্যাবিলেনের উদ্দেশে এগোল।

কাইমারন পেরোনোর তৃতীয় দিনের মাথায়, একা ক্যাটল্ ট্রেইলের দেখা পেল ওরা। হালে বেশি কিছু গরুবাছুর গেছে ওই পথে। পরদিন ভোরে প্যালেন্স লাপাত্তা হলো।

বন্দুকবাজ কোথায় এবং কেন গেছে অনুমান করে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল নট। গরুবাছুরের ডান পাশ আগলাতে জিমকে পাঠাল ও, আর নিজে আগুপিছু করে বাঁ-প্রান্ত আর পেছনটা সামলাল। প্রথম দিনে দশবার ঘোড়া বদলাল সে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে আরও বেশি। এত খাটাখাটুনির ফলে পুরনো সেই অবসাদটা আবার গ্রাস করল ওকে।

বহুকালের মধ্যে যা করেনি, রাতে গরুবাছুর পাহারা দেয়ার সময় ঠিক সেটাই নতুন করে শুরু করল নট। নিয়মিত ড্র প্র্যাকটিস করতে লাগল। ছোঁ মেরে হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করেই বুড়ো আঙুলের সাহায্যে পেছনে টেনে ধরে হ্যামার, কল্পিত একটা টার্গেট সই করে ট্রিগারটা টিপে দেয়। অনুশীলনের সময় অবলীলায় ঘটে যায় সবকিছু, কিন্তু ও জানে বাস্তবে, যখন একজন রক্তমাংসের প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতে হবে, এত অনায়াসে ঘটবে না ব্যাপারটা। যার স্নায়ুর জোর বেশি, আখেরে সেই জিতবে।

একবার হলে তাও-বা কথা ছিল, জিম দিনের মধ্যে অন্তত দশবার জিজ্ঞেস করছে, 'আচ্ছা. তুমি জান মিস্টার প্যালেন্স এভাবে কোথায় উধাও হলো? কিছু হয়ে যায়নি তো ওর? ফিরবে তো?'

অতিকষ্টে এসময় রাগ সংবরণ করে নট, বলে, 'ও ফিরে আসবে, জিম। তুমি বাজি ধরতে পারো।' আর মনে মনে ভাবে, 'বেজন্মাটা আসবে, যখন ওর সমস্ত আটঘাট বাঁধা হয়ে যাবে।'

তাই চতুর্থ দিন সকালে দূরে যখন প্যালেন্সের অবয়ব চোখে পড়ল, নট একটুও অবাক হলো না।

পথেই পড়ল জিম, কিন্তু ওকে এড়িয়ে সরাসরি নটের কাছে চলে এল বন্দুকবাজ। এখনও বিদ্বেষ জেগে রয়েছে ওর দৃষ্টিতে, তবে আসন্ন বিজয়ের আনন্দে সেটা এখন অনেকটা স্তিমিত।

নট বলল, 'রফা করে এসেছ নিশ্চয়?'

খুশিতে জ্বলে উঠল প্যালেন্সের চোখ। 'ঠিক।'

'বেশ। ঝটপট বলে ফেল।'

'কালকের দিনটা এই ট্রেইলে থাকব আমরা,' প্যালেন্স ব্যাখ্যা করল, 'তারপর পুবে মোড় নেব।'

'কোয়েড আর রাশকে কীভাবে বুঝ দেবে? ভুলে যেয়ো না, ওদেরও একটা শেয়ার আছে এতে।'

'কাকে কী বুঝ দিতে হবে সেটা তোমার ব্যাপার। তবে যা-ই বল, সেটাতে

যেন কাজ হয়।'

'পুবে মোড় নেয়ার পর কী ঘটবে?'

'ও নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে, নট। সময় হলে আপনাআপনিই দেখতে পাবে।'

'আর মিস উইলিয়মস? তার লাভের কী হবে?'

কুৎসিতভাবে হাসল প্যালেন্স। 'তুমি কীভাবে তোমার দায়িত্ব সামলাও তার ওপর নির্ভর করবে ওর লাভ-লোকসান। হয়তো দশ পার্সেন্ট পাবে। আবার এমন হতে পারে, কিছুই পেল না।'

ভ্রূকুটি করল নট, মৃদু সুরে বলল, 'আমার ধৈর্য শেষ হয়ে গেছে। আর চাপাচাপি করো না।'

'কেন, করলে কী করবে তুমি? নিজেই বলে দেবে ছেলেটাকে? আমি জানি তা তুমি বলবে না। কারণ তুমি ভাল করেই জান, সব শুনলেও ও তোমার সঙ্গে আর একমুহূর্ত থাকবে না। আমার কাছে চলে আসবে। আর আমি এমন শিক্ষা দেব, বুঝলে, নট– পঁচিশে পড়ার আগেই ও ফাঁসিকাঠে উঠবে।'

স্যাডলহর্নের ওপর শক্ত হয়ে গেল নটের হাত দুটো। ঝট করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ও, তাড়া করল দলছুট গরুবাছুরগুলোকে, যেখানে যাকে পেল চাবুক পেটা করে ফিরিয়ে আনল ট্রেইলে।

ক্রোধে বিকৃত হয়ে আছে ওর মুখ। শুধু সামান্থা আর জিম নয়, কোয়েড আর রাশের সঙ্গেও বেঈমানি করতে বলা হয়েছে ওকে। হাতে চাবুক থাকায় প্যালেন্সের উদগ্র লোভ এখন স্বমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। পুরো পালটাই মেরে দিতে চাইছে ও।

কেবল যে বেঈমানির প্রশ্ন জড়িত এর সঙ্গে তা নয়। গরুবাছুরগুলোকে পুবে রওনা করানোর অর্থ হবে সীমান্তের দুর্বৃত্তদের খপ্পরে গিয়ে পড়া। এর ফলে ওদের সবার জীবন হুমকির সম্মুখীন হবে। মানুষের জীবনের এক কানাকড়ি মূল্য নেই সীমান্তের ওই দুর্বৃত্তগুলোর কাছে, সেটা কোন কিশোরেরই হোক কিংবা মহিলার। যুদ্ধ ওদেরকে খুনে বানিয়েছে– মামুলি কয়েকজন ড্রোভার, আর এক মহিলা আর কিশোরকে হ্যাঁ করতে হাত এতটুকু কাঁপবে না।

ডান প্রান্তে গিয়ে জিমকে অব্যাহতি দিল প্যালেন্স। মিনিট কয়েক কথাবার্তা বলল ওরা, এসময় ঘন ঘন নটের উদ্দেশে শঙ্কিত চাহনি হানল ছেলেটা। তারপর, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, পিছিয়ে এল ও, আবার ফিরে গেল গরুবাছুরের পেছনে ওর আগের অবস্থানে

সিদ্ধান্তহীনতায় নিঃশব্দে রক্তপাত হচ্ছে নটের হৃদয়ে। ও দেখল একজন সাবালকের মত নিজের দায়িত্বপালন করছে ছেলেটা। ও কল্পনা করল প্যালেন্স যখন সত্যি কথাটা বলে দেবে, যে-ডেপুটি শেরিফকে ঘৃণা করতে জিমকে শিখিয়েছে সে, নটই হচ্ছে সেই লোক, কেমন দেখাবে জিমের চেহারা।

যন্ত্রণা বোধ করল নট। ছেলেটা ওর জীবনে আর থাকবে না, একথা ভাবলেই বুক হাহাকার করে উঠছে। তবে ওর কষ্ট আরও বেশি হচ্ছে যখনই মনে হচ্ছে ছেলেটাকে দিয়ে কী কাজ করাবে বন্দুকবাজ।

পিস্তল ব্যবহার করতে শেখাবে ওকে। মানুষ আর আইনকে ঘৃণা করতে শেখাবে। অবিশ্বাস আর লোভ জাগিয়ে তুলবে ওর মাঝে। এমন রাস্তায় পরিচালিত করবে যার শেষ জল্লাদের ফাঁসে গিয়ে।

সামান্য কিছু গরুবাছুরের মূল্য কী এর চেয়েও বেশি? সামান্থাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে ও। যে-মাটিকে মেয়েটা ভালবাসে, থাকতে চায়, সেখানে ওর নীড় আর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে সে। যে-উদ্দেশ্যে এই ড্রাইভ, গরুবাছুরগুলো খোয়া গেলেও সফল হবে ওর সেই উদ্দেশ্য।

বাড়ি ফিরে যেতে পারবে ওরা তিনজনে। পরের বছর, আবার গরুবাছুর জড়ো করে তাদের নিয়ে আসতে পারবে উত্তরে।

তবু, যতই এভাবে নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করুক না কেন, নট জানে তার হিসেবে গরমিল রয়েছে। প্যালেন্সকে গরুর পালটা দিয়ে দিলে শুধু বেঈমানি হবে তা নয়, ভবিষ্যতে আরও তীব্র হবে ওর সংকট। এত সহজে ব্ল্যাকমেইল সফল হলে প্যালেন্সের খাঁই এখানেই মিটবে না। বারবার তাড়া করবে নটকে, চাপ দিয়ে নিংড়ে ওকে নিঃস্ব করে ফেলবে। অর্থাৎ আগামী বছর আবার যখন ক্যাটল্ ড্রাইভে বেরোবে ও, অ্যাবিলেনে পৌঁছাবার আগেই বন্দুকবাজ হাজির হবে। যেভাবে এবারের গরুবাছুর হাতিয়ে নিচ্ছে তেমনিভাবে কেড়ে নেবে ওগুলো।

'তার আগে আমি নিজেই বলতে পারব জিমকে,' যুক্তি দেখাল নট। কিন্তু এই যুক্তি সন্তুষ্ট করতে পারল না ওকে। কারণ তখন দুটো জিনিস ব্যাখ্যা করতে হবে: জিমের বাবার মৃত্যু– এবং সামান্থা আর অন্যদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা।

সারাদিন গরুবাছুরের পাশে পাশে থাকল ও। কাজ ভুলিয়ে রাখল সমস্যা, তবে সম্পূর্ণ নয়।

সে-রাতে ক্যাম্পে ফিরে গুম মেরে রইল নট, কী যেন ভাবছে আপনমনে। প্যালেন্স লক্ষ করছে ওর হাবভাব, তার চোখের তারায় প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ। জিম অস্থির, হতবুদ্ধি। কেন-যেন ওর সন্দেহ হচ্ছে প্যালেন্সের উধাও হওয়ার সাথে নটের এই বিষণ্নতার একটা কোন যোগাযোগ আছে। কিন্তু কিছুতেই ধাঁধার উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না সে।

তবে কোয়েড় তার রুটিন থেকে বিচ্যুত হলো না একতিল। খাওয়া সেরে, আগুনের ওপর দিয়ে প্যালেন্সের দিকে তাকাল ও। 'এরমধ্যে আর কারোকে খুন করেছ?' প্রশ্ন করল বুড়ো, তারপর বন্দুকবাজকে ভ্রূকুটি করতে দেখে কৈফিয়তের সুরে যোগ করল, 'রাগ করো না। আমি শুধু হিসেবটা রাখতে চাইছি।'

ধার রয়েছে ওর কণ্ঠস্বরে, এবং এই ধারই বলে দিচ্ছে ও জানে ওরা অ্যাবিলেনের কাছাকাছি,'অর্থাৎ ড্রাইভের শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছে।

পেয়েছি, ভাবল নট, এভাবেই তো সমাধান করা যায় সমস্যাটার। নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে সে। কোয়েড়কে সুযোগ দেবে প্যালেন্সের সংযম ভেঙে দেয়ার, তারপর বন্দুকবাজ যখন রুখে উঠবে, তখন...

কিন্তু এই চিন্তা অসহ্য ঠেকল ওর কাছে যতই প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করুক নিজেকে, প্রয়োজনের তাগিদে ছলচাতুরির আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে, অন্তর থেকে নট জানে এর অর্থ হবে ঠাণ্ডামাথায় খুন করা। আসলে এখন ওর সামনে মাত্র দুটো

পথ খোলা রয়েছে। প্যালেন্সের দাবি অনুযায়ী গরুর পাল পুবে রওনা করিয়ে দেয়া। অথবা গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধিয়ে প্যালেন্সকে গান ফাইটে মোকাবেলা করা। যদিও কোনই লাভ হবে না এতে। প্যালেন্স গরুবাছুর পেয়ে যাবে কারণ নট মারা পড়বে লড়াইতে। সামান্থা আর জিমকে অসহায় অবস্থায় অ্যাবিলেনে ফেলে রেখে চলে যাবে ও। প্যালেন্সের চোখ-ধাঁধানো ড্রয়ের মোকাবেলা করতে পারবে, এ-আশা করা নটের জন্যে দুরাশা মাত্র।

কোয়েডকে চোখ রাঙাল প্যালেন্স। 'তোমার মতলবটা কী, বুড়ো? তোমার কী ক্ষতি করেছি আমি? রিচার্ডসের বাহিনীতে যোগ দেয়ার আগে আমি তোমাকে দেখিওনি কোনদিন।'

'আমি তোমার মত বিখ্যাত লোক নই।'

'তা নও। তবে চুপ না করলে তাও হয়ে যাবে। আমার সম্পর্কে এতকিছু যখন জান তখন এও জান, আমি কারও পিঠে গুলি করিনি। কিন্তু তারমানে এই নয়, কখনও করব না।'

নটের বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়ছে। কোয়েডের হুল নিশ্চয় ঘা দিচ্ছে জায়গামত। নইলে নিজের সাফাই গাইবার চেষ্টা করত না প্যালেন্স।

কিন্তু কোয়েড নাছোড়বান্দা। 'যুদ্ধের সময় তুমি কোথায় ছিলে, মিস্টার প্যালেন্স? তোমার জীবনের ওই অধ্যায়টা সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না।'

মুখ খুলেছিল প্যালেন্স, পরক্ষণে বন্ধ করে ফেলল সশব্দে। খেঁকিয়ে উঠল ও, 'জাহান্নামে যাও তুমি! সব জান আর–'

'হ্যাঁ, জানি অল্পস্বল্প। তুমি আমাদের পক্ষে ছিলে, মানে সেটাকেই যদি তুমি দক্ষিণের লোকদের পক্ষে বল।'

ভুরু কুঁচকে আগুনের দিকে চেয়ে রইল প্যালেন্স, চোখ তুলছে না।

মুচকি হাসল কোয়েড। 'কী যেন নাম দলটার, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, মিসৌরি বুশরেঞ্জার। ওদের সঙ্গে তো বেশ ভালই কেটেছে তোমার দিন, তাই না? প্রচুর টাকাপয়সা পেয়েছে নিশ্চয়– ওরা যেখানেই যেত লুটপাট করত প্রথমে।'

'চোপ্, বেজন্মা কোথাকার!' তড়াক করে রুখে দাঁড়াল প্যালেন্স।

তড়িঘড়ি, মোলায়েম সুরে কোয়েড বলল, 'তুমি কিন্তু রেগে যাচ্ছ, বুড়ো খোকা।'

'তোর নিকুচি করি আমি!'

তীক্ষ্ণ সুরে নট বলল, 'প্যালেন্স!'

নটের কণ্ঠস্বর নিমেষে পানি ঢেলে দিল বন্দুকবাজের ক্রোধের আগুনে। দিব্যচোখে নট দেখতে পেল গরুবাছুরগুলো থেকে কত টাকা রোজগার হবে কল্পনা করে কুঁকড়ে যাচ্ছে প্যালেন্সের রাগ।

কোয়েডের উদ্দেশে ফিরল নট। 'তুমিও চুপ করো। তোমার মতলব কী আমি জানি না, জানতেও চাই না। তবে আমরা অ্যাবিলেনে না পৌঁছা অবধি তুমি আর দয়া করে ঘাঁটিয়ো না ওকে।'

অ্যাবিলেনে না পৌঁছা অবধি। নিছক কথার কথা। ওরা আদৌ যাচ্ছে না অ্যাবিলেনে, নট ভাবল।

ক্রুদ্ধ পায়ে আগুনের ধার থেকে সরে গেল ও। ওয়াগনের পেছন থেকে ওকে ডাকল সামান্থা, 'অ্যালান…'

সাড়া দিল না নট, কেবল ভুরু কুঁচকে একবার দেখল মেয়েটাকে। জিম বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওর গমনপথের দিকে। হনহন করে অন্ধকার প্রান্তরের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল নট, প্রাণপণ যুদ্ধ করছে নিজের সঙ্গে।

প্রায় মাইলখানেক হাঁটল সে, তারপর ঘুরে আগের চেয়ে ধীর কদমে ফিরতি পথ ধরল। মাত্র একটা সিদ্ধান্তই নেয়ার আছে ওর। বলতে কী, সবসময়ই তা-ই ছিল। তবে এখনই সেটা কারোকে জানাবে না ও।

আঠারো

সামান্থাকে চোখ রাঙিয়েছিল বলে এখন অনুতাপ হচ্ছে ওর। মুহূর্তের জন্যে ভাবল এ-ব্যাপারে ওর সাথে আলাপ করলে মন্দ হয় না, কিন্তু পরক্ষণে নাকচ করে দিল চিন্তাটা। সামান্থা কী বলবে ও জানে। প্যালেন্সকে গরুবাছুরগুলো দান করে দিতে চাইবে। অন্তত, এ-মুহূর্তে তাই মনে হলো ওর।

এইসব চিন্তাভাবনা থেকে সহসা অদ্ভুত এক অস্বস্তি ছেঁকে ধরল নটকে। ক্যাম্পের উদ্দেশে দ্রুত পা চালাল ও।

আশ্চর্যের ব্যাপার, কোথায় কমবে, তা না ক্রমশ বাড়ছে ওর অস্বস্তি। এবার প্রায় ছুটতে শুরু করল নট।

এমন কী গোলমাল হলো যে-কারণে স্বস্তি পাচ্ছে না সে? এজন্যে কি ওর বর্তমান মানসিক অবস্থাই দায়ী? নাকি যেহেতু ও জানে ক্যাম্পে নানারকমের পারস্পরিক শত্রুতা আছে, এবং ওদের যে-কেউ যেকোনও সময় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে তাই ভয় পাচ্ছে?

কোন গুলির আওয়াজ পায়নি ওরা। তারমানে কোয়েড় আর প্যালেন্স নয়। তা হলে রাশ। রাশ…

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল নট, এখন অল্পস্বল্প হাঁপাচ্ছে। খোদা, এতদূরে চলে আসা উচিত হয়নি ওর! ভাবতে পারেনি সে…

কিন্তু সামান্থার তো ক্যাম্পের বাইরে আসার কথা নয়। রাশকে ভয় করে ও। তবে যদি ওর পিছু নিয়ে থাকে… ক্যাম্প থেকে বেরোনোর সময় সামান্থার চেহারায় কী কী দেখেছিল মনে করল নট। কষ্ট। বিস্ময়। এবং সমবেদনাও।

ওর ভালমন্দ সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে হয়তো নিজের বিপদের কথা ভুলে গিয়েছিল মেয়েটা। হয়তো পিছু নিয়েছিল ওর। আর রাশ…

এবড়োখেবড়ো ঘেসো জমির ওপর দিয়ে ছুটছে নট, বুক ওঠানামা করছে। কান খাড়া।

আচমকা একটা শব্দ শুনতে পেল ও, সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়াল। না, আর শোনা যাচ্ছে না, তবে এর ধরন আঁচ করতে পারছে সে। চাপা আর্তনাদ, হাত

দিয়ে মুখ চেপে ধরলে যেমন হয়–যার আওয়াজ খুব কাছ থেকেও শুনতে পাওয়া যায় না।

কোথা থেকে এসেছে? এদিক-ওদিক তাকাল নট। যুক্তিবোধ ওকে বলছে, অপেক্ষা করো, আবার হোক শব্দটা, তখন অবস্থান ভালমত বুঝে নিয়ে তারপর এগিয়ো স্থিরলক্ষ্যের দিকে। কিন্তু অন্তরের তাগিদ থামতে দিল না। ওই আর্তনাদের পেছনে যে-আতঙ্ক লুকিয়ে আছে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওর মনের পর্দায় ভেসে উঠল তার ছবি।

একনাগাড়ে অনেকক্ষণ ছুটল সে। তারপর থামল আবার। বাতাসের অভাবে তড়পাচ্ছে ওর ফুসফুস, শ্বাস নেয়ার সময়ে ফ্যাঁসফ্যাঁসে শব্দ হচ্ছে।

শ্রবণশক্তি যেন বাধাগ্রস্ত না হয় তাই নিশ্বাসের আওয়াজ দূর করতে সচেষ্ট হলো সে। দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল, ভেতরে উন্মত্ত ক্রোধ জেগে উঠছে। রাশ। লোকটাকে ও খুন করবে, ঠিক যেভাবে করত একটা ট্যারান্টুলা অথবা কাঁকড়া বিছাকে।

আবার সেই শব্দ– এতই ক্ষীণ মনে হলো ওর কল্পনা। বাঁ-দিক থেকে এসেছে, কানে পৌঁছুনোমাত্র লাফিয়ে সেদিকে আগে বাড়ল নট।

বেশিদূরে নয়– শ-খানেক গজ হবে, বড়জোর– প্রান্তরের নিকষ কালো অন্ধকারের ভেতর আবছা একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল ওর চোখের কোণে।

'সামা!' চেঁচিয়ে উঠল নট, যেখানে দেখতে পেয়েছে নড়াচড়া পাঁই করে ঘুরে গেল সেদিকে। এখন রীতিমত অসুস্থ বোধ করছে ও।

তবে কি আসতে দেরি করে ফেলেছে ও? সামার কোন ক্ষতি···

সবেগে ছুটল নট, দশ ফুট দূর থেকে দেখতে পেল এলোমেলো পায়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে রাশ, পালাবার প্রয়াস পাচ্ছে।

ছয় কদমও যায়নি লোকটা, এই সময় ওর ওপর চড়াও হলো নট। ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়ল পলাতক সেপাইটা।

হাঁচড়েপাঁচড়ে এগোল সে, সামান্থার ফোঁসফোঁস কান্না জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে ওর শরীরে, অন্তরে জেগে উঠেছে নিষ্ঠুর যন্ত্রণা দিয়ে রাশকে খুন করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা। সামান্থা যেমন কষ্ট পাচ্ছে ঠিক তেমনি যন্ত্রণা দিয়ে লোকটাকে শেষ করবে সে।

ওকে দলে থাকতে দেয়াই মস্ত এক বোকামি হয়ে গেছে। রিচার্ডসের কাছে স্বরূপ জানার পরপরই রাশকে ওর খুন করা উচিত ছিল।

রাশের কাছে পৌঁছে গেল নট, হাত বাড়াল টুঁটি চেপে ধরার জন্যে। হাঁটু ভাঁজ করে প্রাণপণে ওর তলপেটে আঘাত করল রাশ, জানে এখন সে লড়ছে বাঁচার আকুতিতে।

অসংখ্য সুচ হয়ে তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল নটের পেটে, কিন্তু ও তা উপেক্ষা করল। রাশের গলায় এঁটে বসল ওর হাত, দানবীয় শক্তিতে চাপ দিল শ্বাসনালিতে।

অতিকষ্টে রাশ ওপরে ওঠাল ওর হাত দুটো, থাবা বসাল নটের মুখে, দুই বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে দিল অক্ষিকোটরে।

সীমাহীন যন্ত্রণা আর অন্ধত্বের ভয়ে, রাশের টুঁটি ছেড়ে দিয়ে ঝটকা মেরে পেছনে হেলে পড়ল নট, ব্যথা একটু প্রশমিত হতেই দ্বিগুণ শক্তিতে অনবরত ঘুসি মারতে লাগল ধর্ষকামীর মুখে।

বুনো বেয়াড়া ঘোড়ার মত হাত-পা ছুড়তে শুরু করল রাশ, একসময় নটকে বুকের ওপর থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল কষ্টে-সৃষ্টে। ছোঁ মেরে নিজের পিস্তল বের করল সে, প্রায় নটের মুখের ওপর গুলি ছুড়ল।

গালে তপ্ত বারুদের ছ্যাঁকা অনুভব করল নট, আগুনের ঝলকে চোখে অন্ধকার দেখল। চট করে সামনে ঝুঁকল ও, রাশের বাহু আঁকড়ে ধরল।

বাঁ-হাতে কবজি আর ডান হাতে কনুই ধরে, লাকড়ি ভাঙার ভঙ্গিতে বাহুটা ও সবেগে নামিয়ে আনল হাঁটুর ওপর।

এখনও অন্ধ সে, কিন্তু এ-মুহূর্তে কিছু দেখার প্রয়োজন হলো না ওর। স্পষ্ট শুনতে পেল হাড় ভাঙার ভোঁতা অথচ মড়াৎ শব্দ, হিংস্র উল্লাস অনুভব করল। পরক্ষণে রাশের তীক্ষ্ণ চিৎকারে ঝালাপালা হয়ে গেল ওর কান।

কবজি ধরে রাখল নট, কনুইটা ছেড়ে দিয়ে এক কদম পিছু হটেই হ্যাঁচকা টান মারল। আচমকা থেমে গেল চিৎকার যেন ডেজার্টারের মুখ সেলাই করে দিয়েছে কেউ। পুতুলের মত কাত হয়ে গেল ওর দেহ, নটের পায়ের সামনে আছড়ে পড়ল ধপাস করে। ওখানেই পড়ে রইল সে, বেঁচে আছে তবে জ্ঞান নেই।

'না,' চেঁচিয়ে উঠল নট ক্ষিপ্ত সুরে, 'তোকে এত সহজে পার পেতে দেব না আমি!' সবুট লাথি হাঁকাল ও, গোড়ালি দিয়ে অচেতন রাশের মুখটা থেঁতলে দিল।

একটা হাত পেছন থেকে টেনে ধরল ওকে, সামান্থার কাকুতি-মিনতি শোনা গেল, 'না, অ্যালান! না! আমার কিচ্ছু হয়নি!'

মাঝপথে থেমে গেল বুট। ঝটিতি ঘুরেই মেয়েটাকে সস্নেহে বুকের ভেতর টেনে নিল নট। 'কিচ্ছু হয়নি? তা কী করে হয়? আমি এত দেরি…'

'আমি বাধা দিয়েছি, অ্যালান। বাধা–' আচমকা ভেঙে পড়ল সামান্থার সংযম, কাঁপতে শুরু করল, প্রচণ্ড ঝড়ে বেতসপাতা যেভাবে কাঁপে।

একটা ঘোড়া ছুটে আসার আওয়াজ পেল নট, অল্পক্ষণের ভেতর ওদের বারো কদম দূরে এসে থামল কোয়েড। গলা চড়িয়ে নট বলল, 'তোমার ল্যাসোটা ছুড়ে দাও।'

নেমে এল ফাঁস। সামান্থার বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল নট, উবু হয়ে ফাঁসটা পরাল রাশের পায়ে। তারপর একটানে গিঁট শক্ত করে বলল, 'টেনে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে যাও।'

টানটান হয়ে গেল দড়ি। কোয়েডের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও। 'রাশ?'

'হ্যাঁ। প্যালেন্স আর জিম কোথায়?'

'গরুবাছুরের কাছে। ওরা গিয়ে রাশকে খেতে পাঠিয়েছিল।'

'তুমি কোথায় ছিলে?'

'ঘোড়াগুলো ঠিক আছে কিনা দেখতে গিয়েছিলাম। তাই আসতে–'

নট বলল, 'কিছু না। যাও, ওকে ক্যাম্পে নিয়ে যাও।' নিষ্প্রাণ চোখে ও দেখল রাশকে মাটিতে ঘষটে নিয়ে কোয়েড ধীর গতিতে ফিরে যাচ্ছে ক্যাম্পের উদ্দেশে।

সামান্থার দিকে ফিরল ও। মেয়েটার কাঁপুনি এখন কমে এসেছে অনেকটা।

নটের রাগ পড়ে গেছে। সামান্থার জন্যে ওর অন্তর সহানুভূতিতে বিগলিত হচ্ছে। মৃদু সুরে ও বলল, 'আমি দুঃখিত। ওর একটা ব্যবস্থা আমার আগেই করে ফেলা উচিত ছিল। আমি জানতাম ওর স্বভাব। জানতাম কী বিপদ হতে পারে।'

'আমি ঠিক আছি, অ্যালান.' মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল সামান্থা 'সামান্য কেটে-ছড়ে গেছে। আর কিছু না। ওকে তোমার খুন করতে হবে না।'

আগে কখনও মেয়েটাকে এত ভাল লাগেনি নটের, যেমন লাগছে এখন। অন্ধকারে আপনমনে হাসল সে। রাশ নিশ্চয় অবাক হয়েছে। মেয়ে হলেও, যথেষ্ট শক্তি ধরে সামান্থা। রাশ নিশ্চয় বুঝেছে একটা বাঘিনীর পাল্লায় পড়েছে ও। কোমল সুরে নট বলল, 'এসো, যাওয়া যাক।'

ওর সাথে হাঁটতে লাগল সামান্থা, একটু খোঁড়াচ্ছে। নট একটা হাত ধরল, যাতে ওর পায়ের চোট আরও বেড়ে না যায়। আগুনের ধারে পৌঁছাবার আগমুহূর্তে থমকে দাঁড়াল সামান্থা, জিজ্ঞেস করল, 'প্যালেন্স তোমাকে শাসাচ্ছিল, না?'

'হ্যাঁ।'

'কেন শাসাচ্ছিল আমাকে বলবে না?'

'না।'

দীর্ঘক্ষণ চুপ করে রইল মেয়েটি। গুম মেরে ক্যাম্পফায়ারের দিকে চেয়ে থাকল নট, দেখল কোয়েড ঘোড়া থেকে নেমে অচেতন রাশের পা থেকে ওর দড়িটা খুলে নিল।

'তোমার কাছে ওর একটা জিনিসই চাইবার আছে। দিয়ে দাও, অ্যালান। গরুগুলো নিয়ে যদি ও খুশি থাকে, সব দিয়ে দাও ওকে।'

মুখ খোলার আগে একমুহূর্ত ভাবল নট। মাত্র অল্পক্ষণ আগে মেয়েটা ওর জীবনের সবথেকে ভয়ঙ্কর একটা অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, যার তুলনা হতে পারে একমাত্র ইন্ডিয়ানদের হাতে ওর বাবা-মায়ের মৃত্যুর সাথে। তবু এরইমাঝে নটের কথা ভাবছে ও, চিন্তা করছে ওর ভালমন্দের ব্যাপারে, সম্ভব হলে সাহায্য করতে চাইছে। ফ্যাঁসফ্যাঁসে কণ্ঠে নট বলল, 'ধন্যবাদ, সামা।'

নটের মুখের দিকে একটুক্ষণ চেয়ে রইল সামান্থা। ওর নিজের মুখ ধুলোবালিতে একাকার, নাক আর গাল ছড়ে গেছে। ঠোঁট দুটো ফোলা, সামান্য রক্তক্ষরণ হচ্ছে। কিন্তু পায়ের পাতায় উঁচু হয়ে নটকে আলতো চুমু দেয়ার সময়ে ওর দৃষ্টি নমিত হয়ে এল। ঘুরে দাঁড়াল ও, খোঁড়াতে খোঁড়াতে ওয়াগনের দিকে এগোল ছেঁড়া নোংরা জামাকাপড় বদলাতে।

সোজা আগুনের কিনারে গিয়ে ঝুঁকে একবার রাশকে দেখল নট, তারপর কোয়েডের উদ্দেশে বলল, 'ওর ঘোড়াটা নিয়ে এসো।'

নীরবে একান্ত বাধ্যের মত অন্ধকারের ভেতর অদৃশ্য হলো বুড়ো স্কাউট, কয়েক সেকেন্ড পর রাশের ঘোড়াসহ ফিরে এল।

'এখানে,' বলল নট।

ঘোড়াটাকে ওর কাছে নিয়ে এল কোয়েড। উবু হলো নট, দুহাতে রাশকে তুলে আড়াআড়িভাবে ছুড়ে দিল স্যাডলের ওপর। তারপর ওর বেল্টটা

স্যাডলহর্নের সঙ্গে আটকে দিল সে। লাগামটা গুটিয়ে ছোট করে ঘোড়ার গলার কাছে বেঁধে দিল।

জানোয়ারটাকে ওখানে দাঁড় করিয়ে রেখে ওয়াগনের কাছে গেল নট, ফিরে এল চাবুকহাতে। আচমকা তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার করল সে, ঘোড়ার নিতম্বে নির্দয়ভাবে আঘাত করল চাবুক দিয়ে।

ভয় পেয়ে লাফিয়ে আগে বাড়ল রাশের ঘোড়া, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল অন্ধকারের ভেতর। নট শুনতে পেল ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে ওর খুরের আওয়াজ, মিলিয়ে গেল একসময়।

ভীষণ দুর্বল বোধ করছে ও, মনে হচ্ছে সমস্ত শক্তি নিংড়ে বের করে নিয়েছে কেউ। ক্লান্ত চোখে আগুনের ভেতর তাকাল সে। রাশ সম্ভবত মরতেই চলেছে। ওর হাত ভাঙা, স্যাডলহর্ন থেকে মুক্ত করতে পারবে নিজেকে এ-সম্ভাবনা কম।

সবিস্ময়ে নট উপলব্ধি করল ওর বিন্দুমাত্র দুঃখ হচ্ছে না সেজন্যে, এতই ভোঁতা হয়ে গেছে তার মানবিক অনুভূতিগুলো।

স্যাঁচেজ আর রাশ গেছে। দলে এখন কেবল প্যালেন্স আর কোয়েড, সামান্থা আর জিম– এবং সে নিজে। শক্তি হিসেবে যথেষ্ট নয়। তবে কী-বা এমন আসে যায়? গরুবাছুরগুলোকে ঠিকমত সামলাবার জন্যে পর্যাপ্ত লোক ওদের কখনোই ছিল না। এখন শুধু সামনে চলা, এবং সেই সঙ্গে আশা করা তেমন কোন জরুরি অবস্থা মোকাবেলা করতে হবে না।

ক্যাম্প থেকে সিকি মাইল দূরে রোপ-কোরালে আবদ্ধ রয়েছে ঘোড়ার পাল। গরুবাছুরগুলো এখন শান্ত, আকাশও পরিষ্কার। কাল সকালে যখন যাত্রা করবে, ওয়াগনটাকে পরিত্যাগ করে যেতে হবে ওদের। জিম ঘোড়া তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। কোয়েড থাকবে পুরোভাগে। আর সামান্থা পেছন থেকে নজর রাখবে গরুবাছুরের ওপর।

ওয়াগন থেকে বেরিয়ে এল মেয়েটি, এখনও খোঁড়াচ্ছে। কাপড়-চোপড় পাল্টে নিয়েছে; এগুলোও নটের এবং যথারীতি ঢোলা। মুখ ধুয়েছে ও, চুল আঁচড়েছে। ওর চোখে-মুখে ভীতি আর অবসাদ দূর হয়নি পুরোপুরি, তবে এখন সে হাসছে।

আগুনের ধারে নট যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে হেঁটে এল সামান্থা। একটুক্ষণ ক্যাম্পফায়ারের শিখার দিকে অপলকে চেয়ে থাকল ও, মৃদু অথচ অবিচল কণ্ঠে বলল, 'তখন আমি কিন্তু মন থেকেই কথাটা বলেছি, অ্যালান। গরুবাছুরগুলো প্যালেন্সকে দিয়ে দাও। আমরা, মানে তুমি আমি আর জিম সোজা অ্যাবিলেনে চলে যাব। ওখানে খানিক বিশ্রাম নিয়ে, তারপর বাড়ি।'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল নট। 'একবার যদি ব্ল্যাকমেইল করে উতরে যায়, ওর খাঁই কখনও মিটবে না। তুমি বুঝতে পারছ না, এবার যদি ওকে আমরা গরুগুলো দিয়ে দিই, আগামী ড্রাইভের সময় আবার হাজির হবে সে?'

'জিমকে ও সব বলে দেয়ার ভয় দেখাচ্ছে, এই তো? আগামী বছর জিম আরেকটু বড় হবে। প্যালেন্স তখন যে-হুমকিই দিক–আসল ব্যাপারটা ঠিকই বুঝতে পারবে ও।'

ফের মাথা নাড়াল নট। 'কমপক্ষে আরও পাঁচ বছর লাগবে। এক বছরে কিছু হবে না।'

'তা হলে আমরা পাঁচবছরই অপেক্ষা করব।'

জবাব দিল না নট, গলার কাছে কী যেন পুঁটুলি বেঁধে আছে।

অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল ও, ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠে বলল, 'আমি জিমের বাবাকে হত্যা করেছি। প্যালেন্স সেটা দেখেছে। ওর গল্পের সেই ডেপুটি শেরিফ আমি। জিমের বাবাকে যখন আমি খুন করি তখন সে এমনকী পিস্তলটা পর্যন্ত বের করার চেষ্টাও করছিল না।'

'কথাটা সত্যি নয়। সত্যি হতে পারে না।'

বেদনায় নটের মুখ বেঁকেচুরে গেল। 'সবচেয়ে মুস্কিলের ব্যাপার হচ্ছে, সত্যি-মিথ্যা কোনটা তা আমি নিজেই জানি না। কম করে হলেও হাজারবার মনে করেছি সেই দৃশ্যটি, তবু বুঝতে পারিনি।'

'কিন্তু তুমি নিশ্চয় ভেবেছিলে—'

মাথা ঝোঁকাল নট। 'হ্যাঁ। আমার ধারণা ও পিস্তল বের করতে যাচ্ছিল। যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, তাতে অন্যকিছু ভাবতে পারিনি। তবে পিস্তলটা দেখতে পাইনি, ওটা হোলস্টারে থাকা অবস্থায়ই ডেভিডসন মারা যায়।'

এবার চুপ করে থাকার পালা সামান্থার। ব্যাপারটা ওকে বোঝাবার তাগিদ অনুভব করল নট। কিংবা নিজেকে বোঝাবার তাগিদ, যেন তার মন আর তাকে ধিক্কার না দেয়।

ও বলল, 'গুলিটাও আমি খুন করার জন্যে ছুড়িনি। ওর হাতে আঘাত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ঘোরার সময় ডেভিডসন তার জায়গা থেকে সরে গিয়েছিল।'

'জিমকে তুমি যে মানুষ করছ এর কারণ কি অনুশোচনা?'

ঘুরে সামান্থার উদ্দেশে ভ্রূকুটি করল নট। 'একে তুমি অনুশোচনা বলবে?' হঠাৎ করেই মেয়েটার ওপর রেগে উঠল সে, কেননা যে-প্রশ্ন সে নিজেই নিজেকে বহুবার করেছে, কিন্তু কোন সদুত্তর পায়নি, এ-মুহূর্তে ঠিক সেটাই ধ্বনিত হয়েছে ওর কণ্ঠে। তারপর মিলিয়ে গেল ভ্রূকুটি। অবসন্ন অথচ আন্তরিক কণ্ঠে নট বলল, 'প্রথমে বোধ হয় তাই ছিল। কিন্তু এখন আর তা নেই।' দীর্ঘ পাঁচ বছরের মধ্যে এই প্রথমবারের মত ও আবিষ্কার করল কথাটা সত্যি। শুরুতে হয়তো অনুশোচনাই ছিল ব্যাপারটা, তবে এখন আর তা নেই।

নিচু অথচ দৃঢ় সুরে সামান্থা বলল, 'তোমার সামনে দুটো পথ খোলা আছে, অ্যালান। হয় নিজেই বলবে জিমকে আর নয়তো গরুবাছুরগুলো প্যালেন্সকে দান করবে।'

মাথা ঝাঁকাল নট।

'এবং যে-সিদ্ধান্তই নাও কালকের মধ্যে নিতে হবে।'

আবারও মাথা ঝাঁকাল নট।

'শুধু শুধু নিজেকে কষ্ট দিয়ো না, অ্যালান। তুমি যা-ই কর, আমার বিশ্বাস ঠিক কাজটাই করবে।' হাত ধরে নটকে নিজের দিকে ফেরাল সামান্থা। ওর চোখ কোমল, উষ্ণ। 'তুমি খুন করোনি, অ্যালান। ওই ঘটনার পর যদি আমূল বদলে

গিয়ে না থাক, কোনও দিনই করতে পার না।'

জোর করে মুখে হাসি টেনে আনল নট। 'থ্যাংকস, সামা। ঠিক একথাটাই কারও মুখ থেকে আমার শোনা প্রয়োজন ছিল।'

সামান্থা বলেছে দুটোমাত্র পথ খোলা আছে ওর সামনে। কিন্তু, ও জানে না, আরও একটা আছে। স্যাডলে উঠে নট বেরিয়ে গেল ক্যাম্প থেকে, জিমের জায়গায় পাহারা দিতে যাচ্ছে।

উনিশ

পরের দিনটা কাটল যেন দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে। ভোরে, জিমের পাহারা গলে ছুটে পালাল ঘোড়ার পাল। প্রায় চার-পাঁচ মাইল তাড়া করার পর ওদের নাগাল পেল নট, যে-পথে এসেছে সে-পথে ঘুরিয়ে দিল আবার। ফিরে এসে ও দেখল গরুবাছুরগুলো থেমে গেছে।

ঝাড়া একটা ঘণ্টা প্রচণ্ড ছোটাছুটি করতে হলো ওদেরকে আবার সচল করতে। কিন্তু গরুগুলো কীভাবে যেন টের পেয়ে গেল, ওদের দেখাশোনা করার মত লোকবল ড্রোভারদের নেই। সারাদিনে হামেশা ঝাঁকবেঁধে এদিক-ওদিক ছুটে পালাল ওরা, প্রতিবারই ফিরিয়ে আনতে গিয়ে প্রচুর দৌড়ঝাঁপ করতে হলো ওদের। আশ্চর্যের ব্যাপার, যতবার ঘটল এমনটি পালের মূল অংশটা থেমে গেল যেন সবাইকে না নিয়ে ওরা এককদমও এগোবে না।

নট একবার ভাবল উত্তরের অ্যাবিলেনে গিয়ে আরও লোকজন ভাড়া করে আনবে। কিন্তু পরক্ষণে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। ওখানে গিয়ে ও আবার ফিরে আসতে আসতে একটা গরুবাছুরও থাকবে না চালান করার মত। প্যালেন্স পাকা করবে সে-ব্যবস্থা। যাদের সঙ্গে ওর আঁতাত হয়েছে, নট অ্যাবিলেন থেকে লোকজনসহ ফিরে আসার আগেই সীমান্তের সেই গুণ্ডাপাণ্ডাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে ও।

প্যালেন্স বা সামান্থার সঙ্গে সেদিন বিশেষ দেখা হলো না ওর। জিমকেও চোখে পড়ল না। যা কিছু দেখতে পেল নট তা শুধু ধুলো, গরুবাছুর আর ঝাঁঝাল মরুসূর্য।

সে-রাতে প্রথম পাহারার দায়িত্ব নিল ও, মাঝরাত নাগাদ ক্যাম্পে ফিরে বুটের ডগা দিয়ে ঠেলা মারল প্যালেন্সকে। কোনমতে কম্বলের মায়া ত্যাগ করল বন্দুকবাজ, চোখ ডলতে ডলতে স্যাডলে উঠে বেরিয়ে গেল। নট শুয়ে পড়ল টানটান হয়ে।

ভীষণ ক্লান্ত, তবু সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এল না ওর। আগামীকালের কথা ভাবতে লাগল।

ব্যাপারটা নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছে তার কারণ ওর ধারণা ও যে-সিদ্ধান্তই নিক সেটা ওদের জন্যে মঙ্গলজনক হবে না। প্যালেন্সকে যদি গরুবাছুরগুলো দিয়ে

দেয় বড়জোর একটা বছর রেয়াত পাবে সে, কিন্তু তার বেশি নয়। আবার, দিতে অস্বীকার করলে জিমের শ্রদ্ধাই শুধু হারাবে না, ছেলেটাকেও ওর হারাতে হবে। পিস্তলে প্যালেন্সকে মোকাবেলা করলে তার পরিণতি হবে একটাই-- নটের মৃত্যু। প্যালেন্সকে মারার জন্যে ছলচাতুরীর আশ্রয় নিতে পারবে না ও। প্রথমত সেটা ওর নীতিবিরুদ্ধ, আর তা ছাড়া এতে করে প্রমাণিত হয়ে যাবে, প্যালেন্স ওর সম্পর্কে যে-অভিযোগ করেছে সেটা সত্যি।

এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে শেষমেশ একসময় ঘুমিয়ে পড়ল নট, কিন্তু সজাগ হলো কাক-ভোরে। আগের দিন সন্ধ্যায় ওর স্যাডলের পেছনে সামান্য যা কিছু খাবারদাবার বেঁধে এনেছিল, আগুনের ধারে বসে এখন তার শেষাংশটুকু খেল ওরা। কফি পান করল নিজেদের ক্যান্টিনের পানি ব্যবহার করে। প্যালেন্স সারাক্ষণ চোখে-চোখে রাখল নটকে, ওর আঁত বোঝার প্রয়াস পেল।

যখন শেষ হলো আহার, আগুন নিভিয়ে স্যাডলে উঠল সবাই।

'এবার,' ভাবল নট। কোয়েডের দিকে তাকাল ও, বলল, 'ওদেরকে তুমি অ্যাবিলেনে নিয়ে যাও।'

কোয়েড অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওর পানে। স্পষ্টত অবাক হয়েছে সে, বুঝতে চেষ্টা করছে একসঙ্গে ট্রেইলে এতগুলো সপ্তাহ কাটাবার পর হঠাৎ আজ কেন নট উচ্চারণ করল ওই কথা। কিন্তু নট সেটা না দেখার ভান করল। ওর চোখ প্যালেন্সের মুখের ওপর স্থির।

মুহূর্তের জন্যে জমে গেল বন্দুকবাজ, তারপর দৃষ্টি মেলাল নটের সাথে। অদ্ভুত এক সতর্কতা ফুটে উঠেছে ওর চোখে যা আগে কখনও দেখা যায়নি, জ্বলজ্বল করছে।

জিম ইতিমধ্যে রওনা দিয়েছে, সিকি মাইল দূরবর্তী রোপ-কোরালের উদ্দেশে এগিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

সামান্য উঁচুনিচু হলো প্যালেন্সের কাঁধ। ঠোঁট দুটো টানটান হয়ে গেছে। চোখ সংকুচিত। 'এখনও সময় আছে, নট, তোমার সিদ্ধান্ত পাল্টাও। এমনিতেও আমি কেড়ে নেব ওগুলো।'

নট দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলল, 'অ্যাবিলেন।'

'যা ভাল বোঝ করো। তোমার যখন মরণ ঘনিয়েছে

'কিংবা তোমার।'

'এখনই করবে নাকি চেষ্টাটা?'

একটুক্ষণ চুপ করে রইল নট। কর্তৃত্বের সুরে সামান্য বলল, 'মিস্টার কোয়েড, আমরা পুবে যাচ্ছি– অ্যাবিলেনে নয়।

'কোয়েড ভুরু কোঁচকাল। 'পুব! উত্তর! কী সব আবলতাবল বলছ তোমরা সবাই?'

'কিছু না,' শান্ত কণ্ঠে বলল নট। 'আমরা অ্যাবিলেনেই যাচ্ছি। তুমি এগোও, কোয়েড।'

জিম যেদিকে গেছে প্যালেন্স তার ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল সেদিকে একই সঙ্গে ও ঘাড় ফিরিয়ে নজর রাখছে নটের ওপর। গলা চড়াল বন্দুকবাজ, 'জিম! এক্

মিনিট দাঁড়াও। তোমার সাথে জরুরি কিছু কথা আছে আমার।'

আস্তে আস্তে নট ওর মাস্টাংকে এমনভাবে ঘুরিয়ে নিল যেন ওর ডান পাশ বন্দুকবাজের দিকে ফেরানো থাকে। তারপর হিসহিসে কণ্ঠে আদেশ করল। 'থাম, প্যালেন্স!'

অনন্ত নীরবতা নেমে এসেছে ওদের মাঝে। শক্ত হাতে লাগাম টেনে ধরেছে প্যালেন্স যাতে গুলি করার সময়ে ওর ঘোড়া নড়াচড়া করতে না পারে। থেমে গেছে ঘোড়াটা, তবু প্যালেন্স অপেক্ষা করছে। নট বুঝতে পারল বন্দুকবাজ ঘোড়াটাকে পুরোপুরি নিশ্চল করে ফেলতে চাইছে।

নট তার সমগ্র অস্তিত্বে যেন মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। ওর হাত পিস্তলের ওপর স্থির, তালু ঘামে চটচটে, ঠাণ্ডা। প্যালেন্সের ক্ষিপ্রতার সাথে পাল্লা দিতে পারবে না ও। তবে এই দূরত্বে— গজ ত্রিশেকে ব্যবধানে— প্যালেন্সের প্রথম গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। আর তখন নট ওর বহু প্রতীক্ষিত সুযোগটি পেয়ে যাবে।

যা কিছু ঘটছে সব দুঃস্বপ্নের মত মনে হচ্ছে ওর কাছে। কোয়েড স্থাণু, পনেরো ফুট দূরে বসে আছে তার ঘোড়ার পিঠে। সামান্থা এগিয়ে আসছে, ওর উপস্থিতি নিশ্চিত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বন্ধ করবে এই বিশ্বাসে প্রয়াস পাচ্ছে লাইন অভ ফায়ারে ঢুকে পড়তে।

ঘোড়ার পাল যেখানে রয়েছে তার অদূরে থমকে দাঁড়িয়েছে জিম, ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়েছে তবে ফিরতে শুরু করেনি এখনও।

সামান্থা এখন আর মাত্র দশ ফুট দূরে আছে ওর লক্ষ্য থেকে। দ্রুত ফুরিয়ে আসছে সময়। জীবনে কখনও এতটা উত্তেজনা বোধ করেনি নট, সমস্ত ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে পিস্তলের বাঁট চেপে ধরল সে।

হঠাৎ ওদের কানে তালা লাগিয়ে দিল অপ্রত্যাশিত একটা গুলির আওয়াজ, এবং পাঁচজনের কেউই ঠিকমত বুঝে উঠতে পারল না এর রহস্য।

এ-অবস্থায় যা স্বাভাবিক, তাই করল অ্যালান নট। হাতে পিস্তলের ওয়ালনাট গ্রিপের হিমশীতল স্পর্শ অনুভব করল ও, টের পেল পিস্তলটা বেরিয়ে এসেছে।

ও বুঝতে পারছে না কেন আঘাত লাগেনি ওর গায়ে; বুঝতে পারছে না প্যালেন্স যেখানে রয়েছে তার আশেপাশের বাতাসে বারুদের ধোঁয়া নেই কেন।

প্যালেন্স তার পিস্তল আঁকড়ে ধরেছে, উঠে আসছে এখন। নটের পিস্তলের চেয়ে ধীর গতিতে। ধীরে...

আরেকটা গুলি— তবে প্যালেন্স বা নটের পিস্তল থেকে নয়। ডান দিক থেকে এসেছে ওটা, প্রায় পঞ্চাশ গজ পেছন থেকে। এবার নট বুঝল কেন সে প্রথমে ধাঁধায় পড়েছিল। ওটা পিস্তলের গুলি নয়। রাইফেলের, আরও জোরাল এবং আরও ভীতিপ্রদ গর্জন।

ও টের পেল বুলেটের ধাক্কায় তীব্র একটা ঝাঁকুনি খেল ওর মাস্টাং। চট করে লাফিয়ে স্যাডল থেকে নেমে পড়ল নট, গড়িয়ে সরে গেল দূরে। হুড়মুড় করে লুটিয়ে পড়ল ঘোড়াটা

নট এখনও ধরে রেখেছে পিস্তল, কিন্তু এ-মুহূর্তে সেটা ওর ব্যবহার করার

সুযোগ নেই। প্যালেন্সের গান মাযল তাড়া করছে ওকে।

আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড, তারপর ওই শূন্য গহ্বর থেকে ধোঁয়া নির্গত হতে দেখবে ও। সত্যিই কি দেখবে? এমনও তো হতে পারে, ওর জীবনপ্রদীপ এত তাড়াতাড়ি নিভিয়ে দেবে বুলেটটা যে ধোঁয়া দেখার সুযোগই পাবে না সে।

মরিয়া হয়ে নট ওর পিস্তলটা তাক করার প্রয়াস পেল, এখনও বুঝতে পারছে না কে ছুড়েছে ওই রাইফেলের গুলি।

এবার আচমকা একটা চিৎকার শুনতে পেল ও, দেখল প্যালেন্স পাথরের মত জমে গেছে। 'প্যালেন্স! তুই আমার! এতদিন এই সুযোগের অপেক্ষায়ই করছিলাম আমি!'

হাঁটুতে ভর রেখে উঠে বসল নট, হাতে উদ্যত পিস্তল। ও দেখল পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে কোয়েড, ওর রাইফেল সরাসরি চেয়ে আছে প্যালেন্সের বুক বরাবর।

পরিস্থিতি এখন কতটা জটিল তা বিচারের সময় নেই এ-মুহূর্তে। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল নট, নড়াচড়ার শক্তি নেই, এতই হকচকিয়ে গেছে।

কোয়েডের গলা চড়ে গেল আরেক পর্দা, আবেগে কাঁপছে। 'আমি চাই তুই মরার আগে জেনে যা কেন তোকে খুন করছি আমি! খবর্দার! নড়বি না! তোর নয় নম্বর শিকার ছিল আমার ছেলে।'

কোয়েড আর নটের ওপর পালা করে বিদ্যুৎগতিতে ঘোরাফেরা করছে বন্দুকবাজের দৃষ্টি। ওর চোখে নট এখন সম্পূর্ণ নতুন কিছু আবিষ্কার করল। আতঙ্কই বোধহয়, তবে এখনও সংযত। ভয়। আর সিদ্ধান্তহীনতা।

অবশেষে মনস্থির করে ফেলল প্যালেন্স। এতক্ষণ নট আর কোয়েডের মাঝামাঝি জায়গায় তাক করা ছিল ওর পিস্তল, এবার চকিতে সেটা ঘুরে গেল নটের দিকে।

লক্ষ্যস্থির হওয়ামাত্র গুলি করল প্যালেন্স। প্রায় একই সময়ে ট্রিগার টিপল নট। এত দ্রুত যে হলো দুটো গুলি কিন্তু শোনাল একটার মত।

বুলেটের ধাক্কায় ঝাঁকি খেল প্যালেন্স, কিন্তু স্যাডলচ্যুত হলো না। পেছনের পায়ে খাড়া হয়ে গেল ওর ঘোড়া, মুহূর্তের জন্যে এসে পড়ল দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মাঝখানে।

ঊরুতে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা অনুভব করল নট, মনে হলো খচ্চরের লাথি লেগেছে। ওর হতবিহ্বল মন ভাবল, 'আমি আহত হয়েছি।' তবু বুদ্ধি হারাল না সে, আবারও পিস্তল তাক করল প্যালেন্সের দিকে।

প্যালেন্স আর নটের গুলির আওয়াজ ছাপিয়ে সশব্দে গর্জে উঠল কোয়েডের বাফেলো গান। সোজা বন্দুকবাজের বুকে আঘাত করল বুলেট।

ভোঁতা শব্দ, কিন্তু পাশাপাশি নট ঠিকই মাংস ছেঁড়ার তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনতে পেল।

প্যালেন্স ছিটকে পড়ল স্যাডল থেকে যেন কামানের গোলা আঘাত করেছে ওকে।

শূন্যে বিদঘুটে ভঙ্গিতে হাত-পা ছড়িয়ে গেল ওর, ধপাস করে মাটিতে

আছড়ে পড়ল নিষ্প্রাণ দেহটা। পিঠের মাঝামাঝি অংশে বেশ বড় একটা গর্ত সৃষ্টি হয়েছে, অনায়াসে নটের মুঠি ঢুকে যাবে ভেতরে।

পঞ্চাশ গজ দূরের সেই রাইফেলটা ফের গর্জে উঠল। নটের মৃত মাস্টাংয়ের গায়ে বুলেটটা বিঁধল।

নট চেঁচিয়ে উঠল, 'রাশ! নিশ্চয় রাশ!'

'আমাকে কাভার দাও!'

বুকে হেঁটে ঘোড়ার লাশের পেছনে চলে গেল নট, নিশ্চল বাতাসে ভেসে-থাকা নীলচে ধোঁয়ার মেঘ লক্ষ্য করে ঝটপট তিনবার গুলি ছুড়ল। ক্লিক করে ফাঁকা আওয়াজ করল ওর পিস্তল। হ্যাঁচকা টানে স্যাডল বুট থেকে রাইফেলটা বের করে নিল ও, আবার গুলি করল।

কোয়েড প্রায় পৌঁছে গেছে ওর লক্ষ্যবস্তুর কাছাকাছি, অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ছুটে যাচ্ছে নিচু হয়ে। সরাসরি রাশের হাইড-আউটের দিকে নয়, এর সামান্য বাঁয়ে।

ধোঁয়ার পেছনে কিছু একটা নড়ে উঠতে দেখল নট, সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল। হারিয়ে গেল অস্পষ্ট অবয়বটা। গন্তব্যে পৌঁছে গেল কোয়েড, মাটি কামড়ে শুয়ে পড়ল।

গর্তমত একটা জায়গায় শুয়ে থাকায় এখন ওকে দেখতে পাচ্ছে না নট। কোয়েড যেখানে অদৃশ্য হয়েছে ওর নজর সেখানে নেই, বিলীয়মান নীলচে ধোঁয়ার দিকে স্থির চোখে চেয়ে আছে।

খানিক বাদে আবার দেখা গেল কোয়েডকে, চিৎকার করে ও বলল, 'আর কোন ভয় নেই! ও মারা গেছে!'

উঠে দাঁড়াল নট। রাশ যেখানে ছিল হেঁটে গেল সেখানে। চিত হয়ে পড়ে আছে লোকটা, চোখ আকাশের দিকে, আলো নেই, ওর বাঁ-চোখের ওপরে কপালে ছোট্ট একটা নীলচেমত গর্ত। মাথার নীচে থৈ-থৈ তাজা রক্ত।

'কিছু বোঝার আগেই মারা গেছে।'

ঘুরে, সামান্থার কাছে ফিরে গেল নট। পরিবেশ এমন, মনে হচ্ছে যুগ যুগ ধরে লড়ছে ওরা, কিন্তু এবার সহসা ও উপলব্ধি করল আসলে মিনিটখানেকের বেশি স্থায়ী হয়নি। ঘটনার সময়ে তিনশো গজ দূরে ছিল জিম, এইমাত্র সে পৌঁছেছে অকুস্থলে।

ভয়ে বিস্ময়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ছেলেটা। নটের দিকে এভাবে তাকাল, যেন প্রত্যয় আর অবলম্বন ভিক্ষা করছে।

সামান্থাও চেয়ে আছে ওর পানে, তবে ভিন্ন দৃষ্টিতে। আগেও মেয়েটির চোখে এ-দৃষ্টি দেখেছে নট। আস্থার। বিশ্বাসের। এবং সহানুভূতিরও। কারণ মেয়েটি জানে এইমাত্র কত বিরাট একটা বিপদ কেটে গেছে ওর।

নিজেকে ওর ভীষণ নিস্তেজ মনে হচ্ছে। নিশ্চয় মুখখানা সাদা রক্তহীন দেখাচ্ছে, ভাবল নট। হাঁটুতে বল নেই, স্থির হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করলে কাঁপছে।

কোয়েড ফিরে এসেছে ওর পিছু পিছু, এখন সে তাকিয়ে আছে প্যালেন্সের লাশের দিকে। দশ মিনিট আগেও যা ছিল, তার চেয়ে বুড়োটে দেখাচ্ছে

কোয়েডকে। এতদিন যে-জিনিসটি ওর প্রাণশক্তি জিইয়ে রেখেছিল সেটা শেষ হয়ে গেছে।

নটের দিকে তাকাল ও, মুখ প্রায় পাণ্ডুর। 'যে-রকম তৃপ্তি পাব আশা করেছিলাম তা পাচ্ছি না,' বলল কোয়েড। 'গত পনেরোটা বছর এই মুহূর্তটির জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম আমি, অথচ এখন মনে হচ্ছে–' কথা শেষ করল না ও। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল প্যালেন্সের দিকে।

বিশ

পালা করে কোয়েড আর সামান্থাকে দেখল নট, তারপর জিমের দিকে ফিরল। ওর সমস্যার কোন সুরাহা হয়নি, উপলব্ধি করতে পারছে সে। প্যালেন্সের মৃত্যু কোনকিছুর সমাধান করতে পারেনি। যে-সত্যকে লুকিয়ে রাখতে এতকাল সদা-তৎপর থেকেছে ও এখনও সেটা ওর আর জিমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রাচীরের মত।

জিমের দিকে এক কদম এগোল ও, আহত পায়ে বল না পাওয়ায় হোঁচট খেল। কোনমতে টাল সামলে নিল নট, দাঁড়িয়ে রইল এক পায়ে ভর রেখে। এবার রক্তের উষ্ণতা টের পেল সে, তাকাল নীচের দিকে।

ওর প্যান্ট রক্তে ভেজা। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সামান্থা বলল, 'তুমি বস। আমি পট্টি বেঁধে দিচ্ছি।'

যেখানে আছে সেখানেই বসে পড়ল নট। ছুরি দিয়ে ক্ষতস্থানের কাছে সাবধানে চিরে ফেলল ওর প্যান্টের পা।

নিজের স্যাডব্যাগে হাত ঢুকিয়ে খানিকটা পরিষ্কার কাপড় বের করে আনল সামান্থা। একফালি ন্যাকড়া ভাঁজ করে জখমের ওপর রাখল, তারপর বেঁধে দিল শক্ত করে। তেমন মারাত্মক চোট নয়, তবে প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে, ব্যথাও করছে এখন।

জিম মাটিতে নেমে পড়েছিল। এবার, আচমকা, একছুটে অন্যদের থেকে দূরে সরে গেল সে। প্রায় পঞ্চাশ গজ তফাতে গিয়ে থামল ছেলেটা, নট ওর কান্না শুনতে পেল।

উঠে পড়ল নট, খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগোল ওর দিকে। প্রতি কদমে আহত পায়ে তীব্র ব্যথা অনুভূত হচ্ছে। পেছনে কোয়েডের চিৎকার শুনতে পেল ও, 'দাঁড়াও, নট!'

থমকে দাঁড়াল নট, ঘাড় ফেরাল। কোয়েড হাত ইশারায় দক্ষিণ দিকটা দেখাচ্ছে। বাতাসে ধুলো উড়ছে ওখানে, বারোজন ঘোড়সওয়ার এগিয়ে আসছে।

প্যালেন্সের দলবল? নট জানে না। যদি প্যালেন্সের লোক হয়, ওদের দফা শেষ। মাত্র চারজন নিয়ে বারোজনকে সামলানো যাবে না, এমনকী ওদের প্রত্যেকের লড়াই করার সামর্থ্য থাকলেও।

ঘোড়সওয়ারদের উদ্দেশে কিছুদূর এগিয়ে গেল ও, অপেক্ষা করতে লাগল। কাছে এসে পড়ল ওরা, ত্রিশ ফুট দূরে থাকতে লাগাম টানল।

লোকগুলোর চেহারা-বেশভূষা সীমান্তের দুর্বৃত্তদের মত নয়। ড্রোভারদের যেমন হয়, মার্জিত এবং ভদ্র।

ওদের মধ্যে যার বয়েস বেশি সে জিজ্ঞেস করল, '...কোন ঝামেলা, মিস্টার?'

মাথা ঝোঁকাল নট।

লোকটা বলল, 'আমরা গুলির আওয়াজ পেয়ে এসেছি। ভাবলাম সীমান্তের কোন খুনে-ডাকাত হবে... ' নটের কাঁধের ওপর দিয়ে অন্যদের দিকে তাকাল ঘোড়সওয়ার। 'আমি জেরাল্ড ম্যাক-ফি। মাইল কয়েক পেছনে আমাদের একটা গরুর পাল আছে। তোমরা মোটে এই কজন?'

মাথা ঝাঁকাল নট।

'ঠিক আছে, আপাতত এখানেই অপেক্ষা কর তোমরা,' ম্যাক-ফি পরামর্শ দিল। 'আমরা আসি তারপর সবাই মিলে একসঙ্গে ট্রেইল ধরব।'

'তা হলে তো খুব উপকার হয়,' নট বলল।

ওর উদ্দেশে ঈষৎ মাথা ঝাঁকিয়ে এবার সামনে এগোল লোকটা, অন্যরা যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে গিয়ে থামল। ঝুঁকে পড়ে ভূলুণ্ঠিত লাশটা দেখল ম্যাক-ফি। 'জ্যাক প্যালেন্স না?'

কোয়েড বলল, 'হ্যাঁ।'

ম্যাক-ফি হাসল একগাল। 'বাঁচা গেছে।' সামান্থার দিকে চোখ ফেরাল ও। 'আপনার গরু, ম্যাম?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল সামান্থা। দীর্ঘ কয়েক সপ্তাহের উদ্বেগ উৎকণ্ঠার পর আজ হঠাৎ করেই সমস্ত বিপদাপদ কেটে যাওয়ায় অত্যন্ত নির্ভার দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। নট ভাবল, ও বোধহয় এখুনি কেঁদে ফেলবে।

'দুপুর পর্যন্ত আপনারা এখানেই থাকুন, ম্যাম। আমরা এসে অ্যাবিলেনে নিয়ে যাবখন।'

'ধন্যবাদ। সত্যি, আপনারা না এলে–' নটের উদ্দেশে তাকাল সামান্থা, পরমুহূর্তে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'এমনিতেও সফল হতাম আমরা। তবে যাইহোক, সাহায্য পেলে উপকারই হবে।'

মাথা ঝাঁকাল ম্যাক-ফি, ফিরে গেল নিজের দলবলের কাছে, দক্ষিণে রওনা হয়ে গেল।

সবচেয়ে জরুরি যেটি, সেই সমস্যার সমাধান করা বাকি রয়ে গেছে এখনও। নট ডাকল, 'জিম?'

জিম তাকাল ওর পানে। ছেলেটাকে এখনও মর্মাহত অসুস্থ দেখাচ্ছে, তবে ধীরে ধীরে রঙ ফিরে আসছে ওর মুখে। নট বলল, 'চল, আমরা একটু হাঁটি একসঙ্গে।'

সামনের ঘেসো জমির দিকে এগিয়ে গেল নট। মিনিট কয়েক পর অনুসরণ করল জিম, দ্রুত পা চালিয়ে ধরে ফেলল ওকে।

শেষমেশ, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, একসময় থমকে দাঁড়াল নট। থামতে চায়নি ও, ভেবেছিল হাঁটতে হাঁটতে আলাপ করবে, কিন্তু বুঝতে পারছে না কীভাবে করবে শুরুটা। ও বলল, 'বেশ ধকল গেল, তাই না?'

'খুউব একটা না,' জিম বলল বলিষ্ঠ সুরে।

নট অনুভব করল ওর কণ্ঠ বুজে আসছে। চকিতে জিমের পানে চাইল সে, তারপর সরিয়ে নিল দৃষ্টি। 'জান কী ঘটছিল ওখানে?'

'সামান্থার গরুবাছুর কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করছিল মিস্টার প্যালেন্স।'

'ওর মৃত্যুর জন্যে আমাকে দায়ী করছ তুমি?'

'না, স্যার। আপনি ওকে খুন করেননি।'

'চেষ্টা করেছিলাম করতে। কিন্তু কোয়েড আমাকে হারিয়ে দিয়েছে।' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে নট যোগ করল, 'আর শোন, যেমন বলছিলে, ওসব স্যার-ট্যার নয়, শুধু অ্যালান। আপনি নয়– তুমি।'

জিম নীরব। আবার ওর দিকে তাকাল নট, ছেলেটার চোখে চোখ রাখল। ও বলল, 'জ্যাক প্যালেন্স আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছিল, বাছা। তোমার বাবা যখন নিহত হন ও তখন সেখানে উপস্থিত ছিল।'

জিমের চোখ ছোট হয়ে গেল, মুখ রঙ হারাল খানিকটা। নট অকপটে কবুল করল, 'আমি তোমার বাবাকে মেরেছি, জিম। আমাকে পাঠানো হয়েছিল ওকে ধরে নিয়ে যেতে। আমি ওকে আত্মসমর্পণ করতে বলেছিলাম, কিন্তু ও আচমকা ঘুরে দাঁড়ায়। আমি ভেবেছিলাম ও পিস্তল বের করতে যাচ্ছে।'

জিম এখনও নীরব, নটের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। নট তড়িঘড়ি যোগ করল, 'প্যালেন্সের গল্পের সেই ডেপুটি আমি, জিম।'

নট জানে কাহিনিটা সে নিতান্ত আনাড়ির মত শুনিয়েছে জিমকে। আরও ভালভাবে বলতে পারা উচিত ছিল, ভাবল ও। কিন্তু বাস্তবে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে, হয়তো যা চেয়েছিল সেভাবে বোঝাতে পারেনি।

মরিয়া হয়ে নট বলল, 'জিম, আমি ভেবেছিলাম ও আমার কাজে বাধা দিতে চাইছে। এখনও আমার তাই বিশ্বাস।' এরপর অপেক্ষা করতে লাগল সে, বলার মত আর কিছুই নেই। সত্যি কথাটা বলে ফেলেছে, হয়তো অগোছাল ভঙ্গিতে, তবে ওর পক্ষে যতটা সম্ভব চেষ্টার ত্রুটি করেনি।

অপেক্ষার পালা যেন ফুরোতে চায় না আর। শেষমেশ একসময় জিম বলল, 'চল, অ্যালান, ফেরা যাক।'

ছেলেটার দিকে তাকাল ও। জিমের কচি চোখে বিদ্বেষ দেখতে পেল না। কোন পরিবর্তন না। নট বলল, 'জিম··· তোমার বাবাকে হত্যা করেছি বলে তুমি আমাকে ঘৃণা করবে না?'

'তুমি তো বলেইছ, যেটা তোমার কাছে ঠিক মনে হয়েছে তাই করেছ তুমি। আমি জানি তুমি আমাকে মিথ্যা বলবে না।' ঢোক গিলল জিম। 'যেমন আগেও কখনও বলনি।' দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরবে কেটে গেল ওদের মাঝে, চোখ জ্বালা করছে নটের, বার কয়েক পিটপিট করল। তারপর জিম আবার জিজ্ঞেস করল, 'আমরা ফিরতে পারি এবার?'

মুখ ঘুরিয়ে নিল নট। বারবার ঢোক গিলছে। হাতের মুঠি চেপে প্রাণপণ চেষ্টা করছে আত্মসংযম বজায় রাখতে।

এতগুলো বছর জিমের সঙ্গে কাটানোর সুফল পেয়েছে সে। ভয় পাওয়ার মত কারণ ছিল না ওর। আরও পাঁচটা বছরের কোন দরকার নেই।

ও বলল, 'হ্যাঁ, জিম। পারি।'

হাঁটু-সমান ঘাসের ভেতর দিয়ে জিমের সাথে এগোল নট। সহসা আকাশটাকে এখন আরও নীল আরও উজ্জ্বল মনে হচ্ছে ওর। সামান্থা যেখানে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে ছেলেটাকে নিয়ে সেদিকে হেঁটে গেল ও।

মেয়েটির চোখ আঠার মত সেঁটে আছে নটের মুখের ওপর, জবাব খুঁজছে, যখন পেয়ে গেল ঘুরে জিমের মুখোমুখি হলো সে। 'ওর হৃদয়টা বিশাল, জিম,' বলল সামান্থা। 'তোমার কি মনে হয়, আমাদের দুজনের জায়গা হবে না?'

মুহূর্তের নীরবতা, তারপর মাথা ঝাঁকাল জিম, হাসছে।

হঠাৎ পানি এসে গেল সামান্থার উৎকণ্ঠিত চোখে।

দুজনকেই বুকে টেনে নিল নট, যেখানে ওদের উভয়েরই স্থান।

***

www.boighar.com